শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

২৩শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৭ { ২য় সংখ্যা



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও শ্রীপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত

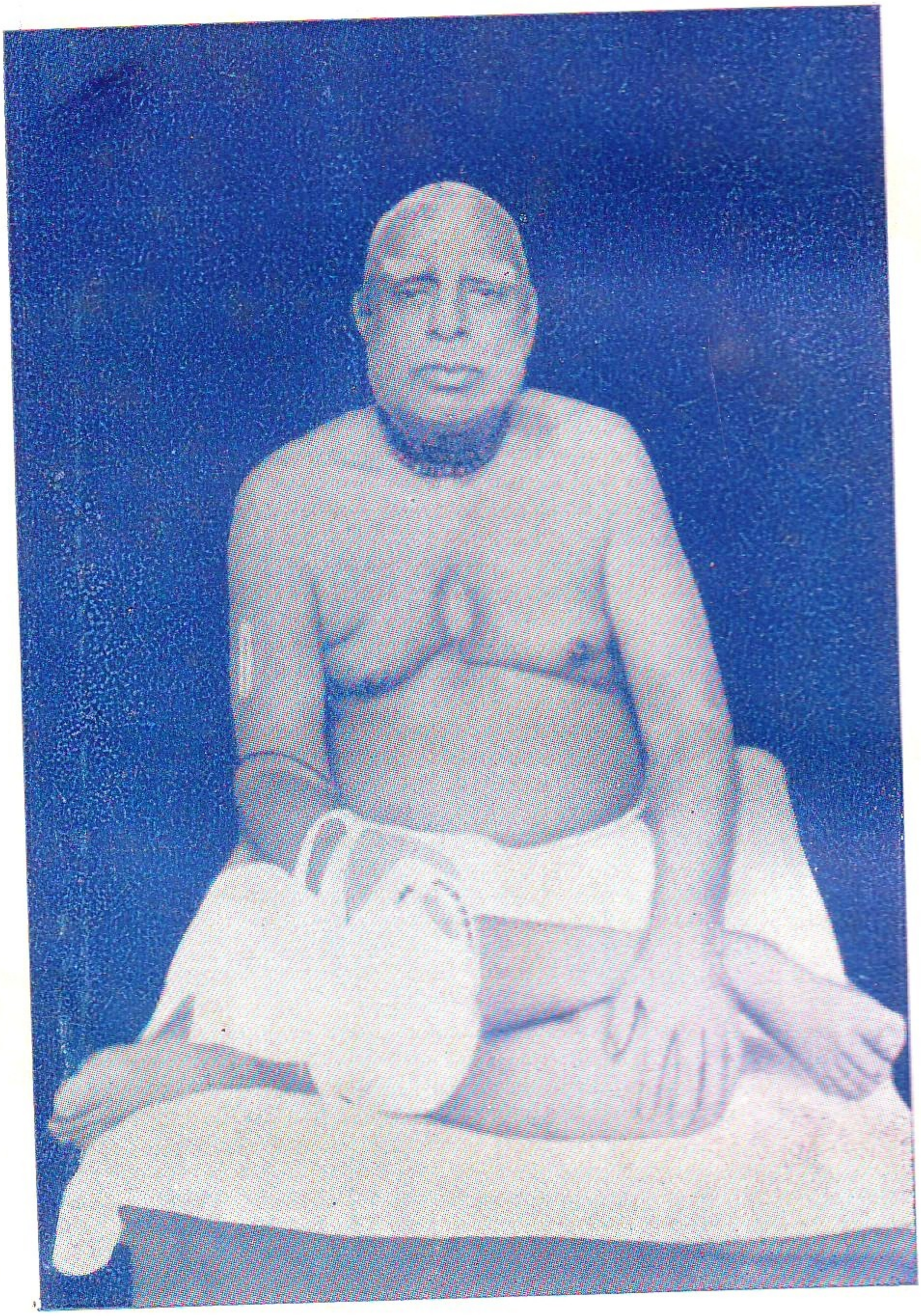

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

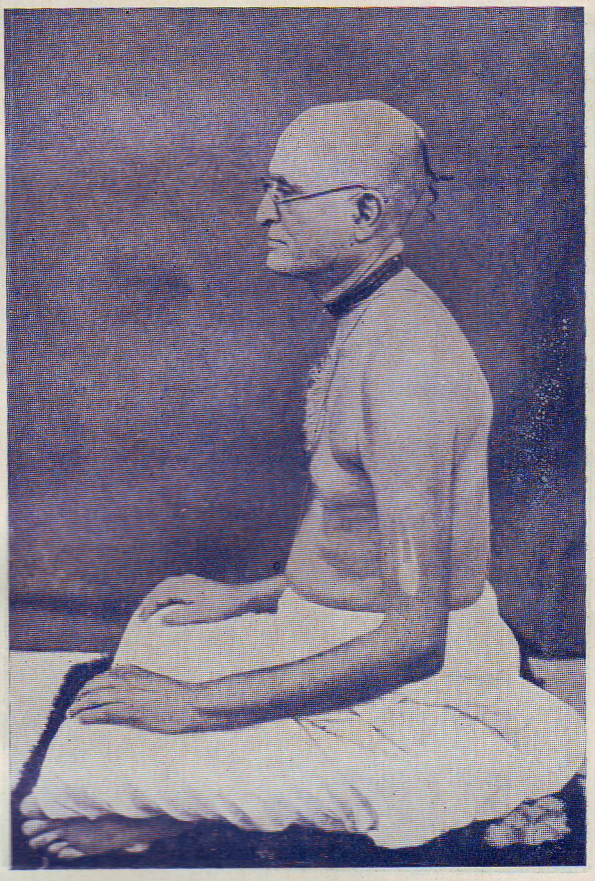

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ত্রয়োবিংশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৫ বিষ্ণু হইতে গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৮ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭১ মার্চ্চ হইতে ১৯৭২ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬·০০ টাকা মাত্র।

দ্বাবিংশতি বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অজামিল-উপাখ্যান	৩।১১, ৫।১৮৪
২। অমোঘ বিপ্র উদ্ধার (কবিতা)	৪।১২৭
৩। অশিষ্ট ও শিষ্টাচার	৩।১১৩
৪। আত্মনিবেদন	৬।১২৩
৫। আত্মার অবস্থা	৪।১৫১
৬। উৎসব-সমীক্ষা (স্নানযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা)	৫।১৯৫, ৭।২৭৫
৭। ঐকান্তিকের লক্ষণ	৬।২২০
৮। কয়েকটি প্রসঙ্গ	৭।২৬৯
৯। কালের চলন্তিকা	৪।১৪৮
১০। গৃহ ও গৃহী	৩।১০৫, ৪।১৫৫
১১। গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ বর্ষ	১।৩৫
১২। জিজ্ঞাস্য	৭।২৫৫
১৩। তত্ত্ববাদী-মত-খণ্ড (কবিতা)	১।৯
১৪। দু'চার কথা	১০।৩৯৬, ১১।৪৩৫
১৫। পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব	১।২৭, ২।৪৩
১৬। পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী	৮।৩১৭
১৭। পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব	৬।২১৭
১৮। প্রচার-প্রসঙ্গ	৩।১২০
১৯। প্রশ্নোত্তর— [বৈষ্ণব-নিন্দা ১।৬ ; মনোধর্ম্ম ২।৪৬ ; মায়াবাদ ৩।৮৬ ; পৌত্তলিকতা ৪।১২৬ ; সমন্বয়বাদ ৫।১৬৬ ; সভ্যতা ৬।২০৬ ; রাজনীতি ৭।২৪৭ ; সমাজনীতি ৮।২৮৬ ; জীবের অধিকার ৯।৩২৫ ; দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ১০।৩৬৬ ; ভক্ত্যানুকূল্য ১১।৪০৬, ১২।৪৪৭	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১৯। বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪৭০
২০। বাণীই গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য	৪।১৪৬
২২। বিরহ-বার্ত্তা	২।৭৭
২৩। বিরহ-তিথি-পূজায় আমন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৭।২৭৯
২৪। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়	৩।২২৮
২৫। বৈরাগ্যের তাৎপর্য্য	৮।৩০৪
২৬। বৈষ্ণবধর্ম্ম	১১।৪২৯
২৭। ব্রাহ্মণ কে ?	১।২২, ২।৫৪
২৮। ভক্ত ভদ্রতনু	১।১১
২৯। ভক্তির মহিমা (নাটিকা)	২।৫৮, ৩।১০০, ৪।১৪২
৩০। ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ (নাটিকা)	৫।১৮৪, ৬।২২৫, ৭।২৫৯, ৯।৩৩৮, ১০।৩৮২, ১১।৪২৩, ১২।৪৬২
৩১। ভগবান কে ?	৫।১৭৫
৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য	১১।৪৩৩, ১২।৪৬৬
৩৩। ভোক্তা ও ভোগ্য	৫।১৯১, ৬।২৩১
৩৪। মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায়	১০।৩৮৬
৩৫। মানব-জীবনের সার্থকতা	১০।৩৯০
৩৬। যথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ	৯।৩৩৪
৩৭। যৎকিঞ্চিৎ	২।৮০
৩৮। রজকবধ ও তার তাৎপর্য্য	৩।১০৬
৩৯। রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র—শ্রী	৪।১৫৯
৪০। শ্রেষ্ঠ উপাসনা	৮।২৯৯
৪১। শ্রীকৃষ্ণ	৯।৩৪৪
৪২। শ্রীকৃষ্ণদাস	৪।১৩৮
৪৩। শ্রীগৌরে নিষ্ঠা (কবিতা)	৬।২০৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৪৪। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য সম্মোদন-ভাষ্যানুবাদ	১০।৩৭৪, ১১।৪১৮, ১২।৪৪৮
৪৫। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যকতা	১।৩৩
৪৬। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব	৩।১১৮
৪৭। শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান	১১।৪৩৯
৪৮। শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা	৬।২৩৯
৪৯। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব	১২।৪৭০
৫০। শ্রীনামকীর্ত্তন	১।১৮, ২।৯৪
৫১। শ্রীনামসুধা	১২।৪৬৮
৫২। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য	৬।২৩৩ , ৭।২৬৫
৫৩। শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ	২।৭৩
৫৪। শ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান	১০।৪০০
৫৫। শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী (কবিতা)	১০।৩৬৮
৫৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাস-পূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি—২।৪৮, ২।৬৭, ৩।৯৯, ৪।১৩৪, ৫।১৬৮	
৫৭। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি-পূজায় বিরহ-বেদনা — ৮।২৯০, ৮।৩০৭, ৯।৩৪৭, ১০।৩৯৩, ১১।৪১২, ১২।৪৫২	
৫৮। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩১৩
৫৯। শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণ-কমলে নিবেদন (কবিতা)	৯।৩২৭
৬০। শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য অগ্নুধবনি	৫।১৯৩, ৯।৩৫৭
৬১। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী—[ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে ১।৪ ; শুদ্ধভক্তি মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ২।৪৪ ; আচার্য্যের কৃপোপদেশ ৩।৮৪ ; হরিকীর্ত্তন-বাধক নির্জ্জন-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা ৪।১২৪ ;	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জীবের বিমুখতায় দুঃখ ৫।১৬৪ ; কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয় ৬।২০৫ ; চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার ৭।২৪৪ ; বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড ৮।২৮৫ ; লীলা স্মরণের প্রণালী ও অধিকার ৯।৩২৪ ; শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে ১০।৩৬৫ ; উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার ১১।৪০৫ ; অনর্থ-নিবৃত্তির উপায় ১২।৪৪৬ ।	
৬২। শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত— [শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি ১।১, ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১ ; মনঃশিক্ষা ১১।৪০১, অভীষ্টসূচনম্ ১২।৪৪১	
৬৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব	৫।১৯৬
৬৪। সন্দর্ভ-সার—[প্রীতিসন্দর্ভ ২।৫০ ; ৩।৯০ ; ৪।১৩০ ; ৫।১৭১ ; ৬।২০৮ ; ৭।২৫০ ; ৮।২৯২ ; ৯।৩২৮ ; ১০।৩৬৯ ; ১১।৪১৩ ; ১২।৪৫৩]	
৬৫। সন্দেহভঞ্জন (কবিতা)	৭।২৪৮
৬৬। সংবাদ-সমীক্ষা (শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব)	৯।৩৫৬
৬৭। সাধক-জীবনের জ্ঞাতব্য	৩।১০৯, ৫।১৮১
৬৮। সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আহ্বান)	৫।১৯৭
৬৯। স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ	৬।২৩৬
৭০। স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী	৬।২৩৮
৭১। স্বধামে শ্রীমৎ অধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ	৮।৩১৫
৭২। স্বধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব প্রভু	৯।৩৫৩
৭৩। Statement about Ownership and Particulars about Newspaper	১।৪০

শ্রী মায়াপুর পত্রিকা কার্যালয়
শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ (৪০)



২৩শ বর্ষ { বাসুদেব, ২ বিষ্ণু, ৪৮৫ গৌরাব্দ / রবিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৭ ; ইং ১৪।৩।১৯৭১ } ১ম সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং ন হি পশ্যসীতি।
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্ত্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন ?? ১ ॥

হে সখি! রূপমঞ্জরি! তুমি এই ব্রজমণ্ডলীতে সতী বলিয়া বিখ্যাত, কখনও পরপুরুষের মুখও সন্দর্শন কর না, তবে ভর্ত্তার অনুপস্থিতকালে তোমার যে বিম্বাধরে ক্ষত ইহা কি কোন শুকপক্ষী বিধান করিয়াছে ? ॥১॥

স্থলকমলিনি যুক্তং গর্ব্বিতা কাননেঽস্মিন্
প্রণয়সি বরহাস্যং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন।
অপি নিখিল-লতাস্তাঃ সৌরভাক্তাঃ স মুঞ্চন্
মৃগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণভৃঙ্গো যদদ্য ॥ ২ ॥

হে স্থলকমলিনি! তুমি এই কাননে গর্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছের বিকাশচ্ছলে যে অতিশয় হাস্য করিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু সেই কৃষ্ণভৃঙ্গ নিখিল সুগন্ধিযুক্ত লতাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথই অন্বেষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

ব্রজেন্দ্রবসতিস্থলে বিবিধবল্লবীসঙ্কুলে
ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুরপুণ্যপুঞ্জোদয়া।
বিলাসভরবিস্মৃতপ্রণয়িমেখলামার্গণে
যদদ্য নিজনাথয়া ব্রজসি নাথিতা কন্দরম্ ॥ ৩ ॥

হে রতিমঞ্জরি! বিবিধ গোপপত্নীসঙ্কুল নন্দরাজের বসতিস্থল এই বৃন্দাবনে তুমিই একমাত্র প্রচুর পুণ্যশালিনী, যেহেতু কন্দর্প ক্রীড়ার আতিশয্যবশতঃ বিস্মৃত প্রিয়তম মেখলার অন্বেষণার্থ অদ্য নিজের কর্ত্রী শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া কন্দরে গমন করিতেছ ॥ ৩ ॥

প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ প্রিয়যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

যে এই যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র, তথা এবং উৎকৃষ্ট প্রভাব সম্পন্ন এবং প্রভু হইয়াও আমাকে নিরুপম কৃপামৃতদ্বারা অভিষেক করিয়াছেন সেই গুরুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৪ ॥

যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভিঃ।
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং
শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥ ৫ ॥

যিনি অশেষ ক্লেশকর ও দুস্তর গেহরূপ নির্জ্জল মহাকূপ হইতে সদ্যঃ কৃপারজ্জু দ্বারা উদ্ধারপূর্ব্বক নিজের পদ্মনিন্দিত চরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া স্বয়ং শ্রীদামোদরকে অর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি স্বভাবতই প্রগাঢ় দয়ার অম্বুধিস্বরূপ ও স্বতন্ত্র সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্ ।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ৬ ॥

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ার সাগর, অভিলাস না থাকিলেও অতি যত্নসহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস লাভ করাইয়াছেন সেই শিক্ষাগুরু সনাতনকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।
হা স্বামিনি· ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢ়-
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ॥ ৭ ॥

হে স্বামিনি ! শ্রীরাধিকে ! আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদন বশতঃ কাতর হইয়াছি সুতরাং ব্যাপার শূন্য হইয়া কতিপয় পদ্যের দ্বারা গোবর্দ্ধনের এক দেশে বিলাপ করিতেছি ॥ ৭ ॥

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে
দূয়মানমতি দুর্গতং জনম্ ।
ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াহদ্ভুতং
প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ॥ ৮ ॥

হে ক্রীড়াকারিণি ! শ্রীরাধিকে ! আমি নিখিল দুঃখসাগরে অতিশয় উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে স্বীয় কৃপারূপ প্রবল নৌকাদ্বারা অপূর্ব্ব নিজ পাদপঙ্কজ লাভ করাও ॥ ৮ ॥

ত্বদলোকন-কালাহি-দংশৈরেব মৃতং জনম্ ।
ত্বৎ পাদাব্জমিলল্লাক্ষাভেষজৈর্দেবি জীবয় ॥ ৯ ॥

হে দেবি ! তোমার অদর্শনরূপ কালসর্পের দংশনে এই জন মৃতপ্রায় হইয়াছে, অতএব তোমার পাদপদ্মে সম্মীলিত রসরূপ মহৌষধি দ্বারা ইহাকে জীবিত কর ॥ ৯ ॥

দেবি তে চরণপদ্মদাসিকাং
বিপ্রয়োগভরদাবপাবকৈঃ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং
জীবয় ক্ষণনিরীক্ষণামৃতৈঃ॥ ১০॥

হে দেবি! আমি তোমার চরণপদ্মের ক্ষুদ্র দাসী, কিন্তু বিয়োগরূপ দাবানলে আমার তনুলতা সাতিশয় দগ্ধ হইতেছে, সুতরাং ক্ষণকাল অমৃতস্বরূপ দৃষ্টি দানে আমাকে জীবিত কর॥ ১০॥

স্বপ্নেঽপি কিং সুমুখি তে চরণাম্বুজাত-
রাজৎপরাগ-পটবাস-বিভূষণেন।
শোভাং পরামতিতরামহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রদ্ভবিষ্যতি কদা মম সার্থ-নাম॥ ১১॥

আহা! হে সুমুখি! স্বপ্নেও কি তোমার চরণাম্বুজাত পরাগরূপ পটবাস অর্থাৎ ফল্গু প্রভৃতি সুগন্ধিচূর্ণ, যাহা ভূষণস্বরূপ, তদ্দ্বারা পরম শোভাধারণ করিয়া আমার উত্তমাঙ্গ (মস্তক) কবে সার্থ-নাম হইবে অর্থাৎ মস্তক স্বীয় নাম যে উত্তমাঙ্গ তাহাকে কবে সার্থক করিবে? ॥ ১১॥

(ক্রমশঃ)

ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১
২২ গোবিন্দ, ৪৪৪ গৌঃ

যথাবিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, শ্রীধামের * * সেবায় আপনার যে আন্তরিকী চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জাগতিক কার্য্যের উৎকর্ষে নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আপনার দীর্ঘকাল সঙ্গ-লাভ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি কথা এই যে, সহস্র জাগতিক, পারিবারিক, আধ্যক্ষিক কার্য্যসমূহ উপস্থিত হইলেও তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শুভাগমন উৎসবকালে বৎসর-মধ্যে তিন চারিদিন আমরা ভিক্ষা করিতে পারি না কি? * * *।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এ কথা পরম সত্য। সুতরাং * * এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত **বৈষ্ণব-গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়,**—এই কথা বোধ করি আপনি অনুমোদন করিবেন। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু। আপনি ত' তাহাই; কিন্তু আপনার গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে আপনি কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদিগের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"।

ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে এ কথা অধিক বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা-মাত্র।

বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে **গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,**—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক্, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-নিন্দা)

১। শুদ্ধবৈষ্ণব-নিন্দা কর্ণে আসিলে কি কর্ত্তব্য? বৈষ্ণব-নিন্দক গুরু-ধ্রুবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

"বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। **যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।**" —চৈঃ শিঃ ৩।৪

২। বৈষ্ণবনিন্দা-শ্রবণে কি অসুবিধা হয়?

"সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩। সাধুনিন্দা সর্ব্বাধম অপরাধ কেন?

"যে-সকল সাধু একমাত্র নামের আশ্রয় করিয়াছেন এবং সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিন্দা করিলে বৃহদ্ অপরাধ হয়; কেন না, যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই 'সর্ব্বোত্তম সাধু' বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিলে নামের শীঘ্র কৃপা হয়।" —জৈঃ ধঃ ২৪শ অঃ

৪। সাধুনিন্দার ফলে কি হয়?

"সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্ত্বের উদয় হইবে না।" —'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৫

৫। ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ কি কি ও তদনুষ্ঠাতার ফল কি?

"যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে,

নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, বৈষ্ণবকে অভিনন্দন করে না, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়, তাহার পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।২

৬। বৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণে কি ফল হয়?

"যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে, যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।২

৭। শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন নিন্দা হইতে পারে কি?

"যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহাদের দোষ নাই; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।২

৮। দুষ্টলোকগণ বৈষ্ণবের কি কি কথা লইয়া বিদ্বেষের সহিত নিন্দা করিয়া থাকে?

"বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোক বিদ্বেষ-পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্টলোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষ-সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।২

৯। বৈষ্ণবের চরিত্র আলোচনায় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়া?

"বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব-দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৩

১০। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত বৈষ্ণবের পূর্ব্বতন, কাদাচিৎক ও নষ্টপ্রায়-দোষ আলোচ্য কি?

"নিসর্গপ্রায় যে-সকল সুদুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৫

১১। বৈষ্ণবের কোন্ কোন্ দোষ সমালোচনা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইয়া থাকে?

"দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য বতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম-স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৫

১৩। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত পরচর্চ্চা কি বাঞ্ছনীয়া?

"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য—তিন প্রকার; যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত।" —'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৫

১৩। সাধু-মহিমা-জ্ঞাপনার্থ অসাধুর চরিত্র আলোচনা করিলে কি বৈষ্ণবনিন্দা হয়?

"শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদ আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা,' সঃ তোঃ ৫।৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

তত্ত্ববাদী-মত-খণ্ডন

দক্ষিণ দেশেতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
প্রভু কি যে ভাবি মনে,
উড়ুপ-কৃষ্ণে দরশন আশে
গেলা তত্ত্ববাদী-স্থানে।
পুরাকালে হরি ছিলা ডিঙ্গা'পরি
একদা তা' পরিহরি',
মধ্বাচার্য্য-পাশে স্বপ্ন দিয়া আসে
ভক্ত-সেবা অঙ্গিকারী।
প্রভু মধ্বাচার্য্য হেরি' নিজ-ইষ্ট
স্থাপিলা তাঁয় বিধিমতে,
তাবৎ সেস্থানে তত্ত্ববাদিগণে
সে গোপাল-বিগ্রহে পূজে।
দেখি' তথা হরি' প্রভু গৌরহরি
প্রেমাবেশে নাচে গায়,
তত্ত্ববাদী সবে মনে মনে ভাবে
ইঁহো মায়াবাদী হয়।
সাত্বিক লক্ষণ হেরিলা যখন
প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-মাঝে,
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুরে তখন
বৈষ্ণবজ্ঞানে সম্ভাষে।
অন্তর্য্যামী গোরা জানে গর্ব্বী এরা
পুছে তাই দীন ভাবে,—
'সাধ্য-সাধন-শ্রেয়ঃ কিবা হয় কহ
জানি না তা' ভাল মতে।
তত্ত্ববাদী-আচার্য্য প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ
কহে বিদ্যা-গড়িমায়,

'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে সঁপিলে কৃষ্ণে
শ্রেষ্ঠ সাধন কহি তায় ;
মুক্তি লভি' প্রাণে বৈকুণ্ঠ গমনে
সাধ্য শ্রেষ্ঠ বলি' মানি ।
কৈল এত বাণী আচার্য্য যখনি
কহে তবে গোরামণি ;—
'শ্রবণ-কীর্ত্তনে প্রেম জন্মে কৃষ্ণে
শ্রেষ্ঠ-সাধন ইহো হয়,
কৃষ্ণ-প্রেম যবে উপজয় চিতে
পুরুষার্থ তারে কয় ।
ভক্ত জনে সদা ত্যজে মুক্তি-বাঞ্ছা
মুক্তি তুচ্ছ নরক-সম,
ত্যজে যা' ভক্ত মুক্তি ও কর্ম্ম
তুমি তাই কর স্থাপন ।'
আচার্য্য আনন্দে কহে শ্রীগৌরাঙ্গে
'তব বাণী সত্য হয় ;
কহে গৌরমণি, 'ভক্তি হীন জানি
যত কর্ম্মী জ্ঞানী জানি রয় ।
তব সম্প্রদায়ে মানে ঈশ্বরে
ভক্তিপথে নাহি ফেরে,
ইথে জীববৃন্দ না পায় আনন্দ
দুঃখ ভুঞ্জে বারে বারে' ।
খণ্ডিলা শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ববাদী মত
ভক্তি-পথ বিশ্লেষিয়া,
মাগে পরাভব তত্ত্ববাদী সব
গৌর-প্রেমে নিমজ্জিয়া ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ভক্ত ভদ্রতনু

[পাদ্ম-ক্রিয়াযোগসার, ১০ম অধ্যায়]

সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম ধামে ভদ্রতনু নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুন্দর প্রিয়বাদী এবং পবিত্রকুলে জন্মগ্রহণকারী হইলেও যৌবনকালে কাম-মোহিত হইয়া পরলোকভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্ত্রীনিরত হইয়াছিলেন। বেদপাঠ, সৎসঙ্গ বা ভক্তিগ্রন্থাদি শ্রবণ কিছুই তাঁহার ছিল না। সৎসঙ্গের পরিবর্ত্তে পাষণ্ডসঙ্গবশে পরদ্রব্যাপহারক, ধর্ম্মনিন্দক এবং ব্রাহ্মণাচার ত্যাগ করিয়া বিবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাভক্তিরহিত হইলেও একদিন লোকলজ্জাভয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামের তাড়নায় সেই রাত্রেই তিনি স্রকৃচন্দনাদি-বিভূষিত হইয়া সুমধ্যা নাম্নী বেশ্যাগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ভদ্রতনু সুমধ্যাকে বলিলেন—হে কান্তে, তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিবসেও সর্ব্বলোক ভয়াবহ ঘনব্যাপ্ত আকাশ ঘনান্ধকার হেতু তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া আজ রাত্রিতে তোমার গৃহে আসিতে দ্বিধা হয় নাই। তোমার মুখ দর্শন না করিয়া আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। তীর্থতোয়ে অভিষেকের কি প্রয়োজন, তোমার প্রেমতোয়ে অভিষিক্ত হইয়া আমি স্বর্গে গমন করিব। অপকীর্ত্তিভয়ে আমি পিতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। তুমিই আমার জপ, তপ, পূজা, যজ্ঞ, কুল, যশ, যাহা কিছু সবই তুমি। আমি তোমাকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিলাম। আমাকে আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব।

সুমধ্যা বলিল,—হে বিপ্র, তোমার মাতা পুত্র থাকা সত্ত্বেও পিতৃহীন হইয়া যেহেতু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ দিনেও কামমোহিত বশতঃ মৈথুনের ইচ্ছা করিতেছ,—

দুর্ম্মতে মৈথুনং যস্তু কুরুতে পিতৃবাসরে।
রেতোভোজিন এব স্যুঃ পিতরস্তস্য সোপিচ ॥

কুরুতে মৈথুনং মূঢ়ো মোহাৎপিতৃদিনে যদি।
তৎ শ্রাদ্ধং রাক্ষসগ্রাহ্যং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

ময্যধোগতিদায়াং তে যথাহি স্নেহমানসং।
তথা যদি ভবেদ্বিষ্ণৌ তদা প্রাপ্নোসি কিং ন হি ॥
যমদণ্ডান্তরস্থায়ি জীবিতঞ্চ শরীরিণাং।
তথাপি পাতকং মূঢ় কুরুষে নির্ভয়ঃ সদা ॥
জলবুদ্‌বুদবন্মূঢ় ক্ষণবিধ্বংসি জীবনং।
কিমর্থং শাশ্বতধিয়া করোষি দুরিতং সদা ॥
ললাটে লিখিতং যস্য মৃত্যুরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
স কথং কুরুতে পাপং সমস্তক্লেশদায়কং ॥
অহো মায়া মহাবিষ্ণোরেকা বলবতী ক্ষিতৌ।
যতঃ পাপমিবামিত্রং সঞ্চেতুং হর্ষিতো জনঃ ॥
স্থানং পাপায় মা দেহি নিজদেহে দুরাশয়ঃ।
দহত্যাশ্রয়মেনং হি বীতিহোত্র ইব জ্বলন্ ॥

ভদ্রতনু বেশ্যার বাক্যসকলকে দৈবপ্রেরিত বাক্যবিচার করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন; পাতকীশ্রেষ্ঠ আমাকে শতধিক যেহেতু বেশ্যার যেজ্ঞান আছে আমার তাহাও নাই, শুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি নিত্যই আত্মপীড়াজনক পাপ করিতেছি। জন্মগ্রহণকারী মাত্রই মৃত্যুর অধীন এবং মদ্বিধ মৃত ব্যক্তি যম-যাতনার ভাগী হইতে হইবে। অতএব অবিবেচনাবশে কেন পাপাচরণ করিব? জপ, তপ, হোম, বেদধ্যায়নাদি ব্রাহ্মণের কৃত্য, আমি কিছুই করি নাই। সুতরাং আমার উত্তমা গতির আশা কোথায়? এইপ্রকারে বিচার করিয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বেশ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট গমনপূর্ব্বক ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—সর্ব্বলোকহিতৈষী মৃকণ্ডু পুত্র আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। আপনি জ্ঞানার্ণবস্বরূপ এবং নির্বিকার হেতু আপনার শরণ লইলাম। মার্কণ্ডেয় বলিলেন--আমি তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। তোমার সর্ব্ব অভিলাষ পূরণ করিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বিপ্রাচার বিবর্জ্জিত পাপাত্মাশ্রেষ্ঠ আমি সর্ব্বদা পরহিংসা ও পরস্ত্রীনিরত। আমার কিছুমাত্র সৎকর্ম্মানুষ্ঠান হয় নাই। এই দুস্তর ভবসাগরে মহাপাতকী আমার নিস্তার নাই। হে কৃপাময়! আমি আপনার শরণ লইলাম, আমাকে ভবার্ণব হইতে সম্যক্‌প্রকারে উদ্ধার করুন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিপ্র! তুমি পাপাচারী হইলেও তোমার ঈদৃশী বুদ্ধির উদয়ে তুমি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি হইয়াছ, অতএব শ্রীজগন্নাথ তোমার প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাপাচরণ করিয়াও যে-ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাকে উত্তম নর বলা যায়। প্রভু মহাবিষ্ণু নিজভক্তকে পাপানুষ্ঠানে রত দেখিয়া তাহাকে সতী বুদ্ধি প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাহার সদ্গতি হয়। অতএব হে বিপ্র! অচিরেই তোমার মঙ্গল *হইবে। তোমার বর্ত্তমানে নিদ্রাক্রিয়ার সময় হইয়াছে। তুমি দান্ত নামক* ব্রাহ্মণের নিকট গমন কর। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ তিনি তোমাকে হিত উপদেশ করিবেন।

ঋষি মার্কণ্ডেয়ের উপদেশক্রমে ভদ্রতনু দান্ত নামক ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করিয়া বহু শিষ্য পরিবৃত দান্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে দান্ত বলিলেন,—তুমি কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ? ভদ্রতনু বলিলেন—হে প্রভো! আমি ভদ্রতনু নামক বিপ্রাচারবর্জ্জিত মহা-পাতকী ব্রাহ্মণ। আমার কিরূপে ভবসাগর হইতে উদ্ধার হইবে আপনি তাহার উপদেশ করুন; এজন্য সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া দান্ত বলিলেন—হে বিপ্র, তুমি যেহেতু আমার আশ্রয় লইয়াছ অতএব তোমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বলিতেছি,—

ত্যজ পাষণ্ডসংসর্গং সঙ্গং ভজ সতাং সদা।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরৌ॥
অসত্যং পরহিংসাঞ্চ ত্যজ যত্নাদপি দ্বিজ।
দয়াং শান্তিং দমঞ্চৈব সর্ব্বত্রসমদর্শনম্॥
সমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠ সমারাধয় কেশবং।
অহোরাত্রব্রতং শ্রেষ্ঠং কুরু ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সম্মার্জ্জনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথোপলেপনং পুনঃ।
মার্গশোভাঞ্চ দীপঞ্চ কেশবায়তনে কুরু॥
কথাং শৃণু হরের্মন্ত্রং জপ ত্বং দ্বাদশাক্ষরং।
কর্ম্মাণ্যেতানি সর্ব্বানি কুর্বতস্তব সত্তম॥
ভবিষ্যত্যুত্তমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ পাষণ্ড সংসর্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অসত্য ও পরহিংসা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ কর। দয়া, দম, শান্তি ও সমদর্শন আশ্রয় করিয়া কেশবের আরাধনা কর। ভক্তিযুক্ত হইয়া অহোরাত্র ব্রত পালন কর। শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জন, উপলেপন, মার্গ-শোভা ও হরিমন্দিরে দীপদান কর। হরিকথা শ্রবণ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ কর। এই সমস্ত কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক করিলে উত্তম জ্ঞান হইতে তদ্দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে।

ভদ্রতনু বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি যেসল শুভদ বাক্য বলিলেন তাহার বিবরণ আমাকে বলুন, আমি নিতান্ত মূঢ়শ্রেষ্ঠ। পাষণ্ড কে? সজ্জন কে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং সমদৃষ্টি কাহাকে বলে? কেশবের পূজা কি প্রকার? অহোরাত্র ব্রতই বা কি ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই বা কি এই সকলের বিবরণ আমাকে বলুন।

দান্ত বলিলেন—বেদসম্মত কার্য্য ত্যাগ করিয়া যে আচারবিহীন কর্ম্ম করে সেই কর্ম্মকারীকে পাষণ্ড বলে। যাহারা বেদসম্মত আচারপরায়ণ এবং পাপা-ভিলাষশূন্য, তাঁহারাই সজ্জন। পরস্ত্রীতে বা বৈভব-উপার্জ্জনের অভিলাষই 'কাম' বলিয়া কথিত। নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে যে সন্তাপ জন্মে তাহাই 'ক্রোধ'। পরবিত্ত গ্রহণের অভিলাষ—'লোভ' আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ—ইত্যাদি মমত্বই মোহ। আমিই মহাত্মা, ধনবান, ভূতলে আমার ন্যায় কে তুল্য আছে—চিত্তে এইপ্রকার ভাবকে 'মদ' বলে। লোকে আমাকে সদাই নিন্দা করে, আমার জীবনে ধিক্ তাহাই 'মৎসরতা'। সর্ব্বলোকসুখপ্রদ যথার্থ ভাষণই 'সত্য', তদ্বিপরীত 'অসত্য'। অমুকের ঐশ্বর্য্য স্ত্রীপুত্রাদি কবে ক্ষয় হইবে—এই চিন্তার নাম হিংসা। যত্নপূর্ব্বক পরক্লেশ নিবারণের ইচ্ছাই দয়া। যৎকিঞ্চিৎ বস্তু (অল্প বা বহু) প্রাপ্তিতে চিত্তে যে সুখ তাহাই শান্তি। চিত্তে কুৎসিত কর্ম্মের নিবারণকে দম বলে। সুখে দুঃখে বা শত্রুমিত্র সমভাবই সমদৃষ্টি। নৈবেদ্য গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনকে পূজা বলে; মধ্যাহ্নে বা রাত্রিতে আহার লঙ্ঘনই অহোরাত্র ব্রত। শ্রীহরিতে নিজ নিজ আত্মার একীকরণকে বিষ্ণুস্মরণ বলে। ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায়—দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র। এই তোমার জিজ্ঞাসিত বাক্যের উত্তর প্রদান করিলাম। প্রতিদিন কমলাপতির অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

দাস্তের উপদেশমত ভদ্রতনু সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভক্তিপরায়ণ হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলে পঞ্চম দিবসে করুণাময় হরি ভদ্রতনুর সাক্ষাতে কোটিসূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া ভদ্রতনু সাক্ষাতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—হে জগন্নাথ জগন্নিস্তারকারী কমলাকান্ত আমাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ করুন। আমার সমান ভাগ্যবান জগতে কেহই নাই, যেহেতু আমি পাপী হইয়াও আপনার দর্শন লাভ করিলাম। আমি ধন্য, কৃতার্থ হইলাম। বিস্তর পাপানুষ্ঠান করিয়াও আপনার ত্রিজগদ্বন্দ্য পাদপদ্ম দর্শনের অধিকারী হইয়াছি। আপানার স্মরণপ্রভাবে অজামিল পাপমুক্ত হইয়া দেবদুর্লভ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুলিক নামক ব্যাধ আপনার পাদপদ্ম-সলিলের গুণ জানিয়াছিলেন, যজ্ঞধ্বজ আপনার মন্দির-মার্জনের ফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যজ্ঞমালী মন্দির উপলেপনের ফল এবং প্রদক্ষিণফল তদভ্রাতা সুমালী অবগত ছিলেন। জরাব্যাধ আপনাকে বানবিদ্ধ করিয়াও পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। শিশুপাল আপনার নিন্দা করিয়াও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইভাবে বিবিধ প্রকারে বহুবাক্য দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো! আমার কৃত পাঠ এই স্তব যিনি করিবেন আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, কিন্তু তোমার সহিত আমার সখ্যতা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এই বলিয়া শ্রীহরি নিজ কণ্ঠস্থিত মালা ভদ্রতনুর গলায় পরাইয়া দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ভদ্রতনুও নিজ কণ্ঠস্থ তুলসী মালা শ্রীহরিকে পরাইয়া দিলেন। অতঃপর ভগবান্ অন্তর্দ্ধান করিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যহ ভক্তের সহিত কন্দুক ক্রীড়া করিতেন। একদিন ভগবান্ বলিলেন—হে সখে! তোমাকে দুর্ব্বল, রুক্ষাঙ্গ ও রুক্ষকেশ এবং তোমার অধর শুষ্ক কেন দেখিতেছি? কেহ কি তোমার ধন অপহরণ করিয়াছে অথবা অপমান করিয়াছে? তোমার হৃদয়ে চিন্তা কিসের জন্য বল? ভদ্রতনু বলিলেন,—আপনার প্রীতির জন্য আমি যে তপস্যা করি তাহাতেই আমার দুর্ব্বলতা জন্মিয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সখে! আমি যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তখন তুমি কেন পুনরায় কায়ক্লেশরূপ তপস্যাচরণ কর? তোমার দুর্ব্বলতা দেখিয়া

আমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মিয়াছে। অতএব তপস্যা ত্যাগ কর। এই বলিয়া নিজ উত্তরীয়ের দ্বারা ভক্তের অঙ্গ মার্জ্জন করতঃ নিজ হস্তস্থিত বলয়, মস্তকস্থ কিরীট, পাদাঙ্গদ ও মুক্তাদি পরাইয়া দিলেন। ভদ্রতনুও ভগবৎ-কৃপাপ্রদত্ত আভরণ ধারণ করিয়া ভগবৎ সহ কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এই প্রকারে ভূষণে ভূষিতাঙ্গ দর্শন করিয়া গুরু দান্ত বলিলেন,—ভদ্রতনু! তুমি অদ্যাপি পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে পার নাই; পূর্ব্বের মত ভোগাকাঙ্ক্ষা এখনও ত্যাগ করিতে পার নাই। আমার প্রদত্ত শিক্ষা তুমি গ্রহণ কর নাই। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহাতে সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। অহংযুশ্ছদ্মশীলশ্চ নির্দ্দয়ঃ পাপকামী। গুরুকীর্ত্তিবিনাশীচ পঞ্চৈতে শিষ্যপাংশুলাঃ। গর্ব্বিত, ছদ্মশীল, নির্দ্দয়, পাপতৎপর ও গুরুকীর্ত্তি-বিনাশী ব্যক্তিকে শিষ্যপাংশুল বলে। আর অভক্ত, বহুভাষী, চঞ্চলচিত্ত ও পরোক্ষ গুরুনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি শিষ্যাধম। এইপ্রকার আরও অনেক বাক্যে ভৎর্সনা করিলে ভদ্রতনু বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! আমি আপনার নিকট সত্যই বলিতেছি, আমি আপনার প্রসাদে দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। দান্ত বলিলেন—তোমার এত শীঘ্র সিদ্ধিপ্রাপ্তি কি প্রকারে হইল? ভদ্রতনু বলিলেন,—অল্পশ্রমের দ্বারা আমার ভগবৎ সন্দর্শন হইয়াছে। আর তাঁহারই আজ্ঞায় আমি নিত্য-ক্রিয়াদি ত্যাগ করিয়াছি। তিনি নিজ সুবর্ণ কুণ্ডল হস্তবলয় কিরীট, মুক্তাদি আমাকে স্বহস্তে প্রদান করিয়াছেন। আর আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া নিত্য কন্দুক ক্রীড়া করেন। আমার এইবাক্যে প্রতীতি না হইলেও আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারি না।

দান্ত বলিলেন—আমি পরম ভক্তিসহকারে সপ্তসহস্রবৎসর আরাধনা করিয়া যাঁহার দর্শন অদ্যাবধি লাভ করিতে পারি নাই তুমি পঞ্চ দিবসের আরাধনায় কিপ্রকারে তাঁহার দর্শন লাভ করিলে? তোমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করিয়া প্রেমপূর্ব্বক ক্রীড়া করেন। তুমিই ধন্য এবং কৃতার্থ। অতএব যদি আমাতে তোমার স্নেহ থাকে তবে আমার জন্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিও। এই কথা বলিয়া দান্ত নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অতঃপর ভদ্রতনু কন্দুক ক্রীড়াকালে দয়াময়হ শ্রীহরিকে বলিলেন,—হে দেবেন্দ্র! আমার গুরুদেব আপনার দর্শন অভিলাষ করেন। আপনার কি

আজ্ঞা হয়? শ্রীহরি বলিলেন—তুমি অনেক জন্ম আমার আরাধনা করিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দর্শন দিয়াছি। কিন্তু দান্ত কতিপয় দিবস মাত্র আমার আরাধনা করিয়া দেবতাগণেরও অদৃশ্য আমার দর্শন কি প্রকারে অভিলাষ করে? সে আমার মহাভক্ত সুতরাং কোন না কোন দিন দর্শন পাইবে। ভদ্রতনু বলিলেন—হে দেব! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে তবে গুরুদেবকে দর্শন দান করিয়া পরিত্রাণ করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—তুমি যখন আমার দর্শন দানের আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, তখন তাহাকে আনিয়া দর্শন করাও।

ভদ্রতনু শ্রীহরির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে আনিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীহরি সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন নিজ রূপ দর্শন করাইলেন। দান্ত শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া আনন্দে বাষ্পলোচন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন—

দয়ালো কমলাকান্ত শরণাগত-পালক।
নমস্তুভ্যং হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং নমো নমঃ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ।
অদ্য মে সফলং সর্ব্বং প্রাপ্তং তে দর্শনং যতঃ॥

*　　*　　*　　*　　*

স্তোত্রং তন্নাস্তি সংসারে বাগীশস্য জগৎপতে।
যেন স্তোত্রেণ তে প্রীতিং জনয়িষ্যামি চেতসি॥
রক্ষ রক্ষ প্রভো রক্ষ মাং প্রসীদ জগৎপতে।
ত্বদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বেনাপি মাং বৃণু॥

অতঃপর দয়াময় হরি দান্তের মস্তকে করপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তুমি আমার দর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছ আমার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া প্রেমপূর্ব্বক দান্তকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। দান্তও সেই ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের আরাধনা করিতে করিতে অন্তিমে শ্রীহরিধামে গমন করিলেন। ভদ্রতনু দেবদুর্লভ মুক্তিপদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্ত্তন

মনোধর্ম্মবশতঃ অনেকে মনে করেন যে, স্মরণ মুখ্য ভজন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। স্মরণাদি কীর্ত্তন বা শ্রীনাম-কীর্ত্তনেরই অধীন। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথগ্‌ভাবে স্মরণাদিচেষ্টা জড়-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার সংগ্রহ মাত্র। শ্রীনামকীর্ত্তন সদ্য প্রেমসম্পত্তিদানে সমর্থ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীনাম জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন। শ্রীনামকীর্ত্তন লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই। সংকীর্ত্তন বা উচ্চকীর্ত্তন-দ্বারা একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে উচ্চ-কীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন; আর কীর্ত্তনকারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।৯-১০।

পণ্ডিতগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্‌রূপে অর্পণপূর্ব্বক মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও আমার কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তাঁহারা তদ্দ্বারা আমার পরানন্দ ধাম লাভ করেন।

কীর্ত্তন-প্রভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণরূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজে ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ (ভাঃ ২।১০।৫)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যে সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন-ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

'আমি ভগবানের নিত্যদাস'—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। সাধুসঙ্গে সংকীর্ত্তন-প্রভাবেই ইহা লাভ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনরত ভক্তগণ নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না; পরন্তু প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই জানেন। তাঁহারা কৃপার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁহারা জানেন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন সবই ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ। নিজচেষ্টায় কেহ কখনও ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীহরির কৃপাতেই জীব ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন। সংকীর্ত্তনমুখেই জীবের ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের প্রসাদ হইতে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় সংকীর্ত্তন প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিজ-পৌরুষবলে উহা কখনও সাধিত হয় না। ভগবৎপ্রসাদে কোন বিঘ্নই ভক্তের কিছু করিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির ভজনের বিঘ্নসমূহ ভগবৎ-কৃপাতেই বিদূরিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বিচিত্রলীলা-রস-সাগরস্য
প্রভোর্বিচিত্র্যাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্ত্তন-মাধুরী সা
ন তু স্বয়ম্ভ্বাদিতি সাধু নিশ্চয়েৎ ॥ (বৃঃ ভাঃ)

এক শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই নববিধা ভক্তি সাধিত হয়। কলিযুগের লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত। সত্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজবস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত। কিন্তু চঞ্চলমনবিশিষ্ট মানুষের কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা-দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লভ্য হইয়া থাকে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহৎ-ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—

জয়তি জয়তি রামানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউক। শ্রীনাম সর্ব্বোৎকর্ষতার সহিত বিরাজ করুন। শ্রীনাম-উচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদির যত্ন সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হয়। কোন প্রকারে নাম একবার উচ্চারিত হইলে প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। শ্রীনাম পরম অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

জ্ঞানমস্তি তুলিতঞ্চ তুলায়াং প্রেম নৈব তুলিতং তু তুলায়াম্।
সিদ্ধিরেব তুলিতাত্র তুলায়াং কৃষ্ণনাম তুলিতং ন তুলায়াম্ ॥

জ্ঞান ও সিদ্ধি এই দুই বস্তু তৌলদণ্ডে মাপা হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেম এই দুই বস্তু এখন তুলিত হয় নাই অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য আর কোথাও কিছুই নাই। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—"হে ভগবান্ যদিও তোমার অঙ্গের প্রভাবস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন, তথাপি তিনি সংসার-বৃক্ষের একটীমাত্র পত্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে ঐ নাম সংসারতরুকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেন; সুতরাং তোমার অঙ্গপ্রভা অপেক্ষা তোমার সাক্ষাৎ অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সেব্য।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান ॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বল—কৃষ্ণে দেহ' মন॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥

ঋগ্বেদ বলিতেছেন.—

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্।
নমস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥

হে বিষ্ণু, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ। এই নামের উচ্চারণাদিমাহাত্ম্য সম্যক্ না জানিয়া, তাহা আভাসেও অবগত হইয়া যদি কেহ তোমার নাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তিনি তোমার তত্ত্ব অবগত হন। শুধু অবগত হওয়াই বা বলি কেন, ঐ নাম উচ্চারণ হইতেই জীব পরানন্দ বা পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

নামোচ্চারণ-মাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥

কোন নামপরায়ণ ভক্ত বলিতেছেন,—

স্বর্গার্থীয়াব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্।
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজাম্॥
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥

শ্রীনাম কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ নিরন্তর হরিনামানুকীর্ত্তনে মত্ত থাকিয়া সমস্ত বিশ্বকে শ্রীনামকীর্ত্তনের উপদেশ দিতেছেন। শুধু ভক্তগণ কেন, মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলিও ভগবানের সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মৃদঙ্গ আমাদিগকে উপদেশ-দানে বলিতে থাকেন,—

যেষাং শ্রীমদ্-যশোদাসুতপদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাং
যেষামাভীরকন্যা-প্রিয়কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞা।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা-ললিতগুণকথা-সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ ধিগেতান্ কথয়তি নিতররাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ব্রাহ্মণ কে ?

ত্রিশূল পত্রিকা, ১৩৭৫ সাল, বৈশাখ সংখ্যার ৫৭-৬৫ পৃষ্ঠায় নবতীর্থ মহাশয়ের জাতি-জন্মগত কিংবা গুণগত প্রবন্ধ পাঠ বিজ্ঞত্বের ভানে অতিশয় দুঃখের সহিত কিছুটা উত্তরস্বরূপ লিখিতে বাধ্য হইলাম— উক্ত পত্রিকা নিকটে না থাকায় সব কথার উল্লেখ হয় নাই, তাঁর লিখিত মানুষের আয়ুঃ যে শত বৎসর বা একশত কুড়ি বৎসর—একথা শ্রুতিতেও আছে। ইহা যদি সত্যযুগের কথা হয়, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের হাজার বৎসর বাঁচাই অসম্ভব—তপস্যা দূরের কথা। ব্রহ্মা তাঁহাকে বর দিতে চান নাই বলে ব্রহ্মা গুণগত ব্রাহ্মণত্বের সমর্থক নন কি করে বলা যায়? তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত গুণের উদয় না হওয়ায় ব্রহ্মা বর দিতে স্বীকার করেন নাই বলা যায় না কি? তপস্যা করিলেই তাহা আসে না, হিরণ্যকশিপুও তপস্যা করেছিল, সে কি ব্রাহ্মণ হইল? গুণার্জ্জন হইলে হয়। দুর্ব্বাসাঋষি, পরশুরাম, ব্রাহ্মণ হইলেও ক্ষত্রিয়ের ক্রোধে পূর্ণ ছিলেন নাকি? জনক রাজা ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণী ছিলেন, তাঁহারা তপস্যা করিয়াছিলেন কি?

কেবল ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলে ন্যায়কুসুমাঞ্জলির "উদ্ভিদ্বৃশ্চিকবদ্বর্ণাঃ—প্রসঙ্গে মার্গের আদিতে তাহা না থাকায়ই ব্রাহ্মণত্ব কাহারও সম্ভব ছিল না, তাই তদ্বংশে পরে ব্রাহ্মণ হয় কি করে? প্রশ্নের জবাব দিবেন কি? ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীর পুত্র হইয়াও ব্রাহ্মণ হন কি করে? রামচন্দ্রের নাটকাভিনয় করিলেই নট রাম হইয়া যায় না। তিনি লিখিয়াছেন, "যাহা শাস্ত্রতিরিক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ তার সম্বন্ধে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিলেও তদংশে শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই"। অহো মীমাংসা-রসিক! প্রত্যক্ষসিদ্ধ মৃতাস্থি শঙ্খ ও পশুমল গোময় অপবিত্রস্বরূপ ঘৃণ্যপদার্থ কেবল শাস্ত্রবলেই যে দেবপূজায় ও শুদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কি মীমাংসা করিবেন? ইহা কি প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ নয়? ইহা কি অপ্রমাণ? এ অংশে কি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিবেন?

ব্রাহ্মণের জন্ম অপেক্ষা তদুচিত গুণ ও কর্ম্ম প্রশংসনীয় বুঝাইতেই যদি শাস্ত্রের উক্তি হয়, তবে ত তাঁহার কথায়ই ব্রহ্ম গুণ ও কর্ম্মবান্ হন, জাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়া হইয়া পড়ে, সমান বলা ত দূরের কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি চরুভক্ষণের ভ্রমেই যদি সত্যবতীর গর্ভে ক্ষত্রতেজঃ আর তার

মায়ের গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ আবির্ভূত হইয়া পড়ে, তবে পিতার ঔরসে কাহারও জন্ম নয়, এক ঋষিরই প্রভাবে জন্ম, তবে ভেদ হয় কেন ? আর তাহাতেও তাঁহাদের জাতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই ত ? বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রহিলেন, পরশুরামও ব্রাহ্মণ রহিলেন। তেজঃ জাতির জনক নয়, পিতাই বলিলে ত তাঁহাদের চরুর তেজ বৃথা হয়।

ব্রাহ্মণত্ব লাভের তপস্যায় সালোক্যাদি মুক্তি হয়, এরূপ শাস্ত্রে কোথায় আছে ? আর ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মুক্তি ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে দেওয়ার মালিক—শাস্ত্রে কোথায় বলেছেন ? মুক্তিদাতা একমাত্র বিষ্ণুই—দেবতারা মুচুকুন্দকে বরদান-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছেন। ইন্দ্র মতঙ্গমুনিকে ব্রাহ্মণত্ব দেন নাই, তাঁহার তাহা দেওয়া সম্ভব কিনা তাহাও চিন্তনীয়। বিশ্বামিত্রের জন্মের ন্যায় চরুতে তৎকালে অনেকেরই জন্ম হইত, এযুগেও সাধুর আশীর্ব্বাদে অনেকের পুত্রলাভ হইতে দেখা যায়। কাজেই, কোথায় কি অলৌকিকত্ব আছে, তাহা তাহার কার্য্য ও গুণদ্বারাই পরে প্রকাশ পায়।

শুধু পৈতা (উপবীত) নিয়ে অব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণ হয় না, তেমনি ব্রাহ্মণও পৈতা নিয়েই মাত্র ব্রাহ্মণ থাকে না—তাহারও পাতিত্য আসিয়া থাকে। দীক্ষার সম্বন্ধে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। দীক্ষার দ্বারা যাঁহারা ব্রাহ্মণ হন, তাঁহারা বর্ণাশ্রমাতিরিক্ত শ্রেণীতে পড়েন। তাঁহারা কখনও যজন-যাজনাদি ব্রাহ্মণের জীবিকা অবলম্বন করিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা করিতে যান না। তাঁহাদের ভাগবতীয় বিপ্রত্ব বলা যায়। সাধন-ভজনোপযোগী সর্ব্বশাস্ত্রমন্ত্রাদির অধিকার লাভই তাঁহাদের কাম্য—ভক্তিতেই তাঁহারা তৃপ্ত।

জন্মের অলৌকিকত্বই যদি জাতি-পরিবর্ত্তনের হেতু হয়, তবে কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহারই পুত্র অর্জ্জুন কেন ক্ষত্রিয় ? তাঁহার জন্মেও অলৌকিকত্ব আছে, তেমনই ধৃতরাষ্ট্রাদিরও ব্রাহ্মণত্ব কেন হইল না ? বিদুর শূদ্র হলেন কেন ? পিতা ত সকলেরই ব্যাসদেব বা বিচিত্রবীর্য্যই।

শ্রীমদ্ভাগবতই সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রমাণগ্রন্থ এবিষয়ে আশাকরি কাহারও দ্বিধা নাই। আর শ্রীধরস্বামীই যে সর্ব্বমান্য এবিষয়েও কাহারও আপত্তি নাই ;—অন্ততঃ যাহারা আস্তিকতার দাবী করেন। তাঁহারই প্রদর্শিত টীকানুসারে এবং মূল গ্রন্থানুসারেও দেখা যায়, প্রথমে জন্মগত জাতি ছিল না—গুণ-কর্ম্মানুসারেই পরে ত্রেতাযুগেই ত্রয়ী ও বর্ণের সৃষ্টি হয়। যথা—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতিস্মৃতঃ।
কৃত কৃত্যাঃ প্রজা জাত্যাতস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥

টীকা—তত্রাদৌ মদুপাসনালক্ষণ এব মুখ্যো ধর্ম্মআসীৎ আচারলক্ষণস্তু পশ্চাৎ প্রবৃত্তঃ। কল্পাদৌ যৎ কৃতযুগং তস্মিন্। জাত্যা জন্মনৈব। কৃতার্থা ইত্যর্থঃ মূলং—ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী। বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ। টীকা—পশ্চাৎ ত্রেতাযুগপ্রবেশে মে বৈরাজরূপস্য হৃদয়াৎ। ত্রয়ী জাতা ইত্যর্থঃ মূলং—বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণী। আসন্ প্রকৃতয়োনৃণাংনীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ। টীকা—মদ্ভাভির্জন্মভূমিভির্মন্দাঃ উত্তমাভিরুত্তমাশ্চেতি। ইহা স্বভাবভেদ দেখানোর জন্যই দৃষ্টান্ত। মূলং—বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রা মুখবাহুরুপাদজাঃ—বৈরাজাৎপুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার-লক্ষণাঃ। টীকা—আত্মাচারঃ স্বধর্ম এব লক্ষণোজ্ঞাপকো যেষাং তে। নতু জন্মজ্ঞাপকং ইত্যর্থঃ।

এই কয়টী শ্লোক ও টীকা বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রথম সত্যযুগে বর্ণ একমাত্র হংসই ছিল, উপাসনাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। পরে ত্রেতাযুগেই ত্রয়ীবিদ্যা এবং বর্ণভেদ সৃষ্টি হয়। তাহার হেতুও একমাত্র উল্লিখিত স্বধর্ম্মই তাহাদের লক্ষণ বলিলেন। জন্মভূম্যনুসারে স্বভাবের উত্তমত্বাদিমাত্র দেখাইলেন। ইহার ব্যতিক্রমও নাই এরূপ বলা যায় না। (একাদশ স্কন্ধ) চতুর্ব্বর্ণ ছাড়াও অনেক বর্ণের কথা ভারত ভিন্নবর্ষেও জম্বু প্লক্ষাদি দ্বীপে আছে একথাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা কোথা হইতে জন্মালেন? শ্রীভাগবতের ১১শ স্কন্ধে দেখা যায়, মনুপুত্র প্রিয়ব্রতের বংশে ঋষভদেব জন্মালেন, তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরতই রাজা হন। ৯জন নবদ্বীপের বা বর্ষের অধিপতি হন, আর ৮১ জন কর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ হন। আর ৯জন যোগীন্দ্র হন। তাহা হইলে দেখা যায়, একই জন্মাধিকারে জন্মিয়াও স্ব স্ব গুণ-কর্ম্মানুসারেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন—তাঁহাদেরও জন্মের কোন অলৌকিকত্বও শাস্ত্রে দেখান নাই। ঋষভদেব ক্ষত্রিয়জাত হইয়াও ব্রাহ্মণই, যেহেতু পরমহংস হন। পুত্রদের সম্বন্ধে ৫ম স্কন্ধেও উল্লেখ আছে। ১১শেও মূলং—

তেষাং নব নবদ্বীপ পতয়োঽস্যসমন্ততঃ;
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতারএকাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ॥

টীকা—কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকা ব্রাহ্মণা অভুবন্। যবীয়সামেকাশীতির্জায়ন্তে যা পিতুরাদেশকরা মহাশালীনা মহাশ্রোত্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ কর্ম্ম বিশুদ্ধা ব্রাহ্মণা বভুবুঃ।

এখানেও মহাশ্রোত্রিয় শব্দ এবং কর্ম্মের দ্বারাই বিশুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। প্রিয়ব্রতেরও তিন পুত্র পরমহংস হন, নিশ্চয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ৭ম স্কন্ধে স্পষ্টই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সমস্ত বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের লক্ষণও বলিলেন। তারপর বলিলেন, "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" ॥ টীকাতেও বলিলেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি"। এখানে স্পষ্টই মূলে ও টীকায় গুণগত ব্রাহ্মণত্বেরই বিধি দিলেন, জাতিমাত্রেই, নয় বলিলেন, "অন্যত্রাপি দৃশ্যেত" এই কথাই প্রমাণ দেয় কল্পিত ব্যাখ্যাগুলি গ্রাহ্য নয়। অন্য বর্ণেও ব্রাহ্মোচিত গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণই বলিতে হইবে।

উগ্রশ্রবাস্থতকে বধ করায় বলরাম ব্রাহ্মণবধেরই প্রায়শ্চিত্তরূপে ১২শ বৎসর তীর্থস্নান করেন। অন্য বর্ণ ও কর্ম্মের দ্বারা অন্য বর্ণে পরিণত হওয়ার প্রমাণও ৯ম স্কন্ধে দেখা যায়। মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর শাপে ব্যাঘ্রভ্রমে গোহত্যা করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। যথা—"ন ক্ষত্রবন্ধু শূদ্রত্বং কর্ম্মণা ভবিতাহমুনা।" "ধৃষ্টার্দ্ধাষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ" ॥ টীকাচ—"ব্রহ্মভূয়ং ব্রাহ্মণত্বং" "উরুশ্রবাঃ সুতস্তস্যদেবদত্তস্ততোহভবৎ, ততোহগ্নিবেশ্যোভগবানগ্নিঃ স্বয়মভূৎ-সূতঃ কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণোমহানৃষিঃ। ততো ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্নিবেশ্যায়নং নৃপঃ। নাভাগো দিষ্ট পুত্রোহন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ ॥" এখানে কর্ম্মের দ্বারা ক্ষত্র বৈশ্য হইল দেখা যায়, আবার তারই বংশে ভলন্দনাদি মরুত্তান্ত অনেকই ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। রথীতর রাজা অপুত্রক ছিলেন, তৎকর্ত্তৃক প্রার্থিত হ'য়ে অঙ্গিরা অনেক পুত্র জন্মান। তাঁহারা তৎক্ষেত্রজ হইয়াও ব্রাহ্মণ হন। "এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ" ॥ টীকা চ--যতো ক্ষেত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ ॥ আবার "তস্যসত্যব্রতঃ পুত্রাস্ত্রিশঙ্কুরিতিবিশ্রুতঃ প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্গুরোঃ কৌশিকতেজসা" ॥ টীকা—পরিণীয়মানবিপ্রকন্যহরণাৎক্রুদ্ধস্য গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ ॥ তারপর হোত্রক ক্ষত্রিয়, তাঁর পুত্র জহ্নুমুনিই গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করিয়া ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ আর তাঁরই পুত্র পুরুর বংশে গাধি ক্ষত্রিয় রাজা হন এবং তাঁরই পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হন। শুনঃশেফকে জেষ্ঠ পুত্র করিলে তাঁহার যে পুত্রগণ মানিল না তাহাদিগকে

ম্লেচ্ছ হইতে শাপ দিলেন—"অশপৎ তান্ মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জ্জনাঃ"। আবার ক্ষত্র বৃদ্ধের পুত্র গৃৎসমদ তাঁর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র শৌনক, তিনি বহ্বৃচপ্রবরও নিশ্চয় ব্রাহ্মণই ছিলেন। অক্রিয়ের পুত্রগণ ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন। "শ্চক্রিয়স্ততঃ—তদ্‌গোত্রং ব্রহ্মবিদ্‌জজ্ঞে শৃণুবংশমনেনসঃ"।

"সুমতির্ধ্রুবেহপ্রতিরথঃ কন্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ। তস্যমেধাতিথিস্তস্মাৎ-প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ" ॥ এখানেও ক্ষত্রিয় পুত্র কণ্বমুনি তাঁর পুত্র মেধাতিথির বংশও ব্রাহ্মণ হন। আরও গর্গাচ্ছিনিস্ততোগার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মবর্ত্তহত। দুরিতক্ষয়ো মহা-বীর্য্যাৎ তস্যত্রয্যারুণিঃ কবিঃ। পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ ॥" টীকা চ—যে অত্র ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণগতিং ব্রাহ্মণরূপতাং গতাস্তে। তাদের বংশেই হস্তী রাজা হন ও হস্তিনাপুর করেন। নীপের পুত্র ব্রহ্মদত্ত যোগী হন, তাঁর পুত্র বিষ্বক্সেন যে গতন্ত্র রচনা করেন। "নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ" ॥ টীকা চ—"অজমীঢ়স্যবংশ্যা প্রিয়মেধাদয়ঃ কেচিৎ ব্রাহ্মণা-বভুবুঃ বৃহদিষু প্রভৃতয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চেতি বংশদ্বয়মুক্তং তস্যৈববংশান্তরমাহ নলিন্যাম্ ইতি" "ভর্ম্মাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্মুদ্‌গলাদয়ঃ" মুদ্‌গলাব্রহ্মনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্‌গল্য সংজ্ঞিতং"। শরদ্বানের পুত্র কৃপ ব্রাহ্মণই ছিলেন। এই কয়টী দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে গুণ-কর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্বও প্রচলিত ছিল। অবশ্য জাতিগত ছিল না একথা বলা শক্ত। তবে সর্ব্বপ্রথম কল্পারম্ভের সত্যযুগে একই বর্ণ ছিল, তাঁহারা জন্মগত সকলই সমান ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে গুণকর্ম্মানুসারেই তাঁহারা বিভক্ত হন। তারপর হইতে যদিও জন্মগতই প্রবল হয়, তথাপি অন্যরূপ ছিলনা বলা যায় না। বিশেষতঃ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণই প্রধান এবং জন্মগতটী প্রচুর হয় এইমাত্রই বলা যায়। জাতি, গুণ, কর্ম্ম তিনের সংযোগ যাহাতে আছে, তিনিই ত শ্রেষ্ঠ। জন্মগত গুণই উত্তরাধিকারীসূত্রে স্বভাবতঃ আসে বলিয়াই তাহার প্রাচুর্য্য কিন্তু দৈবক্রমে অন্যত্র জন্মালেও সাধকদের কেহ কেহ কর্ম্ম বা শাপে উচ্চনীচ বর্ণ প্রাপ্ত হন এরূপ ইতিহাসও আছে।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, (বি. এ অনার্স)
অধ্যাপক, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ;
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

[২]

৩নং মূর এভিনু,
বেতার অফিস, টালিগঞ্জ
কলিকাতা—৪০
তাং ৯।১২।১৯৭০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

* আপনার কৃপা লিপিখানা যথাসময়ে পাইয়া বিস্তারিত বিষয় অবগত হইলাম। আপনি পুনরায় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কারণ মাদৃশ অধমের নিকট হইতে আপনি শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে উত্তরের আশা করিয়া আমার পরমমঙ্গলের কাজই করিয়াছেন। আমি নিদ্রিত অবস্থায় যৎসামান্য শাস্ত্রালোচনায় রত ছিলাম। আপনি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পরম বন্ধুর কাজ করিয়াছেন। "সেই সে পরম বন্ধু, সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম ভক্তি দাতা॥" আপনি আমার যাহাতে সুদৃঢ়া কৃষ্ণভক্তি হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কারণ, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আমাকে শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাধুসঙ্গ প্রভাবে তাঁহাদের কৃপালাভের দ্বারা আপনার সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ আপনার প্রশ্নগুলি আমাকে, একই সঙ্গে 'শাস্ত্রালোচনা ও সাধুসঙ্গ, অমূল্য দু'টিকাজের সুবর্ণ সুযোগ দান করিয়াছে।' অতএব ইহা আপনার অশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক্ষণে, আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য শাস্ত্র-যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে উত্তর দিতে যত্নশীল হইলাম। কতদূর সফলকাম হইব, তাহা একমাত্র অগতির গতি শ্রীগুরুদেবই জানেন। আপনার প্রথম প্রশ্ন ছিল— (১) "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি। সর্ব্বাধিষ্ঠাতালক্ষ্মীপতি নারায়ণে নিবেদিত প্রসাদ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন কিনা? নিলেই বা কি দোষ? প্রমাণ সাপেক্ষ।

বিষ্ণুতত্ত্বের প্রসাদ পাইতে কোথাও দোষ দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-ভক্ত। অতএব সেই বিষ্ণুতত্ত্বের মালিক যাঁহারা, তাঁহাদের প্রসাদ বৈষ্ণবদের

একান্ত কাম্য। দোষের কথা শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ নাই, বরং না নিলেই দোষ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় সহায়কারী গুরুনিত্যানন্দ এবং মহাবিষ্ণুর অবতার ও গৌর আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসাদ কি বৈষ্ণবগণ পান না? নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা উভয়েই বিষ্ণুতত্ত্বের অধিকর্ত্তা। বিচার এই যে, 'কৃষ্ণ' ও 'নারায়ণ' তত্ত্বতঃ 'এক'। মাত্র রসগত বিচারে কৃষ্ণেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥
(ভ, র, সি ২।৩২ পূর্ব্ব বিভাগ)

অর্থাৎ নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ত কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই রূপেই রস-তত্ত্বের সংস্থান হয়। একই কৃষ্ণের ত্রিবিধরূপ—"স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম। প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান॥" অর্থাৎ একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্যলীলা) বিংশ-পরিচ্ছেদে "কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার" ত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মাধ্যমে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব, কৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মধ্যে কোন্ অবতারের প্রসাদ কৃষ্ণভক্তগণ পাইতে পারেন, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষত্রিয় বেশের যে লীলা, তাহাই নারায়ণের ঐশ্বর্য্য লীলা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—"স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান। বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি' 'ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥ 'সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ বিলাস। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস॥" (মধ্য ২০।১৭৭-১৭৮) বর্ত্তমান জগতে কৃষ্ণ বা নারায়ণের যে পূজার বিধান প্রচলন আছে, তাহা মূলতঃ ঐশ্বর্য্য মার্গেরই পূজা। স্বয়ং কৃষ্ণের পূজা সাধারণ জীব করিতে সক্ষম নহেন। কারণ, তাহা বেদবিধির উর্দ্ধে এবং রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুররসের সম্ভোগ প্রকাশ। কৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্য বিলাস-বিগ্রহ শ্রীনারায়ণের সেবা জগতে প্রকটিত আছেন এবং বিভিন্ন মঠমন্দিরাদিতেও সেই সেবা প্রকটিত। অতএব, নারায়ণের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু কৃষ্ণের অবতারের মধ্যে 'দশবিধ' অবতারের প্রসাদ পাইলেও কোন দোষ আসে না।

চতুর্ব্বেদ শিখা নামক গ্রন্থ বলেন—"বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ রামো বুদ্ধ কল্কিরহমিতি।" অবতারী ভগবান্ বলিলেন—আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ; আমিই বলদেব, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম ও রাম; আমিই কল্কি ও আমিই বুদ্ধ।"

তবে যাঁহাদের গোপীভাব, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের ভজন-নিষ্ঠাই তাঁহাদিগকে ভজনীয় বস্তুর প্রতি আসক্তি সুদৃঢ় করিবে। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষা হইতে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেষ করিতেছি যথা—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন—"দেবদেবী সকলেই ভগবানের অংশাবতার এবং ভগবদ্-ভক্ত। বৈষ্ণবগণ ভক্তের প্রসাদের আকাঙ্খা করেন। তবে বৈষ্ণবগণ কেন কাল-কূট বিষ খাইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, তথাপি দেবতার উচ্ছিষ্ট নিবেন না?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—আমি আমার পূর্ব্বপত্রে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছিলাম "যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা" ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নে। যাহা হউক, এক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

দেবদেবীগণ ভগবানের অংশাবতার হইলেও জীবকোটির অন্তর্গত এবং গুণাবতার। শাস্ত্রবিধিমত পূজা হইলে, তাঁহাদের প্রসাদ পাইতে কোন দোষ হয় না। তবে দেবগণের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন বলিয়া, তাহাতে পূজায় যথাযথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না; সেই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল না পাইয়া নশ্বর দেবোপাসনার অনিত্য ফল প্রাপ্ত হন। যদিও দেবগণের প্রতি ঐপ্রকার শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার ফল ভগবানই বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি দেবভক্তগণ তাহা জানিতে পারেন না। "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা" (গীতা ৯।২৩) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-ছেন—ঐরূপ দেবপূজার দ্বারা তাঁহার পূজা গৌণভাবে হইলেও ইহা অবিধি-পূর্ব্বক যজন, অর্থাৎ যে বিধির দ্বারা পূজা করিলে গতাগতি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ নিত্যফল লাভ হয়, তাহা ইহাতে নাই এজন্যই দেবভক্তের

দ্বারা নিবেদিত দেবতার প্রসাদ লাভে অনিত্য ফলই লাভ হয়। ইহার প্রাপ্তিতে সংসারমোচন না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হয়।

অথচ, পুরীধামে বিমলাদেবীর প্রসাদ বিষ্ণুভক্তগণ শ্রদ্ধাসহকারেই গ্রহণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীক্ষেত্রে পূজার বিধান শাস্ত্রসম্মতভাবেই হইয়া থাকে। বিমলাদেবীর ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের প্রসাদের দ্বারাই বিমলাদেবীর ভোগ দিয়া থাকেন। তথায় স্বতন্ত্রজ্ঞানে বিমলাদেবীর পূজা হয় না।

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ পাইতে বৈষ্ণবগণের বাসনা থাকে; কারণ তাহা মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান—তবে ভক্তের ভক্ত যিনি, তিনি যদি অবিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের পূজা করেন, তবে সেক্ষেত্রে বিষ্ণুভক্তের কর্ত্তব্য কি, তাহা আপনিই বিচার করুন।

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন—প্রত্যেকের ঘরেই ঠাকুর সেবা আছে। কেহ বা পঠে (আলেখ্য) কেহ বা ঘটে, কেহ বা ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহে। যদি জাত বা মৃত শৌচাদি থাকে, অথচ সেই ঘরে সপ্তাহ অন্তর পাঠকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ বৈষ্ণব ভক্তগণের লওয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিস্তারিত জানিতে চাই।

আপনি প্রত্যেকের ঘর বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছেন? সংসারীজীবের ঘরে বিধি বা অবিধিপূর্ব্বক পূজা, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাসহকারে পূজা দুই-ই হইয়া থাকে। অদীক্ষিতও গৃহে পূজা করেন এবং দীক্ষিত যিনি, তিনিও গৃহে পূজা করেন। বিভিন্ন দেবতার উপাসকগণও গৃহে পটে বা ধাতুনির্ম্মিত "বিগ্রহে" পূজা করেন। তবে পূজার প্রকার ভেদ বিদ্যমান।

(ক) সাধারণের গৃহে ঠাকুরসেবার যে বিধান আছে, সেখানে বৈষ্ণব-গৃহস্থের সেবিত ঠাকুরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিয়া শ্রীভগবৎ নামকীর্ত্তনান্তে শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে গৃহস্থের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদি থাকিলেও পাঠকীর্ত্তনের পর ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। তবে শুচিতাকে উপেক্ষা করিয়া নহে।

(খ) যদি বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকে এই বিচার করেন, তবে সেইস্থলে শাস্ত্র যে বিচার দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ বৈষ্ণবের দেহ অপ্রাকৃত। তাঁহাদের জন্ম-কর্ম্ম-বন্ধন নাই। 'ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবাঞ্চ বিদ্যতে। বিষ্ণুরনুচরতত্ত্বং

হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ। (হরিভক্তিবিলাস)॥ এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন—"অতএব বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥ ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে। পদ্মপুরাণে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥" এই বিচারে, বৈষ্ণবের গৃহে জাত বা মৃত শৌচাদিক্রিয়া স্পর্শ করে না। বৈষ্ণবের গৃহে নিত্য ভগবৎ সেবা হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভক্তপ্রবর শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃতপুত্রের কথা এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনলীলার কথা স্মরণযোগ্য। আমাদের সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অন্য বৈষ্ণবব্রুবগণের বিষয় আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নহে। "লোক দেখান গোরাভজা; তিলকমাত্র ধরি। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরেন চুরি॥" এহেন বিষয়ভোগী জীবদের বাদ দিয়াই আমাদের শুদ্ধপথে অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষ্ণবের সংজ্ঞা পদ্মপুরাণে যাহা বলিয়াছেন—

গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।

এহেন বৈষ্ণবের গৃহে শ্রীবিগ্রহের পূজা নিত্য হইয়া থাকে। তথায় যে কোন অবস্থাতেই শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন বা শ্রীভাগবত পাঠাদি যাহাই হউক না কেন উক্তগৃহে ভগবৎ প্রসাদ পাইতে কোন সংশয় আসিলে অপরাধী হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণবগৃহে নিত্যপাঠ কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অথবা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যে হরিসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়, তাহাতে আগন্তুক বৈষ্ণবগণ প্রসাদ পাইতে অবহেলা করেন না। যেখানেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের নিত্যবসতি। মহাজনগণ বলেন—"যেখানে বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন।"

'বিগ্রহ' সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। শ্রীবিগ্রহ কাহাকে বলা হয়? "শ্রীবিগ্রহ" সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। তবে এই প্রপঞ্চে অর্চ্চাবিগ্রহকে লক্ষ্য করা হয়। ভগবান মায়াবদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্য "অর্চ্চাবিগ্রহরূপে" তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি সচ্চিদানন্দময়রূপেই নিত্য বিরাজমান। পূজাবর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং

স্মার্ত্ত দেবলব্রাহ্মণ-মায়াবাদিগণের দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞানাভাবে পূজিত প্রতিমূর্ত্তিতে ভগবৎ উপলব্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক অচিদাধিষ্ঠান পুত্তলিকামাত্র—ভগবদ্ভক্তের উপাস্য শ্রীবিগ্রহ নহে। অতএব যত্রতত্র ঠাকুর সেবারনামে যে পূজার ব্যবস্থা আছে, সেদিকে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রখর দৃষ্টি দিয়া থাকেন। নতুবা মায়াবাদীর সঙ্গ হইবার সম্ভাবনা বেশী। প্রভু কহে "মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী"।

শ্রীঅর্চ্চাবতার অষ্টবিধরূপভেদে প্রপঞ্চে প্রকটিত—

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (ভাঃ ১২।১৭।১২)

(৪) চতুর্থপ্রশ্ন—শ্রাদ্ধের বাড়ীতে বৈষ্ণবগণ সেবা করেন না কেন? শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পিতৃ-শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রাদ্ধপাত্র কি করিয়া গ্রহণ করিলেন, তাহা কি দোষদুষ্ট নহে?

যে স্থলে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদদ্বৈত প্রভু দাতা এবং নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর গ্রহীতা, সেস্থলে "দোষদুষ্ট" শব্দপ্রয়োগই শাস্ত্রবহির্ভূত—বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবের নিকট। যাহা হউক, এসম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা আলোচনা করা যাক্। শ্রাদ্ধ দুই প্রকার—শুদ্ধ শ্রাদ্ধ এবং বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণের যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই শুদ্ধ শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত। বৈষ্ণবগণ শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা" মতেই সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মমার্গে যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহাই বিদ্ধ বা রাক্ষস শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণও শ্রাদ্ধের প্রসাদ পান, যেস্থলে বৈষ্ণবমতে বা শুদ্ধ সাত্বতঃ মতে শ্রাদ্ধের বিধান থাকে। সেই হেতু, সচরাচর দেখা যায় যে, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ যত্রতত্র শ্রাদ্ধের বাড়ীতে প্রসাদ পান না। বৈষ্ণবগণ সদাসর্ব্বদা শ্রীভগবৎ প্রসাদই গ্রহণ করেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সেই মহাপ্রসাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবশ্যকতা

কোনও বস্তু বা স্থানের চারিদিকে পদদ্বারা পরিভ্রমণকে পরিক্রমা বলে। জগতে দেখা যায়, নবগৃহে প্রবেশ করিতে হইলে স্বামি-স্ত্রী একত্র হইয়া আঁচলে-আঁচল বাঁধিয়া, একত্র কর সংযুক্ত করিয়া গৃহের চারিদিকে 'পরিক্রমা' করে। গরু, বলদ প্রভৃতি প্রাণী খুঁটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতে থাকে, তখন উহারা 'পরিক্রমা' করিতেছে,—আমরা বলিয়া থাকি।

কিন্তু স্বামি-স্ত্রী-যে গৃহের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করে, সে-গৃহ নিত্য নয়; অধিক কি, তাহাতে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করিলে সেই গৃহই অধোগতির কারণ হয়। শাস্ত্রকারগণ এইরূপ গৃহকে 'গৃহান্ধকূপ', শ্রীমদ্ভাগবত 'ব্যালাবয়দ্রুমা' অর্থাৎ সর্পদিগের আবাসস্থান বৃক্ষসদৃশ আর শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত-নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভগবানের ভক্তগণ এই জন্য শ্রীভগবানের মন্দির, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের প্রিয় তুলসী-মঞ্চ, ভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

যে স্থানের চারিদিকে আমরা ঘুরিয়া থাকি, তাহার প্রতি আমাদের স্বভাবতই একটা আসক্তি জন্মিয়া থাকে। অনিত্য, হেয় গৃহের চারিদিকে ঘুরিলে অনিত্যবস্তুর প্রতি আসক্তি হয়, আবার নিত্য চিন্ময় বস্তু ভগবদ্ধাম, ভগবন্মন্দির, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসীমঞ্চ, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সমাধি প্রভৃতি স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিলে তাঁহাতে আমাদের আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য সাধন-ভক্তির চৌষট্টিপ্রকার অঙ্গের মধ্যে 'পরিক্রমা' একটি ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে,—

"বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ যস্তত্রাবর্ত্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্ত্তনং তস্য পুনর্ন বর্ত্ততে ভবে॥"

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পুনঃ আবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাঁহার সেই আবর্ত্তনের জন্য কৃষ্ণভক্তিবিমুখ হইয়া তাঁহাকে সংসারে পুনর বর্ত্তন করিতে হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

চতুর্ব্বারং ভ্রমন্ভক্ত্যা জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
ক্রান্তো ভবতি বিপ্রাগ্র্য তত্তীর্থগমনাধিকম্॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর জগৎপরিক্রমা করা হয় এবং গঙ্গাদি তীর্থরাজি গমন অপেক্ষাও অধিকতর নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। কেন না, তাহার দ্বারা অতি সত্বর হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"সংসার-মরুকান্তার-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যে চরণদ্বয় হরিসম্বন্ধী তীর্থে গমনশীল, তাহাই অতিশয় শ্লাঘ্য ; যেহেতু তদ্দ্বারা সংসাররূপ মরুভূমির দুর্গমপথ উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

"পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্ম-ভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।"

যাঁহারা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও পদদ্বারা শ্রীহরির লীলাস্থানসমূহ বিচরণ না করে, তাহাদের পদদ্বয় বৃক্ষমূলতুল্য অর্থাৎ সেই সকল লোকের বিকচিত-চেতনযুক্ত মনুষ্যজন্ম পাওয়া বৃথা, প্রকৃতপক্ষে তাহারা 'আচ্ছাদিত-চেতন' বৃক্ষের ন্যায়। সুতরাং এই পদদ্বারা যদি আমরা ভগবান্ ও ভক্তের স্থান-সমূহ ভগবদ্ভক্তের আনুগত্যে তাঁহাদের সঙ্গে দর্শন করি, তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য-দেহধারণের সার্থকতা ; নতুবা আমাদিগের মধ্যে আর পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদিতে কোনই ভেদ থাকে না।

আমরা অনর্থযুক্ত বদ্ধজীব। অনর্থমুক্ত হওয়ার নামই নির্জ্জন। অনর্থ থাকাকালে 'অনর্থমুক্ত হইয়াছি'—এই ভ্রান্ত বিচারাবলম্বনে নির্জ্জন-ভজনে প্রয়াসী হইলে নানাপ্রকার উৎপাত ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। আমাদের যখন অন্যান্য বহির্ম্মুখ-ব্যাপারে চেষ্টা ও উৎসাহ প্রবল, তখন উহাকে দমন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবানুকূল-কার্য্যে নিযুক্ত করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মহাভাগবত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ স্বসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীহরির সেবা-কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার পদযুগলকে শ্রীধাম-পরিক্রমা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন,—

"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে।"

শ্রীমধুসূদন বিদ্যানিধি, বি-এ.

গৌড়ীয়ের ত্রয়োবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা ত্রয়োবিংশ-বর্ষে শুভ-প্রবেশ করিলেন। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের মর্ত্ত্যজগৎ হইতে অন্তর্দ্ধানের পর দুইটী বর্ষ অতিবাহিত হইল। বর্ষদ্বয় স্বল্পকাল বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-প্রবাহে আবর্ত্তিত। জাগতিক ও পারমার্থিক উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার অভাব ও অবদান অতুলনীয়। দেশের চতুর্দ্দিকেই রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক-বিপ্লবে মানুষ আজ বিভ্রান্ত ; প্রতিনিয়ত হিংসা লুণ্ঠন, ঠাণ্ডামস্তিষ্কে নরহত্যাদি

আজ মানুষকে পশুস্তরে নামাইয়াছে। দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষিগণ তজ্জন্য নানারূপ প্রতিকারের সন্ধান করিয়াও বিফলমনোরথ হইতেছেন। এই অশান্ত পরিবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই যেন তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। কিন্তু হায়! "ঔষধের ঔষধ কোথা পাই?"

দেশের এই অশান্ত পরিবেশে পারমার্থিকগণ ব্যতিরেকভাবে ধর্ম্ম, নীতি, ও আদর্শের অধিক উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহারা জড়বাদের অকিঞ্চিৎকরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাস্তব-সত্যের প্রতিই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন। "সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি", "পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদাঃ"—বাক্যানুসারে সজ্জনগণ বিবিধ জাগতিক অমঙ্গলের মধ্যে থাকিয়াও পরম-মঙ্গলের সন্ধান লাভ করেন; ইহাই তাঁহাদের সাধু-বৃত্তি। তত্ত্বদর্শী মহাভাগবতগণের ইহাই সমদর্শন বা সু-দর্শন। জড়দুঃখ-কষ্ট, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি ত্রিতাপকে তাঁহারা ভগবদ্-ভজনানুকূল বলিয়াই গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। জড়ীয় ভাল-মন্দের অতীত হওয়ায় তাঁহারা নির্গুণ—প্রকৃতির পরপারে তুরীয় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—বেদান্তবাক্য শ্রীনামব্রহ্মের যে উপাসনা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ আকুলতা-ব্যাকুলতা আবশ্যক, তাহা আচার-প্রচারমুখে প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শুভাবির্ভাব-কাল-বর্ণনায় দেখা যায়—"পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস, জগভরি হরিধ্বনি হয়"। আজ সেই প্রেমের ঠাকুর পরমব্রহ্ম শ্রীগৌরহরির দেশে হরিধ্বনি-বিবর্জ্জিত অবস্থায় তুচ্ছ "খাওয়া-পরা থাকার" চিন্তায় বিব্রত হইয়া শত শত জগাই-মাধাই-এর পাপ-তমে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রীশচীনন্দনের নিখিল ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিবরা ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীপত্রিকা জীব-কল্যাণের নিমিত্ত ২২শ বর্ষ পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীনাম-মহিমা প্রচারই শ্রীপত্রিকার একমাত্র আদর্শ ও জীবাতু। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-গুরুবর্গের মনোভীষ্ট পূরণেই জীবের নিত্যমঙ্গল নিহিত আছে। ভবরোগগ্রস্ত জীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভজনপিপাসু সাধকগণকে হরিসেবায় উদ্বুদ্ধ করাই শ্রীপত্রিকার নিয়ম-সেবা। "মহামায়ার কারাগার হইতে একটী জীবকে বাঁচাইতে পারাও" তাঁহার সফলতা। এক্ষেত্রে "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যতন্তি সিদ্ধয়ে", "সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে" বাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শব্দব্রহ্মের জয়-গানকারী শ্রীপত্রিকা বৈকুণ্ঠবার্ত্তাই জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবসত্যের নির্ভীক প্রচারক হওয়ায় ইহাতে দেহ-মনোধর্ম্মের কথা না পাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ ইহার প্রতি হয়ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি।"—মহাজনগণের বিচারাবলম্বনে শ্রীপত্রিকার সেক্ষেত্রে উপেক্ষা-নীতি অবলম্বন ছাড়া গত্যন্তর নাই। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।" গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা পরিত্যাগ করাই গুরুসেবৈকনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার লক্ষণ। "দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও ভক্তিবিনোদ-ধারা" প্রবন্ধ হইতে আমরা ঐরূপ শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকি। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-নীতিতেই অমন্দোদয়দয়া অনুস্যূত এবং তাহাই মহাবদান্যতার ধারক ও বাহক। শুদ্ধ-সরস্বতী ও আশ্রয়-শ্রীকেশবাদি গৌড়ীয়-গুরুবর্গ ইহাকেই রূপানুগ-চিন্তা বা ভক্তিবিনোদ-ধারা বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আমাদের মায়িক দৃষ্টির অন্তরালে থাকিলেও সর্ব্বদা আমাদিগকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক নিরপেক্ষ-বিচারে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন—এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি। সিদ্ধ তোতারাম বাবাজী-নির্দ্দিষ্ট আউল-বাউল-প্রাকৃতসহজিয়া, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, অতিবাড়ী প্রভৃতি ১৩ অপসম্প্রদায় ব্যতীত আজ ভজনখাজা, ঘরপাগলা প্রভৃতি অসংখ্য সৎসম্প্রদায়-বিরোধী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। শ্রীগুরুবর্গের নিকট হইতে তাহার একটি তালিকাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অন্তিম মন্তব্যে লিখিত আছে,—

"স্মরগপন্থী (৩৮), মধ্ববিরোধী (৩৯)—যত অপসম্প্রদায়।
দেশ-বিদেশে, সাধুর বেশে, ঘুর্‌ছে ফির্‌ছে হায় !!
পূর্ব্বকালে তের ছিল অপসম্প্রদায়।
তিন-তের বাড়্‌ল এবে ধর্ম্ম রাখা দায় !!"

সুতরাং জড়বাদী নাস্তিকতার যুগেও বজ্রনির্ঘোষ-কণ্ঠে মায়াবাদি-কুতার্কিকের কঠোর সমালোচনা ও বিশুদ্ধ-বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপন দ্বারা সাধু-মহাপুরুষগণ জগতের নিত্যকল্যাণ কামনা করিয়াছেন। তজ্জন্য সর্ব্ব-বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতের "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" বাক্যই আমাদের জীবনের আদর্শ হউক। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্-

গুরু”—বিশ্রম্ভ সেবকের বিচার। জগদগুরু ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়-বিনির্ম্মুক্ত। তিনি বৈষ্ণবগণকে দারোয়ান বা প্রহরী নিযুক্ত করিয়া “শালগ্রামদ্বারা বাদাম ভাঙ্গিতে” চাহেন নাই বা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ ও শৌক্র-ব্রাহ্মণতার প্রাধান্যও স্বীকার করেন নাই। “অপরাধ-ভঞ্জনের পাট—কুলিয়া”কেই তিনি প্রকাশ বা প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শুদ্ধা সরস্বতীর সেবা-সৌরভ বিস্তার করাই তাঁহার আদর্শ ছিল। তাঁহার প্রকটাবস্থায় সেই আদর্শই কায়-মন-বাক্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মৎসরগণ সেই সেবামোদ লক্ষ্য না করিয়া “মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকা পশ্যতি ছিদ্রম্” নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক অমানী-মানদ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন মাত্র।

যে-কালে জগতে হরিকথার দুর্ভিক্ষ, ধর্ম্মীয় পরিবেশের অভাব, বহুমুখী নাস্তিকতার প্রাবল্য, শ্রৌত-আম্নায়ধারা বা সৎসম্প্রদায় রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার, সেই সময়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ব্যক্তিগত আত্মকলহ বড়ই পরিতাপের বিষয়। ইহাতে সাময়িকভাবে ‘মগজধোলাই’ বা intellectualismএর কিছুটা কসরৎ হইতে পারে, কিন্তু সম্প্রদায়-সংরক্ষণে আচার্য্যোচিত মনো-ভাবের পরিচয় কোথায়? “বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব”—এই মহাজনবাণী এক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিপালিত হইল? রূপানুগ সারস্বত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য,—যে-কোনরূপ ভক্তিবিরোধী মতবাদ খণ্ডন, ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শ্রীনামহট্টের প্রচার। ইহাই বিনোদ-বাণীর মনোভীষ্ট স্বরূপ-রূপানুগ সেবা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মনুষ্য-সমাজ আজ নির্ব্বিশেষ বিচার লইয়াই কাল কাটাইতেছেন। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাপথে তাঁহাদের আচার-বিচার বেশভূষা-শিক্ষাপদ্ধতিতে নাস্তিক্য ভাবধারাই পরিলক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা এই গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়াছেন, তাঁহারা নিজদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের নিকট দার্শনিক ধর্ম্মীয় পরিবেশ অলীক-কাল্পনিক ভাব-প্রবণতা-বিশেষ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু আস্তিকগণ সুস্থমস্তিষ্কে ইহা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারেন? “Science ends in philosophy and philosophy ends in religion”—এ বাক্য নাস্তিকগণ কি স্বীকার করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন? তাঁহারা জড় ও চেতনকে কি একই অবস্থা বলিয়া মানিবেন? বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় এইরূপ

সন্দেহবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং নিরীশ্বর শিক্ষাই এজন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। মানুষ আজ অহিংস-নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়া হিংসাশ্রয়ী হইয়া অধিক লাভবান্ হইবে বলিয়া ভাবিতেছে। হিংসারনীতিতে পাশবিক-বলের প্রাধান্য স্বীকৃত, কিন্তু অহিংসা মানবকে আত্মবলে প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্ম্মভিত্তিক সমাজবাদই জগতের কল্যাণ আনয়নে সমর্থ, তাহাতেই বিশুদ্ধ সাম্যবাদ বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। উচ্ছৃঙ্খল সমাজে নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শ্রেষ্ঠ ও গুরুজনদিগের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সুবিচার ও সুশিক্ষা সুদূরপরাহত।

দেহ-মনোধর্ম্মের চিন্তা লইয়া এজগতে কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী, কুযোগিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ সনাতন-ধর্ম্মের আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সকলেই পরিশেষে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। ভক্তিবৃত্তিকে বাদ দিয়া যে-কোনরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস নিরর্থক, ইহা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। সেব্য-সেবক, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা একই পর্য্যায়ভুক্ত হইলে কাহার প্রতি কে শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা আরোপ করিবেন? তখন যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাই সেইস্থান অধিকার করিয়া বসে। উহাকেই অনেকে উদারতা ও বিশ্বপ্রেম বলিয়া ভ্রম করেন। ভোগবাদী জগৎ বিশ্বস্রষ্টাকে অস্বীকার করিয়া কেবল স্বার্থপরতার আশ্রয়পূর্ব্বক সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের উপর আঘাত হানিতেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বিবেকহীন মায়াবিমুগ্ধ জীবগণ এইরূপে নিজেরা বঞ্চিত হইতেছে ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছে। গ্রাম্যবার্ত্তা লইয়া কালাতি-পাত শিষ্টজনের প্রতি দ্রোহাচরণ ও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে রত থাকিয়া অশান্ত ব্যক্তিগণ কখনই শান্তিলাভে সক্ষম হয় না। অপরের অকল্যাণ ও অনিষ্ট চিন্তাকারীর মঙ্গল কোথায়?

অখিল লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তবিরোধ, রসাভাস-দোষ ও মর্য্যাদালঙ্ঘন কখনও সহ্য করেন নাই। সুবিধাবাদী গুরুভোগী ও গুরু-ত্যাগিগণ জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় অনর্থগ্রস্ত হইয়া কুটীনাটী ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের প্রশ্রয় দিতেছেন। কেহ কেহ শিষ্যাভিমানী হইয়াও নিজের অসৎচিন্তা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া নির্দ্দোষ সাজিতে চাহিতেছেন। আবার কেহবা আচার্য্যের প্রাধান্য স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সহজিয়া-গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্ব্বক "মূল-আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্য" পরিত্যাগ করিতেছেন। আবার

কেহ আখেরের বন্দোবস্তের জন্য দেহারামী হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের পদাবলেহনে ব্যস্ত হইয়াছেন। এইরূপ জড়ীয় প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বদ্ধজীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। তথাপি যাহারা মোহান্ধ হইয়া লজ্জা-ঘৃণা-ভয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও গুরুবৈষ্ণবগণের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছেন, "তার শস্তা জন্মে জন্মে আছে প্রভু যম"। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ইহাদের সুমতি প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থন।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্র শ্রৌতপন্থায় শিক্ষার উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তব শিক্ষার উহাই উৎকৃষ্টতম মাধ্যম। ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমই চেতন জীবের ধর্ম্ম বা স্বরূপ। সদ্গুরুর পদাশ্রয়ে শ্রদ্ধাবান্ জীব শব্দব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সেই শ্রীনামের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের নিমিত্তই জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত মূল-শব্দপ্রমাণ ও প্রীতিই পরম-পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কলিকালে শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞেই শ্রীভগবান্ আরাধিত হন। তজ্জন্য শ্রীপত্রিকা শ্রীভগবানের শ্রীনামাদি-মহিমা বর্ণনদ্বারা তাঁহার সুষ্ঠুসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রৌতবাণী প্রচারই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। সৎসমালোচনায় অগ্রসর হইলেও শ্রীপত্রিকার কাহারও মনে আঘাত প্রদানের ইচ্ছা নাই। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী-বিচ্যুতির জন্য আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণববর্গ ও শ্রীপত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীউর জয়গানদ্বারা শ্রীপত্রিকার নববর্ষে শুভযাত্রা সূচিত হইতেছে। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণা ও কৃপাশীষে সাধন-ভজন-বিষয়ে সকল বাধা-বিপত্তি দূরীভূত হউক ও উৎসাহের সহিত রূপানুগ গুরুবর্গের আদেশ-নির্দ্দেশ প্রতিপালনে শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিতে পারি—ইহাই একমাত্র সকাকু প্রার্থনা। নির্ভীককণ্ঠে ও নিরপেক্ষভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার ও রূপানুগ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি—ইহাই আজিকার দিনে চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় —

"যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবন্ধো,
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।
ক্রিমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা,
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥"

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name - Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhab.
Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnab.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakt Vedanta Trivikram Maharaj
Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
Address—Shri Devananda Goudiya Math
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B

6. Names and Address of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.

Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedant Baman Maharaj, President Acharyya on behalf o Shri Goudiya Vedant Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that th particulars given adove are true to the best of m knowledge and belief.

Sd/- Nabajogendra Brahmachari
Signature of Publisher

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। | অন্য ধর্ম্ম মুষ্টিরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশেষ্ন। | হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ মধুসূদন, ৪৮৫ গৌরাব্দ / বুধবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৪।৪।১৯৭১ } ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

অমৃতাব্ধি রসপ্রায়ৈ স্তব নূপুরসিঞ্জিতৈঃ।
হা কদা মম কল্যাণি বাধির্য্যমপনেষ্যতে ॥ ১২ ॥

হা কল্যাণি! রাধিকে! অমৃতসাগরের রসস্বরূপ তোমার নূপুরধ্বনি-সকল কবে আমার বাধির্য্য অর্থাৎ বধিরতা দূরীভূত করিবে? ॥ ১২ ॥

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং
দিশি বিদিশি ভয়েনোদ্ঘূর্ণিতাভ্যাং বনানি।
কুবলয়দল কোষাণ্যেব কৃষ্ণস্য যাভ্যাং
কিমু কিল কলনীয়ো দেবি তাভ্যাং জনোঽয়ং ॥ ১৩ ॥

হে দেবি! জ্যোৎস্নাভিসারে ভীত বশতঃ দিক্ বিদিকে উদ্ঘূর্ণিত যে-নেত্র ভৃঙ্গদ্বয়ের অঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা কাননসমূহকে কুবলয় দল কোষ অর্থাৎ নীলপদ্ম সদৃশ করিতেছ, সেই নেত্রভৃঙ্গদ্বয় দ্বারা এই অধম জনকে কি একবার নিরীক্ষণ করিবে না অর্থাৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতেও কি দেখিবে না ? ॥ ১৩ ॥

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভুবি বত নেত্র দ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমল লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ॥ ১৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরী! যে অবধি এই বৃন্দাবনে কোন অনির্ব্বচনীয় রূপমঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদি প্রকার শিক্ষার জন্য আমার প্রতি নেত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার চরণদ্বয়ের অলক্তক দর্শনে আমার অভিলাস হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

যদা তব সরোবরং সরস ভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি সম্পূরিতং।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥ ১৫ ॥

হে বিকসিতপদ্মাক্ষি! যদবধি তোমার সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) শব্দায়মান ভ্রমরসমূহ কর্ত্তৃক উল্লসিত পদ্মনিচয়ের দ্বারা অত্যন্ত সুশোভিত এবং সুমধুর জলে পরিপূর্ণ হইয়া আমার নেত্রদ্বয়ের সাক্ষাতে বিকাশমান হইতেছেন, সেই অবধি তোমারই দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে ॥ ১৫ ॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বর দাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যং ॥ ১৬ ॥

হে দেবি! তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতিরেকে আমি কোন কালে অন্য সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না, অতএব তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক ॥ ১৬ ॥

অতি সুললিত লাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা
ততিভি রধিকতুষ্ট্যা চিহ্নতী কৃত্য বাহূ।
নখদলিত হরিদ্রাগর্ব্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বং ॥ ১৭ ॥

হে রাধে! তুমি নখ দলিত গর্ব্বিত হরিদ্রার ন্যায় গৌরাঙ্গী, আমি অতিশয় সন্তোষের সহিত তোমার চরণস্থ অতি সুললিত অলক্তক পঙ্‌ক্তিতে সংযুক্ত সৌভাগ্যসূচক যবাদি চিহ্নসমূহ দ্বারা বাহুদ্বয়কে চিহ্নিত করিয়া অবস্থিত থাকিলে আমার অভিলাষিত অতি প্রিয় ত্বদীয় চরণকমলের সেবা কবে আমাকে দান করিবে? আমি সবিষাদে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি ॥১৭॥

প্রণালীং কীলালৈর্বহুভিরসংক্ষাল্য মধুরৈ-
র্মুদা সংমার্জ্য স্বৈর্বিবৃত কচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া।
কদা বাহ্যাগারং বরপরিমলৈর্ধূপনিবহৈ-
র্বিধাস্যে তে দেবি প্রতিদিন মহোবাসিতমহং ॥ ১৮ ॥

হে দেবি! আমি অনেক সুমধুর জল দ্বারা প্রণালী (মুরী) প্রক্ষালন করিয়া এবং ঐ প্রণালীকে আমার বিস্তৃত কেশ কপাল দ্বারা প্রিয়জ্ঞানে সম্মার্জ্জিত করিয়া কবে প্রতিদিন তোমার উৎকৃষ্ট বাহ্য ভবন ধূপনিবহের দ্বারা সুবাসিত করিবে? ॥১৮॥

প্রাতঃ সুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না
দাহৃত্য বাসিত পয়শ্চ গৃহান্তরেচ।
পাদাম্বুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জ্জয়ামি ॥ ১৯ ॥

হে সুন্দরি! গৃহমধ্যে প্রাতঃকালে কর্পূরবাসিত মৃত্তিকা ও সুবাসিত জল তোমার চরণদ্বয়ে প্রদান করিয়া জলধারার পুনঃ প্রক্ষালনপূর্ব্বক পরিচরণ যোগ্যস্থান কবে কেশ দ্বারা মার্জ্জিত করিবে ॥ ১৯ ॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্য সদনে ভবতীং নিবিষ্টাং।
অভ্যজ্য গন্ধিততরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্ত্তয়িষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ং ॥ ২০ ॥

হে রাধিকে! তুমি পদপ্রক্ষালন ও দন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া স্নানার্থ অন্য ভবনে উপবেশন করিয়া থাকিলে এই দাসী কবে তোমার গাত্র, সুগন্ধি তৈল সকলের দ্বারা মার্জ্জিত করিবে? ॥২০॥ (ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি মঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
প্রক্টর রোড্, বোম্বে ৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ১৮ই তারিখের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। ঐ তারিখে * * * এর কার্ড পাইয়াছি। আপাততঃ * * * কে আবশ্যক হইতেছে না। সে পাটনায় যেরূপ কার্য্য করিতেছে, সেরূপ করিতে থাকুক। মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া সে তোমাদের সাহায্য করুক।

তোমার লিখিত বিবরণ পড়িলাম। রু—বাবু অ—র অনুগত ব্যক্তি। অ—বাবু আ—দাসের ভাগিনেয়ের জেঠ্তুত ভাই। বা—দলের মতানুবর্ত্তী অর্থাৎ কর্ম্মী ও ভোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। স—ভোগী ও মায়াবাদী এবং প্রকৃত-বিচারবিশিষ্ট। স—শ্রীহট্টের হবীগঞ্জ নিবাসী ও শৌক্রজাত্যভিমানে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের প্রিয়; বিশেষতঃ হেনোথিষ্ট বা পাঁচমিশালিদলের সহিত স—এর সম্বন্ধ। মায়াবাদী বলিয়া সে বহু বিমুখদল সংগ্রহে পটু। মহাপ্রভুর বিদ্বেষী বলিয়া গৌড়ীয়গণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে **মহাপ্রভুর বিরোধীর শিষ্য** হয়, তাহারা **রাধাগোবিন্দের ভজনে বা গৌর-সেবায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয় না।** কপট ব্যক্তিগণ রাধা-গোবিন্দের ভজন মুখে যে স্বীকার করে, তাহা লোকপ্রতারণা মাত্র। ঐ সকলকে সুপথে আনাইতে না পারিলে তাহারা সত্যের আদর করিবে না। রা—এর দল **জড়-সম্বন্ধবাদী এবং লৌকিক পরার্থিতার আবরণে আবৃত বলিয়া আমরা উহাদের সঙ্গ করি না।** উহারাও গৌর-বিরোধী। এই সকল লোকের অনুগ্রহের উপর কিছু গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে স—, রা—প্রভৃতি লৌকিক তাৎকালিক নায়কগণের পূজা সংসারে বিলুপ্ত হইবে, তৎকালেও অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সেবা নিত্যকাল প্রকটিত থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ উভয় দলই প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট বলিয়া চরমে

হলাহল মায়াবাদে নিমগ্ন। প্রপঞ্চে উহাদের তামসিক প্রবৃত্তি প্রবলা। সুতরাং * * * ও * * * প্রভুর অপ্রাকৃত বাণী জড়বিচারপর রু—বাবুর ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারে নাই। রু—বাবুর আত্মীয়ের মনিব মহাশয় অর্থাৎ গয়ার রায় ষ্টেটের—বাবু স—দাসীয়া হওয়ায় মহাপ্রভুর বিদ্বেষী এবং গৌড়ীয় বা বাঙ্গালীর বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন। রু—এর সরলতার সুবিধা লইয়া স—দাসীয়া দল তাহাকেও বিপথগামী করিয়াছে।

রায়বাহাদুর কা—পরলোকগত ম—মহারাজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এজন্য তাঁহার সরলতার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি জনমত-প্রিয়; শুদ্ধভক্তির কথা তাঁহার রোচমানা প্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটু ভক্তি থাকিলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত—পদ্ধতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন।—পত্রিকার সংবাদ-দাতা উকিলটিও শুদ্ধভক্তির অনুরাগী নহেন। কিন্তু আমরা গয়ামঠ কিজন্য স্থাপন করিয়াছি তাহা লোকে ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। **ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই,** পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। **মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।** রু—এর অনুগ্রহ বা তা—এর বিচার রা—এর দলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের ঝরণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। **কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।**

কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অঙ্ককপর্দ্দক-মাত্র। **মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগা দেওয়া কথার যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে,** নতুবা—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পরিবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

* * * * *

রায়বাহাদুর কা—শঙ্করমতাবলম্বী পাঁচমিশালিদলের চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আছেন। তবে লোকটা সদসৎ বিচারহীন সরল বলিয়া ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। * * * ভোগিদল চিরদিনই আমাদের বিরুদ্ধ। গয়ায় সেই দল প্রবল হইতেছে। অসার মু—ও ইন্দ্রিয়তাড়নায় গয়ায় মঠ করিতে গিয়াছিল, উহার দল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুষ্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়ই মায়াবদ্ধজীব। হরিপ্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট, নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকেই ভোগ-প্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।

যদি সুযোগ করিয়া পাটনা ও গয়ামঠে আগমন করেন এবং ভূমি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সি—ও অ—প্রভুর কথা বুঝিয়া ঐসকল ব্যক্তি মঙ্গল-পথে আসিতেও পারে, অথবা জাহন্নমেও যাইতে পারে। গয়ায় কার্য্য করিবার জন্য ভা--কে লিখিতেছি। আমিও শীঘ্র ঐ প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করি। গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গয়ায় প্রবল-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে; কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মনোধর্ম্ম)

১। বদ্ধজীবের ধ্যান মনের ধর্ম্ম কেন ?

"ধ্যান—মনের ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২। আত্মা, জগৎ ও মুক্তি-সম্বন্ধে মনোধর্ম্মীর ধারণা কিরূপ ?

"কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম্ম-আচরণ করতঃ ক্রমশঃ আত্মার

উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এসকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৩। জড়-নিঃস্বার্থবাদ কি আকাশকুসুম-কল্পনা নহে?

"নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabeou) নামে ভন্ হল্‌বাক্ (Von Holbace) 'সিষ্টেম অব্ নেচার্ (System of Nature) নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন।"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ, ৯-১২

৪। সয়তানের পৃথগ্ অস্তিত্ব স্বীকার করা উচিত কি?

"'সয়তান' বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যা-তত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।"

—জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ত্রিসপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবৃন্দম্ ॥"

শ্রীকেশবেষ্টদেবায় ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে।
বিশুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপিণে ॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিনে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

ভকতি-ধর্ম্ম-চরিত-পাতে
পেল যাঁরা অমরতা,
ক্ষুদ্র জীবন হয় যে ধন্য
স্মরিয়া যাঁদের কথা—
তন্মধ্যে তুমি হে অন্যতম,
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,
তোমায় স্মরি' লভে সুকৃতি
এ মরতের মানব।

হে মুক্ত-শুদ্ধ আরাধ্যতম,
ক'রেছিলে আগমন।
মহান্তাচার্য্য-বেশে এলে এ'
তিথি করি আলম্বন ॥

হে ধর্ম্মক্ষেত্র-বীরকেশরি,
বেদ-বেদান্তভূষণ !
দেশ-বিদেশে (তব) বিজয়গাথা,
বিঘোষিত সর্ব্বক্ষণ ॥
কুলিশ চেয়ে কঠোর ছিলে,
পুষ্প হ'তে সুকোমল ।
চিত্ত-দর্পণ অনর্থ শূন্য
দীপ্ত স্বচ্ছ নিরমল ॥
শিশুর নগ্ন পরাণসম
তোমারই ব্যবহার ।
শিষ্যমহলে নয়কো শুধু
মুগ্ধ কৈল সবাকার ॥
হে নটরাজ ! নাটমন্দির
সংকীর্ত্তন-বাদ্যরোলে—
গভীর মন্দ্রে হ'ত ঝঙ্কৃত
তব চারুপদতালে ॥
(আজি) তোমার স্মৃতি জাগুক্ হৃদি-
পূত-আবির্ভাব-দিনে ।
(যেন) কৃপার বলে আন্‌তে পারি
বৈকুণ্ঠ-জগদ্ জিনে ॥
তপ্ত পরাণ-প্রীতি-সুপুষ্পে
মাখি' শ্রদ্ধা-সচন্দনে ।
শ্রীপাদপদ্মে দিলাম ডালি
লহ হাসি-খুসী মনে ॥

শ্রীপাদ-পঙ্কজরেণুপ্রার্থী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উদ্ধব মন্থী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৫)

জীবদ্দশায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে দেহানুসন্ধান নিবৃত্ত হয়, কেবল ব্রহ্মানুভব বিদ্যমান থাকে। এজন্য ইহার নাম জীবন্মুক্তি। জীবদ্দশায় কেবল ব্রহ্মানুভব দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, তাহা নহে, পরমাত্মা ও ভগবানের অনুভব দ্বারাও মুক্ত হইতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল দেবহূতি সংবাদে জীবন্মুক্তির লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।

আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণ প্রবাহঃ॥

সোঽপ্যেতয়া চরময়া মনসো নিবৃত্ত্যা
তস্মিন্মহিম্যবসিত সুখদুঃখবাহ্যে।

হেতুত্বমপ্যসতি কর্ত্তরি দুঃখয়োর্যৎ
স্বাত্মন্ বিধত্ত উপলব্ধপরাত্মকাষ্ঠঃ॥

দেহঞ্চ তং ন চরমস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো বিপশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং।

দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।

তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগং
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তু॥ (৩।২৮।৩৫-৩৮)

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগীর যোগমিশ্র ভক্ত্যনুষ্ঠানে শ্রীভগবদ্ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে প্রীতির উদয় হয়। কিন্তু মোক্ষাভিলাষ থাকা হেতু তাঁহা হইতে চিত্ত বিরোজিত হইয়া পড়ে। ঐপ্রকারে চিত্ত যখন নির্বিষয় হয়, তখন তাহার কোন আশ্রয় থাকে না। কারণ ধ্যেয় সম্বন্ধ ব্যতীত চিত্ত কেবল ধ্যাতা হইয়া থাকিতে পারে না। সাধনদশায় ধ্যানযোগে পরমানন্দ

অনুভব করিয়াছে বলিয়া শব্দাদি বিষয়েও আকৃষ্ট হইতে পারে না ; সুতরাং তৈলবর্ত্তিকার অভাবে দীপশিখার নির্বাণ প্রাপ্তির ন্যায় চিত্তও সহসা লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থায় জীব দেহাদি-উপাধিবিরহিত হইয়া ধ্যাতৃধেয়বিভাগ-শূন্য আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করে। ঈদৃশ যোগী সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় আর সংসার প্রাপ্ত হয় না। সুপ্ত ব্যক্তির অবিদ্যা নিবৃত্তি ঘটে না বলিয়া জাগ্রদ্দশায় সংসার প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যোগীর চিত্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি চরমাবস্থা লাভ করে অর্থাৎ অবিদ্যা দূর হয়। তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপ ভূত মহিমায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। পূর্ব্বে আত্মাতে যে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব ছিল, অবিদ্যাসম্ভূত অহঙ্কার না থাকায় সুখদুঃখের কর্ত্তৃতাদি থাকে না। এই প্রকার যোগী নিজ দেহও দেখিতে পান না। দেহ আসন হইতে উত্থিত হউক বা আসনে থাকুক, কিম্বা তথা হইতে অন্যত্র যাউক অথবা দৈববশতঃ পুনরায় সেস্থান প্রাপ্ত হউক মদিরামদান্ধ ব্যক্তির যেরূপ পরিহিত বস্ত্রের অনুসন্ধান থাকে না, তাহারও সেইরূপ দেহানুসন্ধান থাকে না। যে পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মফলভোগ জন্য প্রাপ্ত দেহ সমাপ্ত হয় না, তত্তকাল পূর্ব্বসংস্কারবশে দৈহিক ব্যাপার সকল নির্ব্বাহ করিয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান থাকে। সমাধিপ্রাপ্ত হওয়ায় স্বপ্নবৎ প্রতীত দেহ-পরিজনাদিতে অনুরক্ত হন না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অবিদ্যাকল্পিত মায়াকার্য্যসম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হন বলিয়া অভিনিবেশই প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ হয়।

জীবের সংসার ভোগের হেতু প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ কর্ম্ম, বাসনা ও অবিদ্যা। যাহার ভোগ পাঞ্চভৌতিক দেহপ্রাপ্তি হইতে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। যাহার ভোগ এখনও আসে নাই, তাহা অপ্রারব্ধ। বাসনা হইলেই বিবিধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়। আর অবিদ্যা—অজ্ঞানবাসনার হেতুভূতা।

দেহস্থিতি পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ বর্ত্তমান থাকে। তৎপ্রভাবে উচ্চ-নীচকুলে জন্ম দুঃখদারিদ্র্য বা ধনবানতা প্রভৃতি ঘটে। যতদিন দেহানুসন্ধান থাকে ততদিন ঐসকল ভোগ অনুভূত হয়। আত্মদৃষ্টি প্রভাবে দেহানুসন্ধান রহিত হইলে অনভিনিবেশ দৈহিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। কুম্ভকারের চাকা ঘুরাইয়া দেওয়ার পর কিছুক্ষণ নিজেই ঘুরিতে থাকে দেহাভিনিবেশ রহিত জীবন্মুক্ত-ব্যক্তির তদ্রূপ পূর্ব্বাভ্যাসে দৈহিক ব্যাপার নিষ্পাদিত হয়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—দেহাদিবন্ধনের হেতুভূত ভগবদ্বৈমুখ্য তিরোহিত হওয়ার পর জীবন্মুক্তের দেহস্থিত কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর—ব্রহ্মবিৎ ও পরমভাগবত ব্যক্তির জীবন্মুক্তি প্রাপ্তি হইলে যদি দেহ ধ্বংস হয় তবে জগৎ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা বা ভাগবতধর্ম্মোপদেশ তিরোহিত হয়। কারণ তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে সমর্থ। এজন্য ভগবদিচ্ছায় তাঁহাদের প্রবন্ধাবশেষ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের সাধননিষ্ঠা ও ভগবৎপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা-প্রবল হওয়ায় করুণাময় ভগবানের কৃপায় অবিদ্যা ও অপ্রারব্ধ ক্ষয় হয়।

গোবিন্দভাষ্যকার বলেন—**ব্রহ্মবিদ্যাং দেহস্থিতিদর্শনাৎ তদারম্ভকং কর্ম্ম উপদেশাদি প্রচারিণ্যা তদিচ্ছয়ৈব তিষ্ঠতীতি স্বীকার্য্যম্।** এবঞ্চ সতি মণ্যাদি প্রতিবন্ধসাত্তে-বহ্নিরিব বিদ্যায়াঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মদাহকত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিঃ। (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৫) মহাভাগবতগণ সর্ব্বদা ভগবদনুভব করেন। এজন্য পরতত্ত্ব বৈমুখ্যজনিত অবিদ্যাকর্ত্তৃক পরাভব বা তজ্জনিত শোক মোহ প্রভৃতি সংসার-দুঃখ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। ভক্তিযোগে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শ্রীভগবানের সহিত সেব্যসেবক সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা সর্ব্বভূতে নিজেষ্ট দর্শন ও সর্ব্বপ্রাণীকে ভগবদাশ্রিত বলিয়া বা অনুভব করেন ভগবৎসুখে সতত নিমগ্ন থাকাহেতু দেহ স্থিতি সত্ত্বেও দৈহিক ব্যাপার সুখদুঃখাদিতে লিপ্ত হন না।

অতঃপর অন্তিমা মুক্তির কথা বলা হইতেছে—

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে। (ভাঃ ১।৩।৩৪)

যদি এই বৈশারদী মতি মায়াদেবী উপরতা হন, তবে নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইয়াছেন—মুনিগণ এইরূপ মনে করেন। তাহা হইতে সম্পন্ন জীব স্বমহিমায় পূজিত হন।

'যদি' শব্দ দ্বারা জীবন্মুক্ত জীবের চরম মুক্তিকালে সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তি নিবৃত্তির নিশ্চয়তা সূচিত হইল। জীবন্মুক্তিদশায় মায়িক দেহের স্থিতি হেতু মায়াসম্বন্ধ সম্যক তিরোহিত হয় না। তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব হয়? তদুত্তর—মায়া ত্রিগুণময়ী। জীব এই মায়া দ্বারা আকৃত। তমোরজোগুণের আবরণ অস্বচ্ছ আর তত্ত্বগুণের আবরণ স্বচ্ছ। যেমন আবৃত দীপ প্রকাশরহিত, আর কাচপাত্রে আবৃত দীপ প্রকাশমান।

জীবের রজস্তমোগুণের আবরণ থাকাকালে জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। আর সত্ত্বগুণে আবৃত জীব জ্ঞানবান, তাহাতে নিজস্বরূপ ও পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। সাধন দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে মায়া নিবৃত্তিকালে সত্ত্বগুণের আচরণ (ঈশ্বরেচ্ছায়) কিছুদিন ঘুচে না, তাঁহারা জীবন্মুক্ত। সত্ত্বগুণের আচরণ থাকিলেও জীবন্মুক্ত জীব তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন। কারণ মায়ার সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকে না—সম্বন্ধ থাকে ভগবানের সহিত। সত্ত্বগুণময়ী মায়া ঈশ্বরেচ্ছায় বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহাকে বৈশারদী অর্থাৎ পরমেশ্বরদত্তা বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় মায়া প্রকাশাত্মিকা বলিয়া দ্যোতমানা। তখন মায়া স্বরূপাচরণ ও অস্বরূপ আবেশ ঘটায় না বলিয়া মতি-বিদ্যা তাহা জ্ঞানপদার্থ। মায়া জ্ঞানস্বরূপা না হইলেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া জ্ঞানরূপিণী। সত্ত্বগুণময়ী মায়া প্রকাশাত্মিকা হইলেও পরতত্ত্ববস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা স্বরূপশক্তি সহায়তায় প্রকাশ হয়। জীব যখন স্বরূপ শক্তির কৃপাভাজন হয়, তখন পরতত্ত্বসাক্ষাতে সমর্থ হয়। সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তির স্থিতিকালেও স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার আবির্ভাব সম্ভব হয়। পরন্তু প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া জীবের হৃদয়ে আবির্ভূতা হন বলিয়া তাঁহাকে বিদ্যাবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিলে আর দ্বারের সহায়তা আবশ্যক হয় না। মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে যাঁহারা কেবল সত্ত্বগুণোপাধি দ্বারা আবৃত তাঁহারা স্বরূপশক্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূত বিদ্যার সাহায্যে ঈশ্বরানুভব লাভ হয়। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবধান থাকিলেও তাহা বাস্তবিক ব্যবধান নহে। মায়াবৃত্তি ব্যবধানাভাসের মত থাকে। স্থূল-সূক্ষ্মদেহনাশের সঙ্গে মায়ার উক্ত উপাধি তিরোহিত হয়। তখন জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায় পরমানন্দ সম্পত্তি—ভগবৎ-সেবাসুখ লাভ হয়। ইহার পূর্ব্বে খনিগর্ভস্থিত মণির মত স্বরূপসম্পত্তিও অনভিব্যক্ত ছিল। খনিগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে উত্তোলিত মণি যেমন সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া নিজ দ্যুতিবিকীর্ণ করে, তদ্রূপ জীব মুক্তাবস্থায় নিজস্বরূপ সিদ্ধগুণ সকলের দ্বারা উত্তমরূপে প্রকাশ পায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ব্রাহ্মণ কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৬ পৃষ্ঠার পর)

বর্ণশব্দে শব্দকল্পদ্রুমধৃত পদ্মপুরাণের প্রমাণ—ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব্রহ্মণাপূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥ কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥ হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। শূদ্রে চৈবভবেল্লক্ষং দ্বিজে চৈব ন বিদ্যতে ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ইতি পদ্মপুরাণং—

জাতিভ্রংশক পাপ, শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে পাতিত্যের কথাও শাস্ত্রে আছে; কাজেই গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তন হয় না, যাহারা বলেন, তাঁহারা শাস্ত্রের কথা বলেন,—তাহা নয়; নিজের অর্থ যোগ করিয়া বলেন। তবে ইহা নিত্যই করা চলে না, কালবিশেষে হইয়াছিল, ব্যক্তিবিশেষেও হইতে পারে। বিশ্বামিত্রের যতদিন তাদৃশ গুণ-কর্ম্ম জন্মে নাই, ততদিনই আপত্তি ছিল। পরে বশিষ্টের গুণে মুগ্ধ হইয়াই সেই গুণ অর্জ্জন করেন, তখনই ব্রাহ্মণত্বের স্বীকৃতি পান। ব্রাহ্মণ শব্দেও তাহার হানি কারক—

বিষ্ণুমন্ত্রবিহিনোশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতোদ্বিজঃ।
একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥
হরেনৈবেদ্যভোগী ন ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥
সূর্য্যোদয়েচদ্বির্ভোজী মৎস্য ভোজী চ যোদ্বিজঃ।
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।
অন্নংবিষ্ঠা জলং মূত্রমনিবেদ্যং হরের্নৃপি।
ভবন্তি শূকরা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে ॥

এই সব বহু প্রমাণেই অব্রাহ্মণও গুণকর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। আর ব্রাহ্মণও হীনজাতি হইতে পারেন ব্যবস্থা দেখা যায়। ব্রাহ্মণের বংশধর

ব্রাহ্মণ যদি অকার্য্য করেন, তবে কেন তিনি পতিত হইবেন না, তাহার কি কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে ? দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছি যে, শাপে অনেক ব্রাহ্মণই অব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং অব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। কাজেই ইহার অন্যথা করা মীমাংসার বলে হয় না। প্রত্যক্ষ শাস্ত্রকে দুর্ব্বল কে করিবে ? এখনও দেখা যায়, অনেক ব্রাহ্মণের ছেলেই অখাদ্য খায়, পৈতা (যজ্ঞসূত্র), গায়ত্রী ত্যাগ করে, তাহারাও কি জাতিবলেই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইবে ? অথবা ব্রাহ্মণের লক্ষণ তাহাতে দেখা যাইবে ? অব্রাহ্মণেও লক্ষণ পেলে কেন তা বলা যাইবে না ? জন্ম-গুণ-কর্ম্ম তিনের মিশ্রণ অতি উত্তম তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? জন্ম অপেক্ষাও গুণ-কর্ম্মেরই বৈশিষ্ট্য বেশী শাস্ত্র স্বীকার করেন—শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণই পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

এখন ইহা স্পষ্টই বলা যায়, জাতি গুণকর্ম্মগত। একমাত্র জন্মগত বলিলে ভুল বলা হইবে। তবে উভয়ের মিশ্রণে উত্তম হইবে একথা কে না বলিবে ? অযথা ঝগড়া করার মধ্যে অন্যের প্রতি বিদ্বেষই হেতু, তাহাও ব্রাহ্মণত্বের হানিকারক বিশেষতঃ মনুষ্যত্বেরও হানিকারক। সাধারণ মানুষের যে-গুণাবলী শাস্ত্রে আছে, সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্মেরও তাহাতে হানি হয়, ব্রাহ্মণত্বের কথা কি ? তাই এই সব আলোচনা বাড়ানো বৃথা।

এখন দীক্ষা লইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, এপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। দীক্ষাশব্দের অর্থই হইল "দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপং সর্ব্বং ॥ ইত্যাদি লক্ষণে বৈষ্ণবী দীক্ষায় প্রারব্ধ পর্য্যন্ত পাপও ক্ষয় হয়, ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের রহস্য। বৈষ্ণব সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত প্রমাণ যথা—

"কলৌ ভাগবতং নামদুর্লভং নৈবলভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণাকথিতং মম ॥
শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তোদ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চশ্বপচাধিকঃ ॥"

টীকাচ—বিপ্রাদপ্যধিকঃ উত্তমঃ।

শ্বপচাদপ্যধিকঃ—পরমনিকৃষ্টঃ।
অধম-ইত্যেব বা পাঠঃ ॥
স এব জ্ঞানবাল্লোকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতোহি যঃ ॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুর্ভক্তি সমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥
স্মৃতঃ সম্ভাষিতোবাপি, পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপিযদৃচ্ছয়া।
ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তশ্চপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈদেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥

"শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে।"

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
ন শূদ্রা ভাবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ···
প্রাণং পুণাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

বৈষ্ণবশব্দে কল্পদ্রুমেও—

গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশতি।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বহ্নিসূর্য্যব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
রক্ষিতোবিষ্ণুচক্রেণ স্বতন্ত্রো মত্তকুঞ্জরঃ॥
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মনাং।
লিখিতং সাগ্নিকৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিং॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্য ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সাধবো বৈষ্ণবা যদি
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনেভ্যোদ্বিজেভ্যোশ্বপচোবরঃ॥
পরাভক্তা ন মে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীর্নশঙ্করঃ।
ন ব্রাহ্মণা ন বেদাশ্চ ন বেদ জননী সুরাঃ॥

ইত্যাদি প্রমাণগুলিতে দেখা যায় বৈষ্ণবগণ জন্মগত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবৎ প্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। দুর্ব্বাষা অম্বরীষ-প্রসঙ্গে তিনি যখন ক্রুদ্ধ হয়ে কৃত্যানল দ্বারা অম্বরীষকে দগ্ধ করিতে প্রেরণ করেন, অম্বরীষ একটুও ভীত হন নাই পিছুও হঠেন নাই, কিন্তু যখন সুদর্শন অগ্রসর হইয়া তাহা দগ্ধ করে তখনই ভয়ে দুর্ব্বাসা ত্রিভুবন ঘুরিয়া এমনকি বৈকুণ্ঠেও আশ্রয় পান নাই। শেষ পর্য্যন্ত অম্বরীষের কৃপা ভিক্ষাই করিয়া জীবন বাঁচাইতে হইল। তিনি নিজেকেও রক্ষা করিতে অসমর্থ আর অম্বরীষ পৃথিবী শুদ্ধ রক্ষা করিতে সমর্থ। তথাপি দম্ভ অহঙ্কার শূন্য ইহাই বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও তিনি ব্রাহ্মণ অভিমান করেন নাই বরং তাঁহারই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে অনেক আছে। ব্রাহ্মণ্যদেব বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধারণ করায়ই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তাহার সংস্রবহীন ব্রাহ্মণও অধম। আর বৈষ্ণবও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন ও তিনি তাঁহার অপেক্ষাও প্রাণপ্রিয় স্বয়ংই তিনি বলিয়াছেন কাজেই এই নিয়া বিবাদ করা বৃথা। ভক্তির তারতম্যেই তারতম্য ব্রাহ্মণকে ভগবান ইহা সম্মান করেন বৈষ্ণবও করেন তাই বলে শুধু জাত্যাভিমান করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ত্তিও দ্বিতীয় বাল্মীকি-মুচির ভোজনেই হইয়াছিল—অন্য শত শত ব্রাহ্মণাদি খাইলেও হয় নাই এখন উহা সুধীগণই বিচার করুন।

—**শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ,** বি.এ. (অনার্স)
অধ্যাপক, গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ;
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

সগ্রংহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দের
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদির যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
আনুকূল্য—১·৫০ পয়সা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

"ভক্তির মহিমা"

(একাঙ্ক নাটিকা)

—চরিত্র—

মহাপ্রভু—ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

গোবিন্দ—ঐ ভক্ত

সনাতন—ঐ ভক্ত

হরিদাস—ঐ ভক্ত

জগদানন্দ—ঐ ভক্ত

প্রথম দৃশ্য

স্থান—যমেশ্বর টোটা

[বিশ্রাম কক্ষ]

(মহাপ্রভু ও গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ—প্রভু, এইবার আপনি এখানে একটু বিশ্রাম করুন!

মহাপ্রভু—আমার আবার বিশ্রাম! (ঈষৎ হাসিয়া) তবু তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন একটু বিশ্রামই করি।

(মহাপ্রভু পালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং গোবিন্দ প্রভু পদসেবা করিতে লাগিলেন)

[ইত্যবসরে দ্বারদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক সনাতন গোস্বামীর প্রবেশ]

গোবিন্দ—প্রভু, সনাতন গোসাঞি এসেছেন।

মহাপ্রভু—(সনাতনের দিকে লক্ষ্য করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) এসো সনাতন! এই জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত আব্হাওয়ায় তুমি কেমন করে কোন্ পথে এলে? প্রসাদ পেয়েছো তো?

গোবিন্দ—প্রভু, গোসাঞিকে আমি নিজে আপনার প্রসাদ পরিবেশন করে এসেছি।

মহাপ্রভু—ধন্য তুমি গোবিন্দ! জগৎ-পাবন সনাতনকে প্রসাদ পরিবেশন করে তোমার সুকৃতি অর্জিত হয়েছে।

সনাতন—(করজোড়ে) প্রভো! আমি প্রসাদ পেয়েই এসেছি। এখানে এসেই প্রথমে কীর্ত্তনমণ্ডপে বহু দর্শনার্থীদের ভীড়ের মধ্যেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছি। তখন অত্যাধিক ভীড় থাকায় এবং মধ্যাহ্নে আপনার বিশ্রামের সময় জেনে গোবিন্দ প্রভু আমাকে

এই সময় আস্‌তে বলেছিলেন। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনার্থে সমুদ্রপথ দিয়েই এখানে এসেছি।

মহাপ্রভু—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সে কি! সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে তুমি কেমন করে এলে? তোমার পায়ে ফোস্কা বা ব্রণ হয়নি তো?

(গোবিন্দের প্রতি) দেখতো গোবিন্দ, সনাতনের পায়ে ব্রণ হয়েছে কি না! ওর প্রাণ কত কঠিন। দেখ,…এই জ্যৈষ্ঠের প্রখর দাবদাহে উত্তপ্ত বালির উপর দিয়ে ও' কেমন করে হেঁটে এলো?

গোবিন্দ—(সনাতনের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) হায়, হায় গোসাঞি! আপনার পা' দুটি গরম বালুর উপর পুড়ে ঝল্‌সে গিয়ে কত ব্রণ হয়েছে।

সনাতন—(নিজে পায়ের দিকে তাকাইয়া) তাইতো, কিছু ব্রণ হয়েছে দেখ্‌ছি। এতে কিন্তু আমার কোনও কষ্ট হয় নি প্রভু!

মহাপ্রভু—(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তুমি সমুদ্রপথে তপ্ত বালুকার উপর দিয়ে না এসে সিংহদ্বারের পথ বেয়ে আসতে পারতে। সিংহদ্বারের পথ অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে শীতল ছিল এবং তা'তে পায়ে কোনরূপ ফোস্কা বা ব্রণ হইত না।

সনাতন—প্রভু, আমি মনে করি সিংহদ্বারের পথে আমার চলার কোন অধিকার নেই। ঐ সিংহদ্বার-পথে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ কার্য্যানুরোধে কেবলই যাতায়াত করেন। অপ্রাকৃত তনু ভগবদ্ ভক্তগণের ঐ যাতায়াত-পথে আমার উপস্থিতিতে কোন বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে বলে আমার আশঙ্কা জাগে। অথবা যদি বা কোনক্রমে এই দেহ তাঁদের স্পর্শ ক'রে ফেলে তা'হলে তো আমার সর্ব্বনাশ! এই নীচ জাতি অধম দেহ অত্যন্ত অসার; জীবনে কত যে অধর্ম্ম ও অন্যায় কর্ম্ম করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এমতাবস্থায় আপনার স্পর্শ হ'লে আমার অপরাধ হবে। তাই সমুদ্রপথেই এসেছি। প্রভু! আপনার অনুগ্রহে আমি কোন কষ্ট বা দুঃখ পাই নি।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি পরম পবিত্র নিষ্পাপ ভক্তশ্রেষ্ঠ। দেব-মুনিবৃন্দও তোমার স্পর্শে পবিত্র হয়। তুমি শুদ্ধভক্তগণের ভূষণ-স্বরূপ। মর্য্যাদা-রক্ষণ করাই ভক্তের স্বভাব। তোমার এই মর্য্যাদা পালনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

[হরিদাসের প্রবেশ]

(হরিদাস মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন)

হরিদাস—প্রভো! সুদূর বাংলাদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ এসেছেন।

মহাপ্রভু—(গোবিন্দের প্রতি) গোবিন্দ, তুমি তাদের বস্‌বার ব্যবস্থা করে দাও গে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

গোবিন্দ—যথাদেশ ··· ! (দণ্ডবৎপূর্ব্বক প্রস্থান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, তোমাদের সনাতন এসে গিয়েছে। দেখ সে কিরূপ তাপদগ্ধ হ'য়ে কত কষ্ট স্বীকার করে এসেছে! ও' কেন এসেছে জান ?

হরিদাস—ও' তো রথযাত্রা-উৎসবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থেই এসেছে প্রভু!

মহাপ্রভু—শুধু কি তাই! ওর মনোবাসনা কি ওকেই জিজ্ঞাসা কর। ও' তো সর্ব্বদাই প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতলোচনে আমাকে দর্শন করে থাকে। তবু এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এতদূর এসেছে কেন ?

হরিদাস—(সনাতনের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করতঃ) প্রভু কি জান্‌তে চাইছেন বল ?

সনাতন—(মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভক্তিভরে গদ-গদ কণ্ঠে) প্রভো, আপনার কৃপায় ও অপার মহিমায় আমি হৃন্নয়নে আপনার সাক্ষাৎ পাই সত্য, তবু এসেছি সাক্ষাৎ দর্শন কর্‌তে! আপনি অন্তর্য্যামী, লীলাময়, সর্ব্বজ্ঞ। আমার মনোভিলাষ তো আপনার অজানা নাই। আর কি বল্‌ব নাথ!

হরিদাস—(হরিদাস বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিকে তাকাইয়া রহিল)।

মহাপ্রভু—হরিদাস, সনাতনের কথাবার্ত্তা শুন্‌লে তো! ও' বল্‌তে চায় আমি ওর মনের খবর রাখি। বেশ, তা'হলে বলি শোন ;—সনাতন শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে না পেয়ে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে সুদূর বাংলা থেকে এখানে এসেছে। সে ভেবেছে এ জন্মে আমাকে শেষবারের মত একবার চোখের দেখা দেখে নিয়ে আমায় ছেড়ে চলে যাবে!

(কিছুক্ষণ ভাব গম্ভীর হয়ে নীরবে থাকিয়া সনাতনের প্রতি) কিন্তু তা' হয় কি সনাতন ? তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী। এই কি তোমার বিচার, দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক কারণ। তমোরজ ধর্ম্মে কখনই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ হয় না। ভক্তি ব্যতীত কি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ? শাস্ত্র বলেছেন,—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥" অতএব কুবুদ্ধি ছেড়ে শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধা-ভক্তির অনুষ্ঠান কর, তা'তে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইবে।

সনাতন—(প্রভুর পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রভু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আমার মত নীচ পামরকে বাঁচিয়ে আপনার কি লাভ হবে জানি না। যা' ইচ্ছা হয় আদেশ করুন !

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখ,—যে কালে তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ করেছো তখনই তোমার দেহ আর তোমার নাই,···উহা আমার নিজ ধন। কোন ব্যক্তি তার গাভীকে বাজারে বিক্রী করে দিলে সে-গাভী কি আর তখন তার থাকে ? যিনি গাভীটী কিনে নেয়, তখন সে-ই ঐ গাভীর মালিক হয়। এই সাধারণ বিবেচনাটুকুও কি তোমার নেই ! পরের দ্রব্য তুমি কেমন করে বিনাশ করতে চাইছো ? তোমার ঐ দেহ দিয়ে আমার বহু লীলার প্রকাশ পাবে। কৃষ্ণপ্রেমভক্তিতত্ত্ব, বৈষ্ণবাচার তথা বৈষ্ণবের কৃত্যাদি নির্দ্ধারণ, কৃষ্ণভক্তিপ্রেম-সেবাদি প্রবর্ত্তন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং বৈরাগ্য শিক্ষণ প্রভৃতি বহু কর্ম্ম তোমার ঐ দেহের মাধ্যমেই আমি জগতে আচরণ করতে ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে চাই। আমার এই আশা-আকাঙ্খা নষ্যাৎ করে দিয়ে তুমি দেহ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা কর ? (হরিদাসের প্রতি) দেখ তো হরিদাস, সনাতনের এ কেমন রীতি ? পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ কি খায়, না বিলায় ? পরের দ্রব্য সে কেমন করে বিনাশ করতে চায় ?

হরিদাস—প্রভো ! আপনার গম্ভীর হৃদয় উপলব্ধি করা খুবই কঠিন ! আপনি কার দ্বারা কি কার্য্য সাধন করবেন আপনি না জানালে কে-ই বা জানবে ? (দণ্ডবৎ করিলেন)

(সনাতনের প্রতি) সনাতন, তোমার খুবই সৌভাগ্য ! প্রভু স্বয়ং তোমার দ্বারা তাঁর নিজকার্য্য সমাধা করতে চান !

সনাতন—(মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া) প্রভু, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার সর্ব্ববিধ মার্জ্জনা করুন ! আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে শপথ কর্‌ছি আমি আর কখনও আপনার অমতে এ দেহ নষ্ট কর্‌ব না।

মহাপ্রভু—সনাতন, তুমি আমার বড় আপনার ধন। তোমার বিশুদ্ধ ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। ওঠো সনাতন, কাছে এসো— !

(সনাতনকে তুলিয়া প্রভু আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন)।

সনাতন—প্রভু ! আপনি দয়া করে আমার এই নীচ দেহ স্পর্শ কর্‌বেন না। আমার গায়ে কণ্ডুরসা, আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত পরিব্যাপ্ত ; এ অবস্থায় আপনি আমায় স্পর্শ কর্‌লে আপনার যে অপরাধ হবে।

মহাপ্রভু—(সনাতনকে জোড়ে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) না—না সনাতন ! তোমার এতে অপরাধ হবে না। তোমার স্থান যে আমার হৃদয়ে !…

'সাধবো হৃদয় মহং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥'

হরিদাস—জয়তু প্রভুজি ! ধন্য—ধন্য ভক্তপ্রবর সনাতন ! (দণ্ডবৎ করিলেন) (সনাতনের প্রতি) সনাতন, আজ তোমার দেহ ধন্য ! আর আমি অস্পৃশ্য-অধম কাঙ্গাল দীন হীন—নীচ বংশোদ্ভব মহা-পাপীষ্ঠ ! তোমার দেহ দ্বারা প্রভু তাঁর নিজ কার্য্য তথা ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ শাস্ত্রাদি প্রণয়ন কর্‌বেন ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর্‌বেন। আর এই মহাপাপী নীচ পামর দেহটা প্রভুর কোন কার্য্যে লাগ্‌ল না। ভারতভূমিতে জন্মে এবং স্বয়ং শ্রীভগবানের পাদপদ্ম দর্শন পেয়েও এই দুষ্কৃতকারী দেহটা পাপমুক্ত হ'ল না। আমার এ জন্ম ব্যর্থ হ'ল !

মহাপ্রভু—হরিদাস, তুমি আক্ষেপ ক'রো না। তুমি নাম প্রেমী ঠাকুর, তোমার দ্বারাই হরিনামের মহিমা জগতে প্রচারিত হবে। তুমি সর্ব্বগুরু জগতের আচার্য্য। (হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন)

চল, বাহিরে অপেক্ষমান দর্শনার্থীদের দেখে আসি।

হরিদাস ও সনাতন—(মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সকলের প্রস্থান)। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

পত্রোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

আচার্য্য কহেন, তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥" (অঃ ৩।২১৯-২০)

অতএব, শ্রীমদ্বৈতাচার্য্য শাস্ত্র-সম্মত শ্রাদ্ধ করিয়াই বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা পিতৃগণের পূজা করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণ বলেন—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতোনরঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪)

ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনেও প্রথমতঃ ভগবানকে অন্নপ্রদানপূর্ব্বক সেই নিবেদিত অন্নের শেষভাগ দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

পদ্মপুরাণ বলেন—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭)

অর্থাৎ বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণকে অর্পিত হইলে আনন্ত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকেন।

(৫) পঞ্চম প্রশ্ন—মাধবীদেবী বৃদ্ধাতপস্বিনী, শ্রীরাধিকারগণভুক্ত। ছোট হরিদাস তণ্ডুল মাগিয়া অপরাধী হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িককালে কত শত ভক্ত স্ত্রীসহবাস করিয়া অপরাধী হইলেন না কেন?

বৈষ্ণবের কৃত্য দু'টি—বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া "বৈরাগী" হইবেন। 'বৈরাগী' হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। ছোট হরিদাস ছিলেন বিরক্ত সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত 'বৈরাগী'। তাঁহার যাহা করণীয় ছিল, তাহাই জগতের শিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু চাহিয়াছিলেন। কারণ মহাপ্রভুর প্রচারের বৈশিষ্ট্য ছিল—"আচার প্রচার নামের করহ দুই

কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য।" "আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি-শিখামু সবারে॥" আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥" তাঁহার "অসৎসঙ্গত্যাগ," এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

কীর্ত্তনকারী মহাজনদের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন-লীলার দ্বারা শ্রীগৌর-সুন্দর এক মহান্ আদর্শ জগতে প্রচার করিলেন। ছোট হরিদাসের অপরাধ যে সামান্য ছিল, তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আবেদনে জানা যায়। "অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ॥"

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা নিত্য বিরাজমান। সেই হেতু তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,— "প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতি সম্ভাষা বৈরাগী না করে স্পর্শন॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারুপ্রকৃতি হরে মুনে-রপিমন॥"

মাধবীদেবী—"বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥" 'প্রভু লেখা করে যারে রাধিকারগণ।" এহেন উচ্চাধিকারিণী মহাভাগবতের নিকট তণ্ডুল ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া ছোট হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধকার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐপ্রকার উদাহরণ বা আদর্শে ছোট হরিদাসের চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া অনেকে পাঠ্য ও কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণবমত প্রচার করিতে পারে, তাহার নিবারণ-কল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস সম্বন্ধিনী দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলিজীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর দণ্ডবিধান করিয়া অমন্দোদয়-দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

"দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালের ভক্তগণের স্ত্রী-সহবাসের কথা লিখিয়াছেন। যাঁহারা গৃহস্থ ভক্তছিলেন, তাঁহাদের বৈষ্ণব-গৃহিণীর সঙ্গ দোষের নহে। সে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন॥

তা সবার প্রেমাধারে অন্ত নাহি পাই।
সবেই বৈষ্ণবী শক্তি ভেদ কিছু নাই॥
জ্ঞান-ভক্তি-যোগে পতির সমান।
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য ভগবান॥

তাঁহারা সকলেই পতিব্রতা। তাঁহারা কখনও মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ যথেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই।

ধার্ম্মিকগণের কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জগদ্‌গুরুরূপে তাহাও শিক্ষা দিলেন—"সবে স্ত্রী, মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে।" (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।২৯)

সুতরাং মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের স্ত্রীসহবাসজনিত অপরাধের কথা দূরে থাকুক, ইহা চিন্তা করাই মহা অপরাধ। "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু" এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালে বিশদ আলোচনার প্রতিক্ষায় রহিলাম।

(৬) ষষ্ঠ প্রশ্ন—জাগতিক লোক পরম্পরানুসারে কোন ব্যক্তি মাতার নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার কি করা বিধি? অশৌচ পালন করিবে, অথবা গুরুদশাবস্থায় থাকিবে? (না পূর্ব্বাজ্ঞা বেদধর্ম্ম পরবিধি বলবান)।

শাস্ত্রানুযায়ী গুরুকরণই বিধি, লোক পরম্পরানুসারে গুরুকরণের বিধি নাই। গুরুপরম্পরা বা আম্নায় পরম্পরানুসারে ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-পাবনাঃ ক্ষিতি পাবকাঃ॥"

*　　*　　*　　*

"বৈষ্ণবই সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর গুরু।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়"। বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—　আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যাপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগরূপে গ্রহণ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

"আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য"—ইহাই গুরুর কার্য্য। ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে গুরুর গুরুত্ব থাকে না—লঘুত্বই প্রমাণিত হইবে। আপনার প্রশ্নের উত্তর উপরি-উক্ত বাক্যই যথেষ্ট। এক্ষণে, আপনিই বিচার করুন কোন্ গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিলে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়? যদি বৈষ্ণবগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করা যায়, তবে গুরুদেব নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে শিষ্যের অশৌচাদি কোন ক্রিয়াই করিতে হয় না। কারণ বৈষ্ণবগণ চিদানন্দময়-দেহবিশিষ্ট। তাঁহারা নিত্য বস্তু এবং অচ্যুতের সেবক বলিয়া তাঁহারা চ্যুত হন না। অবৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিলে, শিষ্যকে লোকাচারানুযায়ী গুরুদশাদি ক্রিয়া করিতে হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

(ভক্তি-সন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

অর্থাৎ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্রব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

হাতের জলশুদ্ধির জন্য কাণে মন্ত্র দিয়া গুরুগিরি ব্যবসার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধি হয় না। শিষ্যের নিকট হইতে যিনি শুধু পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন। সাত্বত শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন শ্রবণের ফলে গুরুশিষ্য উভয়েরই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন হয়।

সংক্ষিপ্তভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। মাদৃশ অধমের উত্তরগুলি আপনাকে কতদূর আনন্দদান করিবে, তাহা আপনিই জানেন। তবে "সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্য" হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দানে আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে যথাসাধ্য নিয়োজিত করিয়াছি। লেখার মাধ্যমে যদি অজ্ঞাতসারে কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে কৃপা করিয়া এঅধম অযোগ্যদাসকে ক্ষমা করিতে শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইয়া আজিকার মত বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবদাসাভাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ত্রিসপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

[২]

হে পরমারাধ্য শ্রীল পরমগুরুদেব ! আজ আপনার শুভাবির্ভাব, শুদ্ধাভক্তি প্রদায়িনী পবিত্রা মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিকে বন্দনা করি। আজিকার এই শুভবাসরে আপনার প্রিয় সেবকগণ পবিত্র হৃদয়-ডালিতে নানাপ্রকার সেবা-ভাবনারূপ কোমল পুষ্প সাজাইয়া আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। ইহা দর্শন করিয়া আমার হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে অভিলাষ জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগা এবং আমার এমন কোন সেবা-যোগ্যতা নাই যাহার দ্বারা আপনার শ্রীচরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিব। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী প্রভুবরের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আমায় অহৈতুকী কৃপা ও প্রেরণা দান করুন যাহাতে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ডালিতে শ্রদ্ধারূপী অর্ঘ্য সাজাইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে সমর্থ হই।

হে শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন! আমার ন্যায় অসংখ্য কলিহত জীবের উদ্ধারের নিমিত্তই এই প্রপঞ্চে আপনার শুভাবির্ভাব। আপনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তথা ভারতবর্ষের নানা স্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ স্থাপন করতঃ আপনার প্রিয়জনগণ দ্বারা ভারতবাসীর প্রতি-ঘরে ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ও করাইতেছেন। আমি যত অধমই হই না কেন আপনার সেই কৃপাবারি হইতে বঞ্চিত হই নাই। তাই আপনার অন্তরঙ্গ নিজজন মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণকমলে আশ্রয় দিয়াছেন। হে দেব! আপনি অভিন্ন নিত্যানন্দ বিগ্রহ। প্রভুত শক্তিশালী, আপনি আমায় অহৈতুকী কৃপা করুন; আপনার কৃপাই আমার উদ্ধারের উপায়। শাস্ত্র বলেন,—

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। হে পরমহংসকুলোপাস্য ! আপনি নির্ভীক সাহসিকতার সহিত শুদ্ধ ভক্তিবিরুদ্ধ সমস্ত মতবাদ সমূহ (বিশেষতঃ মায়াবাদ) প্রবল ভাবে খণ্ডন করতঃ জগতে শ্রীরূপরঘুনাথ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী বজ্র বিঘোষ কণ্ঠে প্রচার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—প্রার্থনা করি, যেন আমিও আপনার অহৈতুকী কৃপায় অন্তরস্থিত ছয়দোষ ও ছয়বেগাদি দমনপূর্ব্বক নির্ভীক চিত্তে সমস্ত অপসিদ্ধান্তকে বিদূরিত করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে শুদ্ধভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই।

হে পরমকারুণিক শ্রীল পরমগুরুদেব! আপনার সুমহান জীবনাদর্শে অতুলনীয় গুরুসেবা, প্রগাঢ় গুরুনিষ্ঠা, সদাচার, স্পষ্টবাদীতা, অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য. অদ্ভুত সংগঠন শক্তি আদি অনির্ব্বচনীয় গুণরাশি শ্রবণ করিয়া শির স্বতঃই শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়ে। আপনি যেরূপ গভীর স্নেহ ও প্রগাঢ় বাৎল্যভাবে আপ্লুত হইয়া আশ্রিত জনগণকে লালন-পালন করিতেন—আমিও যেন তাহা হইতে বঞ্চিত না হই।

হে শ্রীগৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্ত-ঘন-বিগ্রহ! আজিকার শুভ প্রকটবাসরে আপনার নিজজনগণ আপনার অতিমর্ত্ত্য চরিতের নানা গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু আমি অতীব দুর্ভাগা, আপনার কোন মহিমা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। শুধু আজিকার এই শুভলগ্নে আপনার শ্রীচরণসরোজে দাসাধমের কাকু প্রার্থনা—আপনি আমাকে অহৈতুকী কৃপা করুন, যাহাতে আমি আপনার প্রদর্শিত পথে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুষ্ঠুভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করতঃ আপনার নিজজনগণের আনুগত্যে আপনার মনোভীষ্ট কিঞ্চিৎ পরিমাণেও পূরণ করিতে সমর্থ হই। আপনার কৃপাই আমার জীবাতু।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কৃপাপ্রার্থী—
"শ্রীসুবলসখাদাস"

[৩]

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব তিথিবরা দেখিতে দেখিতে পুনরায় আমাদের নয়ন গোচরে প্রকটিত হইলেন। মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথিবরার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া তিনি বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য পুণ্যতীর্থ ভারত ভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বে উদিত-উজ্জ্বল ভাস্কর-স্বরূপ। এই ভব সংসাররূপ সমুদ্রে পতিত জীবকুলকে উদ্ধারের তিনিই একমাত্র কর্ণধার। শ্রীগুরুদেবই আমার ন্যায় দুর্গত ভগবদ্বিমুখ, নিখিল জীবকুলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। হে গুরুদেব! আমি তো কিছুই জানিনা, আমার বিদ্যা বুদ্ধিও নাই। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল। হে প্রভু প্রিয়াত্ম! আজ আপনার আবির্ভাবে সকলে নানাবিধ উপায়ন স্বহস্তে লইয়া তদীয় অভয় শ্রীপাদপদ্মে পূজা ও গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, আমার যে কোন যোগ্যতা বা উপায়ন নাই, যদ্দ্বারা আপনার অভয় শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিতে পারি। হে প্রভো! শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীকোলদ্বীপের অন্তর্গত আপনার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আজ অপূর্ব্ব আনন্দ বিরাজ করিতেছে, ষড়ঋতু ও বসন্তের মৃদু হিল্লোল চারিদিকে যেন অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা হইয়াছেন। ফুলের সৌরভে, বিহঙ্গের গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে ও মধূপের গন্ধে সবাইকে যেন উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে। হে আরাধ্যদেব! আপনার শ্রীঅঙ্গের রূপচ্ছটা-মহিমা হরিকথামৃত ও সিদ্ধান্তের ধারায় জগৎ কত সুন্দর হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন দুই ভাই যেরূপ শ্রীশ্রীগৌরহরির মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। তদ্রূপ আপনারাও দুই ভ্রাতা বরিশালে আবির্ভাবপূর্ব্বক শ্রীগৌর-মণ্ডলে আসিয়া তব প্রভুর মনোভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। তব সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া 'কৃতিরত্ন' নাম রাখিলেন শ্রীল প্রভুপাদ। হে অনিন্দসুন্দর শ্রীশ্রীগুরুদেব!

আমি বড় অপরাধী, তাই দয়া করিয়া আমায় এই অপরাধ-ভঞ্জনের পাঠে রেখেছেন। আপনার অনুগত ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ আপনার গুণ-মহিমা-কীর্ত্তনে রত থাকেন। তাঁরা যেন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন।

নিজ কর্ম্ম-দোষ-গুণে যে-কোন জন্মে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন অবস্থাতেই থাকি না কেন আপনি কৃপাপরবশ হইয়া শুধু এই কৃপা করুন যাহাতে আপনার অহৈতুকী কৃপায় তদীয় শ্রীচরণকমলের সেবাধিকার লাভ করিতে পারি।

শ্রীচরণরেণু-প্রার্থিনী—
অধমাসেবিকা
"গিরিবালা"

---

[৪]

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকাদ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূরীভূত করতঃ দিব্যচক্ষুদান করেন, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি।

শ্রীগুরুদেবকে অভিন্ন নিত্যানন্দ, অভিন্ন ব্যাসদেব এবং ভগবানের অতীব প্রিয়ত্বহেতু ভগবৎস্বরূপ বলা হয়। যিনি বৈচিত্র্যময় জগতে ভগবৎ ভক্তির অনুকুল ভাবকে দর্শন করান, ভগবৎ সেবাধিকার দান করান তিনি ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, আজ সেই ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পূজা-বাসরে আমাদের আত্মকল্যাণ লাভের জন্য সমবেত হইয়াছি।

প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন বিদ্যা ও কার্য্যের উন্মুখীন গতিতে ব্যবহারিক লৌকিক, কৌলিক ইত্যাদি বহু প্রকার গুরু দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জগতে যাবতীয় গুরুর মধ্যে মায়া বা অজ্ঞান হইতে উদ্ধারকারী পারমার্থিক গুরুই শ্রেষ্ঠ। ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ দিব্যজ্ঞান দাতা, প্রেমভক্তি প্রদাতা জগৎগুরু—তথা মহান্ত গুরুই যথার্থ গুরু। সেই মহান্তগুরুর চরণাশ্রয় করতঃ আমরা তদীয় দিব্যশক্তির দ্বারা অনাদি কর্ম্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। অনাদি কর্ম্মফলবাধ্য ক্ষুদ্র জীব স্বীয় শক্তির দ্বারা দৈব শক্তিসম্পন্ন মায়া, অবিদ্যা তথা প্রকৃতির রাজ্য হইতে কোন দিন উদ্ধার লাভ করিতে পারে না—শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত। ভগবৎ-তত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি "শব্দব্রহ্মে" অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ। "পরব্রহ্মে" নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভে বশীভূত নহেন তিনি সদ্‌গুরু। সদসৎ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া উত্তম শ্রেয় বিষয় অবগত হইয়া অনুশীলন করিবেন।

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু নহে। প্রকৃতির দর্শনে প্রকৃতির রাজ্যে পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রকৃতির রাজ্যে পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশমান। পরব্রহ্ম ও তদধীশ-তত্ত্বের কৃপায় যিনি বশীভূত, তাঁহার উচ্চারিত শব্দই শব্দব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মের বৈচিত্র্য দ্রষ্টা বাহ্যদর্শনে প্রকৃতির রাজ্যে অবস্থান করিলেও শব্দ ব্রহ্মের সাহায্যে প্রকৃতির রাজ্যে বৈচিত্র্যের ন্যায় তাহা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম বস্তু প্রকৃতির প্রত্যক্ষের বিপরীত আত্মার নয়নে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাহার অধিকারে পরব্রহ্ম দৃশ্য হয় নাই তাহার উচ্চারিত শব্দই 'শব্দ-সামান্য'। অর্থাৎ তাহার নিকট শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম পৃথক্ বস্তু। তাহার শব্দ-শব্দীতে ভেদ। শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম যাহাকে কৃপা করেন নাই বা অনুভূতির বিষয় হয় নাই, তিনি সদ্‌গুরু হওয়ার যথার্থ অধিকার লাভ করেন নাই। তিনি হরিনাম ও দীক্ষাদান করিয়া শিষ্যের যথার্থ মঙ্গল করিতে অসমর্থ। অতএব আমরা গুরুর নিকট বসবাস করে তাঁহার পরব্রহ্মের যথার্থ অনুভূতি সম্বন্ধে যাঁচাই করতঃ পরে দীক্ষাগ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজকাল পারমার্থিক রাজ্যে বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু—তথা জগৎ-গুরু—ব্যাস কথিত সম্প্রদায়ের বিপরীত অপসম্প্রদায়ে অনেক গুরু দৃষ্ট হয়। তারা পরব্রহ্মে বা ভগবৎতত্ত্বে শ্রীগুরুদেবের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং তদ্ সেবকেরও নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা বলিতে চান,—শ্রীগুরুদেব মুক্ত অবস্থায় পরব্রহ্ম বা ভগবান্ হইয়া যান। তাহারা, সেব্য, সেবক, সেবা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, দৃশ্য, দ্রষ্টা, দর্শন ইত্যাদির বৈচিত্র্য স্বীকার করেন না। আজকাল অপসম্প্রদায়গুলি অবরোহের বিপরীত আরোহপথে আধ্যাত্মিক রাজ্যের অযথার্থ, অসম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নিজেকে মহাপুরুষ, অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর এবং "সম্ভবামি যুগে যুগে" গীতার এই বাণী অবলম্বনে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজিত হইতে চান। তাহারা জীবসেবা ও জীবের মধ্যে

ব্রহ্মের অনুশীলন করেন এবং প্রচার করেন, বৈষ্ণবীয় দর্শনে যাহাকে অজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানের অনুশীলন বলা যাইবে। অর্থাৎ উহা ভ্রম বা অজ্ঞানতা।

শ্রীচৈতন্যদেবের পর যাঁহারা শুদ্ধভক্তিবিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী নির্ব্বাণ মুক্তির সাধনকারী ও প্রচারক হিসাবে মহাপুরুষ ও অবতার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন,—তাহারা শাস্ত্রের যথার্থ অবতারবাদ ও মহাপুরুষের বিচারে অবরোহ দর্শনে অবতারের বিকার, আগাছা ও মহাপুরুষের বিকার-বিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যে গণ্য হইবে। ঐ বিকৃত অবতারের ও আগাছা মহাপুরুষকে দমন করিবার জন্য অবতারীতত্ত্ব শ্রীশ্যামসুন্দর-মদনমোহনের পুনঃ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং মায়ার রাজ্যে বিভিষিকাময়ী তাণ্ডব নৃত্যরূপ ভোগের কারখানার মধ্যে আমরা মায়ার রাজ্যে বিকৃত ডাইনী মূর্ত্তির বিকৃত অবতার, আগাছা অবতার এবং বিকৃত ও আগাছারূপী মহাপুরুষদের চিন্তাস্রোতে যত মত তত পথের খাপে পতিত হইয়া ভগবৎ ভক্তির সুকোমল অঙ্কুরটুকু নষ্ট করিয়া না ফেলি সে-বিষয়ে সাবধান হইয়া আধ্যাত্মিকরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমরা শুদ্ধভক্তির ধারায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের কৃপাসিদ্ধ অবরোহ দর্শনে শ্রীগুরুদেব নিত্য। গুরুসেবকও নিত্য। এই মায়ার জগতে এবং পরজগতে শ্রীগুরুদেবই একমাত্র নিত্য-কালের পরম বন্ধু। শ্রীচৈতন্যের ধারায়, গুরু ব্যতীত এই জগতে প্রকৃত বন্ধু বলিবার আর কেহ নাই। যিনি সরল, উদার, নিষ্কপটচিত্তে গুরুসেবা করেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তিবিরোধী বিকৃত অবতার-মহাপুরুষ হইতে কোন ভয় নাই,—অর্থাৎ যথার্থ গুরুসেবক পরম নিশ্চিন্ত। নিত্য ভক্তিবিরোধী মায়ার আকর্ষণ হইতে তাঁহার কোন ভয় নাই। সরল হৃদয় নিষ্কপট গুরু-সেবককে অন্তর্য্যামীসূত্রে ভগবানই তাঁহাকে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ভগবৎ কৃপায় তাহার কুদর্শন, প্রাকৃত-দর্শন বা জড়-দর্শন তিরোহিত হয়, দিব্য চক্ষুর প্রকাশ পায়। তিনিই সর্ব্বত্র সর্ব্ব হৃদয়ে ইষ্টদেব আছেন দেখিতে পান। এবং নিজের হৃদয়ে ইষ্টদেব কিভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহাও অনুভবের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সর্ব্বত্র কৃষ্ণের কৃপা করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যাঁর আঁখি নিরমল॥

ইহা দর্শনের বিষয় হইবে। যথার্থ গুরুসেবকের দর্শনে ইষ্টদর্শন ব্যতীত অনিষ্ট বা মায়ার দর্শন নাই। তাঁহার দর্শনই ইষ্টদেবের বিলাস-দর্শন বা সুদর্শন।

তাই গুরুসেবক পরম নির্ভীক, পরম শান্ত, পরম দীন। শ্রীগুরুসেবকের নিরাশা-হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি পরম আশাযুক্ত। শ্রীগুরুদেবের প্রচুর করুণায় ভগবানকে নিশ্চয়ই লাভ করিব, এই পরম আশা হৃদয়ে পোষণ করেন। প্রথমে হৃদয়ে আশা পাওয়া যায়, তারপর বস্তুলাভ হয়। শ্রীরূপানুগ-গুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীরাধামাধবের প্রাপ্তি বিষয়িনী আশা করা যায়। শ্রীগুরুদেব আলোকবস্তু। তাঁহার কৃপাতেই স্বয়ংরূপ, স্বয়ংরূপা, স্বয়ংরূপভিন্ন বিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাই আজ ব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজাবাসরে তাঁহার কৃপালোক আমাদের উপর বর্ষিত হউক এই আশা করি। আর শ্রীভক্তিবিনোদের ভক্তির ধারা, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের ধার এবং শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞানের, সবিশেষ জ্ঞানের ধারাই আমাদের অনুশীলনের বিষয় হইক, দর্শনের বিষয় হউক। এই সকল ধারা আমাদের হৃদয় হইতে তিরোহিত না হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণকমলে সকাতর প্রার্থনা।

দীন সেবাদাসাভিলাষী—

আবির্ভাব-তিথিবাসর　　শ্রীধীরকৃষ্ণ সোসুহৃদ

১৩৭৭ সাল।　　গ্রাম কুশলপুর।

শ্রীব্যাসপূজা-প্রসঙ্গ

প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মহোৎসব সাধারণতঃ শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুই ব্যাসানুগত্য শিক্ষার প্রকৃত প্রচলনকারী। তাঁহারই সময়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা এই ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান হয় এবং উহাই বর্ত্তমান ধারার প্রথম অধিবেশন। কিন্তু কালের করালগ্রাসে সমাজে নানান আবিলতা প্রবেশ করায় ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতে থাকে। পরবর্ত্তিকালে আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের দীপ্তমান আচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুবর ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ গৌড়ীয়-গগনে এক নবজাগরণের অধ্যায় রচনা করেন। এই মহাপুরুষই গৌড়ীয়-গগনে 'শ্রীল প্রভুপাদ' নামে

বিদিত। শ্রীল প্রভুপাদই পুনঃ ব্যাসপূজার তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করতঃ জগতের সমক্ষে ব্যাসানুগত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

শাঙ্কর-সম্প্রদায়েও জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে ব্যাসপূজার অনুষ্ঠান থাকিলেও উহা প্রকৃত ব্যাসানুগত্য নহে। কারণ আচার্য্য শঙ্করই তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রে শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যুগাচার্য্যকেশরী শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসদেবকেই 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কারণ শ্রীব্যাসদেবই সনাতন ধর্ম্মের মূলতঃ পথ-প্রদর্শক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উপরিও অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন। নিগমকল্পতরু সদৃশ ভগবানের শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের যিনি রচয়িতা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা গুরুদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীব্যাসপূজাকে শ্রীগুরুপূজাও বলা হয়। আম্নায়-পথের পথিকগণ ইহাকে শ্রীগোপীজনবল্লভের সেবাও বলেন, কারণ শ্রীরূপানুগগণ গৌড়ীয়-গুরুবর্গকে 'গোপী' বিচার করেন। সেই গৌড়ীয়গণের সেব্যের নামই শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগোপীজনবল্লভ বা শ্রীব্যাসবল্লভ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—জীবের শেষ গতি। সেই সিন্ধু যিনি প্রকট করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা ব্যাসাভিন্ন শ্রীরূপ। জীবের যাহা চরম গতি, সেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে যিনি জীবকে সম্মিলিত করাইয়া থাকেন, তিনিই জীবের প্রভু—গুরুদেব। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর 'দুর্গমসঙ্গমনী' নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দুর্গমসঙ্গমনী-অর্থে— দুস্তর সাগরের সেতু বা দুর্ল্লভ-সম্মিলনী। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা স্ববল্লভের স্বভজন দান করেন; এজন্য গুরুবাদী, গুরুভজা, কর্ত্তা-ভজা, এক জগদ্‌বাদী ও একল-কৃষ্ণবাদিগণের বিচার হইতে শ্রীব্যাস-বল্লভের উপাসক গৌড়ীয়গণের বিচারধারা সম্পূর্ণ পৃথক্।

শ্রীব্যাসদেব—চিচ্ছক্তির প্রকাশ। গৌরব দৃষ্টিতে শ্রীব্যাসই শ্রীনিত্যানন্দা-ভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

মাধ্বগণ শ্রীব্যাসদেবকে বিষয়-বিগ্রহ বিচার করেন,—

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অঃ—পরাশর-বাক্য)

কিন্তু গৌড়ীয়গণ শ্রীব্যাসদেবকে আশ্রয়বিগ্রহ বিচার করেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীব্যাসদেব চিচ্ছক্তির প্রকাশ; তিনি বৈয়াসকি-সঙ্ঘের ঈশ্বর। 'ঋষি-কুলশ্রমণসঙ্ঘ' যে স্থানে অবস্থিত, তথায় সঙ্ঘের ঈশ্বরেরও অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। 'সঙ্ঘ'—এই নামটি আছে, অথচ তাহার ঈশ্বর বা নিয়ামক নাই, যূথ আছে, যূথেশ্বর নাই কিংবা তাহা নির্ব্বিশেষ বা রূপক-ধারণামাত্র,—এই বিচার মায়াপ্রসূত। শ্রীব্যাসরূপ-দর্শনে তটস্থ জীবদর্শন নাই; তাহাতে আছে বিষয়াশ্রয়-সমাশ্লিষ্ট অদ্বয়জ্ঞানের সুখদর্শন—ইহাই শিষ্যের দর্শন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদ্‌গুরুর লীলা প্রকট করিবার জন্য এই শ্রীব্যাস-পূজা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল হইয়াও জগদ্‌গুরু যে স্বয়ং সম্ভোক্তা নহেন, গুরুত্ব হইতে কৃষ্ণত্ব বা মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বকে অর্থাৎ সেবক-ভগবত্ত্বকে বিয়োগ করিলে যে জগদ্‌গুরুত্ব থাকে না,—ইহা শিক্ষা দিবার জন্য শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামপ্রভুর রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে অর্থাৎ ব্যাসবল্লভের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠান করিবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

সেই অনুসৃত ধারাকে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী যে-ভাবে জগতে প্রকটিত করিয়াছেন তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরও জগতে প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় অদ্যাবধিও তদীয় নিজপ্রেষ্ঠ জনগণ বর্ত্তমানের হরিকথা দুর্ভিক্ষকালেও ইহার অনুষ্ঠান করতঃ জগদ্বাসীসমক্ষে উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে বিগত ৩০শে মাঘ (ইং ১৩।২।৭১) শনিবার হইতে ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫।২।৭১) সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সমস্ত মঠ ও অনেক ভক্তগৃহে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের আবির্ভাব-তিথি অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রয়োদিবসব্যাপী ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানাভাবে সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের উৎসব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল,—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

বিগত ৩০শে মাঘ (ইং ১২।২।৭১) শনিবার দিবসে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল-চূড়ামণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীব্যাসপূজার বিপুল আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবসেও ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি যথারীতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরুবন্দনাসূচক বিভিন্ন স্তব-কীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। পরে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে বক্তৃতা দান করেন। তদনন্তর শ্রীব্যাস-পূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চক এবং হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পূজার্চ্চনে সমিতির সভাপতি-আচার্য্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ হোতা ও সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজন পৌরহিত্য করেন। যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রত্যেকেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তদনন্তর বিচিত্র উপকরণাদি ভোগারতি কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হয় এবং পরে অভ্যাগত বৈষ্ণববৃন্দ ও সজ্জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকায় উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এক মহতী সভার আয়োজন হয়; এই সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় বাংলা, সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী, ইংরাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দান করেন। বলা বাহুল্য তৎপর দিবসে বিভিন্ন আর্ত্তিলিপি সভার মধ্যে পাঠ করা হয় ও তৃতীয় দিবসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব উপলক্ষ্যেও যথারীতি অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতিকে বহন করিয়া শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক প্রভু এই বৎসরও শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। উক্ত দিবসের পূর্ব্বদিনেই শ্রীমঠকে বিভিন্ন পত্র-পুষ্পদ্বারা সুশোভিত করা হয়। আরও উল্লেখ যে, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীর বিশেষ সেবা-প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এই বৎসরেই স্থায়ীভাবে শ্রীমঠে বৈদ্যুতিক আলোর

ব্যবস্থা করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসের ব্রহ্মমূহুর্ত্তে যথারীতি আরতি কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনাসূচক বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর পূজানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে অঞ্জলি প্রদানান্তে নিবেদিত বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ অভ্যাগত ও আগত জনসাধারণকে বিতরণ করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্ম্মসভার অয়োজন হয়। এই ধর্ম্মসভায় পণ্ডিত শ্রীযুত গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এবং সিদশির ভূতপূর্ব্ব জমিদার শ্রীযুত অজিত নারায়ণ দেব ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাণী মঞ্জুলা দেবী প্রধান অতিথিরূপে সভায় উপস্থিত হন। শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী B.A., শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উপরিও অতিথিদ্বয়ও এই ধর্ম্মসভায় ভাষণ দান করেন। শ্রীব্যাস-পূজার তাৎপর্য্যই যে গুরুপূজা তাহা তাঁহারা এই প্রথম অবগত হইতে পারিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন এবং এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হওয়ায় তাহারা ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরে কীর্ত্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারীজীদ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের উক্তরূপ সেবা-উৎসাহ দর্শকের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবেন।

—প্রকাশক

বিরহ-বার্ত্তা

স্বধামে শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী

শ্রীধাম বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অতিশয় প্রিয়, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৃন্দাবনের তীর্থ-পাণ্ডাজী—শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী বিগত ২৪শে পৌষ, ৯ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৫ টায় নিজের বৃন্দাবনস্থ কিশোরপুরার 'শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জে' অনায়াসে শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে ব্রজে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তিম সময়েও এই ধর্ম্ম-প্রাণ বৃদ্ধ ব্রজবাসীজীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব শান্ত-প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

ব্রজবাসীজীর পরলোকগমনের সংবাদ ক্ষণমাত্রে বৃন্দাবন, মথুরা সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পরে। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার প্রতি নিজেদের শেষ-শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য একত্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবিধ প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের মাধ্যমে হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার সুসজ্জিত কলেবরকে লইয়া অগণিত জনসমূহ বৃন্দাবন সহর পরিক্রমা করিয়া যমুনার তটে উপস্থিত হইলেন। সেই-খানে তাঁহার অন্ত্যেষ্ঠীক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীরমাশঙ্কর দীক্ষিত, শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ও শ্রীগৌরীশঙ্কর দীক্ষিত তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে গত ২২ জানুয়ারী শুক্রবারে একটি বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া-ছিলেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং সর্ব্বসাধারণকে বিবিধ প্রকারে ভগবৎ প্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করাইয়াছেন।

এই ব্রজবাসীজী পরম উদার, সরল, উপকারী, ধর্ম্মপ্রাণ ও অত্যন্ত মৃদুভাষী ছিলেন। তিনি জন্মজাত কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ব্রজভাষাতে তিনি অনেক প্রকারের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণ-লীলার অতিশয় মধুর পদাবলী এবং রসিয়া ব্রজমণ্ডলে রাসমণ্ডলী এবং রসিয়া রসিক ব্রজবাসিগণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গান করা হয়। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা ব্রজমণ্ডলে একজন বিশিষ্ট বন্ধু হারাইলাম। আশাকরি তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার প্রদর্শিত পথে অনুগমন করিয়া তাঁহার অভাবের পূর্ত্তি করিবেন।

স্বধামে শ্রীমতী পঞ্চুবালা দেবী

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পানপাড়া গ্রামস্থ আমাদের গুরুভগ্নী শ্রীমতী পাঞ্চুবালা দেবী গত ১৭ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ মঙ্গলবার দিন বেলা ১টা নাগাদ শ্রীধাম নবদ্বীপে তদীয় ইষ্টদেবের নামস্মরণ করিতে করিতে স্বধামে গমন করেন। প্রকাশ যে, তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবানুকূল্যে বহু অর্থাদি সাহায্য ও পরিশেষে দেহরক্ষা করার কিছুদিন পূর্ব্বে স্থায়ীভাবে সেবানুকূল্য করার মানসে প্রায় ২ বিঘা জমিও লিখিতভাবে দান করিয়া যান। তিনি ধাম-বাস করার অভিপ্রায়ে কিছুদিন হইতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের মহিলা-যাত্রী-নিবাসে বাস করিতেছিলেন। দেহরক্ষার দিবস পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম

কীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমা করতঃ ঠাকুরের বাল্যপ্রসাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। দেহরক্ষা করার সময় তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সপ্ততিতম বৎসরে পদার্পণ করিলেও স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা ও যথানিয়মে শ্রীহরিনাম স্মরণ ও শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হওয়ার মাত্র ৩।৪ দিবস পূর্ব্বে অনেক বৈষ্ণববৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁহার এইরূপ স্বধাম গমন ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরিচয়। তিনি দেহরক্ষা করার প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সমিতির দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিজস্ব ডাক্তার তথা বাহিরের বিশিষ্ট চিকিৎসকের অকুণ্ঠ প্রচেষ্টায়েও তাঁহাকে রক্ষা করা যায় নাই। তিনি দেহরক্ষা করিলে পর বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন সহযোগে সুরধনী তীরে লইয়া যান। জীবনাবসানের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম শ্রবণ, বৈষ্ণবদর্শন ও ধামবাস এবং পরে গঙ্গা-স্পর্শন প্রভৃতি সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সন্তপ্ত আত্মিয়বর্গের নিকট আমরা স্বহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি।

স্বধামে শ্রীবলরাম ব্রজবাসী

আমরা ইহা অবগত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম যে, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীগোবর্দ্ধনস্থ তীর্থ-পাণ্ডা, শ্রীবলরাম ব্রজবাসী ২রা এপ্রিল, ১৯শে চৈত্র শুক্রবারে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 'প্রভুপাদের' এবং তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্যগণের প্রতি এই ব্রজবাসীর অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি সরল বিনম্র ও মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। কোন বৈষ্ণব তাঁহার নিকটে গেলে তনমন ধনের সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবা-সৎকার ও সাহায্য করিতেন। ইঁহার পরলোকগমনে আমরা ব্রজমণ্ডলে একজন আরও বিশিষ্ট সহায়ক ও বান্ধব হারাইলাম।

—বিশেষ সংবাদদাতা

যৎকিঞ্চিৎ

মহৎ ব্যক্তিকেই মহাজন বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে মহৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধ-জীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধনপ্রদানকারী তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ভগবদ্ভক্তি হীনের নিকট অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অভক্ত যোগী, বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লুব্ধ ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য; কিন্তু নিরস্ত-কুহক পরম সত্য বা বাস্তববস্তু-প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যে-সকল কর্ম্মী জগতে মহাজন বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্ম বক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা বিমোহিত, তাই তাঁহারা ভগবদ্-ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাদান-মূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়া-জালে আবদ্ধ। বেদাদি শাস্ত্র পড়িতে গিয়া আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদে তাঁহাদের মতি জড়ীকৃত। সেই সকল ব্যক্তি প্রাকৃত লোকের ধারণায় মহাজন বলিয়া কল্পিত হইলেও ইহারা পুরুষত্তম শ্রীভগবানের নিত্য সেবায় বুদ্ধি বিশিষ্ট নহেন।

জগতের লোক কর্ম্মবীর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, ধর্ম্মবীর বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, জ্ঞানবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ বলিয়া পূজীত হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে যে কর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ত্যাগবীর শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ না করেন, সে ব্যক্তি জীবনমৃত। আর বস্তুতঃ হরি তোষণের নামই সেবা। আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা জগতে প্রাতস্মরণীয় কার্য্য নামে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজেন্দ্রিয়তোষণ বা ভোগ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বা সেবা নহে! ভগবদিন্দ্রিয়তোষণই সেবা আর সেই সেবা-শিক্ষা যাঁহাদের নিকট লাভ করা যায়, তাঁহারাই মহাজন।

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২০ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৫ ত্রিবিক্রম, ৪৮৫ গৌরাব্দ / শনিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৫।১৯৭১ } ৩য় সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

অয়ি বিমলজ্বলানাং গন্ধকর্পূরপুষ্পৈ-
র্জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌঘৈঃ।
প্রণয়-ললিত-সখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তা-
ত্তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ॥২১॥

হে রাধিকে! তুমি আপনার মুখপদ্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার প্রতি যে প্রীতি তাহাই ললিত অর্থাৎ কণ্ঠাভরণ বিশেষ তদ্দ্বারা যিনি প্রথমতঃ গন্ধ, কর্পূর ও পুষ্প দ্বারা বাসিতজলের কলসসমূহ আমাকে অর্পণ করিবেন, তৎপরে আমি ঐ সকল কলসের ধারা দ্বারা কবে তোমার উত্তম অভিষেক বিধান করিব? ॥২১॥

পানীয়ং চীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখি শনকৈ রম্যমৃদ্বঙ্গযষ্টের্যত্না-
দুৎসার্য্য মোদাদ্দিশি দিশি বিচলন্নেত্রমীনাঞ্চলায়াঃ।
শ্রোণৌ রক্তং দুকুলং তদপরমতুলং চারুনীলং শিরোঽগ্রাৎ
সর্ব্বাঙ্গেষু প্রমোদাৎ পুলকিতবপুষা কিং ময়া তে প্রযোজ্যম্ ॥

হে শশিমুখি! আমি অতিহর্ষে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তোমার স্নানান্তে রমনীয় মৃদু অঙ্গ হইতে সূক্ষ্ম বসন দ্বারা জল অপসারণ করিব, তাহাতে তুমি আনন্দিত হইয়া ইতস্ততঃ নেত্ররূপ মীনকে বিচালিত করিবা. তদনন্তর তোমার নিতম্বদেশে রক্তবস্ত্র ও তৎপরে নিরুপম মনোহর নীলাম্বর মস্তকাগ্র হইতে সর্ব্বাঙ্গে যোজিত করিব? ॥২২॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুদয়িতে তব কেশপাশং।
হা নর্ম্মদাগ্রথিত-সুন্দর-সূক্ষ্মমাল্যৈ-
র্বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্জনোঽয়ং ॥২৩॥

হে নন্দনন্দনপ্রেয়সি! এই জন (আমি) যথাক্রমে পাদপদ্ম প্রক্ষালন করিয়া নর্ম্মদা নাম্নী কোন মালাকার কন্যা কর্ত্তৃক গ্রথিত সূক্ষ্ম মাল্যের দ্বারা তোমার কেশকলাপে কবে সাতিশয় প্রণয় পুরঃসর বেণীবিধান করিবে? ইহাই সবিষাদে প্রার্থনা করিতেছি ॥২৩॥

সুভগমৃগমদেনাখণ্ডশুভ্রাংশুবক্ত্রে
তিলকমিহ ললাটে দেবি মোদাদ্বিধায়।
মসৃণ-ঘুসৃণ-চর্চ্চামর্পয়িত্বা চ গাত্রে
স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিং কিং করিষ্যে ॥২৪॥

হে দেবি! আমি কি তোমার ললাটে সুন্দর মৃগমদের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সানন্দে তিলক রচনাপূর্ব্বক অতি চিক্কণ কুঙ্কুমাভরণ গাত্রে অর্পণ করিয়া স্তনযুগলকে গন্ধ দ্রব্য দ্বারা চিহ্নিত করিব? ॥২৪॥

সিন্দূররেখা সীমন্তে দেবি রত্নশলাকয়া।
ময়া যা কল্পিতা কিন্তে সালকাঞ্ছোভয়িষ্যতি ॥২৫॥

হে দেবি! তোমার সীমান্তে রত্নশলকা দ্বারা আমি যে সিন্দূররেখা লিখিব ঐ রেখা কি ত্বদীয় অলক পঙ্‌ক্তিকে (কপালের ক্ষুদ্র কেশ সমূহকে শোভিত করিবে? ॥২৫॥

হন্ত দেবি তিলকস্য সমন্তা-
দ্বিন্দবোঽরুণসুগন্ধিরসেন।
কৃষ্ণমাদনমহৌষধিমুখ্যা
ধীরহস্তমিহ কিং পরিকল্প্যাঃ ॥২৬॥

হে দেবি! আমি অতিশয় হর্ষসহকারে তোমার এই তিলকের চতুর্দ্দিকে অরুণবর্ণ সুগন্ধি রস দ্বারা ধীর হস্তে কি সেই প্রকার বিন্দু সকল রচনা করিব? যে-সকল বিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মত্ততাকারক শ্রেষ্ঠ মহৌষধর ন্যায় হইবে অর্থাৎ ঐ অরুণবিন্দুসকল শ্রীকৃষ্ণকেও উত্তম করিবে ॥২৬॥

গোষ্ঠেন্দ্রপুত্রমদচিত্তকরীন্দ্ররাজ-
বন্ধ্যায় পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জোঃ।
কিং কর্ণয়োস্তব বরোরু বরাবতংস-
যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে ॥২৭॥

হে বরোরু! অর্থাৎ প্রশস্ত উরুশালিনী। রাধিকে! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ মদমত্ত গজরাজের বন্ধন নিমিত্ত তোমার কর্ণদ্বয় যে কন্দর্পের ন্যায় হইয়াছে সেই কর্ণদ্বয়কে কি আমি অত্যন্ত সুখানুভবপূর্ব্বক অবতংস (কর্ণ-ভূষণ) দ্বারা ভূষিত করিব ॥২৭॥

যা তে কঞ্চুলিরত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজয়োরর্পিতা
শ্যামাচ্ছাদনকাম্যয়া কিল ন সাঽসত্যেতি বিজ্ঞায়তাং।
কিন্তু স্বামিনি কৃষ্ণ এব সহসা তত্তামবাপ্য স্বয়ং।
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সঙ্গোপয়ত্যেব হি ॥২৮॥

হে সুন্দরি! শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন না করুন এই অভিপ্রায়ে তাঁহা হইতে আবরণ করিবার নিমিত্ত আমি যে তোমার স্তনোপরি কঞ্চুলি (কাঁচুলী) অর্পণ করিয়াছিলাম তাহা যে কেবল মিথ্যা ইহা বিবেচনা করিও না কিন্তু হে স্বামিনি! রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণই সহসা সেই কঞ্চুলিতা প্রাপ্ত হইয়া যেহেতু নিজের রত্নযুগল বোধে প্রাণাপেক্ষা অধিক বিবেচনাতেই সঙ্গোপন করিতেছেন ॥২৮॥

নানামণি-প্রকরগুম্ফিতচারু-পুষ্টা
মুক্তাস্রজস্তব সুবক্ষসি হেমগৌরি।
শ্রা ন্ত্যাভৃতালস-মুকুন্দ-সুতূলিকায়াং
কিং কল্পয়িষ্যতিতরাং তব দাসিকেয়ম্ ॥২৯॥

হে হেমগৌরি ! শ্রান্তিহেতু অলসান্বিত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শয্যাতে অবস্থিতি যে তোমার বক্ষঃস্থল তাহাতে এই তোমার দাসী কি নানাবিধ মণি সমূহের গ্রন্থন জন্য সুশোভিতা মুক্তমালা পরিকল্পিত করিবে ? অর্থাৎ আমি কি তোমাকে হার পরিধান করাইব ? ॥২৯॥

মণিচয়-খচিতাভির্নীলচূড়াবলীভি-
র্হরিদয়িত-কলাবিদ্দ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষি ।
অপি বত তব দীব্যৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়ৈঃ
ক্বচিদপি কিল কালে ভূষায়িষ্যমি কিং নু ॥৩০॥

হে ইন্দীবরাক্ষি ! অর্থাৎ হে কৃষ্ণ ভৃঙ্গাকর্ষক নীলোৎপল নয়নে। মণিযুক্ত নীলচূড়াবলী অর্থাৎ ভুজের আভরণ চুড়িকা বিশেষ দ্বারা তোমার হরিদয়িত কলাবিদ্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ ভুজযুগলকে এবং উৎকৃষ্ট অঙ্গুরীয়ক দ্বারা তোমার অঙ্গুলী-চয়কে কি ভূষিত করিব ? ইহাই আমি সখেদে প্রার্থনা করিতেছি ॥৩০॥

আচার্য্যের কৃপোপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

পরমহংস * * *,

তোমার ২৯শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানায় লাল কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অদ্য redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়-বাহাদুর ই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছে। পুত্রবৎসলা এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়ার সংসারে প্রবেশ করিলে ! ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্ শ—সংসার-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইবার পর আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন নাই ?—আপনি কেন রঘুনাথ ভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান নাই ? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা মনে পড়িল—

"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল ছলবাক্য তুমি নিজে নিজে আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পার। প্রবল উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের চালনায় হরিসেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্নঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার ন্যায় সরল বুদ্ধিমান্ (বর্ত্তমানে অবুঝ) লোকের কর্ত্তব্য হয় নাই। তোমার সতীর্থগণ একাল পর্য্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং দুর্ব্বলতার ঔষধ বিচারে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার ন্যায় তোমার বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদানবৎ বর্দ্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। তোমার জন্য যাঁহারা তোমার বর্ত্তমান কথা শুনিতেছেন, তাঁহারাই শোক করিতেছেন। **নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল** হইত।

তুমি যে-সকল অনুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না। তুমি মুরুব্বি সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি। ইতি—

তোমার প্রতিপাল্য
গুরুব্রুব

প্রশ্নোত্তর

(মায়াবাদ)

১। মায়াবাদী কাহারা ?

"মায়াবাদী—সমস্ত সদ্বিষয়ে যাহারা মায়া লইয়া বিবাদ উঠায়, ব্রহ্মকে মায়ার অতীত করিয়া ঈশ্বরকে মায়াসঙ্গী করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনের মায়ার কার্য্য আছে, অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি মায়া-নির্ম্মিত,—এরূপ বলে ; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে, শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করে এবং মুক্তি হইলে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ হয়,—এরূপ শিক্ষা দেয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।২৯

২। অদ্বৈতবাদ কি বেদের সার্ব্বদেশিক মত ? অদ্বৈতবাদের জন্মভূমি কোন্‌টী ?

"বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিত প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—ঃ সূঃ, ৩০সূঃ

৩। মায়াবাদিগণ বৌদ্ধ অপেক্ষাও নিন্দনীয় কেন ?

"বৌদ্ধ শাক্যসিংহ বেদবিধি না মানায়, তাঁহাকে বৈদিক আর্য্যগণ নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, কিন্তু মায়াবাদী বেদকে আশ্রয় করিয়া যে নাস্তিক্যবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় ; কেন না, স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা মিত্ররূপে সমাগত প্রচ্ছন্ন শত্রু অতিশয় ভয়ঙ্কর।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৬।১৬৮

৪। মায়াবাদীর ভাষ্য কি ব্যাসসূত্রের বিরুদ্ধ নহে ?

ব্যাসের সূত্রে শুদ্ধভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময়-বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম

হইতে পৃথক্ সত্তাও অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরুদ্ধ।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৬।১৬৯

৫। জীবসত্তা কি ব্রহ্মবিবর্ত্ত হইতে পারে?

"জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই; কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তভ্রমেই এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান—এই দুইটী বিবর্ত্তের বৈদিক উদাহরণ। এই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৬। মায়াবাদী কিরূপে কৃষ্ণাপরাধী?

"যিনি মায়াবাদী, তিনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণ-অপরাধী। তিনি বলেন যে, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা—মায়িক। 'মায়িক' শব্দের অর্থ মায়ামিশ্রিত অর্থাৎ জড়ময়। মায়াবাদীর মতে, শুদ্ধতত্ত্ব—নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ, কার্য্য-উপরোধে সেই শুদ্ধতত্ত্ব মায়াকে আশ্রয় করিয়া রাম-কৃষ্ণাদি জড়ীয় শরীর স্বীকার করেন; শুদ্ধতত্ত্বের নাম—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা চৈতন্য ও রাম-কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি—জড়োদিত, রাম-কৃষ্ণাদি নামও জড়-শব্দাধীন এবং রাম-কৃষ্ণাদির বিলাসও জড়াশ্রিত। তবে জীবে ও রাম-কৃষ্ণাদিতে ভেদ এই যে, জীব কর্ম্ম-দোষে বা গুণে জড় শরীর পাইতে বাধ্য হন। কিন্তু চৈতন্য নিজ ইচ্ছাতে জড় শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে কার্য্য করেন এবং নিজ ইচ্ছামতে পুনরায় জড় শরীর ত্যাগ করেন। অতএব রাম-কৃষ্ণাদির নাম, স্বরূপ ও লীলা মায়ার আশ্রয় হইতেই হয়। যে-পর্য্যন্ত সাধক জ্ঞান লাভ না করেন, সে-পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণাদির উপাসনা করিবেন। জ্ঞান-লাভ হইলে ব্রহ্ম পরমাত্মা, চৈতন্য —এইমাত্র জপ করিবেন, তখন আর রাম-কৃষ্ণরূপ জড়ীয় নাম ও ধ্যানে প্রয়োজন হয় না। মায়াবাদী সুতরাং রামকৃষ্ণ-স্বরূপকে শুদ্ধতত্ত্ব অপেক্ষা হেয় জ্ঞান করেন। এই জন্যই মায়াবাদী— কৃষ্ণ অপরাধী।"

— মায়াবাদী কাহাকে বলি'? সঃ তোঃ ৫।১২

৭। মায়াবাদীর কৃষ্ণকীর্ত্তন কি নামাপরাধ নহে ?

"মায়াবাদী সাধনকালে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাদি করেন, তাহাও অপরাধ। তাঁহার কৃষ্ণকীর্ত্তনে শুদ্ধভক্তের অনুমোদন করা উচিত নয়। কেন না, তাঁহার সংসর্গে নামাপরাধই সম্ভব। মায়াবাদী যদিও কীর্ত্তনে অশ্রু-পুলকাদি ও অন্যান্য সাত্ত্বিকভাব প্রকাশ করেন, তাহা শুদ্ধ নয়; তাহা কেবল সাত্ত্বিক-ভাবাবাস প্রতিবিম্ব-লক্ষণ অপরাধ-বিশেষ।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি' ? সঃ তোঃ ৫।১২

৮। মায়াবাদি-ভাষ্য ও বিচারাদি ভক্তমাত্রেরই অশ্রাব্য কেন ?

"যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা; জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞানকল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান'—ইত্যাদি বিচার আছে। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।৯৮-৯৯

৯। নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের মূল কোথায় ?

"অজ্ঞান হইতে প্রাকৃত-পূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা দুই প্রকার—অর্থাৎ অন্বয়রূপে প্রাকৃতধর্ম্মকে ভগবজ্জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতন্বয়-সাধকেরা ভৌমমূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন; প্রাকৃত-ব্যাতিরেক-সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাব-সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন—ইঁহারাই নিরাকার নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব-বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

১০। জড়-কর্ম্মনিষ্ঠ ও অতিজ্ঞানে ফল কি ?

"অতএব নিরাকার ও সাকার-বাদ, উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। জ্ঞানকে অতিক্রম করত যুক্তি তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না, এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে, এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টা দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।"

—'উপসংহার', কৃঃ সং

১১। থিয়সফিষ্ট্-মত কি অদ্বৈতবাদের প্রকারান্তর নহে ?

"আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট্ মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার-শক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাজে কাজেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত।"　　—চৈঃ শিঃ ৫।৩

১২। নাস্তিকতা ও নির্ব্বাণবাদ কি চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ নহে ?

"সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি (জীব) যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করনে। ঐসকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে।"　　—চৈঃ শিঃ ১।১

১৩। অতিজ্ঞান বা অভেদবাদ কি সদ্যুক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারে ?

"সদযুক্তির দ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল—

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়; কেন না, তিনি এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীনতত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়!

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস-সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ-নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয় এবং ব্রহ্মে অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ পদার্থ 'নিত্য' হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে না।"

—'উপসংহার', বৃঃ সং

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৬)

তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবাত্ম সমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট যে পরমতত্ত্ব ব্যষ্টি (প্রত্যেক) জীব তাহারই অংশ ; সেই জীব তেজোমণ্ডল সূর্য্যের বহিশ্বর রশ্মি পরমাণুর মত চিৎসূর্য্য শ্রীভগবানের বহিশ্বর চিৎপরমাণু। পরম তত্ত্বের ব্যাপকত্ব-হেতু জীবে তাঁহার একদেশত্ব আছে। একদেশে অবস্থান করিলেও জীব অস্বশ্চর নহে। পরতত্ত্বের আশ্রিত বলিয়া বহিশ্বর। পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাব-হেতু, ছায়া দ্বারা সূর্য্যরশ্মির অভিভববৎ মায়া কর্ত্তৃক জীবের পরাভব হইয়াছে।

জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। জল বলিতে যেমন জলকণাসকলের সমষ্টি বুঝায়, তদ্রূপ জীবশক্তি অনন্ত জীবের সমষ্টি। প্রত্যেক জীব এই সমষ্টি শক্তির অংশ। জীবাত্ম শক্তি অনন্ত হইলেও ঈশ্বর নিয়ামক।

ঈশ্বর চিৎকরণ অর্থাৎ কেবল চিৎস্বরূপ। চিৎ—জ্ঞান, তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানময়। তাঁহার কোন অংশে অজ্ঞান বা জড় মায়ার সম্পর্কের লেশও নাই। সূর্য্যের রশ্মি যেমন তাহার অণু-অংশ, জীবও তদ্রূপ চিৎসূর্য্য ভগবানের অণুচিৎ অংশ। সূর্য্যরশ্মি যেমন সূর্য্যের বাহিরে প্রকাশ পায়, জীবও তদ্রূপ ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাঁহার অভিব্যক্তির বাহিরে প্রকাশ পায়। জীব নিজ শক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। যেখানে তাঁহার স্বরূপ বা স্বরূপশক্তির কার্য্যের অনভিব্যক্তি, কর্ম্মপরবশ জীব তথায় ভ্রমণ করে। এই জন্য তাহাকে বহিশ্বর চিৎপরমাণু বলা হয়। তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার লীলাভূমি বৈকুণ্ঠাদিতে প্রবেশ করিতে পারে। পরমতত্ত্ববিভু, জীব অণু। তিনি অনন্ত, আর জীব ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ। ঈশ্বর জীবের আশ্রয় হইলেও ঈশ্বরের সত্তা যতদূর, জীব ততদূর ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। পরমতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপক, বলিয়া জীব তাঁহার বহিশ্বর বলিলে কোন দোষ হয় না।

জীবকে পরমতত্ত্বের রশ্মি-স্থানীয় বলা হইবার কারণ—সূর্য্য প্রকাশিত থাকিলে রশ্মিও প্রকাশ পায়। আর সূর্য্য অস্তমিত হইলে রশ্মিও অস্তগত হয়। সূর্য্যের সত্তায় রশ্মির সত্তা, সূর্য্যের অভাবে রশ্মির অভাব। এইরূপ ঈশ্বর

মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট্যাদিলীলা প্রকাশ করেন বলিয়া জীবের প্রকাশ। তিনি এই লীলাসংগোপন করিলে জীবের প্রকাশ থাকে না।

জীবের ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি বৈকুণ্ঠাদিধামগত লীলাবিস্তার করেন আর জীব ও মায়াশক্তি দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদি লীলা নিষ্পন্ন করেন।

জীব অণুচৈতন্য হইলেও একদেশস্থিত অগ্নি বা আলোকের ন্যায় সমস্ত দেহে চেতনের ব্যাপ্তি হয়। গৃহের একস্থানে অগ্নি বা আলোক প্রজ্জ্বলিত থাকিলে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়, এইপ্রকার জীব অণুপরিমিত হইলেও সমস্ত শরীরে চেতনতা সঞ্চার হয়। তজ্জন্য বেদান্তে উক্তি "গুণীদ্বালোকবৎ"।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১।২২।৫৪) উক্ত হইয়াছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ॥

একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বহু স্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, পরম ব্রহ্মের শক্তি এই জগৎও তদ্রূপ।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভগবৎসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—একমেব তৎ পরম-তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপ বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মি তৎপরমাণু-প্রতিচ্ছবিরূপেণ। অর্থাৎ একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বরূপ (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান), তদ্রূপবৈভব (ধাম, পরিকর ও লীলা,) জীব ও প্রধান—এই চারিরূপে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ যেরূপ মণ্ডল, মণ্ডলবহির্গতরশ্মি, রশ্মি, পরমাণু ও প্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান করে, ইহাও তদ্রূপ।

জীবেশ্বরের স্বরূপ বিচারে তদুভয়ের অত্যন্তাভেদ স্বীকার করিলে একই সময়ে অবিদ্যা ও বিদ্যার আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদিত হয় না। জীব অবিদ্যা-পরবশ, ঈশ্বর জ্ঞানময়, উভয়ের মধ্যে ভেদ না থাকিলে একই সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়কে অবলম্বন করিতে পারে না। ঈশ্বর বিদ্যা পরিসেবিত আর জীব অবিদ্যাগ্রস্ত। জীব পরমতত্ত্বের রশ্মিস্থানীয় বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপধর্ম্ম সকল আছে। পরমেশ্বরের শক্ত্যনুগ্রহেই তাহা কার্য্যক্ষম হয়। জীবের প্রকৃতিবিকারময় কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের মায়াশক্তির অনুগ্রহে সম্পাদিত হয়। মায়াসম্বন্ধ হেতুই জীবের সংসারবন্ধন।

কিন্তু তাহার স্বরূপানুভব এবং ভগবদনুভব শক্তিপ্রভাবেই সম্ভব হয়। স্বরূশক্তির অনুগ্রহে মায়াসম্বন্ধ দূর হইলেই জীবের সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া আনন্দময়-স্বরূপ অনুভূত হয়।

সমস্ত জীবই আনন্দাভিলাষী। আনন্দ বর্ত্তমান থাকিলেও যাহারা তাহা অনুভব করিতে পারে না, তাহারা পুরুষার্থলাভ করিতে পারে না। যাহা আছে, তাহার অনুভব না হইলে থাকা না থাকা দুই-ই সমান। স্ফুরণাভাবে বস্তুর বিদ্যমানতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। পরমাত্মকৃপায় জীবের স্বরূপের স্ফুরণ হইলেই তাহার আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হয়। জীব কেবল আনন্দস্বরূপ নহে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞান ও দুঃখ থাকিত না। কর্ম্মদ্বারা সেই অজ্ঞান বা দুখের নাশ হয় না; এজন্য শ্রীনারদ (প্রাচীনবর্হির নিকট) বলিয়াছেন—

শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥ (ভাঃ ৪।২৫।৪)

হে রাজন্, তুমি কর্ম্মদ্বারা কি শ্রেয়ঃ বাঞ্ছা করিতেছ? দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই উভয় শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিই কর্ম্মদ্বারা সম্ভব হয় না। কর্ম্মদ্বারা যে-স্বর্গাদিসুখ পাওয়া যায়, তাহাও অনিত্য দুঃখমিশ্র। মুক্তিতে আনন্দ আছে, শ্রুতি বলেন—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায় লব্ধানন্দী ভবতি'। পরমতত্ত্বই রস বস্তু। তাহাকে লাভ করিতে পারিলে জীব আনন্দের অধিকারী হইতে পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে—

ভিন্নে দৃতৌ যথা বায়ু নৈবান্তঃ সহ বায়ুনা।
ক্ষীণপুণ্যাদ্যবন্ধস্তু তথাত্মা ব্রহ্মণী সহ॥
ততঃ সমস্ত কল্যাণ সমস্ত সুখসম্পদাম্।
আহ্লাদমদ্ভুমকলঙ্ক মবাপ্নোতি শাশ্বতম্॥
ব্রহ্মস্বরূপস্য তথা হ্যাত্মনো নিত্যদৈব সঃ।
ব্যুত্থানকালে রাজেন্দ্র আস্তে হি অতিরোহিতঃ॥
আদর্শস্য মালাভাবাদ্ বৈমল্যং কীশতে যথা।
জ্ঞানাদিদগ্ধহেয়স্য স হলাদোহ্যাত্মনস্তথা॥
তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়ো গুণীঃ।
প্রকাশন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনোহি তে॥

ভস্ত্রা ছিন্ন হইলে যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ যে আত্মার পাপপুণ্যবন্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। তৎপরে সমস্ত কল্যাণ ও সমস্ত সুখসম্পদের অন্যতম অকলঙ্ক, নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম-স্বরূপের ও জীবের সেই আনন্দ নিত্য অর্থাৎ ধ্বংস প্রাগভাবরহিত। হে রাজেন্দ্র ব্যুত্থানকালে (মুক্তিতে) অতিরোহিত সুখ আছে। যেমন মলাভাব হইলে দর্পণের বিমলতা প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আত্মার অবিদ্যা দগ্ধ হইলে আত্ম-সুখ প্রকাশিত হয়। আর মায়িক গুণসকল ধ্বংস হইলে অববোধ (জ্ঞান) প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণসকল প্রকাশ পায়। এসকলের উৎপত্তি হয় না। আত্মাতে নিত্য বিদ্যমান।

এস্থলে জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব সম্বন্ধে বায়ুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। জীব অংশস্বরূপ হইলেও মায়া আবৃত স্বরূপ বলিয়া বহিরঙ্গত্ব। অতএব অনাদি ঈশ্বর বৈমুখ্যহেতু মায়া কর্ত্তৃক ঈশ্বরানুভব ও জীবস্বরূপানুভব লোপ হইয়াছে। তত্তৎ স্বরূপ অনুভূত হইলেই ঈশ্বরানুগ্রহে মায়ানিবৃত্তি হয়। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন (তৈত্তিরীয় ২।৪); যিনি ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। (বৃহদারণ্যক ৪।২।৬) কর্ম্মবদ্ধ জীবগণ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য পরলোকে গমন করে, আবার ভোগান্তে ইহলোক আগমন করে। প্রাণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরসহ জীবের গমনাগমন হয়। কিন্তু যাহার কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে তিনি আত্মকাম তাহার প্রাণাদি দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ ঊর্দ্ধে গমন করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম হওয়া অর্থে অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি অর্থাৎ পাপ-রাহিত্য, জরারাহিত্য, মৃত্যুরাহিত্য শোকরাহিত্য, ক্ষুধারাহিত্য, পিপাসা-রাহিত্য, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প—এই আটটী গুণের আবির্ভাবকে ব্রহ্মভূত অবস্থা বলে। মুক্ত জীব এই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাদাত্ম্য প্রাপ্তি দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয় একত্ব নহে।

মুক্তিতে জীবব্রহ্মের অভেদত্ব বা সাম্যত্ব নির্দ্দেশ দেখা যায়। মুণ্ডক (৩।১।৩) বলিতেছেন—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

যখন বিদ্বান সাধক স্বপ্রকাপ, অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তা, পরমপুরুষ ব্রহ্মযোনি পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন তিনি সংসার বন্ধনের হেতুভূত পুণ্যপাপ সমূলে দগ্ধ করিয়া নির্লিপ্ত ও সর্ব্ববিধ ক্লেশ মুক্ত হন এবং পরম সাম্য লাভ করেন।

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্য্যমগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ (১৪।২)

যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইলে আমার সধর্ম্ম লাভ করে এবং সৃষ্টিকালে পুনরায় জন্মলাভ বা প্রলয়কালীন দুঃখানুভবও করিতে হয় না।

ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিয়াছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥ (কঠ ২।১।১৫)

নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত তাহা তাদৃশ নির্ম্মলই হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্বানুভব সম্পন্ন মুনির আত্মাও পরতত্ত্বসদৃশ হয়। তাদৃগেব অর্থে তৎ সাদৃশ্য বুঝায় একত্ব প্রাপ্তি বুঝায় না। যদি মুক্তিতে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব সম্ভাবনা থাকিত, তবে শ্রুতি তাদৃগেব ভবতি না বলিয়া তদেব ভবতি বলিতেন (তাদৃশ না হইয়া তাহাই হয় এই অর্থ। এই দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝায় যে, ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ, জীবও তদ্রূপ চিৎস্বরূপা। ব্রহ্মবিদের আত্মা ব্রহ্মসদৃশ হয় ইহার অর্থ উভয়ের সাম্য বুঝায়।

এক্ষণে একত্ব বা অভেদ নিরাশ করিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদ স্থাপনের জন্য বলিতেছেন—

বহবঃ সূর্য্যকা যদ্বৎ সূর্য্যস্য সদৃশা জলে।
এবমেবাত্মকালোকে পরাত্মসদৃশা মতাঃ ॥

যে প্রকার জলে সূর্য্যতুল্য বহু সূর্য্য প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার এই জগতে পরমাত্মসদৃশ বহু আত্মপ্রতিবিম্ব দেখা যায়।

ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৯ ও ২০ সূত্রে—

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥
বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥

দূরবর্ত্তী সূর্য্য ও তৎ প্রতিবিম্বের আশ্রয় ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য না থাকায় জীবকে পরমাত্মা প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের আচরণ অবিদ্যা। জল যেরূপ সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী, অবিদ্যা তদ্রূপ নহে। পরমাত্মা বিভু বলিয়া তাঁহার দূরবর্ত্তী কোন বস্তু থাকা অসম্ভব। আর পরিচ্ছন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব হয় অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার তাহা হইতে পারে না। এজন্য প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত মুখ্যাবৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই, গুণ বৃত্তিদ্বারা বৃদ্ধিহ্রাস-ভাগিত্ব বলা হইয়াছে। সাধর্ম্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান।

এবমেব সংপ্রসাদোঽথাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩) শ্রুতিতে বলিতেছেন—এইরূপে মুক্তজীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া অভিব্যক্তি লাভ করত নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ নিজ (যুক্তরূপে) রূপে মুক্ত্যানন্দ লাভ করেন। ভগবানের অনুগ্রহপাত্র বলিয়া সম্প্রসাদ শব্দের উল্লেখ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীনামকীর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে যে-সকল ব্যক্তির ভক্তি নাই, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে যাহাদের জিহ্বা আসক্ত নহে, "ধিক্ তান্"—তাহাদিগকে ধিক্। যাহাদের কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা-শ্রবণে অনুরক্ত নহে, "ধিক্ এতান্"—ইহাদিগকে ধিক্। কীর্ত্তনকালে মৃদঙ্গ এই কথাই বলিয়া থাকেন।"

করতাল বাদ্যচ্ছলে বলিয়া থাকেন.—

মৃত্যুং লয়েয়ং শমনং লয়েয়ং তৎ কিঙ্করাশ্চাপি সুখং জয়েয়ম্।
শ্রুত্বেতি দূরাৎ করতালশব্দং সংকীর্ত্তনং তে খলু নোপয়ন্তি ॥

"মৃত্যুকে জয় করিব, শমনকে জয় করিব এবং তাঁহার কিঙ্করগণকে জয় করিব"—করতালের এই শব্দ দূর হইতে শুনিয়া মৃত্যু, শমন ও তাহাদের কিঙ্করগণ সংকীর্ত্তনকারীর নিকট আসিতে পারে না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"কলিযুগে স্বভাবতঃই অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগোচিত মহা মহা সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তন-দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ-বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবল-মাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিবিষয়েই কাল-দেশাদি-নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন; এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টি প্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিকালে সংকীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে (অনধিকারীর গুণ-রূপ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষরাদি সংযোগ-পূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম কীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। কেবলমাত্র হরিনাম, এবং হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণ-সমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধনামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

(১) হে ভরতবংশাবতাংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসু-দেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

(২) শ্রবণকীর্ত্তনকারী ভক্তের স্মরণ প্রযত্নের আবশ্যক নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীনই স্মরণ।

(৩) অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নাম শ্রবণই অপেক্ষণীয় (আবশ্যক)। নাম-শ্রবণ-ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পর শ্রীরূপ-বিষয়ক কথা-শ্রবণ দ্বারা শ্রীরূপের উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। সম্যগ্‌ভাবে শ্রীরূপের উদয় হইলে শ্রীগুণ সকলের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে সম্পন্ন হয়। শ্রীরূপের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-

গণের বৈশিষ্ট্যহেতু সেবকের সিদ্ধপরিচয়-বৈশিষ্ট্য উদিত হয়। অতঃপর নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর, এই সমুদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলে লীলার স্ফূর্ত্তিও যে সম্যগ্ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইল। কীর্ত্তন এবং স্মরণ-বিষয়েও এইরূপ ক্রম জানিবে।

(৪) অনন্তর কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "হে নৃপ, বিরক্ত, অকুতোভয়াভিলাষী যোগী ব্যক্তিগণও হরিনামই অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বচনানুসারে নাম-কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ কর্ত্তব্য।

(৫) বেদ-পুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত, স্তুতি প্রভৃতিভেদে বহু প্রকার কৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে কৃষ্ণের নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য; কেননা, একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনই অবিলম্বেই কৃষ্ণে প্রেমসম্পদ আবির্ভাব করাইতে স্বয়ং অর্থাৎ অন্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সমর্থ। এইজন্যই ধ্যানাদি হইতেও নামসংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা; নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্ববিধ ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, সজ্জনগণ ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন।

(৬) জিহ্বা দ্বারা প্রেম-সহযোগে ভক্তিভরে স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামামৃত যাহা সম্যগ্ রূপে অবিরাম আস্বাদিত হয়, সেই নামামৃত আস্বাদনের কোন তুলনা নাই, কেই বা তাঁহার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে পারে?

(৭) শ্রীনামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর রসে সমগ্র ইন্দ্রিয়ই প্লাবিত করিয়া থাকে।

(৮) নিজের ও পরের অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীর ও শ্রোতার হর্ষপ্রদ নাম-সংকীর্ত্তন সাক্ষাদ্রূপে বাগিন্দ্রিয়েই উদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রভুর ধ্যান হইতেও নামসংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

(৯) শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তনই পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় প্রেমসম্পত্তির বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহো! নামসংকীর্ত্তনকে শ্রেষ্ঠ সাধনই বা বলি কেন? রসিকজন নামসংকীর্ত্তনকেই ভক্তির ফল বলিয়া বিচার করেন, কারণ, ভগবানে প্রেমসম্পত্তি আবির্ভাব করাইতে সর্ব্বদা 'নাম-সংকীর্ত্তন'ই অব্যর্থ। তজ্জন্য নাম-সংকীর্ত্তনকেই 'সাধ্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কোন কোন রসজ্ঞ পুরুষগণ নামসংকীর্ত্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া বিচার করেন। নাম-সংকীনই কৃষ্ণে প্রেম-প্রাচুর্য্যের সদুৎকৃষ্ট লক্ষণ।

যেহেতু নিজ ইষ্টের নামসংকীর্ত্তন হৃদয়ে আর্ত্তির সহিত প্রেমের উদয়েই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব নামসংকীর্ত্তন ও প্রেমের পরস্পর কার্য্য-কারণতা সম্বন্ধহেতু অভেদই সিদ্ধ হইল।

(১০) বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতককুলের আর্ত্তস্বরে 'প্রিয়' 'প্রিয়' এইরূপ আহ্বানের ন্যায় এবং রাত্রিকালে পতিবিরহবিধুরা কুবরী ও চক্রবাকীবর্গের ন্যায় ভক্ত সকল বিরহকাতর প্রেমের সহিতই নামসংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরম আর্ত্তিসহকারে বিচিত্র-মধুরগাথা-প্রবন্ধে ভগবানের নামসংকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

(১১) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। সাক্ষাতে ধ্যান যুক্তিযুক্ত হয় না; পরন্তু সংকীর্ত্তন অপরোক্ষ ও পরোক্ষ সর্ব্বদাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

(১২) শ্রীভগবানের সর্ব্বশোভা-সম্প্যত্তিতশয়-যুক্ত 'শ্রীনাম' নিজবিগ্রহ হইতেও তাঁহার অতিশয় প্রিয়, কেননা, শ্রীনাম সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বশাস্ত্রে নিজমহিমা প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনাম, অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা করে না বলিয়াই 'ভুবনমঙ্গল' নামে অভিহিত হন। হেহেতু উহা সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্র-মাত্র-দ্বারাই শ্রীনামের সেবা করা যায়। ঐ শ্রীভগবন্নাম—সরস অর্থাৎ মধুরাক্ষরময় অথবা সচ্চিদানন্দরসময় কিম্বা অশেষ রসের সহিত বর্ত্তমান শৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে ভক্তি ও প্রেমরসে তথা বিরহ ও সঙ্গমে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' অথবা রস অর্থাৎ আত্মার সাহজিক রাগের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া সরস; কারণ, শ্রীনাম অব্যর্থরূপে আশু ভগবৎপ্রেম সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং স্বসেবক নিখিল জনেরই অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন, কিম্বা রস অর্থাৎ বীর্য্য-বিশেষ বা পরম শক্তিমত্তার সহিত বর্ত্তমান বলিয়া শ্রীনাম 'সরস' কিম্বা অখিল দীনজন-নিস্তারকারক বা পরম মধুর বলিয়া 'সরস', অতএব শ্রীনামের সমান অন্য কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি

হে প্রভো !

তোমারে জানাই শতকোটী প্রণিপাত ।
জানিয়াছি তুমি মোদের হৃদয়নাথ ॥
শুনিয়াছি তুমি পরম করুণাসিন্ধু ।
তবে কেন উপেক্ষিছ, ওগো দীনবন্ধু ॥
শিষ্যের মঙ্গলচিন্তায় ছিলে তুমি রত ।
সকল সেবক তাই তোমার অনুগত ॥
পতিত অধমা আমি, তুমি তো মহান ।
শ্রীচরণে সেবা দিয়া কর পরিত্রাণ ॥
বহু ভাগ্যে (তব) পদাশ্রয় করিয়াছি নাথ ।
তাই তব বিরহে আজ সতত বিষাদ ॥
অতিব বিচিত্রময় এ' ভব-সংসার ।
তোমার চরণ বিনা গতি নাই আর ॥
তব চরণে জানাই এ' শুধু মিনতি ।
তব পদে চিরদিন থাকে যেন মতি ॥
তব কৃপা থাকিলে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ।
তব কৃপা না হইলে কৃষ্ণ রুষ্ট হয় ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে তুমি পার রক্ষিবারে ।
তুমি রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ॥
সর্ব্বদা আশা জাগে পূজিতে শ্রীচরণ ।
কিন্তু, নিঃস্ব আমি নাহি পূজোপকরণ ॥
হৃদয়ে নাহি ভাষা, গাহিতে তব গুণ ।
তপ্তাশ্রু দিয়ে ভিজাইব কি শ্রীচরণ ?
না বুঝিয়া যদি করিয়াছি অপরাধ ।
অনর্থ ঘুচায়ে মোরে কর আত্মসাথ ॥

—কুমারী মাধবীলতা (মীনা)
কাশিনগর (২৪ পরগণা) ।

ভক্তির মহিমা

(একাঙ্ক নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা. ৬২ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কীর্ত্তনমণ্ডপ-প্রাঙ্গন]

(জগদানন্দ ও সনাতনের প্রবেশ)

জগদানন্দ—সনাতন প্রভু, আপনাকে বড় বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছে। কারও সঙ্গে ভালবেসে কথা কইছেন না; কেমন যেন আন্‌মনা ভাবে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের পর থেকেই আপনাকে আর আগের মত হাসি-খুশীভাবে বেড়াতে দেখ্‌ছি না! অথচ আপনি প্রভুর একান্ত অনুগত, মহাপ্রভু আপনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। উনি দিনান্তে আমাদের সমক্ষে আপনার গুণকীর্ত্তন বহুবার করে থাকেন। কিন্তু আপনি এখানে আনন্দময়ের কাছে এসে নিরানন্দে আছেন কেন?…আমি এ'র হদিশ খুঁজে পাচ্ছি না।

সনাতন—পণ্ডিত, তোমায় আর কি বলব!…আমার মন সত্যই বড় দুঃখভারাক্রান্ত। আমি এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে নিজ দুঃখ বিমোচন কর্‌বার জন্য এলাম; কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব, প্রভুর করুণায় আমার দুঃখ দূর হওয়া তো দূরের কথা, দুঃখ উপর্য্যুপরি বেড়ে গেল। আমার এই নীচ জাতি পাপীষ্ঠ কণ্ডুরসাযুক্ত দেহটাকে প্রভু আলিঙ্গন কর্‌লেন। আমি সানুনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিষেধ ক'রে বল্‌লাম—প্রভু এতে আমার অপরাধ হবে। কিন্তু দীনবৎসল প্রভু তা' শুন্‌লেন না। আমায় আলিঙ্গন করায় প্রভুর অপ্রাকৃত নয়নমনোমুগ্ধকর অপরিসীম সুন্দর কলেবরে আমার দেহের কণ্ডুরস লেগে গেল। আমার এই অপরাধের আর নিস্তার নেই পণ্ডিত! আমি হিত উদ্দেশ্যে এসে বিপরীত হয়ে গেল! এখন কি ভাবে হিত হ'তে পারে একটু উপদেশ দাও দেখি!

জগদানন্দ—আপনাকে আর কি উপদেশ দেবো প্রভু! আপনি এখানে থাকলে হয়তঃ আবার প্রভু আপনাকে স্নেহডোরে আলিঙ্গন কর্‌বেন। তা'তে আবার প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আপনার দেহের কণ্ডুরসা লাগ্‌বে। কিন্তু প্রভুর গায়ে কণ্ডুরসা লাগুক-এটা কোন ভক্তশিষ্যেরই কাম্য নয় বা তা'তে আপনার অপরাধই হবে। আমার মনে হয় আপনি এই রথযাত্রা-উৎসব শেষ হ'লে শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলে আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনি যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তখন শ্রীবৃন্দাবনধামই আপনার বাসযোগ্য-স্থান। "ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।" পৃথিবীর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ধামই শ্রেষ্ঠ। প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন ক'রে শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভজন করুন গে। আপনারা দুই ভাইয়ে শ্রীবৃন্দাবন গিয়ে সাধন-ভজন কর্‌লে সন্তুষ্ট হবেন।

সনাতন—ভাল উপদেশ দিয়েছো ভাই! তাই যাব;—প্রভুর কার্য্য লাগি' শ্রীবৃন্দাবনে যা'ব। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউর শ্রীচরণ সেবা কর্‌ব! কিন্তু সেখানে কি আমার প্রভুকে পা'ব? ভাই জগদানন্দ. আমি আমার প্রভুকে ফেলে সেখানে কেমন করে থাকবো ভাই! আবার এখানে থাক্‌লেও তো প্রভু প্রত্যহ স্পর্শ দিয়ে আমাকে অপরাধী কর্‌বেন।

জগদানন্দ—আমি আপনাকে ভাল যুক্তিই দিয়েছি প্রভু! বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করাই আপনার আশু কর্ত্তব্য। আমি এখন যাই,...শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এসেছে। আপনি এখানে একান্তে আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে চিন্তা করুন।

(জগদানন্দের প্রস্থান)

সনাতন—(ভাবাবেশে) প্রভো. শেষে এই কি আপনার ইচ্ছা হ'ল? পণ্ডিত জগদানন্দকে দিয়ে আমাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাবার আদেশ কর্‌লেন? আমি সুদূর বাংলা থেকে এলাম আপনাকে দেখতে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ কর্‌তে;...আর আপনি আমাকে তাড়াতাড়ি আপনার সান্নিধ্য থেকে সরাবার ব্যবস্থা কর্‌ছেন?

[ইত্যবসরে মহাপ্রভুর প্রবেশ]

মহাপ্রভু—কে তোমায় আমার কাছ থেকে সরা'বে সনাতন? আমি তো সেদিনই বলেছি তোমার স্থান আমার হৃয়ে!

সনাতন—(ভাবাবেশে মগ্ন থাকায় মহাপ্রভুর কথা শুনিতে না পাইয়া করযোড়ে প্রার্থনারত অবস্থায় মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে) কৈ আর আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিলেন? আমি আপনার পাদপদ্মে একটু স্থান বা আশ্রয় চেয়েছিলাম, তাও দিলেন না! আপনি আবার আমাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দেবেন? তাই কিনা বৃন্দাবন যা'বার জন্যে জগদানন্দ-মাধ্যমে আমাকে আদেশ করেছেন পাছে আমি আপনার পাদপদ্মে একটু ঠাঁই পা'বার জন্য পীড়াপীড়ি করি! কিন্তু আপনার আশা আমি অপূর্ণ রাখি না প্রভু! আমার ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লেও তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করা বা আপনাকে সন্তুষ্ট রাখাই আমার একমাত্র পন! আপনি আমায় দূরে ঠেলে দিলেও আমি কি আপনাকে ভুল্‌তে পারি! ওগো নাথ, আপনি যে আমার হৃদয়ের ধন—নয়নের মণি! আপনি আমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিয়ে ভাব্‌ছেন এখানে সানন্দে লীলা কর্‌বেন! আর আমি সেখানে হা প্রভু···হা গৌর বলে পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াবো? তা' আমি হ'তে দেবো না। আপনার আদেশ পেলে তা' শিরোধার্য্য করে আমি শ্রীবৃন্দাবনে অবশ্যই যা'ব। কিন্তু সেই গোলোকাভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য গৌরধাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেখানে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে হৃদয়নিধি আপনি স্বয়ংরূপে স্বপ্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তো আপনার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌ব না প্রভু! আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে বলুন! ওগো, আপনি আমার উপর রাগ করে থাক্‌লে আমি আর কি সুখে বেঁচে থাক্‌ব! আপনার জন্যই তো আমার বেঁচে থাকা! (দিব্যচক্ষে যেন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া) কথা কন'···! একটিবার ঐ মিষ্টিমুখে কথা ক'ন প্রভু।

মহাপ্রভু—(সনাতনের হস্তধারণপূর্ব্বক) সনাতন, তুমি আমারই। আমি তোমায় কোনদিন ভুলি নাই,—ভুল্‌বোও না। তুমি বৃন্দাবনে যাবে কেন সনাতন?

সনাতন—(চক্ষু মেলিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে)

প্রভো, আপনি এসেছেন !·· আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন ! আমি এতক্ষণ কি বলেছি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

(মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া)

প্রভো, আমি অস্পৃশ্য অধম, দুষ্ট পামর, আপনি আমাকে ছুঁলে আমার মহা অপরাধ হয়। আমার সঙ্গে কণ্ডুরসা থাকায় তা'র রক্ত রস আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমি পণ্ডিত-জগদানন্দের কাছে যুক্তি চেয়েছিলাম। সে আমাকে বৃন্দাবন যাবার বিধান দিয়েছে। এখন আপনার আদেশ পেলে রথযাত্রা দেখে শ্রীবৃন্দাবনে যাইব।

মহাপ্রভু—কি বল্‌লে ? কালকের পড়ুয়া জগার কিনা এত অহঙ্কার যে তোমাকে নির্দ্দেশ দিয়েছে ? তুমি ব্যবহারে পরমার্থে তার গুরুতুল্য সে বেটা তার নিজের মূল্য জানে না, আর তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে যুক্তি দিয়েছে ? ওঠো সনাতন, তুমি আমার প্রাণাধিক,—তুমি জগদ্‌গুরু !

(সনাতনের হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তলন করিলেন)

[হরিদাসের প্রবেশ]

হরিদাস—(দ্বারদেশে মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করতঃ নীরবে দণ্ডায়মান)

মহাপ্রভু—হরিদাস, দেখ—দেখ জগার কাণ্ডখানা ! কালকের জগা কিনা সনাতনকে যুক্তি দেয় ! তার কত বড় স্পর্দ্ধা !·· সে সনাতনকে বৃন্দাবন যাবার পরামর্শ দিয়েছে।

হরিদাস—প্রভু, জগদানন্দের প্রতি রাগ কর্‌বেন না। ও একটু অন্য ধরণের, যেখানে সেখানে যুক্তি দিয়ে বসে। ও ভাবের খেয়ালে সদাই মস্‌গুল। জগদানন্দের যেমন আপনার শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, তদ্রূপ সনাতনকেও সে শুদ্ধভক্তরূপে অত্যধিক প্রীতি ও সম্মান করে। এখানে সনাতন থাক্‌লে সে আপনার কোনদিন আলিঙ্গনচ্যুত না হওয়ার ফলে তা'র কণ্ডুরসা আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যাওয়ায় সে মনে মনে মহা দুঃখ পায় তাই তা'কে দুঃখ ও অপরাধের

হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্যই জগদানন্দ ঐরূপ বলেছে। (সনাতনের প্রতি) কি গো সনাতন, তাই না ?

সনাতন—(মুখ নীচু করিয়া নীরবে রহিলেন)।

মহাপ্রভু—জগদানন্দের এ কাজটা মোটেই ভাল হয় নি। আমি কি তাকে উপদেশ দেবার ভার অর্পণ করেছি! তোমাদের স্নেহেই জগদানন্দ সনাতনকে ঐরূপ বলতে সাহস পেয়েছে।

হরিদাস—(নিরুত্তর)

সনাতন—(ভাবাবেশে সানন্দে) অহো পণ্ডিত জগদানন্দের কি সৌভাগ্য! জগদানন্দ, তোমায় প্রণাম করি।

(হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক জগদানন্দের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন)

(পুনশ্চ প্রভুর পদতলে দণ্ডবৎপূর্ব্বক) প্রভো! জগদানন্দ অশেষ সৌভাগ্যবান্। আপনি আমায় যে গৌরব স্তুতি করছেন—এ তো নিষ্বসম তিত ; আর জগদানন্দকে যে বকৃছেন,…ওই তো আপনার বাৎসল্য স্নেহসুধারস। কই, এ অভাগাকে তো ভৎর্সনা কর্‌ছেন না ? কেহ নিজ আত্মীয় ও সর্ব্বাধিক প্রিয় না হ'লে তা'কে কি ভৎর্সনা করা যায় ?

আজ জান্‌লাম জগদানন্দ আপনার কত প্রিয়! আর আমি অভাগা আপনার করুণা বঞ্চিত দুর্ভাগা পাপীষ্ঠ। তাই ভাবি, আমি আপনার পাদপদ্ম থেকে কত দূরে!

হা ভাগ্য! এ জীবন ব্যর্থ ;…এ জীবনে প্রভুর কিছুই সেবা কর্‌তে পার্‌লাম না ; প্রভুর দ্বারা তো কখনও শাসিত হ'লাম না! (মস্তকে করাঘাত করিলেন) হায় প্রভু, তবে কি আমায় ত্যাগ কর্‌লেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

গৃহ ও গৃহী

আমরা সাধারণতঃ যে সকল গৃহ দেখিয়া থাকি সেগুলি স্থাবর; তাহাদের চলচ্ছক্তি নাই, তাহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু আজ আমরা যে গৃহের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহা ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম এই পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও বা চেতন না হইলেও চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল,—চলচ্ছক্তিযুক্ত ও হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যাঁহার গৃহটী এরূপ ধরণের বিচিত্রতাযুক্ত ও অত্যদ্ভুত, সেই মালিক বা গৃহস্থ যে কিরূপ ধরণের তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন না কি? এখানে গৃহী ও গৃহ উভয়কেই দেখা যায় কিন্তু আমরা যে গৃহের কথা বলিতেছি সেই গৃহটি দেখা গেলেও এই গৃহের বাসিন্দাকে চেষ্টা করিয়াও দেখা যায় না; তবে আহার বিহারাদি দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া—কার্য্য দেখিয়া কারণের অর্থাৎ গৃহীর বিষয় অনুভব করিয়া থাকি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, এই অদ্ভুত গৃহের প্রজাটী এই দেশের নন, ইনি বিদেশী, কোন কারণবশতঃ এদেশে আসিয়া পরিয়াছেন এবং এই অদ্ভুত গৃহকে সতত সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া চলা ফেরা আদি করেন। এই গৃহটী মানুষের তৈয়ারী নয়—ইহা বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী জিনিষ; ইহা মাটি দিয়া তৈয়ারী বা মাটির বিকার হইলেও এক অদ্ভুত রকমের! তাই বলি, এ যে এক অদ্ভুত গৃহ! কথা বলা গৃহ! ক্রমবর্দ্ধমান গৃহ! বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতি নামধারী গৃহ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নব-নবভাবে পরিবর্ত্তনশীল গৃহ!

এই অদ্ভুত গৃহটীর নাম দেহ এবং এই দেহঘরে যিনি বাস করেন তিনি জীব—আত্মা অর্থাৎ আমি স্বয়ং। এই জীবাত্মা যতদিন একঘরে বাস করেন ততদিন ঘরের দরজা জানালা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি যথারীতি খোলেন বা বন্ধ করেন এবং প্রয়োজনানুসারে ঐগুলি ব্যবহার করেন কিন্তু ইনি এই ঘরে কতদিন বাস করিবেন, এ কথা কাহাকেও বলেন না এবং যাইবার কালে কাহাকেও বলিয়া যান না, দরজা জানালাগুলি বেশ করিয়া বন্ধ করিয়াও যান না। ইঁহার গৃহপরিত্যাগের জন্ম-নক্ষত্র নাই, তিথি বার নাই, সময় নাই, প্রথম মাস, প্রথম দিন, ত্র্যহস্পর্শ বা মঘা নাই; পথ ঘাট, স্থান অস্থান নাই। যে ঘরে এতদিন ধরিয়া বাস করিয়াছেন সেই ঘরের কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন না, ছাড়িয়া গেলে সেই ঘরের কি দশা হইবে তাহা একবার চিন্তাও করেন না। প্রত্যেক ঘরেরই কেহ না কেহ ওয়ারিশ থাকে, কিন্তু

এই ঘরের ওয়ারিশও কেউ থাকে না ; এমন কি অতি যত্নে লালিতপালিত এই ক্রমবর্দ্ধমান গৃহটীকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া বা অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করিতে পারিলেই যেন লোকের একটা দায় ঘুচিয়া যায় ! এখানকার ঘরগুলি কাহারও ভোজ্যবস্তু নয়—খাবার জিনিষ নয় কিন্তু এই গৃহটী পরিত্যক্ত হইলে ইহাকে উদরস্থ করিবার অংশীদার অনেক জোটে। তাই বলি, এই গৃহটী যেমন অদ্ভুত, এই গৃহের বাসিন্দা বা প্রজাও সেইরূপই এক আশ্চর্য্য ধরণের। এই গৃহটি এত সাধের যে এই গৃহটিকে রাখিতে হইলে আবার আর একটি মাটির ঘর দরকার হয় এবং এই ঘরটি এমনভাবে তৈয়ারী যে ইহাতে আকৃষ্ট হয় না এমন লোক জগতে খুব কমই আছে এবং এই ঘরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা এই গৃহকেই গৃহস্থ বা গৃহী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া ভালবাসি ; তাই আমরা এই অদ্ভুত গৃহের অদ্ভূত প্রজাকে চিনিতে পারি না। এই গৃহটী মালিকের এত অনুগত যে মালিক যখন যা বলে সে তখন মালিকের হইয়া সেই সেই কার্য্য করে, এমনিই ইহার বৈশিষ্ট্য ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি-এ.

রজকবধ ও তার তাৎপর্য্য

কংস-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেব ও বয়স্যগণের সহিত মথুরায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন রাজপথে কংসের এক বস্ত্ররঞ্জক অনুচরের সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। সেই রজক কংসের জন্য বিবিধ সুন্দর বসন-ভূষণ পরিস্কৃত ও রঞ্জিত করিয়া রাজবাড়ীর দিকে লইয়া যাইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ঐ রজকের নিকট হইতে কতকগুলি উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। ইহাতে ঐ রজক ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রূপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবকে বলিল—"তোরা গ্রাম্যলোক, পাহাড়ে ও বনে বিচরণ করিয়া থাকিস্, রাজার ন্যায় সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ তোদের উপযুক্ত নয়। সুতরাং এই সকল রাজবস্ত্র প্রার্থনা করছিস্ কেন ? হে মূর্খগণ, তোদের এরূপ আস্পর্দ্ধা ও নির্ব্বুদ্ধিতা পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তা' হ'লে সাবধান, পুনরায় ঐ কথা মুখে আনিস্ না ; শীঘ্র পলায়ন কর। জানিস্, রাজপুরুগণ অহঙ্কারী ব্যক্তিগণকে বন্ধন, প্রহার ও তাহাদের সকল সম্পত্তি হরণ করেন।" কংসের ভৃত্য জানিত না যে, সে সরাট্

পুরুষের সঙ্গে কথা বলিতেছে। কংসের ভৃত্য মনে করিতেছিল, আমার মালিক—কংস, বস্ত্রগুলির মালিক—কংস, মথুরানগরীর মালিক কংস; কিন্তু আজ যে সকল মালিকের মালিক—কংসের মালিক—কংসের কারণের কারণ—স্বরাট্‌পুরুষ আসিয়াছেন, সেকথা নির্ব্বোধ অক্ষজজ্ঞানী, নীতিবাদী ও কর্ম্মজড়বাদের প্রতীক কংসের রজক বুঝিতে পারে নাই। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তের আঘাতে রজকের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন—রজককে বধ করিলেন। তাহার অনুচরগণ এই ব্যাপারদর্শনে বস্ত্র-পেটকসমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ উত্তম বস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব মনোরম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করতঃ কতিপয় বস্ত্র ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং অবশিষ্ট গোপগণের জন্য গ্রহণ করিলেন।

কর্ম্মজড় নীতিবাদিগণ শ্রীকৃষ্ণই যে নিখিল-বস্তুর মালিক, তাহা না জানিয়া নাস্তিকতা-ক্রমে মনে করে—জীবগণ নিজেরাই সকল-দ্রব্যের মালিক—সকল অর্থের মালিক। বাহ্য গৌণদৃষ্টিতে ন্যায়তঃ কংসকেই বস্ত্রগুলির মালিক বোধ হয়। সাধারণ লোক দৈহিক পরিশ্রম করিয়া যে অর্থাদি সঞ্চয় করে, কিংবা উত্তরাধিকারীসূত্রে যাহা পায়, কর্ম্মজড়নীতি-বাদীর বিচারে তাহা তাহারই অর্থ। কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত মনে করেন, সেইরূপে লব্ধ অর্থের মালিক জীব; সুতরাং জীব নিজেই সেই অর্থ ভোগ করিবে, শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রজককে বধ করিয়া কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের—প্রাকৃত নীতিবাদীর ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে হনন করেন। রজক সাধারণের মলিন বস্ত্রসমূহ পরিস্কৃত করিয়া দেয়, ধূলি ও মলিনতাদ্বারা ঐসকল শুভ্র বস্ত্র পুনরায় মলিন হইলে রজক উহা পুনরায় পরিষ্কার করিয়া তদ্বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ করে—প্রাকৃত মলিন বস্ত্রকে সাময়িকভাবে পরিষ্কার করে অর্থাৎ উহা যতবার মলিন হয়, ততবারই পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার করে; এই ব্যবসায়—রজকের। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদও তাহাই। এই কর্ম্মজড়বাদ কংস অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বেষীর বা অহংগ্রহোপাসকের অনুচর। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ পরিত্যাগ না করিলে কখনই শুদ্ধভক্তি লাভ হইতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের রজকবধলীলার শিক্ষা।

ইহাতে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে, ভক্তিব্যতীত কেহ ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারে না। যদি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকে, তাহা

হইলে আমরা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার পাইয়াও তদ্দর্শন-সুখ বা তদ্দর্শনফল পাইতে পারি না। এ কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

মুকুন্দের ভক্তির মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি ॥
তুমি যত কহিলে, সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমা' দেখিলে কিছু নয় ॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্মদুঃখ।
মোর দুঃখ ঘুচে তা'র দরশন সুখ ॥
রজককেও দেখিল,—মাগিল তা'র ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হইল,—যা'তে প্রেম নাঞি ॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটি দেহ সেই রজক ছাড়িল ॥
পাইলেক মহাভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ, ভক্তিশূন্যের কারণ ॥
ভক্তিশূন্য জনে মুই না করি প্রসাদ।
মোর দরশনসুখ তা'র হয় বাধ ॥
ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি ॥

ভগবদ্দর্শন অল্প ভাগ্যের ফলে ঘটে না। রজকেরও তপস্যা করিয়া কোটি কোটি জন্ম গিয়াছিল, কিন্তু ভগবদ্দর্শন করিয়াও সে সেবোন্মুখ না হওয়ায় ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। সে সেবাবৃত্তি-বঞ্চিত, তাহার ভগবদ্দর্শন বৃথা হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তি ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে ভক্তিসুখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। তাহারা ভগবান্‌কে নিজের ভোগ্য জ্ঞান করায় সেবাবুদ্ধির অভাবে দর্শনশক্তির বাস্তবফল নিত্যসুখ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

আমরা অনেক সময় ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধীকারমুখে প্রথমেই এই প্রশ্নটী শুনিতে পাই,—"আমার কর্ত্তব্য কি? আমি চলিব কিরূপে? অর্থাৎ ধর্ম্মোন্মুখ ব্যক্তি ধর্ম্মজীবন-যাপনের প্রারম্ভেই প্রাত্যহিক জীবনের অনুষ্ঠানাবলীর একটী তালিকা ঠিক করিয়া তদনুসারে চলিতে সঙ্কল্প করেন। এরূপ সঙ্কল্প উত্তম; কিন্তু এতৎপূর্ব্বে কয়েকটী জানিবার কথা আছে।

আমরা জাগতিক ব্যাপারে দেখিতে পাই যে, বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই পতিগৃহের দৈনন্দিন কৃত্যগুলির তালিকার জন্য ব্যস্ত হয় না। পতির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ হইবে, সর্ব্বাগ্রে বালিকা ও বালিকার অভিভাবকগণের তদ্বিষয়েই চেষ্টা ও যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আগে পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, পতি গৃহে গমন, তারপর পতি ও পতির সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সেবোপযোগী জীবনযাপনের জন্য চেষ্টা। পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া অর্থাৎ পতি ঠিক না করিয়া যদি কেহ বারবনিতার ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন গৃহকার্য্যগুলি সযত্নেও সম্পাদন করিতে থাকে, তবে সেইরূপ অনুষ্ঠানাবলি সুখ শান্তি বা মঙ্গলের হেতু না হইয়া অনুষ্ঠান-কারিণীকে ইন্দ্রিয়লালসারূপ ও তজ্জন্য নরকেই নিমগ্ন করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

ভগবান্‌ই আমাদের নিত্য পতি। শ্রীগুরুদেব সেই পতির সহিত আমাদের সম্বন্ধ করিয়া দেন। এইজন্য শ্রীগুরুদেবকে "সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা" বলে। সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান।'

পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যের অভিনয় করে, তাহা পুতুল-খেলা বা লক্ষ্যবিহীন অনুকরণ-মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলার দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। আবার পতি-সম্বন্ধবিমুখিনী বারবনিতার গৃহকার্য্যগুলিও উহার নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর দৈনন্দিন গৃহকার্য্যগুলির প্রত্যেকটীই পতির সুখান্বেষণ উদ্দেশ্যে সাধিত হওয়ায় উহা সুশৃঙ্খল, মঙ্গলজনক ও সমগ্র গৃহপরিবারের শান্তিবিধায়ক হইয়া থাকে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (ভাঃ ১১।২।৩৪) ভগবৎ-সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের ঠিক সেইরূপ আচরণের মধ্যে কিরূপ আকাশ-

পাতাল-প্রভেদ বর্ত্তমান, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন : যেরূপ বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মূত্র-পুরীষোৎসর্গ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ ও কথনাদি ব্যাপার বিষয়-সুখ-ভোগের জন্যই করিয়া থাকেন এবং কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণও দেব-পিত্রাদি পূজার জন্যই তত্তৎ কার্য্য করেন, ভগবদ্ভক্তগণ তদ্রূপ সেই সেই কার্য্য সেইভাবে ভগবৎসেবার জন্যই করেন। তাহাতে তাঁহাদের মূত্র-পুরীষোৎসর্গ হইতে শ্রবণ-কথনাদি যাবতীয় দৈনন্দিন ব্যাপার ভক্ত্যঙ্গরূপেই পর্য্যবসিত হয়।

মূল কথা এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভগবদ্ভক্ত বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তির ন্যায় যাবতীয় কার্য্যই করিয়া থাকেন। ভক্ত, বিষয়ী ও কর্ম্মীর বাহ্যানুষ্ঠানে কোন পার্থক্য নাই ; কেবলমাত্র অন্তর্নিষ্ঠায় ও উদ্দেশ্যে ভেদ। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তি সকল কার্য্যই ভগবানের প্রীতি বা সেবার উদ্দেশ্যেই করেন ; আর বিষয়ী ও কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তি স্ব-স্ব ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার জন্য তৎ-তৎ কার্য্য করেন,—যেমন সাধ্বী স্ত্রী কেশবিন্যাস, বেশ-রচনা, গৃহ সংস্কার ও রন্ধন কার্য্য প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠান পতি-সুখের জন্যই করেন ; আর সর্ব্বদা নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরা বারবনিতাও তৎ-তৎ কার্য্যগুলিই অর্থাদি সংগ্রহ ও নিজসুখেচ্ছামূলেই করিয়া থাকে।

অতএব আমাদের সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে 'অভিধেয়' অর্থাৎ আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার নির্ণয় ও তদনুষ্ঠান। 'সম্বন্ধ' ও 'অভিধেয়' পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। 'সম্বন্ধ' ব্যতীত 'অভিধেয়' নির্ণয় হয় না ; আবার 'অভিধেয়'-যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না,—যেমন কোন বালিকা বিবাহের পরে যদি পতিগৃহে গমন না করে এবং তথায় গমন করিয়াও পতিসেবা না করে, তাহা হইলে তাহার পতিরপ্রতি আসক্তি বা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই, জানিতে হইবে। যখন ভার্য্যা পতিগৃহের কার্য্য-গুলি অত্যন্ত আপনার বোধে প্রাণপণে করিতে থাকে, নানাপ্রকার অভাব-অসুবিধা, রোগশোক অগ্রাহ্য করিয়াও পতিগৃহের যাবতীয় কার্য্য দৃঢ়তা, আসক্তি ও রুচির সহিত অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; তখনই বালিকার অভি-ভাবকগণ অপর সকলেও জানিতে পারে যে, ঐ বালিকার পতির সঙ্গে যথার্থ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। অভিধেয়ের পরই 'প্রয়োজন' সিদ্ধ হয়।

সাধ্বী পত্নী কি চান ? তিনি কখনও অপরের প্রশংসা-প্রাপ্তির জন্য পতি-সেবা করেন না। তিনি চান—পতির সুখের জন্যই পতি সেবা ;

পতির প্রীতিই তাঁহার প্রয়োজন। পতির সুখেই তাঁহার সুখ; নিজের সুখ তাঁহার প্রয়োজনীয় সুখ নহে। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বর্জ্জন করিয়া ভগবৎ-প্রীতির অনুসন্ধানই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র। ইহাই সম্বন্ধযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন।

ভক্তি-লাভেচ্ছুর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—'সদ্‌গুরুপদাশ্রয়।' আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ।" শ্রুতি বলেন,—"ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে 'সমিৎপাণি হইয়া বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ভগবৎতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।১২)। আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন" (ছান্দোগ্যোপনিষদে) ৬।১৪।২)। "যাঁহার ভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমনই শ্রীগুরুদেবেও ঐকান্তিকী ভক্তি বর্ত্তমান, সেই মহাত্মাই শ্রুতির মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও কথিত হইয়াছে,—"কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু ব্যক্তি উত্তম মঙ্গল জানিবার জন্য সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। যিনি শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, কৃষ্ণৈক-শরণ এবং প্রাকৃত লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্‌গুরু।"

ভক্তি-লাভেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই পারমার্থিক গুরুর পদাশ্রয় করিবেন। পারমার্থিক গুরু-বরণকালে ব্যবহারিক বিচার আনিলে প্রকৃত সত্য লাভ হয় না। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন,—"ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরু পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। (ভক্তি-সন্দর্ভ—২১০ অনুচ্ছেদ)। বিষ্ণু স্মৃতি বলেন, "শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা বা যশোলাভের বাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই গুরুপদবাচ্য নহেন। "স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন" (হরিভক্তিবিলাস ২।৫)। "কেহ যদি এইসকল শাস্ত্রের আদেশ না জানিয়া কৌলিক বা লৌকিক প্রথানুসারে কোন 'অগুরু'কেই 'গুরু' বলিয়া ঠিক করেন, তবে তিনি ঐরূপ গুরুপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরক লাভ হয় জানিয়া পুনরায় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন" (হরিভক্তিবিলাস ৪।১৪৪)।

যাঁহাদের সত্যানুসন্ধিৎসা অত্যন্ত কম, তাঁহারা অনেক সময় মনে করেন,—অসদ্‌গুরু ত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরু গ্রহণ করিলে, গুরুত্যাগরূপ অপরাধে

পতিত হইতে হইবে। কিন্তু আচার্য্যগণ ও নিখিল সাত্বত স্মৃতি-শাস্ত্র বলেন,—"এইরূপ অসদ্‌গুরু-পরিত্যাগই বিধি" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ ও ২৩৮ অনুচ্ছেদ) "যে ব্যক্তি আচার্য্যবেশে কীর্ত্তন করেন ও যিনি শিষ্যরূপে তাহা অন্যায়ভাবে শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন" (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। পূর্ব্বাচার্য্যগণের আচরণও এইসকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করেন। অনেকে আবার বলিয়া থাকেন—"দুগ্ধ যেরূপই হউক না গুরু যাহাই থাকুক না কেন, বিষপ্রদ বিক্রেতা হইতে বা গুরুব্রুব হইতে দুগ্ধ বা লব্ধমন্ত্র (?) ত' আর কিছু খারাপ হয় নাই! আর শিষ্যের যদি ভক্তি (?) থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কল্পনার বলে অসদ্‌গুরুও শিষ্যের নিকট 'সৎ' বলিয়া প্রতিভাত হইবেন"—এইসকল কথা সমর্থন করিবার জন্যও বহু বহু মনঃকল্পিত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র এইসকল মনোধর্ম্মোত্থ কথার সমর্থন করেন না। শ্রুতির কথা ছাড়িয়া স্বার্থপর ব্যক্তিগণের মনঃকল্পিত কথার কথনই আদর হইতে পারে না। 'গুরু যাহাই থাকুক না কেন'—এইরূপ দুঃসঙ্গ-বিচার সংরক্ষণ করা কল্যাণেচ্ছু পারমার্থিকের বিচার নহে।

পরমার্থানুসন্ধিসু ব্যক্তি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যের আদর্শে পরিচালিত করিয়া ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"যিনি স্বয়ং শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করিয়া শিষ্যদিগকে আচারে স্থাপন করেন, তিনিই 'আচার্য্য'। উৎপথগামী কখনও 'আচার্য্য' নহেন। অর্থলোভী, অভাবগ্রস্ত শোককারী, আচারহীন, স্ত্রীসঙ্গী ও ভগবানে শরণাপত্তি-রহিত ব্যক্তি কখনই 'গুরু'-পদবাচ্য হইতে পারে না। যে-গুরু অর্থলোভী এবং যে শিষ্য সংসারসুখে একান্ত অভিলাষী, ইঁহারা দুইজন যদি একত্র পরামর্শ করিয়া ভবসাগর-অভ্যন্তরে পাষাণের ন্যায় দৃঢ় জ্ঞান-নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক খেয়া লইয়া যান, তাহা হইলেও দুইজনই নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভবসাগরের পরপারে যাইতে সমর্থ হইবেন না।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

অশিষ্ট ও শিষ্টাচার

যাঁহারা সাত্বত-স্মৃতির শাসন মানিয়া চলেন না তাঁহারা অশিষ্ট। অশিষ্টগণ প্রেয়ঃপথের পথিক; তাঁহারা মানসিকবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহাদের আচারে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের শাসনবাণীর সহিত নিজেদের অশান্ত মনের চিন্তাস্রোতের মিল হয় না বলিয়া অনেক সময় তাঁহারা সাত্বত-শাস্ত্রকারগণকে একদেশদর্শী, সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে অজ্ঞ এবং নিজেদিগকে বিজ্ঞ জ্ঞান করেন। কোনও পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন—We think our fathers fool. Our wiser sons will no doubt think us so. বস্তুতঃ অশিষ্টাচারের গতি এই প্রকারই। প্রাতিষ্ঠালাভের আশায় নিজেদের প্রতিভা দেখাইতে যাইয়া যদি আমরা আমাদের পরম হিতৈষী পূর্ব্বাচার্য্যগণকে অজ্ঞ বলিতে দ্বিধাবোধ না করি তাহা হইলে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ যে আমাদের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে অজ্ঞ, মূর্খ, অসভ্য প্রভৃতি বলিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

একটি সত্য ঘটনা লিখিতেছি। কোনও স্ত্রীলোক তাহার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতাকে সর্ব্বদাই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিত। বৃদ্ধা একটি ভগ্ন পাথরের থালায় আহার করিত। আহারান্তে থালাটী তাহাকেই পুষ্করিণীতে লইয়া যাইয়া ধৌত করিতে হইত। একদিন পুষ্করিণী হইতে আসিবার সময় থালাটী হস্ত হইতে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে বৃদ্ধার পুত্রবধূর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। সে অনর্গল ধারায় বচনামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। এই গালি শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্র—বৃদ্ধার পৌত্রও বৃদ্ধাকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বুড়ি, তুই আমার যে ক্ষতি করলি এইরূপ ক্ষতি আর কেহ করে নাই। ভাঙ্গা পাথরখানা যে একেবারে চুরমার করলি, আমার মা যখন বৃদ্ধা হইবে তখন আমি তাহাকে ভাত দিবার জন্য এইপ্রকার মূল্যবান্ ভাঙ্গা পাথর আর কোথায় পাইব? এইবার বৃদ্ধার পুত্রবধূর একটু চৈতন্যোদয় হইল। সে দেখিল—বৃদ্ধাকে সে যেভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহার পুত্রও তাহাকে সেই প্রকার উৎপীড়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দিন হইতে সে শিষ্ট হইল—শ্বশ্রূমাতাকে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। এই উদাহরণ দেখিয়া—নিজেরা অশিষ্ট হইলে সন্তানসন্ততিগণকর্ত্তৃক তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যাইবে, এই চিন্তা করিয়াও যদি জনগণ অশিষ্টাচার পরিত্যাগ করে তাহা হইলেও অন্ততঃ মন্দের ভাল নহে

কি ? উপদেশে শিক্ষা না হইলে অনেকে অপরের অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা করে। সর্ব্বশেষে ঠেকিয়া শিক্ষা হইয়া থাকে। তাহাতেও যাহাদের চৈতন্যোদয় না হয় সে ত পশুরও অধম।

সাত্বত-শাস্ত্রবাণীর প্রতি অনাদরের ফলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পর্য্যন্ত আজ কি ভীষণ দুর্গতি হইয়াছে। অনেকে বলিবেন,—ভারতে রেলগাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে, ডাকবিভাগের উন্নতি হইয়াছে, মুদ্রণ-যন্ত্রাদি হইয়াছে, নূতন নূতন শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং ভারতের দুর্গতি কোথায় ? কিন্তু ঐগুলি কি সুগতির চরম লক্ষণ ? বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে কেন ? অধিকাংশ স্থলেই ত' কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেছে না ; ইহার কারণ কি ? অপস্বার্থ আসিয়া বন্ধুতার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইতেছে কেন ? দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, থানায় থানায়, বোর্ডে বোর্ডে, গ্রামে গ্রামে, বিবাদ-বিসম্বাদ প্রজ্বলিত অবস্থায় কেন ? জাতিতে জাতিতে অহি-নকুল সম্বন্ধ হইতেছে কেন ? এই সকল কি অশিষ্টতা নহে ? শিক্ষার আগার যে-সকল স্থান, সে-সকল স্থান হইতেও ছাত্রবৃন্দের ক্রমশঃই অধিকতর দুর্ব্বিনীত হইবার অভিযোগ শিক্ষক ও অধ্যাপক-মণ্ডলী হইতেও পাওয়া যাইতেছে কেন ? স্থিরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে কারণ অনুসন্ধান করুন, দেখিতে পাইবেন, সাত্বত-স্মৃতির প্রতি ঔদাসীন্য—পরমার্থশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিহীনতাই ইহার মূলীভূত কারণ। কেহ কেহ বলেন,—নিরক্ষতাই এই অশিষ্টতা-বৃদ্ধির কারণ ; কিন্তু পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলির মধ্যে কি অশিষ্টতার উদাহরণ কিছু কম পাওয়া যায় ?

শিষ্টতার আগার হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা আমাদের জন্য অহৈতুক-করুণাবশতঃ উপদেশবাণী সাত্বতশাস্ত্র পে সংরক্ষণ করিয়াছেন, তৎপ্রতি যদি উপেক্ষা প্রদর্শন করি—প্রকৃত শিক্ষককে যদি অবহেলা করি—যাহা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে, তাহাকে যদি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে অশিষ্টাচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকৃতমস্তিষ্কতার ফলস্বরূপ অশান্তির অনল সমগ্র দেশ গ্রাস করিবে বৈ কি ? তাই আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট নিবেদন—তাঁহারা কি ঠেকিয়াও শিখিবেন না ? পরমার্থজ্ঞানের অভাবে যে ভীষণ অবস্থা শিক্ষামন্দিরে পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা প্রতিক্ষণ অনুভব করিয়াও কি "Back to God and back to Home" এর জন্য যত্নবিশিষ্ট

হইবেন না? তাঁহারা কি প্রকৃত শিষ্টাচার—ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই শিক্ষাসার বরণ করিবেন না? তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষার মূল্য কি? পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে আমদানী কপট-শিষ্টাচার ভারতের সম্পত্তি নহে। মনঃপ্রাণে সরল হইয়া ভগবদ্ভজন—জীবমাত্রকেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস জানিয়া সকলকেই প্রীতির চক্ষে অবলোকন—সকলকেই ভগবদ্ভজনের মাধুর্য্যে আকর্ষণই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্টাচার। সে-স্থানের আচার-ব্যবহার যে আবরণেই আবৃত থাকুক এই শিষ্টাচারের অভাব যে-স্থানে, ভারত—পরমার্থ ভারতের দৃষ্টিতে তাহা অশিষ্টাচার ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমার্থ-ভারত সর্ব্বদাই স্বাধীন আছে, ভবিষ্যতেও স্বাধীন থাকিবে। পরমার্থ ভারত জগতের গুরু, তিনি স্বীয় শিষ্টাচারের আলোকে জগতের যাবতীয় অশিষ্টাচার দূরীভূত করিবেন। তাঁহার অধীনতায় থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

অজামিল-উপাখ্যান

কান্যকুব্জে শ্রীঅজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদনিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, কোমলচিত্ত নিরহঙ্কার, সাধু ও মিতভাষী ছিলেন। একদিন তিনি পিতার আদেশে ফল ও পুষ্পাদি সংগ্রহের জন্য বনে গমন করেন। ফলাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্রকে নির্লজ্জ-ভাবে সাধারণ ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত, হাস্য, গান ও বিহার করিতে দেখেন। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়েন। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ও নিজবুদ্ধিবলে তিনি চিত্তকে নানাভাবে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হন। তিনি সেই শূদ্রাণীকে অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে স্ব-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন এবং পিতার উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা শূদ্রাণীর সন্তোষ বিধান করিতে থাকেন। সেই বারাঙ্গনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবযৌবনা, সৎকুলোৎভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণপত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন। অনন্তর তিনি পাপে প্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল অন্যায়ভাবে জীবনযাপন করেন। ঐ শূদ্রাণীর গর্ভে সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখেন।

এই কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতাপিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। অজামিল বৃদ্ধবয়সেও সর্ব্বক্ষণ স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন; মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এইরূপে কালাতিপাত করিতে করিতে অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অজামিল সেই সময় দেখিতে পাইলেন, পাশহস্তে, বক্রমুখ, ঊর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি তিনজন পুরুষ তাঁহার জীবাত্মাকে লইবার জন্য আগমন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই অজামিল ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার বালক-পুত্রটী দূরে ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নরায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ, 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু অজামিলের মুখে নিজ প্রভুর নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হারকীর্ত্তন অর্থাৎ অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্য নামাভাস বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে চারিজন বিষ্ণুদূত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই তিনজন যমদূত ও চারিজন বিষ্ণুদূত-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের ৬।১।২৮-২৯ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—জ্ঞানাত অজামিলেন কৃতা-নামনস্তনামপি পাপানাং কায়িক-বাচিক-মানসেন ত্রৈবিধ্যাত্রয় এব যাম্যা আগতাঃ নারায়ণনাম্নশ্চতুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্।"

যমদূতগণ অজামিলের হৃদয় হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিলেন। এই বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমের কিঙ্করগণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"যদি তোমরা ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ, অধর্ম্মের লক্ষণ ও দণ্ডের যোগ্যপাত্র কে, তাহা বল।" যমদূতগণ বলিল,—"বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বতঃ-প্রকাশিত। সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম—এই সকল জীবের কর্ম্ম সমূহের সাক্ষী। এই সমস্ত সাক্ষী দ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মী দণ্ডের পাত্র। সকল কর্ম্মীই কৃতকর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়। কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ

—উভয়ই সম্ভব। দেহধারী ব্যক্তি কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহলোকে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, পরলোকে তিনি সেইরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; সর্ব্বজ্ঞ যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত হইয়া জীবের পূর্ব্বকৃত সমস্ত আচরণ দেখিতে পান এবং তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এই অজামিল আজীবন কেবল পাপাচরণ করিয়াছেন। তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেইস্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন।

যমদূতগণের এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুদূতগণ বলিতে লাগিলেন,—"অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটীজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ পরম-মঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন। এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদি-সময়ে 'বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস'—এই প্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার অশেষ-জন্মার্জ্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। মদ্যপান, চৌর্য্য, ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা ও পিতৃহত্যা প্রভৃতি যত মহাপাপ আছে, শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বোতভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য'—এইরূপ মতি হইয়া থাকে। শ্রীহরির নামোচ্চারণের দ্বারা পাপমলিন হৃদয় যেরূপ নির্ম্মল হয়, ব্রত বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা সেইরূপ নির্ম্মলতা আসে না। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত সম্যগ্‌রূপে নির্ম্মল হয় না। কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরির নাম-গুণাদিকীর্ত্তন পাপমূল অবিদ্যাকে পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া হৃদয়কে শুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া থাকেন। এই অজামিল মুমূর্ষু-অবস্থায় শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; সুতরাং তোমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইও না। অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপপূরণের জন্যই হউক অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

বিগত কয়েকদশকের অনুসৃতধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সদস্যবর্গ এই বৎসরও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার আয়োজন করিয়াছেন।

দেশের অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেও সমিতির সেবকগণ অশেষ কষ্টস্বীকার করতঃ সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** অধ্যক্ষতায় শ্রীধাম পরিক্রমা যথারীতি উদ্‌যাপন করিয়াছেন।

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে আহ্বান জানাইবার উদ্দেশ্যে জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত ধারাকে অনুসরণ করিয়া সপ্তাহব্যাপী নবধা-ভক্তির প্রত্যেকটি অঙ্গের পূর্ণযাজনদ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সমগ্র বিশ্বকে শ্রীহরিকথায় মুখরিত করাইবার প্রয়াসই এই বৃহৎ মহা-মহোৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে।

উক্ত মহা-মহোৎসব বিগত ২৪শে গোবিন্দ, ২১শে ফাল্গুন (ইং ৬।৩।৭১) শনিবার হইতে ৩০শে গোবিন্দ, ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মহোৎসবের পূর্ব্বদিন হইতে অর্থাৎ ২০শে ফাল্গুন হইতেই এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সেবা-সূচী আরম্ভ উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার ও শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবাণী-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতৎ উপলক্ষ্যে সপ্তাহদিবসব্যাপী শ্রীধামের বিভিন্নস্থান পরিক্রমান্তে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দির-সদনে ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ প্রতিদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ২১শে ফাল্গুন হইতে দ্বীপমণ্ডলী পরিক্রমা আরম্ভ হইলে সমিতির বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ পরিক্রমণ-সঙ্ঘকে পরিচালনা করিতেন এবং প্রত্যেকটি স্থানে পৌরাণিক যুগ হইতে অদ্যাবধি ভগবান্ ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী তথা তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বর্ণনা করিয়া যাত্রি-বৃন্দের নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন করতঃ মায়াগন্ধ-রহিত চিন্ময়রাজ্যের সন্ধান দিতেন।

পূর্ব্বের পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী ২১শে ফাল্গুন হইতে ২৩শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুইটি দ্বীপ যথাক্রমে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য,) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য) প্রভৃতি পরিক্রমা করা হয়। রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে ফাল্গুনের পরিক্রমা-সূচী বন্ধ করার জন্য তৎপূর্ব্ব দিবসেই **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) ও **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) ২৪শে ফাল্গুন পরিক্রমা করতঃ পরিক্রমা-সূচী সমাপ্ত করা হয়। তৎপর যথাক্রমে ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন শ্রীমঠেই সম্পূর্ণ দিবস পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অনুকম্পিত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদ্বৈবত মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-পাদগণের মুখনিসৃত হরিকথা যাত্রীগণের প্রভূত তৃপ্তি বিধান করিয়াছে।

পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ ও বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মচারী-বৃন্দ প্রভৃতিও শাস্ত্রীয় শিক্ষা লইয়া বাংলা সংস্কৃত, অসমীয়া, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করতঃ যাত্রিগণের হৃৎকর্ণরসায়ন বিধান করেন।

উক্ত কয়েক দিবসই যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ বিতরণ ও বাসস্থান দানের উপরিও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যখন অপেক্ষাকৃত দূরস্থানে পরিক্রমা যাইত, সেক্ষেত্রে সকালে বাল্যভোগ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দ-উৎসব-উপলক্ষ্যে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রভৃতি সকলকেই অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

—**নিজস্ব সংবাদদাতা**

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য গৌড়ীয়ভাস্কর পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অনুকম্পিত বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ মাসাধিককাল ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্নস্থানে ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার করিয়া কলিকাতার অন্তর্গত টালিগঞ্জ পুলিশ বেতার প্রধানকেন্দ্রের অধিনস্ত সরকারী কোয়াটারে শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ, প্রভুর গৃহে গত ২৭শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যা ৭-ঘটিকায় বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ শ্রীসখীচরণ সরকার আই. পি. এস. মহাশয়ের সাতিশয় আগ্রহে বেতারকেন্দ্রে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ দার্শনিক বক্তৃতা প্রদানের দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তির গভীর রেখাপাত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা-মুখে বিভিন্ন বিচার আলোচনা করিয়া যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডল তাঁহার সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রালোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাহাদের বক্তব্য যে বহুমুখী চিন্তাধারার মধ্যে ভারতীয় দর্শনের এরূপ সুন্দর বিচার তাঁহারা কোন দিনই শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন নাই।

পরবর্ত্তী দিবসেও শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রোতৃমণ্ডলের একান্ত অনুরোধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভরত রাজার উপাখ্যান আলোচনা মুখে বৈজ্ঞানিকদের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। শ্রীভগবানের উপাসনার দ্বারাই যে জগতের সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে—তাহার আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করে।

উক্ত দুই দিবসের অধিবেশনে বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ Shri S. C. Sarkar I. P. S. Wireless Advisor Shri S. P. Ghosh. DY. S. P (A) Shri P. K. Mazumder এবং অন্যান্য বহুমান্যগণ্য শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর বক্তৃতার প্রভূতি প্রশংসা করেন।

বেতার আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দিবস পূর্ব্বাহ্নে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আরক্ষধ্যক্ষ মহাশয়ের মাধ্যমে হরিকথা পরিবেশন করেন।

উক্ত দিবসেই বৈকাল বেলা শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম নবদ্বীপে শুভ-বিজয় করেন।

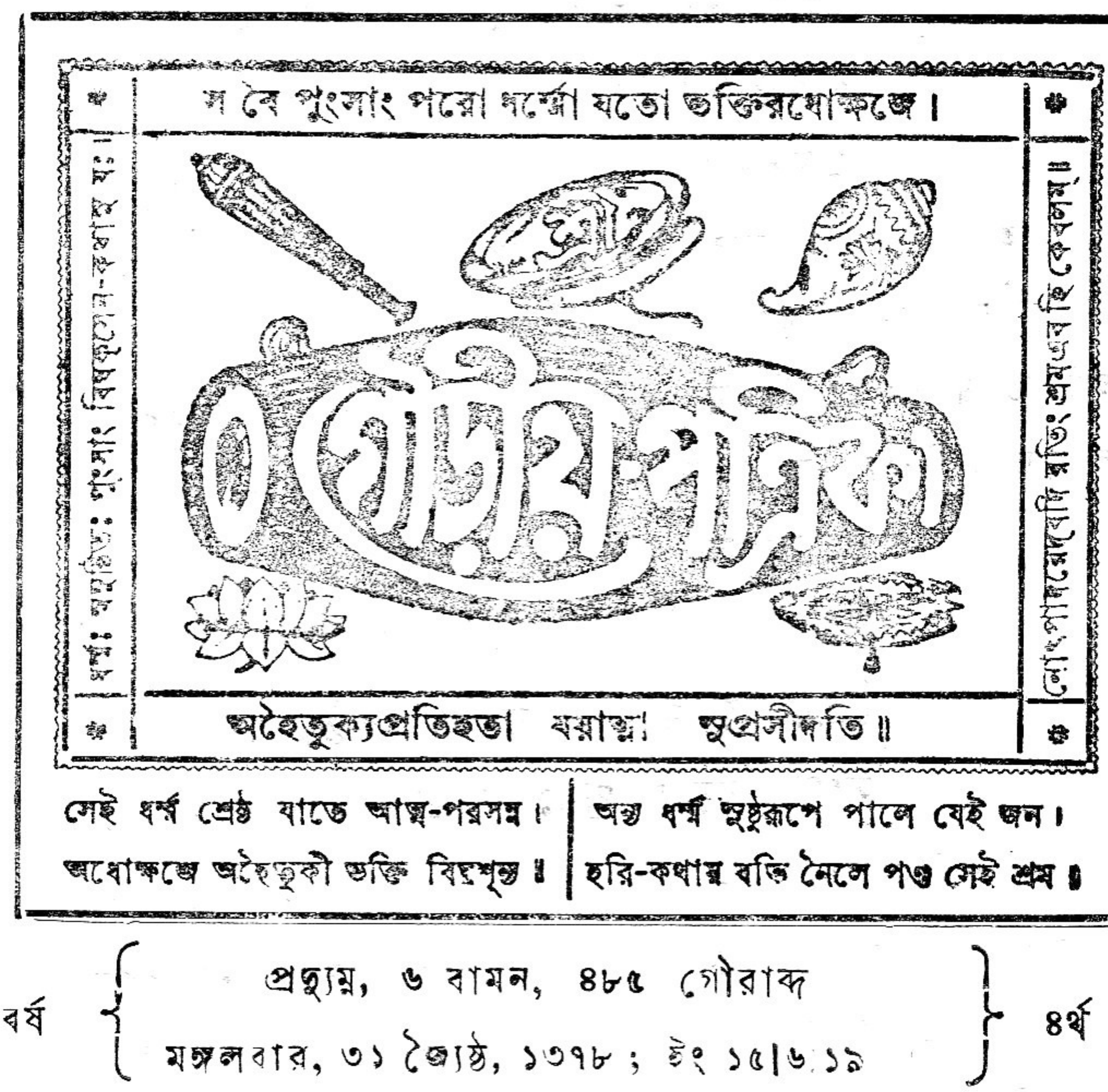

২৩ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ৬ বামন, ৪৮৫ গৌরাব্দ / মঙ্গলবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৬।৭১ } ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

পাদাম্ভোজে মণিময়তুলাকোটিযুগ্মেন যত্না-
দভ্যর্চ্চ্যৈতদ্দল কুলমপি প্রেষ্ঠপাদাঙ্গুলীয়ৈঃ।
কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং সুনেত্রে
কংসারাতেরতুল মচিরাদর্চ্চয়িষ্যামি কিং তে॥ ৩১॥

হে সুলোচনে! আমি তোমার চরণপদ্মদ্বয়কে মণিময় নূপুর দ্বারা কি অর্চ্চনা করিব? এবং ঐ চরণরূপ পদ্মপুষ্পের পত্রস্বরূপ অঙ্গুলীসমূহকে অত্যুৎকৃষ্ট পাদাঙ্গুল ভূষণ (আঙ্গুল চট্‌কা) দ্বারা অর্চ্চনা করিব। তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপীঠস্বরূপ তোমার কটিদেশকে কাঞ্চীদাম অর্থাৎ চন্দ্রহার দ্বারা অর্চ্চিত করিব? ॥ ৩১ ॥

ললিততর-মৃণালী-কল্পবাহুদ্বয়ং তে
মুরজ্বয়ি-মতি-হংসী-ধৈর্য্যবিধ্বংসদক্ষম্ ।
মণিকুল-রচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাৎ
প্রমদভর-বিনম্রা কল্পয়িষ্যাম কিম্বা ॥ ৩২ ॥

হে রাধিকে ! যাহা মুরারি শ্রীকৃষ্ণের মতিরূপা হংসীর অধৈর্য্যকারী ও অতিশয় মনোহর মৃণাল সদৃশ এতাদৃশ তোমার বাহুদ্বয়কে কি আমি অগ্রে হর্ষাতিশয় বশতঃ বিনম্রা হইয়া মণিসমূহ রচিত অঙ্গদ (কঙ্কনদ্বয়) দ্বারা কল্পিত করিব ? অর্থাৎ ভুজদ্বয়ে কি কঙ্কনদ্বয় সংযুক্ত করিব ? ॥ ৩২ ॥

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্রবাহু-
স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ ।
গ্রৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং
সংপূজয়িষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোঽয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনি রাধিকে ! তোমার যে কণ্ঠদেশে এই বৃন্দাবনে রাসোৎসবকালে গোকুলচন্দ্রের হস্তস্পর্শ জন্য নিরতিশয় সৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিল এই পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী জন (আমি) কি তাদৃশ কণ্ঠদেশকে কণ্ঠাভরণ দ্বারা পূজা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

দত্তঃ প্রলম্বরিপুণোদ্ভট-শঙ্খচূড়-
নাশাৎ প্রতোষি হৃদয়ং মধুমঙ্গলস্য ।
হস্তেন যঃ সুমুখি কৌস্তুভমিত্রমেতং
কিং তে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ॥ ৩৪ ॥

হে সুমুখি ! যে স্যমন্তককে বলরাম উদ্ধত শঙ্খচূড়ের বিনাশ বশতঃ সন্তুষ্টমনা হইয়া মধুমঙ্গলের হস্ত দ্বারা তোমাকে যে স্যমন্তকমণি অর্পণ করিয়াছিলেন যাহা কৃষ্ণালিঙ্গনে কৌস্তুভমণির মিত্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই স্যমন্তককে কি তোমার হার (মুক্তামালার) মধ্যস্থ করিব ? ॥ ৩৪ ॥

প্রান্তদ্বয়ে পরিবিরাজিত-গুচ্ছযুগ্ম-
বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চন-ডোরকেণ ।
ক্ষীণং ক্রটত্যথ কৃশোদরি ছেদিতীব
বধ্নামি ভো স্তব কদাতিভয়েন মধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥

হে কৃশোদরি ! তোমার মধ্যদেশ অতিক্ষীণ যদি ক্রুটিত (ভগ্ন) হয় এই আশঙ্কায় যাহার উভয়াগ্রভাগ সুশোভিত গুচ্ছ (থোপ্না) দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়াছে, তাদৃশ নূতন স্বর্ণ ডোর দ্বারা ঐ মধ্যদেশ কবে বন্ধন করিব ? ॥ ৩৫ ॥

কনকগুণিতমুচ্চৈর্মৌক্তিকং মৎকরাত্তে
তিলকুসুমবিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তম্ ।
মধুমথন-মহালিক্ষোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দ-প্রায়মাদাস্যতে কিম্ ॥ ৩৬ ॥

হে হেমগৌরাঙ্গি রাধিকে ! তোমার তিলপুষ্প জয়কারিণী নাসিকা আমার হস্ত হইতে কণক গুণযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের ক্ষোভজনক সুন্দর গোলাকার উৎকৃষ্ট মুক্তা পুষ্পরসের ন্যায় কি গ্রহণ করিবে ? অর্থাৎ নাসিকা যেমন পুষ্পরস গ্রহণ করে তাদৃশ আমি কি তোমার নাসাতে মুক্তা পরিধান করাইব ? ॥ ৩৬ ॥

অঙ্গদেন তব বামদোঃ স্থলে
স্বর্ণগৌরি নবরত্ন-মালিকাম্ ।
পট্টগুচ্ছপরিশোভিতামিমা-
মাজ্ঞয়া পরিণয়ামি তে কদা ॥ ৩৭ ॥

হে স্বর্ণগৌরি ! অঙ্গদের সহিত তোমার বামবাহুতে পট্টবস্ত্রের গুচ্ছ দ্বারা পরিশোভিত নূতন রত্নমালা, আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কবে পরিধান করাইব ? ॥ ৩৭ ॥

কর্ণয়োরুপরি-চক্রশলাকে
চঞ্চলাক্ষি নিহিতে ময়কা তে ।
ক্ষোভকং নিখিল-গোপবধূনাং
চক্রবদ্ভ্রময়তাং মুরশত্রুম্ ॥ ৩৮ ॥

হে চঞ্চলনেত্রে ? আমি যে তোমার কর্ণদ্বয়ের উপরি ভাগে চক্র যুক্ত শলাকারূপ কর্ণাভরণ অর্পণ করিয়াছি উহা সম্প্রতি চক্রের ন্যায় গোপবধূ-সকলের ক্ষোভকারক মুরারিকে ভ্রমণ করাইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে উন্মত্ত হইবেন ॥ ৩৮ ॥

কদা তে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে মৃগনাভিনা।
বিন্দু মুল্লাসয়িষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে ॥ ৩৯ ॥

হে মৃগলোচনে! শ্রীকৃষ্ণের আমোদের ভবনস্বরূপ তোমার যে চিবুক-প্রদেশ অর্থাৎ অধরের নিম্নদেশ, তাহাতে কবে কস্তুরী দ্বারা বিন্দু রচনা করিব? ॥ ৩৯ ॥

দশনাংস্তে কদা রক্তরেখাভির্ভূষায়ম্যহং।
দেবী মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুণৈরিব ॥ ৪০ ॥

হে দেবি! যেমন পদ্মরাগমণি নির্ম্মিত সূত্রদ্বারা মুক্তাফল অর্থাৎ গজমুক্তা সুশোভিত হয়, তেমন তোমার দশন পঙ্‌ক্তিকে রক্তবর্ণ রেখা দ্বারা আমি কবে ভূষিত করিব? ॥ ৪০ ॥

(ক্রমশঃ)

হরিকীর্ত্তন-বাধক নির্জ্জন-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ
৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৭৮; ২০শে অক্টোবর, ১৯৩১
২৪ পদ্মনাভ, ৪৪৫ গৌরাব্দ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * *র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মাদ্রাজের হরিকীর্ত্তনকার্য্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন. আগামী বহু জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। কিন্তু **মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা উচিত নহে।** সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতি আমি নহি; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরো ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জ্জুনের ন্যায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের

একমাত্র প্রয়োজন। **নির্জ্জনভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।** প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-পূর্ব্বক "ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী" ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপালাভ হইতে পারে। বাহিরে North Gopalpuramএর মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের মোটরে চড়িয়াও অকপট ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * * ভেকধারী * * ভ * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। **জনকরাজা বা রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে।** কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি স্বয়ং পাঠ করিবেন এবং * * ও * * মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব্ব করিতে হইবে না। অনেকে এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে। * * * ও প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(পৌত্তলিকতা)

১। উপাসনাকাণ্ডে মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করা সম্ভবপর হয় কি ?

"ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য ; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনা-কাণ্ডে তাহা সম্ভব না।"

—তঃ সূঃ ৩৫ সূঃ

২। মোস্লেম শাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধ চিন্ময়রূপ কি অস্বীকৃত হইয়াছে ?

"শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তিরই নিষেধ ; শুদ্ধ মুজর্‌রদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন ; অন্যান্য রসের ভাব-সকল অবগুণ্ঠিত ছিল।

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৩। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা ?

"অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্‌ (Jove) স্যাটার্ণ (Saturn) প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কিরূপ ?

"জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে যখন 'ঈশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৫। কাহারা তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক ?

"চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা' বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৬। চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা কি ?

"যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৭। পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক কাহারা ?

"যাঁহারা জীবকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৮। শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও পৌত্তলিকতায় ভেদ কি ?

"শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু **নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা** অথবা **মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা'** অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ।"

—কৃঃ সং ৬।১২

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অমোঘ বিপ্র উদ্ধার

ভট্ট নিমন্ত্রণ　　করিতে গ্রহণ　　প্রভুর হ'ল বড় সাধ,
তাই ভট্ট-গৃহে　　মহা সমারোহে　　অন্ন ব্যঞ্জন হয় পাক।
ভট্টের গৃহিণী　　ষাটীর জননী　　পাক কর্ম্মে সুনিপুনা,
প্রভুরে সেবিতে　　অন্ন ভোগ দিতে　　রান্ধে ভক্ষ্য দ্রব্য নানা।
প্রভু আগমনে　　ভট্ট পূত মনে　　কৈল পাদ প্রক্ষালন,
রন্ধন নিরখি'　　বিস্ময়ে প্রভুজী　　ভঙ্গী করি' ভট্টে ক'ন ;—
শত চুলা জ্বেলে　　শত জন মিলে　　রাঁধিতে না পারে এত,
দু'প্রহর খাটি'　　কৃষ্ণ-ভোগ লাগি'　　রেঁধেছো অন্নাদি কত।
অন্ন'পরে হেরি　　তুলসী মঞ্জরী,　　বুঝি এ কৃষ্ণের ভোগ,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন　　করেছে ভোজন　　শ্রীরাধা সনে এ ভোগ।
কৃষ্ণাসন পীঠে　　রাখ তুলি এবে,　　ভিন্ন পাত্রে প্রসাদ দেহ,
পূজ্য করি' মানি　　এ আসন খানি　　কৃষ্ণের আসন ইহো।
ভট্ট কহে তবে,　　'অন্ন আর পীঠে　　সমান প্রসাদ জানি,
অন্ন খাইবারে　　বসিতে পীঠ 'পরে　　কাঁহা অপরাধ স্বামী !'
প্রভু তবে কয়,—　　'শাস্ত্র আজ্ঞা হয়　　কহিলে যা' মোর পাশে,
কৃষ্ণের প্রসাদ　　তথা সকল শেষ　　ভক্তজনে আস্বাদে।
এত অন্ন তবু　　খেতে নারি কভু,　　অল্পতেই হব খুশী ;
ভট্ট হাসি' কয়　　এ অন্ন না হয়　　কভু তব এক গ্রাসী।

কৃপায় ভোজন কর ভগবন্ আমি তো সামান্য ছার,
পালিছে যে জন অসংখ্য ভুবন তারে কে খাওয়াবে আর !
দ্বারকা নগরে মহিষী-মন্দিরে যাদবের ঘরে ঘরে,
ব্রজবাসী সঙ্গে গোবর্দ্ধন যজ্ঞে খেতে অন্ন থরে থরে ।
নীলাচলে তুমি ত্রিভুবন-স্বামী খেতেছো বায়ান্ন বার,
মোর কাছে তবু কিঞ্চিৎ অন্ন কভু খাইতে না পার আর !
শুনি' এ ভাষণে হাসি খুশী মনে বসেন প্রভু ভোজনে,
ভট্ট নিজ হাতে জগন্নাথ-প্রসাদ পরিবেশে পূত মনে ।
ভট্টের জামাতা ষাটী কন্যা-ভর্ত্তা অমোঘ তাহার নাম,
বড়ই নিন্দুক পাষণ্ড দুর্ম্মুখ কলুষিত তার প্রাণ ।
ভোজন নেহারিতে সাধ জাগে চিতে তবু সে আসিতে নারে,
নিন্দা ভয়ে ভীত লাঠি হাতে ভট্ট দুয়ারে অপেক্ষা করে ।
ভট্টাচার্য্য যবে গেলা প্রসাদ দিতে, অমোঘ আসি' নিন্দি 'কয়,
দশ বার জন করে যা' ভোজন একা ন্যাসী তাহা খায় ।
জামাতার কার্য্য নেহারি' ভট্ট চাহে অতি ক্রোধ ভরে,
অমোঘে মারিতে ধায় লাঠি হাতে, ভয়ে সে পালা'ল দূরে ।
ভট্ট উদ্‌গ্রীব দিতে অভিশাপ ষাটী-মাতা হাহাকারে,
জামাই মরুক ষাটী রাঁড়ি হোক্, কহে দুঃখে বারে বারে ।
প্রভুজী এক্ষণে স্বনিন্দা শ্রবণে হাসিলা আপন মনে,
প্রবোধি' তাদেরে সেবি' অতঃপরে ফিরি গেলা স্বভবনে ।
লুটি' প্রভু পায় ভট্ট ক্ষমা চায় আত্মনিন্দা করে কত,
প্রভু দয়াময় হইয়া সদয় কহে, 'দোষ নাহি তব ।'
ষাটীর মাতারে কহে ভট্ট ধীরে, 'প্রভু-নিন্দা যবে স্মরি,
অমোঘে বধিব কি নিজে মরিব ভাবি মনে কিবা করি !
দোঁহার বিপ্র-গাত্র নহে বধযোগ্য অমোঘে ত্যজি তাই আজি,
দেখিব না আর মুখখানি তার যতদিন রব বাঁচি ।
ষাটীরে কহগে ত্যজিতে অমোঘে পতিত ভর্ত্তা তার,
পতিত পতিরে ত্যাগ করিবারে কহিছে শাস্ত্রকার !'

সে-রাতে হঠাৎ　　পালায় অমোঘ　রটিল তার অখ্যাতি,
নিশা অবসানে　　অমোঘের অঙ্গে হ'ল বিসূচিকা ব্যাধি।
এ খবর শুনে　　ভট্ট ভাবে মনে　অমোঘ বড় অপরাধী,
ঈশ্বরে নিন্দিল　　মহাপাপ কৈল　হৈল তাই হেন ব্যাধি।
প্রভু-পদ পাশে　　এ কথা জানাতে গেলা গোপীনাথাচার্য্য,
কহিলা প্রভুরে,　　'বাঁচাও অমোঘেরে　ভট্ট যে বিপদগ্রস্থ।
অমোঘ যে ভোগে　　বিসূচিকা রোগে আর বাঁচিবে না বুঝি,
ভট্ট দোঁহে এবে　　রহে উপবাসে　বিনিদ্র রজনী যাপি'।
শুনি' হেন বাণী　　প্রভুজী তখনি　ত্বরা তার পাশে গিয়া,
কহেন,···এ ব্রাহ্মণে　　নির্ম্মল পরাণ　কে বলে অশুদ্ধ ইহা?
এ বিপ্র-হৃদয়　　কৃষ্ণের স্থান হয়, পাপ-মুক্ত হ'ল আজি,
কল্মষ ঘুচিলে　　কৃষ্ণ নাম নিলে　পায় জীবে পরাগতি।
অমোঘে পরশি'　　কহিলা প্রভুজী, উঠ, লহ 'কৃষ্ণনাম',
প্রভুর নির্দ্দেশে　　উঠি' সে আবেশে কহে কৃষ্ণ অবিরাম!
ব্যাধিমুক্ত হ'য়ে　　প্রেমে নাচে গাহে লুটি পড়ে প্রভু-পায়,
কহে 'গো প্রভুজী　　আমি মহাপাপী　ক্ষমা কর করুণায়।'
হেরি' তার আর্ত্তি　　ক্ষমিলা প্রভুজী　দিলা তারে নিজ দাস্য,
হেন বর পেয়ে　　পাপমুক্ত হয়ে　হ'ল সে শুদ্ধ ভক্ত।
ভট্ট কহে, 'ধাতা　　মরিত জামাতা　বাঁচাইলে কেন প্রাণে?'
কহিলা প্রভুজী,　　'নহে সে তো দোষী সরল শিশু কিবা জানে।
এবে সে বৈষ্ণব　　নাহি তার পাপ　করহ করুণা তারে,
ত্যজ উপবাস　　না করিও রোষ　সে যে মোরে ভক্তি করে!'
অদোষ-দরশী　　গৌরাঙ্গ প্রভুজী　আসি' সার্ব্বভৌম-ঘরে,
হরি-গুরুদ্বেষী　　মহাপাপীয়সী　অমোঘেরে উদ্ধারে।
ভট্ট-প্রীতি-বন্ধে　　ভট্টেরই সম্বন্ধে　নিন্দুকেরে কৃপা কৈলা,
মাখিলা স্ব-অঙ্গে　　নিন্দা কলঙ্কে　বিচিত্র এ প্রেমছলা!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৭)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মুক্তিতে জীবেশ্বরের ভেদ কথিত হইয়াছে—

বিভেদজনকে জ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদং অসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥ (৬।৭।৯৪)

অর্থাৎ বিভেদজনক অজ্ঞান—দেবমনুষ্যাদিজ্ঞান—আমি দেবতা, আমি মনুষ্য—এই প্রকার জ্ঞান, ইহা স্বরূপতঃ অজ্ঞান। ইহার নাশ হইলে—স্বরূপ-জ্ঞানের উদয়ে ব্রহ্ম ও আত্মার ভেদ কেহই মিথ্যা করিতে পারে না। তখনও যথার্থতঃ ভেদ বর্ত্তমান থাকে।

মুক্তিতে যে আনন্দানুভব আছে, তাহা ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু যজ্ঞাদিকর্ম্মের নিত্যতা নাই বা তাহা পরমার্থও নহে। কুশ, সমিধ, ঘৃত প্রভৃতি বিনাশী দ্রব্যে যে ক্রিয়া হয়, তাহাও বিনাশী। তাই বলিয়া পূজার অঙ্গসকল জড়ীয় দ্রব্য দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত ক্রিয়ার ফল অনিত্য নহে। কারণ যজ্ঞাদি গুণময় আর অর্চ্চনাদি ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গুণাতীত। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥
বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥
সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥
পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচিঃ ॥
সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৪-২৯)

কৈবল্য সাত্ত্বিকজ্ঞান, দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান রাজস। আর প্রাকৃত অর্থাৎ বালক, মূক প্রভৃতির জ্ঞান তামস। পরমেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান নির্গুণত্বং-পদার্থ

অর্থাৎ জীবাত্মজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য সম্ভব হয় না। কারণ উহা তৎপদার্থের সাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবাত্মজ্ঞান সম্ভব হয়না। সত্ত্বযুক্তচিত্তে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়। তৎপরে শুদ্ধজীবও ব্রহ্মবিষয়ের চিৎ-স্বরূপতারূপ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত হয়। যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তি প্রথমে নিজ সান্নিধ্যে আলোক অনুভব করিয়া পরে সূর্য্যোদয় অনুভব করে, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানাবির্ভাবের প্রথমে জীব স্বরূপজ্ঞান, পরে ব্রহ্মজ্ঞানানুভব হয়। এই জ্ঞানাবির্ভাবে সত্ত্বগুণই প্রধান কারণ। মহৎ ব্যক্তির সঙ্গই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের হেতু। তাদৃশ জ্ঞান নির্গুণ। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, পাশাখেলাদি তামসিক এবং ভগবদ্‌গৃহে বাস নির্গুণ। বনবাস অর্থাৎ বাণপ্রস্থ। আসক্তিরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়ে আবিষ্ট কর্ত্তা রাজসিক, স্মৃতিবিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামসিক এবং একমাত্র ভগবানে শরণাগত কর্ত্তা নির্গুণ।

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামসী এবং ভগবৎ সেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণা।

হিতকর পবিত্র অনায়াসলভ্য খাদ্য সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয় সুখপ্রদ খাদ্য রাজস, দুঃখপ্রদ অপবিত্র খাদ্য তামস, আর ভগবৎ প্রসাদ নির্গুণ।

আত্মোত্থ সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়ে ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্য হইতে উৎপন্ন সুখ তামস এবং ভগবানে শরণাগতিজনিত সুখ নির্গুণ।

ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভগবৎকৃপা হইলে ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হন। যজ্ঞাদির অপরমার্থত্বের হেতু—ভগবদনাশ্রয়।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—সকাম, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম নিষ্কাম। যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেও কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পর এক "অপূর্ব্ব" উৎপন্ন হয়, উহাকে সাধারণ কথায় 'অদৃষ্ট' বলে। অপূর্ব্ব দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ হয়। অপূর্ব্ব অনন্ত নহে, তাহা কর্ম্মের অনুরূপ। কোন কর্ম্মই অনন্ত ফল দিতে পারে না, তাহা বিনাশী। নিষ্কাম কর্ম্মও পুরুষার্থ নহে। নশ্বর মানব অবিনশ্বর বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। প্রয়োজন বিশেষেই সাধনপ্রবৃত্তি সম্ভব হয়। কেহ প্রয়োজন ব্যতীত কোন চেষ্টা করে না। যে প্রয়োজনে যাহা করা যায় তাহা সিদ্ধ হইলে চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গাদি ফলভোগ আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে উহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞানলাভ। উক্ত কর্ম্মও বিনশ্বর। নিষ্কাম কর্ম্ম মানুষের ইন্দ্রিয়সাধ্য ব্যাপার, আর ভক্তি ভগবানের

স্বরূপশক্তির কার্য্যরূপা। স্বরূপশক্তি সাধকের ইন্দ্রিয়কে তাদাত্ম্যাপন্ন করিয়া সাধনভক্তি নির্ব্বাহ করে। লৌহে অগ্নিসংযোগ হইলে লৌহের তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি হয়। ভক্তির কার্য্যও তদ্রূপ।

পরতত্ত্বের ধ্যান—পরমার্থ, কিন্তু আত্মার ধ্যানকে অপরমার্থ বলা হইয়াছে।

"ধ্যানঞ্চৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম।
ভেদকারিপরেভ্যস্তৎ পরমার্থো ন ভেদবান্॥" (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।১৬)

অর্থাৎ হে রাজন্, যদি মনে কর আত্মার ধ্যান পরমার্থ, তাহাও হইতে পারে না; কারণ উহা পরমেশ্বরের ধ্যানভেদকারী। পরমার্থ ভেদবান নহে।

যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি তদেব ব্রহ্ম। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। (ছান্দোগ্য ৬।১।৩)

যে জ্ঞান দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অনালোচিত বিষয় আলোচিত হয়, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হয় অর্থাৎ যাহা জানিলে সকলই জানা যায় তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পরমার্থরূপে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা। এজন্য তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানময়ত্ব সম্ভব। অগ্নির জ্ঞান যেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গাদিকেও জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমার্থবিজ্ঞান হইতে তদীয় চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির বিচিত্র কার্য্য অবগত হওয়া যায় এবং জীবস্বরূপেরও জ্ঞানোদয় হয়। জীব অণুস্বরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞানও পরমার্থ নহে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগকেও পরমার্থ বলা যায় না। কারণ জীবলক্ষণ অন্য দ্রব্য, তাহা পরমার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং মহাতেজে প্রবিষ্ট অণুতেজের মত পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট জীবাত্মার অত্যন্ত সংযোগেও অভেদ প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া উভয়ের যোগকে পরমার্থ বলা যায় না। যোগ-শব্দের অর্থ একত্ব' বুঝাইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অসম্ভব। এক্ষণে পরমার্থ কি তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—

একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥
পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ।
ন যোগবান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোজ্যতি॥
তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽভূন্নৈ যোজ্যতে।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ২।১৪।২৯-৩১)

এক, ব্যাপী, সম, শুদ্ধ, নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত, জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত, আত্মা সর্ব্বগত, অব্যয়, পরজ্ঞানময়, বিভু, অসৎনামজাত্যাদি দ্বারা যোগবাস নহেন, যুক্ত ছিলেন না, পার্থিব বস্তু যুক্ত হইবেন না ; সুতরাং আত্মদেহ ও পরদেহে বিদ্যমান হইলেও একময় যে বিজ্ঞান, তাহাই পরমার্থ। দ্বৈতিগণ যথার্থ দর্শন করেন না। পরমাত্মা এক—জীবের মত অনেক নহেন। স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিতে অবস্থান করে, তদ্রূপ নিজশক্তিসকল ও কার্য্যসকল ব্যাপিয়া অবস্থান হেতু তিনি ব্যাপী। সর্ব্বগত-পদে প্রভাব দ্বারা সমুদয় দেহব্যাপী জীবের মত নহেন। জীবজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান তিনি সেই জ্ঞানময়, অসৎনাম জাত্যাদি দ্বারা যুক্ত নহেন। কিন্তু স্বরূপসিদ্ধ নামাদি দ্বারাই যোগবান্। এই লক্ষণবিশিষ্ট পরতত্ত্বের নিজদেহ ও অন্য সকলের দেহে পরমাত্মরূপে অবস্থিতি বিভিন্নবৎ মনে হইলেও তদীয় নিজস্বরূপ 'এক'। সেই স্বরূপাত্মক যে বিজ্ঞান—অনুভব তাহাই পরমার্থ। এই বিজ্ঞান অবিনশ্বর, সাধ্য এবং সর্ব্ববিজ্ঞান ইহার অন্তর্ভূত। দ্বৈতিগণ সেই উপাধি দৃষ্টিতে পরমাত্মারও ভেদ মনে করে। পরমার্থে ভেদদর্শীকে দ্বৈতী বলা হইয়াছে। তাহাদের মতে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অন্তর্য্যামী।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবস্বরূপের পরমার্থতা নিষেধ করিয়া পরমতত্ত্বজ্ঞানের-পরমার্থতা নিশ্চয় করিয়াছেন। জীব অণুচৈতন্য, এজন্য অসংখ্য। জীব প্রভাবলক্ষণ গুণ দ্বারা সমস্ত দেহব্যাপিয়া থাকে, স্বরূপে 'অণু' বলিয়া স্বরূপ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। পরতত্ত্ব 'বিভু' বলিয়া স্বরূপতঃই তিনি সর্ব্বব্যাপী, এজন্যই তাহাকে সর্ব্বগত বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—পরতত্ত্বের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। ব্রহ্মের কোন লীলা নাই। লীলা হইতে নাম-জাতীয় প্রকাশ ; এজন্য ব্রহ্মের কোন নাম ও জাতিও নাই। পরমাত্মা অন্তর্য্যামী, সৃষ্ট্যাদিলীলানির্ব্বাহক হইলেও ভক্ত-বিনোদনার্থ তাঁহার বিচিত্র লীলা নাই। তিনি কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকে পুরুষাবতাররূপে বিরাজ করেন, ঐরূপ জন্মাদিলীলাহেতুক অভিব্যক্ত নহে। তিনি প্রপঞ্চে কখনও আবির্ভূত হন না। সুতরাং প্রাপঞ্চিক লীলা আবিষ্কারের সঙ্গে তাঁহার কোন নাম প্রকাশিত হয় না। প্রাপঞ্চিক কোন রূপের সাদৃশ্য তাঁহাতে নাই বলিয়া জাত্যাদি সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকিতে পারে না। ভগবৎ স্বরূপ ভক্তবিনোদনের জন্য প্রপঞ্চে লীলা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে নাম ও প্রাপঞ্চিক মৎস্যাদিরূপের সাদৃশ্যহেতু

জাতি প্রভৃতি তাঁহাতে সংযোজিত হয় ; এজন্য নাম জাতি প্রভৃতিকে ভগবদ্রূপে প্রকাশ্য বলা হইয়াছে। এই নাম-জাত্যাদি প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইলেও তাহা অসৎ (অনিত্য) নহে। এই নামজাত্যাদি স্বরূপসিদ্ধ—স্বরূপে সতত বর্ত্তমান। জীবের নামজাত্যাদির মত জন্মহেতু সঞ্জাত নহে, নিত্য।

সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মরূপে প্রত্যেক জীবের দেহে অবস্থান করেন। এটী আমার দেহ, ওটী অপরের দেহ—এইরূপ উপাধি ভেদ থাকিলেও তিনি বিভিন্ন নহেন, সকল দেহেই একমাত্র তিনি বিরাজ করেন। সর্ব্বদেহে একমাত্র তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভবই পরমার্থ। এই অনুভব মায়ানিবৃত্তির পরে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহা নিত্য। এই অনুভব লাভই সাধনের উদ্দেশ্য। এই অনুভবে সমস্ত জানা যায় বলিয়া ইহাই পরমার্থ।

পরমাত্মা বিভিন্ন দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিলেও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না। তাঁহার দেহসম্বন্ধ না থাকায় তিনি কখনও দেহ দ্বারা আবৃত হন না। এজন্য তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের ব্যভিচার ঘটে না। জীব কর্ম্মবশে দেহে আবদ্ধ হয়। পরমাত্মা সৃষ্ট্যাদিলীলানির্ব্বাহের জন্য অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত। এই অবস্থিতি কোন পারতন্ত্র্য নিবন্ধন নহে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ত্রিসপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

[৫]

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রতি বৎসরের মত আজও শ্রীগুরুদেবের শুভ-আবির্ভাব তিথি-বাসরে শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্তচরিতকথা শ্রবণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি। সারা বৎসর শুধু আপন সুখবিলাসে নিমজ্জিত হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের ন্যায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রেরিত শ্রীব্যাসপূজার আমন্ত্রণ লিপি হস্তগত হইল।

ব্যাসপূজার পত্র! অতএব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব, ব্যাসতত্ত্ব ইত্যাদি কিছু লিখিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি আমার যে কপট ভক্তি আছে, তাহা সকল সজ্জনমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। দিনের পর দিন আমি যে ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া কালস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম তাহা গোপন করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়াছে এই শুভ ব্যাসপূজা-বাসরে। মাদৃশ অধমের এই হীন চিন্তাস্রোতের দ্বারা কি কোন আত্মমঙ্গল সাধিত হইতে পারে?

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা লাভ করিয়াছি। উপবীত সংস্কারের দ্বারা শূদ্রত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগও প্রচুর হইয়াছিল ও হইতেছে। সুতরাং অভিধেয় প্রয়োজন-তত্ত্বের বিচার না করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের যে আভাস লাভ হইয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট—বন্ধুবান্ধবের নিকট তথা সভ্যসমাজের নিকট নিজেকে বৈষ্ণব নামে পরিচয় দান করিবার আর কোন অসুবিধা হইবে না।

আজকাল, সর্ব্বক্ষেত্রে এই চিন্তাস্রোতের বিষময় ফলকে উপেক্ষা করিয়া জীব আপনমনে বিচরণ করিতেছে। মঠত্যাগী বহু শিষ্য আশ্রয়চ্যুত হইয়া আপন মহিমা প্রচারে ব্যস্ত এ দৃশ্য দর্শনেরও অভাব হয় না। আমি ভোগী গৃহস্থ হইয়া ভোগীসমাজ লইয়া বসবাস করি। সুতরাং এহেন মঠত্যাগীজনের আচরণের কোন দোষ আমার দৃষ্টগোচর হয় না। এই ভাবকে বজায় রাখিয়া শুদ্ধ ভক্তিকেন্দ্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে কে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করিবে?

হে গুরুদেব! আপনি অধম পতিতজনের গতিদায়ক কাণ্ডারী। আপনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ অধমের এবম্বিধ চিন্তাস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনার এবং আপনার অনুগত সেবকবৃন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন; যাহাতে আপনার এবং আপনার অনুগত ভক্তগণের গুণগান কীর্ত্তন করিয়া এই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে পারি।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মই আনুগত্য বা শরণাগতির ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের আশ্রয় করিয়া পুনরায় আনুগত্য ভুলিয়া আপন সেবাসুখে "কৃষ্ণসেবানন্দে"র বিরোধী হইব, ইহা ভাবিতেও যেন গা শিহরিয়া উঠে! হে গুরুদেব, আপনার শ্রীপাদপদ্মের কৃপায় যেন আমি ভক্তিবিরোধী চিন্তাকে জয় করিয়া আপনার এবং সারস্বত-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করিতে পারি এই প্রার্থনাই আমার জীবাতু হউক।

শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ শরণাগতির উল্লেখ আছে। সেই ষড়ঙ্গ শরণাগতি না হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয় না। সম্পূর্ণ আনুগত্য ব্যতিরেকে শরণাগতির পূর্ণতা বিকাশও সম্ভব নয়। সুতরাং সেই সম্পূর্ণ শরণাগতির জন্য বহু জন্মের প্রতীক্ষা করিতে হয়। তবে সুকৃতিশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইলেও মায়াবদ্ধজীব, কৃষ্ণাপরাধীজনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুকৃতিশালী ব্যক্তিরই ভগবৎভক্তি লাভ হয়। শাস্ত্র বলেন—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবেই ভক্তিবৃত্তি উদয় হয়। পুরুষসকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ প্রাপ্ত হন। এদিকে, শরণাগতি সম্বন্ধে বৈষ্ণবতন্ত্র বলেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

হে গুরুদেব! আপনার কৃপায় এক্ষণে অনুভব হইল যে, শরণাগতি বা আনুগত্য ছাড়া ভজনপথে অগ্রসর হইবার অন্য কোন পথ নাই।

বর্ত্তমানে আশ্রিতজনের শরণাগতির যা নমুনা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মত কোমলশ্রদ্ধব্যক্তির পক্ষে ভজনপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুখে বলি 'শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন, কর মোরে আত্মসাথ।' 'যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার।' কিন্তু যখনই "বৈষ্ণববুদ্ধি" দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি, তখনই একে অন্যকে সহ্য করিতে পারি না। সৎসরতাকে আশ্রয় করিয়া আমার স্বরূপ ধর্ম্ম ভুলিয়া যাই।

অন্যত্র নিজের দৈন্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করি—'তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণনাম ধনে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।'

হে গুরুদেব ! মুখে এক বলি, কাজে অন্য করি এই কপটতা দ্বারা আমার কি করিয়া হরিভজন হইবে ? আপনি 'কৃপা করিয়া আমার কপটভাবকে তীব্র বাক্যবাণের দ্বারা কষাঘাত করিয়া সরলতার উদয় করুন, যাহাতে আমার আত্মমঙ্গল হয়। ব্যবহারিক জীবনে উন্নীত ভাবধারা দর্শন করিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। হে গুরুদেব, আমাকে এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভাব হইতে আপনি বিনা কে আমার উদ্ধারকর্ত্তা আছেন ?

অদ্যবাব্দ শতান্তে বা মৃত্যু বৈ প্রাণীনাং ধ্রুবঃ। আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ, নিশ্চিন্ত না থাক ভাই, যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ, জীবনের ঠিক নাই।

হে গুরুদেব ! মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করিতেছে, মহাজনের কীর্ত্তন গাহিয়া বা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তবৃত্তির কোন উন্নতির লক্ষণ দেখিতেছি না। আপনার কৃপাই সর্ব্ব ভবরোগের মহৌষধ। একথা সাধুমুখে শুনিয়াছি। এক্ষণে আমাকে এই সম্মুখ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনের নাম সার্থক করুন। কারণ,—

*　　*　　*　　*

নিজ কর্ম্ম-দোষে　　এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥
বার্দ্ধক্যে এখন,　　পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া　　তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুস্থির ॥

ইতি—

তাং ১৩ই ফেব্রুয়ারী,
১৯৭১

শ্রীগুরুদাসানুদাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ভক্তিভূষণ)

শ্রীকৃষ্ণদাস

মুসলমানবিজয়ের প্রাক্কালে রাজপুতজাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রভাবে, প্রতিভায়, দেশপ্রেমে. আত্মত্যাগে যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। আমাদের আলোচ্য "কৃষ্ণদাস"—ইঁনি রাজপুতজাতির মধ্যে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহর শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভাব, প্রতিভা. দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জাগতিক লাভালাভ—হিংসাদ্বেষাদিবহুল নশ্বর কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া যথার্থ বিষয়ে শ্রীগুরুকৃষ্ণ-সেবায় প্রযুক্ত হইবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস দেশত্যাগ ও আত্মত্যাগের যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তত্তৎশব্দগুলির বিদ্বদ্রূঢ়ি ও সার্থকতা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রাদর্শনলীলা প্রকট করিয়া ঝারিখণ্ডপথে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-হস্তী প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুসমূহকে কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়া বারাণসীতে নিজভক্ত চন্দ্রশেখরের সেবা স্বীকারপূর্ব্বক প্রয়াগপথে মথুরায় ও বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভিক্ষা করেন এবং "তেঁতুলতলার" এক প্রান্তে বসিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সংখ্যানাম কীর্ত্তন করেন।

একদিন মহাপ্রভু "ইমলিতলায়" উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় যমুনার পরপারস্থ গ্রামের অধিবাসী "কৃষ্ণদাস" নামক একজন রাজপুত গৃহস্থ কেশীঘাটে স্নান করিয়া কালীয়দহে যাইবার সময় "ইমলিতলায়" অকস্মাৎ মহাপ্রভুর হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরশ্রীমূর্ত্তি ও প্রভূত অত্যদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন।

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? কাহাঁ তোমার ঘর?" কৃষ্ণদাস বলিতে লাগিলেন—"আমি গৃহস্থ পামর, জাতিতে রাজপুত, ওপারে আমার ঘর, আমার ইচ্ছা—বৈষ্ণবের কিঙ্কর হই। আমি আজ একস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নের সাফল্যস্বরূপ প্রত্যক্ষ আপনার দর্শন লাভ করিলাম।"

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিহ্বল হইয়া হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস

মহাপ্রভুর সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আগমন করিলেন এবং তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্র-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন।

তদবধি কৃষ্ণদাস প্রভুর কমণ্ডলুবাহক, নিত্যকিঙ্কর ও নিত্যসঙ্গী হইয়াছেন,—

প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥

বৃন্দাবনে রোল উঠিল, তথায় পুনরায় কৃষ্ণ প্রকটিত হইয়াছেন। রাস্তায়, ঘাটে, লোকে ইহা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদিন মহাপ্রভু অক্রূর-তীর্থের ঘাটে বসিয়া বিচার করিতে লাগিলেন—এই ঘাটেই ঐশ্বর্য্যোপসাক অক্রূর স্বীয় অধিকারে বৈকুণ্ঠদর্শন আর মাধুর্য্যসেবক ব্রজবাসিবৃন্দ স্ব-স্ব অধিকারে গোলোকদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা বিচার করিতে করিতেই মহাপ্রভু ব্রজবাসীর ভাবে জলে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জলাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণদাস রাজপুত ইহা দেখিয়া ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ আসিয়া জল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উত্তোলন করিলেন।

একদিকে অসম্ভব জনসঙ্ঘ, তদুপরি লোকের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেগদর্শনে ভীত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছায় মাঘস্নানোপলক্ষের ছলে গঙ্গাতটপথে মহাপ্রভুকে লইয়া প্রয়াগে আসিবার যুক্তি করিলেন।

মহাপ্রভুর সহিত পথজ্ঞ রাজপুত কৃষ্ণদাস, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া বিপ্র, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী ব্রাহ্মণ চলিলেন। তাঁহারা নৌকা পার হইয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিলেন। যাইতে যাইতে মহাপ্রভু পথশ্রান্ত হইয়া সকলকে লইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। বৃক্ষের নিকটেই অনেকগুলি গাভী চরিতেছিল. তাহা দেখিয়া মহাপ্রভুর ব্রজলীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ জনৈক গোপ বংশীধ্বনি করায় মহাপ্রভুর ঐ ধ্বনি শ্রবণমাত্রেই প্রেম-মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন. মুখে ফেনোদ্গার ও শ্বাসরুদ্ধ হইল।

মহাপ্রভু যখন পথিমধ্যে সেই বৃক্ষতলে তাঁহার চারিজন-সঙ্গি-বেষ্টিত হইয়া অন্তর্দ্দশায় নিমগ্ন আছেন, তখন সেই পথ দিয়া দশজন অশ্বারোহী পাঠান যাইতেছিল। পাঠানগণ একজন সন্ন্যাসীকে মূর্চ্ছিত ও তাঁহার সন্নিকটে

চারিজন ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখিয়া বিচার করিল—নিশ্চয়ই এই চারিজন দস্যু এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ লইয়াছে এবং সন্ন্যাসীর যে সকল সুবর্ণাদি মূল্যবান্ বস্তু ছিল, তাহা হরণ করিয়াছে। ইহা মনে মনে স্থির করিয়া পাঠানগণ মহাপ্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস রাজপুত, সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্রকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইতে লাগিল। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী বিপ্র সহজেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত ও সানোড়িয়া মাথুর-ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে উক্ত পাঠানগণকে আত্মপরিচয়াদি প্রদান করিতে লাগিলেন। তথাপি পাঠানগণ তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া গৌড়ীয়াগণকে 'দস্যু' ও 'ঠক্' বলিতে লাগিল। রাজপুত কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব-গণের প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার শৌর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"পাঠানগণ, সাবধান! তোমরা গৌড়ীয়াদ্বয়কে এইরূপ অন্যায় ভাবে আক্রমণ করিতে পার না। এই গ্রামেই আমার গৃহ। আমার হাতে দুইশত তুর্কসৈন্য ও একশত কামান আছে; এখনই হুকম করিলে তাহারা এখানে আসিয়া পড়িবে এবং তোমাদিগকে হত্যা করিয়া তোমাদের 'ঘোড়া-পিড়া' সমস্তই লুটিয়া লইবে। "গৌড়ীয়া"—"বাটপাড়" নহে: তোমরাই বাটপাড়। তোমরাই তীর্থবাসীদিগের ধন লুণ্ঠন কর, আর তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে চাও।"

কৃষ্ণদাস রাজপুতের এইরূপ তীব্র বাক্য শুনিয়া পাঠানগণের মনে সঙ্কোচ হইল। এমন সময় মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশা লাভ করিলেন; হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া 'হরি', 'হরি' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া-শুনিয়া পাঠানগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ প্রভুর ভক্ত চারিজনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল। মহাপ্রভু নিজগণের বন্ধন দেখিতে পাইলেন না।

মহাপ্রভু সম্পূর্ণ বাহ্যদশা লাভ করিলে পাঠানগণ মহাপ্রভুর প্রভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া প্রণত হইল এবং ঐ চারিজন প্রভুকে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহার ধনরত্নাদি হরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন—ইহা মহাপ্রভুকে জানাইল। মহাপ্রভু পাঠানদিগকে বলিলেন—ঐ চারিজন 'দস্যু' নহেন, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গী। তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, তাঁহার কোন ধনরত্নই নাই।

তিনি সময় সময় এইরূপভাবে রাস্তায়-ঘাটে অচেতন হইয়া পড়েন বলিয়া এই চারিজন সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মকৃপায় ঐ সকল পাঠানগণের দলপতি 'বিজলি খাঁ' মহাভাগবত বৈষ্ণব হইলেন এবং প্রভুর আদেশে সকল পাঠানই কৃষ্ণনাম-দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন।

সোরোক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু গঙ্গাস্নান করিলেন এবং গঙ্গাতীরপথে প্রয়াগ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময় মহাপ্রভু সানোড়িয়া বিপ্র ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা করযোড়ে প্রয়াগ পর্য্যন্ত প্রভুর অনুগমনার্থ প্রার্থনা জানাইলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আগমন করিয়া শ্রীবল্লভভট্টের ভিক্ষা-গ্রহণার্থ যে-কালে প্রয়াগের পরপারে আড়াইল-গ্রামে গমন করেন, তখন শ্রীরূপ প্রভু ও রাজপুত কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর সঙ্গিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল রূপ প্রভু এবং রাজপুত কৃষ্ণদাস উভয়েই তথায় মহাপ্রভুর অবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিহুত-পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিতও মহাপ্রভুর যে-সকল রসতত্ত্ব-প্রসঙ্গ হইয়াছিল, কৃষ্ণদাস তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

পাঠক! রাজপুতের চরিত্র আলোচনায় আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? মহাপ্রভু তাঁহার এক একজন ভক্তের দ্বারা জগতে কি প্রকার অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সহস্র-ধারা প্রবাহিত করেন, তাহা বিচার করুন—বিচার করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন—চমৎকৃত হইতে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস রাজপুতের শৌর্য্যবীর্য্যের অবধি ছিল না—দুইশত তুর্কসৈন্য, একশত কামানের অধিকারী যিনি, তাঁহার ধন, সম্মান, বৈভব কম নহে; কৃষ্ণদাসের স্ত্রীপুত্র ছিল। তিনি—আঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন; কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর কমণ্ডলুবাহক ভৃত্য হইবার জন্য--

"প্রভুসঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।"

ইহাই কৃষ্ণদাসের প্রকৃত পরিচয়। কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণদাস রাজপুত আরও সুন্দরতর ভাষায় "বৈষ্ণবকিঙ্কর।" কৃষ্ণদাস—গৃহের দাস, স্ত্রী-পুত্রের দাস নহেন, কিংবা দুইশত সৈন্য বা একশত কামান অথবা জাগতিক প্রতিষ্ঠা, আভিজাত্য, জাতি-কুল-ধন-রত্নের বা অধনের দাস নহেন। তাঁহার নিজেকে দুইশত সৈন্য ও একশত কামানের মালিক বলিয়া পরিচয় প্রদান জাগতিক সৈন্যবল ও অস্ত্রবলদৃপ্ত কর্ম্মবীরের আস্ফালন নহে। তিনি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্যই নিজেকে জাগতিক সৈন্যবল ও অস্ত্রবলশালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল বস্তুর প্রভু হইবারও আকাঙ্ক্ষা-লেষ ছিল না। ঐ সকল বস্তুর প্রভুর অভিনয় বা দাসের অভিনয় অসুরগণও করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের পরিচয় অদ্বিতীয়—অসমোর্দ্ধ—অপ্রাকৃত—অহৈতুক—অপ্রতিহত—অনাবিল।

কৃষ্ণদাস—'ফল্গু-বৈরাগী' নহেন, তিনি মর্কটের ন্যায় আত্মভোগ-পিপাসায় গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া বনগমন করেন নাই। তিনি প্রভুর সঙ্গের জন্য—প্রভুর সেবার জন্য গৃহস্থ হইয়াও গৃহ স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়াছিলেন। তাঁহার হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা-প্রীতি অতুলনীয়। তিনিই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাও যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ তাঁহাতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান ছিল।

ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন—তিনি যুক্তবৈরাগী। ভোগত্যাগ ও ত্যাগ-ত্যাগই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্য স্বীয় ভোগসুখও ত্যাগ করেন আবার কৃষ্ণসেবার জন্য বিষয়ও গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিষয়কে বিষয়রূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

ভক্তির মহিমা

(একাঙ্ক নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

মহাপ্রভু—সনাতন, ওঠো ক্ষুব্ধ হ'য়ো না।

(সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

তোমার থেকে জগদানন্দ আমার প্রিয় নহে। তুমি প্রবীন শাস্ত্রজ্ঞ, কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, আমার পরমপ্রিয় প্রাণাধিক; আর জগা নবীন কিশোর, কালকের পড়ুয়া। তোমার কাছে আমি কৃষ্ণ-কথা শুনতে ভালবাসি। তোমার ব্যবহার ভক্তিতে আমি অত্যন্ত প্রীত। তাই আমি তোমার প্রশংসা না কর্‌লে যে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়। অর ঐ

কালকার বটুক নবীন জগা শাস্ত্রের কি জানে যে তোমাকে উপদেশ দিতে আসে? যা'র মুখে আমি শাস্ত্র শুনি, যে আমাকে বুঝাইতে শক্তি ধরে তা'কে কিনা ঐ জগা বেটা শিক্ষা দেয়? জগার এই অন্যায় কার্য্য আমি সহ্য কর্‌তে না পেরে তা'কে ভৎর্সনা করেছিলাম আমি বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমার স্তুতি করি নি; তোমার গুণই তোমাকে স্তুতি করিয়েছে। গুণবান্ তাঁর গুণসমূহের দ্বারাই জগতে পূজনীয় হ'ন। তোমার ঐ দেহকে তুমি হেয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে থাকো, কিন্তু আমি তোমার দেহটীকে অমৃত সমান বলে মনে করি। তোমার ঐ দেহ অপ্রাকৃত বস্তু। চিনির পুতুলের যেমন পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত সবটাই চিনি দিয়ে তৈরী ও সমস্ত পুতুলটীই চিনির পুতুল; তেমনি তোমার সম্পূর্ণ দেহটাই অপ্রাকৃত, কখনও প্রাকৃত নহে। তোমার তা'তে প্রাকৃত বুদ্ধি হলেও এবং তোমার বপু প্রাকৃত হলেও আমি তা' উপেক্ষা কর্‌তে পারি না। প্রাকৃতে ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান না থাকায় তা' মনোধর্ম্মের বিষয়ীভূত হওয়ায় দ্বৈতবস্তু মাত্রেই অবস্তু। আমি সন্ন্যাসী, সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে ঘৃণা বুদ্ধি বশে তোমাকে ত্যাগ কর্‌লে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে। কাজেই তোমাকে কোনমতেই ত্যাগ করতে পারি না। প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি আমার শরণ গ্রহণ করে আমাতে আত্মসমর্পণ করায় তোমার দেহ চিদানন্দময় অপ্রাকৃত ও আমার আত্মসম।

হরিদাস—প্রভো! আপনি দীন-দয়াল, আপনি আমার ন্যায় নীচ অধম পাপীষ্ঠকেও অঙ্গীকার করেছেন।

সনাতন—প্রভো! আপনার আলিঙ্গনকালে আমার কণ্ডুরসা যে আপনার সুন্দর সুঠাম শ্রীঅঙ্গে লেগে যায়, তাই আমার মহাদুঃখ।

মহাপ্রভু—পুত্রের অমেধ্য-বিষ্ঠা গর্ভধারিণী মায়ের অঙ্গে লেগে যায়, তা'তে কি মা তার পুত্রের উপর রুষ্ট হয়, না কি মহা-সুখ পায়? তোমার দেহের ঐ ক্লেদরাশিকে আমি কি ঘৃণা কর্‌তে পারি? ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার দেহে কণ্ডু রোগ দিয়ে আমায় পরীক্ষা কর্‌তে তোমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি ঘৃণাভরে তোমাকে আলিঙ্গন না কর্‌লে যে ভগবান্ কৃষ্ণ সমীপে অপরাধী হ'তাম।

হরিদাস—প্রভু ! আপনার লীলা বোঝা ভার ! বিপ্র বসুদেবের গলৎকুষ্ঠী দেহে আপনি আলিঙ্গন করায় তাঁ'র দেহ তখনই আপনার প্রভাবে ও আপনার ইচ্ছায় কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয়ে সে সুন্দর কন্দর্পসম দেহ প্রাপ্ত হ'ল। আর এই সনাতনের প্রতি এত বিমুখ কেন ? যদি সনাতন আপনার প্রাণাধিক প্রিয় হয় আপনার সঙ্গলাভে সে কুষ্ঠী-দেহী হওয়ায় যখন দুঃখিত হচ্ছে, তখন তা'কে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত তা'র দেহটীকে কন্দর্পসম কান্তিযুক্ত করাই তো বিধেয় বলে মনে করি। আপনিই দ্বাপরে আপনার ভক্ত মহাবীর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য নিজ প্রতিজ্ঞা তুচ্ছীকৃত করেছিলেন,…নিজে অস্ত্র ধর্‌বেন না প্রতিজ্ঞা কর্‌লেও ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। আপনি নিজেই বলেছেন,—অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।' আপনি ভক্ত পরতন্ত্র হয়ে ও ভক্ত মাহাত্ম্য-প্রচা'রে ব্রতী হ'য়ে সনাতনের মত ভক্তকে দুঃখ দিচ্ছেন কেন তা' বুঝতে পার্‌ছি না।

মহাপ্রভু—সনাতন আমাকে তা'র নিজ দেহটা সমর্পণ করে দিয়েও ঐ দেহটাতে আমাকে আলিঙ্গন দিতে তা'র বাধা কেন ?

সনাতন—(স্বজল চক্ষে) প্রভু, আপনি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় ! আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন ! আমার এ দেহ আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি সত্য, এবং এক্ষণে এ দেহ আপনার ধন ও আপনার ভোগ্য হওয়ায় আপনি স্পর্শ কর্‌লে এই দেহের কণ্ডুরস রক্ত আপনার শ্রীঅঙ্গে লেগে যাওয়ায় আপনার শ্রীঅঙ্গ অপরিচ্ছন্ন হয় ও সৌষ্ঠব বিনষ্ঠ হয় এবং তা'তে আপনার ক্ষোভ উপস্থিত হ'তে পারে— আশঙ্কায় মনে মনে অশেষ দুঃখ পাই।

মহাপ্রভু—তাই বুঝি গায়ে যা'তে কণ্ডুরসা না লাগে সেজন্য এক খণ্ড ওড়না গায়ে দিয়ে আছো ! তোমার ন্যায় ভক্তি আর কা'র আছে ! তোমার আলিঙ্গনে আমি অত্যন্ত সুখ পাই। তুমি এ বৎসর আমার কাছে থেকে আগামী বৎসর বৃন্দাবনে যেও। দুঃখ ক'রো না সনাতন ! তোমার স্থান আমার হৃদয়ে।

[মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মহাপ্রভুর গাত্রস্পর্শমাত্রেই সনাতনের কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হইল ও সনাতন সুন্দর সুঠাম দেহ লাভ করিলেন।]

হরিদাস—ধন্য সনাতন! ধন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন খাঁটি সোনায় পরিণত হয়, তদ্রূপ তুমিও প্রভু স্পর্শে আজ ভিতর-বাহিরে খাঁটি হ'লে। এদিকে বাহিরে যেমন সুন্দর রূপশ্রী লাভ কর্‌লে, তেমনি হৃদয়মধ্যে সমস্ত ভগবদ্‌গুণের অধিকারী হ'লে। হা প্রভু, ধন্য আপনার মহিমা! আপনি সনাতনকে ঝারিখণ্ডের জল খাইয়ে তার গায়ে গলিৎকুষ্ঠ সৃষ্টি কর্‌লেন, আবার তাকেই আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আলিঙ্গন দিয়ে সুন্দর দেহ করে দিলেন। লীলাময়, আপনার লীলাভঙ্গী বড় বিচিত্র!

গীত

এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে।
আর কত নিদ্রা যা'বে মায়া-পিশাচীর কোলে॥
এই কলিযুগে শ্রীহরি স্বয়ং গৌর-অবতার।
জড়, অন্ধ, আতুরেও আজ কৈল রে উদ্ধার॥
ভক্ত-বৎসল রহেন সদাই শুদ্ধ ভক্তি-বশে।
সনাতনেরে কৈলা কৃপা তা'রি সুখ-আশে॥
লুটিয়ে পড় সবে রে ভাই, গৌর-পদ-তলে।
হেন দয়াল পাবে না আর কভু কোন কালে॥
ভব-সাগর-পারে যেতে গৌর-কৃপা চাই।
গৌর-পদ ভজনে আর দেরী কেন ভাই??
এবার সবে ওঠরে জেগে, ডাক গৌর ব'লে।
সকল আশা মিট্‌বে রে ভাই, গৌর নামের বলে॥

(নেচে নেচে গাহিতে লাগিলেন)

জয় গৌর হরিবোল! জয় গৌর হরিবোল!!

[সকলের প্রস্থান]

—যবনিকা—

বাণীই গৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য

আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। বহির্ম্মুখ জগতের শতকরা শতজন লোকেরই এই প্রবৃত্তি আছে। কৃষ্ণবিমুখ জগদ্বাসী সকলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষে দুষ্ট। এজগতের খণ্ড ধারণা লইয়া তাহারা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে মাপিতে যায়। তাঁহাদিগকে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ—দেশ-কাল-পাত্র বা ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের আসামী মনে করে। নিজেরা শত-সহস্র দোষে দোষী বলিয়া সেই দোষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নির্দ্দোষ, নির্ভুল কোন বস্তু আছে—ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা এই গোঁড়ামি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। ইহাই বহির্ম্মুখ বঞ্চিতের বৃত্তি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সমগ্র মানবজাতির আধ্যক্ষিকতার এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। তাঁহারা গোঁজামিল দেওয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহারা নির্ভীকভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। জগতের সমস্ত লোক যদি এই কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তথাপি তাঁহারা অচল-অটলভাবে বজ্রগম্ভীরস্বরে, সিংহনাদে এই কথা প্রচার করেন, করিতেছেন ও নিয়তই করিবেন।

'গুরুরও ভ্রম হইতে পারে তাঁহার কোন কোন কার্য্যে ত্রুটী থাকিতে পারে—সব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান নাও থাকিতে পারে'—যেখানে গুরুর প্রতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে লঘুদর্শন—পরিপূর্ণ-বস্তুতে অসম্পূর্ণতা-দর্শন, খণ্ডদর্শন, সেখানে ভ্রান্তদর্শন বা বিবর্ত্তদর্শন। এই বিচার লইয়া গেলে শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবরণের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অস্বচ্ছ গুরুই হৃদয়াসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরুত্বে ও শিষ্যত্বে সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুত্বে বা সাধুত্বে নানারূপ দোষ দর্শন হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাভাবে সহায়তা করিবেন, ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন—হৃষীকেশের দ্বারে হৃষীকেশের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে। তখন হইতেই মতভেদ হয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাণীর উপাসক। বাণী ব্যতীত তাঁহার কাম্য নাই। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। বাণীদ্বারাই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছেন। বাণী বা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, বিমুখকে উন্মুখ করে, বদ্ধকে মুক্ত করে। অতএব গৌড়ীয়মঠাশ্রিতগণ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া—এই বাণীকীর্ত্তনকারী আচার্য্য বা গুরুকে ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাই ছাড়িতে পারেন না। গৌড়ীয়-মঠবাসিগণের সহিত গুরুর বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন—"ভগবানের কায়ব্যূহ সকল বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া 'আচার্য্য' নামে অভিহিত হন।" গৌড়ীয়মঠবাসিগণ শ্রীআচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাতে অসূয়া বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা 'তুম্‌ভি চুপ্‌, হাম্‌ভি চুপ্‌'-নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণ অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে কেহই বাধা দিতে পারেন না, মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্ত্তনবিরোধী মৎসর ব্যক্তি সত্যকথা-কীর্ত্তনে বাধা দেয়, তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না, দৈবশাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে+ পাষণ্ডদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন-বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্যই গৌড়ীয়মঠবাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত বিষয় সত্য—তাঁহার বাণী অভ্রান্ত। যাহার কথা ক্ষণস্থায়ী—প্রতিবাদযোগ্য, যাহার বাণী অপরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, সেই

বাণীকীর্ত্তনকারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-কেশব-পাদাশ্রিত নহেন, আর সেই বাণী ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী নহে। বাস্তব শ্রৌতসিদ্ধান্তে কোনও গোঁজামিল নাই। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যূত, পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্য অর্থ বা কনকের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলিসহচর। ইহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদের শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, তাঁহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহারা ভোগ-বুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া যোষিৎসঙ্গী। যাহারা ঐরূপে যোষিৎসঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে, তাহারা অসৎ। অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুড়ি-মিশ্রি, সাধু-অসাধু, সেবা ও কর্ম্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। অসৎ-সঙ্গ হইতে কৌশলে তফাৎ থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

—শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী

কালের চলন্তিকা

বায়ু-যে প্রকার আমাদের দৃষ্টির গোচর না হইয়াও স্বীয় প্রভাব অনুভব করায়, কালচক্রও তদ্রূপ দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে থাকিয়াও স্বীয় প্রবল-পরাক্রম জীববৃন্দের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত করাইয়া থাকে। কালচক্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা প্রাণিগণকে নিপীড়িত করিয়াও স্বীয় অধীনতায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। অন্য প্রাণীর কথা কি, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত তাহার অহঙ্কার-প্রণোদিত যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধির বলেও কালচক্রের পীড়ন ও তাহার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সেদিন যাহাকে রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনে আসীন দেখিয়াছি আজ যে তাহাকে ভিক্ষুকের বেষে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতেছি, তাহা কি কালচক্রের পীড়ন

নহে? কল্য যাহাকে তর্কজালে অপর ব্যক্তিগণকে অস্থির করিতে দেখিয়াছি আজ যে সে পক্ষাঘাতবশে নিশ্চল ও নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি কালপীড়ন নহে? কল্য যাহাকে সূত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত দেখিয়াছি, আজ যে সে উদরের সংস্থানের জন্য শূদ্র-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছে ইহা কি কালচক্রের ভীষণ আক্রমণ নহে? সেদিন স্বীয় রূপমদে প্রমত্ত যাহাকে 'ভূমিতে না পড়ে পদ' অবস্থায় দেখিয়াছি আজ যে সে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় বিরূপগ্রস্ত তাহা কি কালের নিষ্ঠুর আচরণ নহে? কল্য যাহাকে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র-পরি-বেষ্টিত-অবস্থায় আনন্দ-সাগরে ভাসিতে দেখিয়াছি আজ যে সে শোকাকুল তাহা কি কাল-বিড়ম্বনা নহে? কালের এই নিষ্ঠুর আচরণ ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্য করিয়াও কয়জন কালের কবল হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য যত্নপর, কয়জনই বা কালের ঐ প্রভাব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য কালনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে শরণ-গ্রহণে অভিলাষী? ধন্য কাল! ধন্য তোমার অমিত প্রভাব!! ধন্য—অনন্ত ধন্য তোমার মোহন-চাতুর্য্য, যে চাতুর্য্য নির্ম্মম-কষাঘাতেও চন্দন-স্নিগ্ধতার ধারণা জীব-হৃদয়ে জন্মাইয়া থাকে!!! তোমার প্রভাবে জীববৃন্দ নাসাবদ্ধ বলদের ন্যায় মায়া-দেবীর কারাগৃহে চতুর্দ্দশ-ভুবন-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কর্ম্ম-ক্লেশ-তৈল প্রস্তুত করে। বলদের দ্বারা ঘানিতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা অপরে ব্যবহার করে, কিন্তু জীব কর্ম্মবিপাকে ঘুরিয়া যে ক্লেশ তৈল প্রস্তুত করে তাহা তাহারই ভোগ্য। এই স্থানেই তাহার বাহাদুরী। নিজে শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নিজের হস্তপদাদি আবদ্ধ করা অপেক্ষা আর অধিক বাহাদুরির কথা কি হইতে পারে? কাল! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তোমার কার্য্য-কুশলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় কি?

হে কাল! প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব নিজ সুখের জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, তুমি হয় ত' এক অনুপলের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট করিয়া কৌতুক দেখ। প্রাণিশ্রেষ্ঠ কিন্তু তথাপি তোমার ঐ সর্ব্বনাশকর কৌতুকের কথা একবারও চিন্তা করে না; হয় ত' অনেক সময় শোকে অন্ধ হয়, তথাপি তোমার প্রভাব তাহার শিরোধার্য্য। তোমার প্রভাবের বলেই সে নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। তোমার প্রভাবেই মানব ধন, জন, দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিতে

নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। তোমার প্রভাব-বলেই কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্য পাপকার্য্যাদির আবাহন করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। তোমার প্রভাবে কলভাষি-শিশুর আধ-আধ আলাপ কেমন মধুর বলে মনে হয়! অসতীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগকামনা কেমন প্রলোভনের বিপণি বিস্তার করে! এই সকল প্রলোভন-সামগ্রী যে আসক্তি জালে আবৃত তাহা তোমার প্রভাবে একবারও চিন্তার বিষয় হয় না। কেহ অঙ্গুলী নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা দেখাইয়া দিলেও তোমার প্রভাব মন্ত্রণা দেয়--"পরকাল আছে কিনা জানা নাই, অনাসক্তিতেই বা লাভ কি? এখন বুঝিয়া পড়া যাউক, ভোগটা পূর্ণমাত্রায় হউক, পরে দেখা যাইবে।" জড়াশক্তি যে ইহ-কালের ভোগেও কত বিড়ম্বনা উপস্থিত করে তাহা তোমার প্রভাবে মোটেই বোধগম্য হয় না।

তোমার প্রভাবের কথা আর কত বলিব? ইহা যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কখনও বৈরাগ্যাশ্রয়ের ভাণ করিয়া বলি—'যদি আমার স্ত্রী বিয়োগ হইত, তাহা হইলে বাঁচিতাম, সংসারাসক্তি ছিন্ন হইত।' কিন্তু ভগবান কৃপা করিয়া আমার সেই ভোগের সামগ্রী যখন সরান তখন বলি—'ভগবান্ তুমি কি ঠাট্টাও বুঝ না? একবার একটু মাত্র বলিলাম তাহাতে তোমার এমন ক্রোধ হইল যে, ঐপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণ করিলে! আচ্ছা তুমি একটী লইয়া গেলে, দেখ আমি আর একটী লইতে পারি কিনা?' যেমনই কথা, তেমনই কাজ! শ্রাদ্ধ-বাসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই নূতন গৃহলক্ষ্মীর আলোকে গৃহ আলোকিত হইল। শোকাকুল শূন্য হৃদয়-মরু আসক্তি-জলে মরুদ্যানে পরিণত হইল। তাই বলি, ধন্য কালের প্রভাব! কাল! তুমিই ধন্য!!

অভাবের তাড়নায়, রোগ-শয্যায় বার্দ্ধক্যাবস্থায় যখন যমযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকি তখন আমার আসক্তির পরম আত্মীয়গণ সুহৃদ্য রক্তলোচনে সুমধুর ব্যঙ্গোক্তিতে কি চমৎকার মধু বর্ষণ করে! তথাপি তোমার প্রভাবেই আমি তাহাদিগকে না আকড়াইয়া থাকিতে পারি না।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত। ঘোরাকৃতি যমদূতগণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। তখনও যাবতীয় বিষয়ের সন্ধান দ্বারা আমি আমার স্নেহপুত্তলিগুলিকে অভিষিক্ত করিতে ব্যস্ত হই। তখন যদি আমার পরম বান্ধব আসিয়া বলে—"শেষ নিঃশ্বাস যে অতি নিকটে, ভগবানের নাম কর—অন্ততঃ

"হরে কৃষ্ণ" বল, তাহা হইলে তাহাকে বিরক্তির সহিত বলি—"অত কথা বলিবার সময় কোথায় ?" সংসারের যাবতীয় বস্তুর সন্ধান দিতে সময়ের অভাব বা কষ্ট হয় না, যত কষ্ট ও সময়ের অভাব "হরে কৃষ্ণ" উচ্চারণে ! এই কষ্টই যদি না হইবে, তাহা হইলে আমি কি-প্রকারে কালের প্রভাবের অধীন থাকিব ? এমন মনিবটী কোথায় পাইব ? কালচক্র, তোমার নিকট মানব-মনীষা সর্ব্বদাই পরাজিত।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

আত্মার অবস্থা

জড়াসক্ত ব্যক্তির জড়ের প্রতি আস্থা বেশী। তাহাদের প্রবৃত্তি জড়গত। তাহাদের আশা-ভরসা, উৎসাহ, বিচার ও প্রীতি সবই জড়াশ্রিত। তাহারা যে যুক্তি অবলম্বন করে, তাহাও জড় বা প্রাকৃত। তাহারা যুক্তিবৃত্তির অধীন। যুক্তি কখনও আত্মার সন্ধান দিতে পারে না। প্রাকৃত যুক্তি কি অপ্রাকৃতকে স্পর্শ করিতে পারে ? অনুবীক্ষণ যন্ত্র কর্ণে লাগাইলে কি হইবে ? অতএব জড়বুদ্ধিদ্বারা কি করিয়া বৈকুণ্ঠদর্শন করিবে ? জাগতিক ব্যাপার যুক্তিবৃত্তির অধীন, কিন্তু আত্মা স্বীয় দর্শনবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বুদ্ধিদ্বারা লক্ষিত হন না। আত্মা স্বপ্রকাশ। জড়জাত যুক্তিবৃত্তি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। যুক্তি ভক্তির অনুগত হইলে তাহার কিছু মূল্য দেওয়া যাইতে পারে ; নতুবা যুক্তির কোন মূল্যই নাই।

আত্মা শুদ্ধচৈতন্যতত্ত্ব। আত্মার জড়ানুগত্য সহজে সম্ভব হয় না। অবশ্য কোন কারণবশতঃ ভগবদিচ্ছাক্রমে শুদ্ধ আত্মার জড়সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে। আনন্দই চেতন-সত্তার পরিচয়। বদ্ধাবস্থায় জীবের আনন্দাভাব, তাহা তাহার দণ্ডাবস্থা। শুদ্ধ আত্মার জড়সংস্পর্শে অহঙ্কার, মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপা একটি চিদাভাসের উদয় হয়। আত্মার মুক্তি হইলে ঐ চিদাভাস আর থাকে না। আত্মাই জীব, চিদাভাস লিঙ্গশরীর এবং ভৌতিক দেহকে স্থূলশরীর বলা হয়। মরণান্তে স্থূলশরীর নষ্ট হয়, কিন্তু মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত লিঙ্গশরীর কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে। চিদাভাস মন বদ্ধাবস্থার সহিত সমকালব্যাপী, কিন্তু তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নহে। শুদ্ধ জীব চিদানন্দ-স্বরূপ, শুদ্ধজীবের সত্তা স্থূল ও লিঙ্গদেহের সত্তা হইতে ভিন্ন। প্রাকৃত চিন্তা দূর

না হইলে শুদ্ধ জীবসত্তার অনুভূতি হয় না। অহঙ্কার বা প্রাকৃত অভিমান থাকিলে মায়াতীত বস্তুর চিন্তা করা যায় না। মানুষ চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। অসৎ বা অনিত্যবস্তুর চিন্তাই মনের ধর্ম্ম। সাধুসঙ্গে মনোবৃত্তিকে স্থগিত করিয়া আত্মসমাধি অর্থাৎ স্ব-দর্শনবৃত্তিদ্বারা আত্মা যখন আলোচনা করেন তখন নিঃসন্দেহ-আত্মোপলব্ধি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা জড়াহঙ্কারের নিকট নিজ স্বতন্ত্রতাকে একেবারে বলি দেন, তাঁহারা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন না এবং শুদ্ধ আত্মার সত্তাও কিছুমাত্র অনুভব করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের হয় না। শুদ্ধ আত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥ (ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নহে, অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না। শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাবরহিত; এক অর্থাৎ গুণ-গুণী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী, অঙ্গ-অঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাবরহিত; ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা; আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নহে, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে; অবিক্রিয় অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক-বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। সদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নহে; হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্তা, ভাব ও কার্য্যের মূল, স্বয়ং প্রকৃতিমূলত নহে; ব্যাপক অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপী নহে, তাহার প্রাকৃত-স্থানীয় সত্ত্বা নাই, অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নহে; অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবৃত হয় না—এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান্ লোক দেহাদিতে মোহ-জনিত 'অহংমম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধাবস্থায়ই কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জীবের ত্রিবিধ অস্তিত্ব দেখা যায়, যথা—শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূলবস্তু সূক্ষ্মবস্তুকে আবরণ করে, ইহা নৈসর্গিক বিধি। লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু স্থূল

হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। আবার ভৌতিক অস্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব উভয়কে আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ আছে, কেন না, আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ পায় না।

আত্মস্বরূপটী প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণসমূহ নিজ নিজ স্থানে মুক্ত থাকিয়া কার্য্যসম্পাদন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য্যবিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শস্বরূপ আত্মদেহেও প্রয়োজনীয় করণসমূহ ন্যস্ত আছে। জড়দেহ ও চেতন দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূলদেহের দেহী—চেতন জীব এবং দেহটী—স্থূলদেহ। অতএব দেহ-দেহী ভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু আত্মদেহে যিনি দেহী, তিনিই দেহ, কোন পার্থক্য নাই।

জীব ভগবদ্দাস, ইহাই তাহার স্বরূপ-পরিচয়. আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধ অহঙ্কার, শুদ্ধ চিত্ত এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়সকল দেহী হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্তায় অবস্থান করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখদুঃখরূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হয়।

আত্মা পরমাত্মার অংশ। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মাই ভগবান্। জীব ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ, ভগবান্ অসামান্য চিৎ-স্বরূপ। ভগবৎ-স্বরূপটী শুদ্ধ আত্মার পরিদৃশ্য, পরম সুন্দর ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক। ভক্তগণ তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে নিত্য আকৃষ্ট।

ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ত্ব আর কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই ওতঃপ্রোতভাবে আছে; যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ। মূলবস্তু এক অর্থাৎ ভগবান্। সমস্ত জগৎ ভগবানের শক্তিপরিণতি। জীব ও জড় ভগবচ্ছক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায় তাহারা ভিন্নতত্ত্ব হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান্ পূর্ণভাবে সর্ব্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন এবং ইহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়॥

জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে।
আশা মাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখসংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে॥
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে॥

জীব স্বরূপতঃ চৈতন্যবিশেষ। অতএব পরমচৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়যুক্ত বস্তু নহে। পরমেশ্বরানুরাগই জীবের স্বধর্ম্ম। তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন বিষয়রোগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সৎসঙ্গক্রমে পুনরায় ভগবদনুরাগী হওয়াই তাহার পক্ষে একমাত্র মঙ্গল। কারণ জড়ের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই। যাহা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অপগতি মাত্র। ভগবৎকৃপায় মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই জড়-সম্বন্ধ যায় না। মুক্তির অন্বেষণ করিলে মুক্তি লাভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসেই লাভ হয়। অতএব ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারহিত হইয়া ভগবৎ-কৃপালাভের জন্য যত্নই একমাত্র কর্ত্তব্য। নিজ চেষ্টায় পারমেশ্বরী শক্তি মায়ার হাত হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে সকল লোক ভগবানের চরণে শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।

ভগবানের পরা শক্তির ভাব তিন প্রকার—সন্ধিনী-ভাব, সম্বিদ্-ভাব ও হ্লাদিনী-ভাব। এই শক্তির প্রভাবও তিন প্রকার—চিৎপ্রভাব, জীব-প্রভাব

ও মায়া-প্রভাব। শক্তির ভাব-প্রভাব-সংযোগক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবোপকরণ—এই বিচার হইলে পর বিশ্ব বন্ধনের কারণ হয় না। ভোক্তাভিমানে বিশ্বের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়াই জীবের সংসারদশা। ভগবৎ-পরিচর্য্যা বা ভগবানের অনুশীলন দ্বারাই এই সংসার হইতে মুক্তি সম্ভব। যাহাতে জীবের ফলভোগ সংশ্লিষ্ট, তাহাই কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের ফল--জীবের প্রাপ্য কর্ম্মফল-ভোগ নহে, ভগবানের নিজের—তাহাই ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান।

জীব চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত যে নিত্যশুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহারই নাম প্রীতি। ভগবানের সেবাসুখ হইতে পরাঙ্মুখ হইলে জীব ভোগের অন্বেষণ করে। ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে অপরাধী জানিয়া সংসার-কারাগারে নিক্ষেপ করেন। স্বধর্ম্মালোচনা করিতে করিতেই ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম প্রকাশ পায়। বদ্ধাবস্থায় স্বধর্ম্মালোচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহা জাগিবে।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

গৃহ ও গৃহী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

রাস্তার ধারে, হোটেলে বা সরবতের দোকানে লোক যতক্ষণ না পেট ভরিয়া খাওয়া হয় বা যতক্ষণ না পিপাসা দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে থাকে; তারপর আর কেহ সেখানে অবস্থান করে না, সকলেই চলিয়া যায়, তজ্জন্য কেহ শোক করে কি? পথিকের মত সেই স্থান ত্যাগ করিতে কোন ব্যথা বা আপত্তি করে কি? কিম্বা অপরে তজ্জন্য শোকপ্রকাশ করে কি? কিন্তু আমরা যে ঘরের কথা আলোচনা করিতেছি সেই ঘরে কিছু ভোগের জন্য বা বিষয়তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আসিয়া সেই কার্য্য হইয়া গেলে যখন আমরা চলিয়া যাই অর্থাৎ জীবাত্মা যখন ওই দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান তখন অপরে শোক করে কেন? এবং আমরাই বা ইহা ছাড়িবার জন্য এত ব্যাকুল বা ভীত হই কেন? এতদ্বিষয়ে আমরা কোনওদিন চিন্তা করিয়াছি কি?

মরা দেহটা যখন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের কোন সঙ্গী, খেলার সাথী বা বন্ধু যখন বিশ্বকর্ম্মার তৈয়ারী এই দেহটী পরিত্যাগ

করিয়া কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হন তখন আমরা কাঁদি, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার সহিত এতদিন বাস করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারি না বা তাঁহার বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি না ; পরন্তু গৃহকে গৃহী মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। তাই অবশেষে ক্রন্দনই আমাদের সম্বল হয়! এখন প্রশ্ন হইতে পারে আমরা কেন কাঁদি—আচ্ছা দেহটী মৃত্যুকালে যে-ভাবে যে অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা ত প্রত্যহই ঐভাবে নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকিত। তখন আমরা কাঁদিতাম না কেন বা শোকে অধীর হইতাম না কেন? কারণ, আমরা জানি, ঘুম হইতে সে আবার জাগিবে—আবার আমাদের সহিত কথা কহিবে আবার আমাদের চিত্তবিনোদন করিবে—ইন্দ্রিয়ের বিধান করিবে; কিন্তু মরা দেহটী ত' আর উঠিবে না—আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণ ত' আর করিবে না। সুতরাং দেহটী দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা সুখভোগ হইবে না বলিয়াই আমরা কাঁদি! গৃহী যতদিন থাকে ততদিন এই গৃহটী সচল থাকে, কর্ম্মঠ থাকে এবং চেতনের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু এই দেহ গৃহবাসী গৃহী জীব এই ঘরটী ত্যাগ করিবামাত্র এই ঘরের কোন মূল্য থাকে না, পরন্তু অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যবস্তু বলিয়া মনে হয় ; এমনি গৃহের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। তাই বলিতেছিলাম, ছায়ার ন্যায় অনুগামী এমন অদ্ভুত গৃহ কি আর আছে?

এই দেহ-গৃহের মধ্যে কে আছেন, যিনি থাকার দরুণ এই অচেতন দেহটী সচলতা প্রাপ্ত হইয়া এমনভাবে চলাফেরা করে—আমাদের সঙ্গে কথা কয়—আমাদের ভাবের বিনিময়ে ভাব প্রদান করে? আমরা তাঁহাকে কোনদিন দেখিয়াছি কি? আমরা কি জানি, ঐ দেহের মধ্যে কে, যিনি আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যান? কৈ? আমরা ত' তাঁহাকে দেখি না। কেবল ঘরটাই দেখিয়াছি বা দেখি। আচ্ছা তাঁহাকে দেখা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরা চেষ্টাও করিয়াছি কি? উঁহাকে জানিবার জন্য কখন ইচ্ছা হইয়াছে কি? এই দেহগৃহটা যে আমার ভালবাসার পাত্র নয়—গৃহী নয়, এ কথা কখন স্বপ্নেও ভাবিয়াছি কি? হায় দুর্দ্দৈব! কৃষ্ণবিস্মৃতির ইহাই পরিণাম! দেহাত্মবুদ্ধির ইহাই ফল! মায়ার এমনি খেলা! এসকল কথা শুনিয়া হয় ত' অনেকেই হতভম্ব হইয়া পড়িব ; এমনি আমাদের অবস্থা! তাই বলি, আমরা কি চিরকাল স্বপ্নই দেখিব? ঘুম কি আমাদের এই জন্মে ভাঙ্গিবে না? এই মনুষ্য-দেহ-গৃহের মধ্যে থাকিয়া কি আমরা নিজেকে একজন মনুষ্যই মনে

করিব ? গৃহীর সন্ধান না করিয়া—নিজের সন্ধান না করিয়া আমরা কি নির্ব্বোধ বালকের মত পুতুল-খেলার ন্যায় এই সংসার লইয়াই মাতিয়া থাকিব—নিজেকে জানিবার জন্য কি একদিনও উৎসুক হইব না ? আমরা অনেকে হয় ত' আকাশে কত তারা, জলে কত মাছ, বাগানে কত ফল, এক টাকায় কত পয়সা, অমুক মন্ত্রীর কয় কন্যা ইত্যাদি কতই না জানিবার জন্য ব্যস্ত হই বা এই মানবজন্ম ব্যয়িত করি ; কিন্তু উপরি উক্ত আসল কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হই কয়জন ?

আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ, ভয়—এই চারিটী ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত। আচ্ছা, এই চারিটী সুখ কি আমাদিগকেই ব্যস্ত করে ? না, পশু-পক্ষীদিগকেও করে ? আমরা সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করি ; কিন্তু যদি সকল প্রাণীতেই এই চারিটী কার্য্য সমানভাবে থাকে তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ স্থানে ? সকল পশুপক্ষীকে আমরা বুদ্ধিবলে বা গায়ের জোরে জব্দ করিতে বা ভোগ করিতে পারি বলিয়াই কি আমরা শ্রেষ্ঠ ? মানুষ কিন্তু তাহাই মনে করে। কিম্বা বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যদি তাহাই হয় তবে বিদ্যাবুদ্ধি-বিবেকের বাহাদুরীটা কোথায়, একের উপর অন্যের আধিপত্য বিস্তার—একজনকে ভোগের জন্য অপরের আকাঙ্ক্ষা—একের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করাই কি এই বিবেকবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব ? মানুষ কি এইজন্যই শ্রেষ্ঠ ? না তা নয় ; মনুষ্যজন্ম—নিজেকে নিজে জানিবার জন্য—ভগবানের বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য। সেইজন্যই বলি এই গৃহটী এক অদ্ভুত গৃহ ! মজার গৃহ ! নূতন ধরণের কথা-দেহ গৃহ ! তাই বলিতেছিলাম এক মনুষ্য-দেহ অপর দেহ হইতে এমনি ভাবে গঠিত, উহার ইন্দ্রিয়গুলি এমনিভাবে সন্নিবেশিত যে, জীবাত্মা এই দেহগৃহে প্রবেশ করিয়া বা বাসের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার আত্মপরিচয়লাভে সমর্থ হন—তাঁহার সহিত এই দেহের কি সম্বন্ধ, এই দেহের সহিত অপর দেহের কি পার্থক্য, তাঁহার নিত্য নিবাস কোথায়, কে তাঁহার নিত্য বান্ধব, কে তাঁহার নিত্য পিতা, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, তাঁহার নিত্য স্বভাব, নিত্য-ধর্ম্ম, নিত্য কর্ত্তব্য কি, তিনি কে, এই দেহ প্রাপ্তিতে অবগত হইয়া পরমার্থ বা পরমধন ভগবানকে লাভ করিবার সৌভাগ্য পান। তাই বলি, ভগবানকে পাইবার বা আত্ম-উপলব্ধি করিবার প্রধান আশ্রয় বা উপায় বলিয়া এই মনুষ্যজন্ম বা মনুষ্য-

দেহরূপ এই অদ্ভুত গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা লক্ষ্য করি। আচ্ছা বলুন দেখি, ভগবান্‌কে জানা ত দূরের কথা, এ সব কথা কি আমরা কোনদিন স্বপ্নেও শুনিয়াছি ?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে। আমরা ত বেশ রঙ্গরসে মাতিয়াই রহিলাম। স্ত্রী পুত্র লাভের জন্য বা তাহাদের ভরণ পোষণে বা তোষণের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছি এবং ইহা করিয়া লোকের কাছে বাহাদুরি লইতেছি। কিন্তু এমন একটি অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও তৎপ্রতি বা নিজের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছি না। হায়রে দুর্দ্দৈব! হায়রে আমার পোড়া-কপাল! মৃত্যু যে সন্নিকটে! তাই বলি, আর কতদিন এমন করিয়া থাকিব ? আচার্য্যের চীৎকার ও বিলাপ আমার কাণে কি পৌঁছিবে না ? সেই আচার্য্যদাসাভিমানিগণের গগনভেদী আর্ত্তনাদ,—'জীব জাগ, জীব জাগ রব'—'উঠ, উঠ আর ঘুমাইও না' রব বা কাতরোক্তি আমাদের কর্ণ-কুহরে আসিয়াও কি সম্বর্দ্ধিত না হইয়া ব্যথিতান্তকরণে হতাশপ্রাণে ফিরিয়াই যাইবে ? একদিন ত হঠাৎ এই ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যাইবে, একদিন ত এই সাধের জিনিষ সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে! তবে এখনও অলসভাবে বসিয়া কেন ? হায়! হায়! আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিবার অবকাশ কি পাইব না ? হায়! হায়! এমন করিয়া কি পশুপক্ষিগণের মত জীবন যাপন করিয়া চলিয়া যাইব ? ভবপারের নৌকাস্বরূপ এমন একটি সুপটু দেহতরী এবং গোলোকাগত কৃষ্ণপ্রেরিত গুরুরূপী নাবিকের সঙ্গ-লাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিব ? এমন একটী সুদুর্ল্লভ ও পরমার্থদ অদ্ভুত গৃহ পাইয়াও কি আমরা আমাদের নিত্য গৃহ বা নিত্য পিতার সন্ধানে ইচ্ছুক হইব না, স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য, ভগবানের নিকটে ফিরিয়া গিয়া সানন্দে তাঁহার সেবা করিবার জন্য কি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানাইব না ? তাই বলি আসুন, আমরা আজ সকলে মিলিয়া এই অদ্ভুত গৃহ ও এই অদ্ভুত গৃহীর অর্থাৎ আমরা নিজে নিজের সন্ধানে ব্যস্ত হই এবং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক গুরুবাণী স্মরণ করি ও কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করি—

"কৃষ্ণনাম ভজজীব আর সব মিছে ; পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥"

সংসার-দুঃখ-জলধৌ পতিতস্য কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র দেহি মে পদাবলম্বনম্ ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি-এ.

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)
১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ; ইং ৩।৬।৭১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের** তিরোভাব ও **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২২শে জুন, ১৯৭১) মঙ্গলবার হইতে ১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ (ইং ২রা জুলাই, ১৯৭১) সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ **মহামহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **৭ই আষাঢ়,** ২২শে জুন, মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৮ই আষাঢ়,** ২৩শে জুন, বুধবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৯ই আষাঢ়,** ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ**।

৪। **১০ই আষাঢ়,** ২৫শে জুন, শুক্রবার হইতে **১২ই আষাঢ়,** ২৭শে জুন, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১৩ই আষাঢ়,** ২৮শে জুন, সোমবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সংকীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।**

৬। **১৪ই আষাঢ়,** ২৯শে জুন, মঙ্গলবার হইতে **১৬ই আষাঢ়,** ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ ৫টা হইতে ৭।। টা পর্য্যন্ত মঠে **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ ও আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১৭ই আষাঢ়,** ২রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তন।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { ক্ষীরোদশায়ী, ৯ শ্রীধর, ৪৮৫ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৭।১৯৭১ } ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

উৎখাদিরেণ নব-চন্দ্রবিরাজিতেন
রাগেণ তে বর-সুধাধরবিম্বযুগ্মে।
গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেঽস্মিন্
দংশং বিধাস্যতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ ॥ ৪১ ॥

হে সুবর্ণাঙ্গি! অভিনব কর্পূর সংযুক্ত উৎকৃষ্ট খদির রাগ দ্বারা আমি যাহাকে সুরঞ্জিত করিয়াছি এবং যাহা উৎকৃষ্ট অমৃতের ন্যায় উন্মাদক ও যাহাতে বিম্বফলের সদৃশ শোভা বিস্তার হইতেছে, তাদৃশ তোমার ওষ্ঠরূপ বিম্বফলে কি শ্রীকৃষ্ণরূপ শুকপক্ষী দংশন করিবে? ॥ ৪১ ॥

যৎ প্রান্তদেশ-লবলেশ-বিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃ ক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ।
তৎ খঞ্জরীট-জয়িনেত্র-যুগং-কদায়ং
সংপূজয়িষ্যতি জনস্তব কজ্জলেন ॥ ৪২ ॥

হে সুবর্ণাঙ্গি! যে নেত্রের কটাক্ষবিলাসের ঘূর্ণন বশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে অত্যুন্নত শ্রীকৃষ্ণরূপ গজরাজ বদ্ধ হইয়া থাকে এবং যে স্বীয় চঞ্চলতা গুণে খঞ্জন পক্ষীকেও পরাজিত করিয়াছে, এতাদৃশ তোমার নেত্রযুগলকে এই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি কবে কজ্জল দ্বারা ভূষিত করিব? ॥ ৪২ ॥

যস্যাঙ্করঞ্জিত-শিরাস্তব মানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি।
লাক্ষারসঃ স চ কদা পদয়োরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ ॥ ৪৩ ॥

হে রাধিকে! তোমার মানভঞ্জন সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যাহার চিহ্ন দ্বারা মস্তক রঞ্জিত করিয়াছিলেন তাদৃশ লাক্ষারস (আলতা) আমাকর্ত্তৃক তোমার পাদদ্বয়ের নিম্নে অর্পিত হইয়া কবে সাতিশয় কান্তি বিস্তার করিবে? ॥ ৪৩ ॥

কলাবতি নতাংসয়োঃ প্রচুর-কামপুঞ্জোজ্জ্বলৎ-
কলানিধি-মুরদ্বিষঃ প্রকটরাস-সম্ভাবয়োঃ।
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কৃতৈর্মধুরমল্লিমালাং মুদা
কদা তব তয়োঃ সমর্পয়তি দেবি দাসীজনঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কলাবতি দেবি রাধিকে! যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ রাসলীলা-রস সম্মেলন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কন্দর্প ক্রীড়াবশতঃ শ্রীকৃষ্ণও উজ্জ্বল কলানিধিরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, এতাদৃশ তোমার নতস্কন্ধদেশে আমি কবে ভ্রমদ্ভ্রমর ঝঙ্কৃতিবিশিষ্ট সেই মধুর মল্লীমালা দাসীর ন্যায় অর্পণ করিব ॥ ৪৪ ॥

সূর্য্যায় সূর্য্যমণিনির্ম্মিতবেদি-মধ্যে
মুগ্ধাঙ্গি ভাবত ইহালিকুলৈর্বৃতায়াঃ।
অর্ঘং সমর্পয়িতুমুৎকধিয়স্তবারাৎ
সজ্জানি কিং সুমুখি দাস্যতি দাসিকেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

হে সুমুখি! হে মুগ্ধাঙ্গি রাধিকে! সূর্য্যকান্তমণি খচিত বেদি মধ্যে ভক্তিভাবে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদানের নিমিত্ত তুমি যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া থাকিবে এবং সখীসকল যখন তোমার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে, তাদৃশকালে এই দাসী কি পূজোপহার দ্রব্যসকল তোমার নিকটে অর্পণ করিবে? ॥ ৪৫ ॥

ব্রজপুরপতিরাজ্ঞ্যা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্কং বরোরু।
সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তে-
র্মধুমথন-নিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্ ॥ ৪৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে! নন্দরাজমহিষী যশোদা দেবীর অনুমতিবশতঃ তুমি নিজে বহুবিধ সুমিষ্ট অন্ন অর্থাৎ লড্ডুক পিষ্টক পায়সাদি অতি যত্নসহকারে পাক করিয়া নিজ সখীবৃন্দ ললিতাদির অথবা মাদৃশ রতিমঞ্জরী প্রভৃতির হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কি যশোদার নিকট অর্পণ করিবে ॥ ৪৬ ?

নীতান্ন-মদ্বিধললাটতটে ললাটং
প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী।
প্রেম্না প্রসূরিব ভবৎকুশলস্য পৃচ্ছাং
ভব্যে বিধাস্যতি কদা ময়ি তাবকত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

হে মঙ্গলশালিনি রাধিকে! আমি অন্নাদি ভোজ্য বস্তুসহ ব্রজরাজরাজ্ঞী যশোদার নিকট উপস্থিত হইলে, ঐ যশোদা দেবী "এ রাধার সখী" এই জ্ঞানে নিজ জননীর ন্যায় স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক ললাটে ললাট দিয়া হৃষ্টা হওত আমাকে কবে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন? ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেঽগ্রতঃ ৪৮ ॥

হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ অর্থাৎ অর্দ্ধভুক্তবস্তু, ধনিষ্ঠা সখী পরমাদরপূর্ব্বক আমাকে অর্পণ করিলে ঐ অর্পিত বস্তু আমি কি তোমার অগ্রে লইয়া আসিব? ॥ ৪৮ ॥

নানাবিধৈরমৃতসার-রসায়নৈস্তৈঃ
কৃষ্ণপ্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেয়ৈঃ।

হা কুঙ্কুমাঙ্গি ললিতাদি-সখীবৃতা ত্বং
যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া ৪৯ ॥

হে কুঙ্কুম লিপ্তাঙ্গি! ললিতাদি সখীগণকর্ত্তৃক তুমি যৎকালীন পরিবেষ্টিতা হইয়া থাকিবা, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ সংযুক্ত ও অমৃততুল্য সুস্বাদু এবং নানাবিধ ভোজ্য ও পানযোগ্য বস্তু সকল এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত যত্নসহকারে আমি কি তোমাকে ভোজন করাইব ? ॥ ৫৯ ॥

পানায় বারি মধুরং নবপাটলাদি-
কর্পূর-বাসিততরং তরলাক্ষি দত্ত্বা।
কালে কদা তব ময়াঽচমনীয়দন্ত-
কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ং ॥ ৫০ ॥

হে চঞ্চললোচনে! পানার্থ নবপাটলাদিসম্ভূত কর্পূর দ্বারা মধুর জল অর্পণ করিয়া প্রণয়বশতঃ কবে আচমনীয় দন্তকাষ্ঠাদি তোমাকে প্রদান করিব ? ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

জীবের বিমুখতায় দুঃখ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু,

* * * * *

শ্রীমান্ * * অতি সুবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পারেন : কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।"

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * *—যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি কতই

না 'কল্যাণকল্পতরু' গান করিয়াছেন ; কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল ! আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গফলে তাঁহার এই অধঃপতন। তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না ! তিনি পুনরায় সৎকর্ম্মের আবাহন করিলেন ! "গোপীনাথ, ঘুচাও সংসারজ্বালা। অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরম-মালা ॥"—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতেই pre-arranged করিয়া ডুবিলেন। আলালনাথের সেবার পরিবর্ত্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং **আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে।**

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করিতে গিয়া আমরা এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্য্যের কারক অন্যত্র নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল ভাবে না পারিলেও মন্দ ভাবে কার্য্যটি সমাধা করিতে পারিবে,—যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে।

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল ; তিনি 'নদীয়াপ্রকাশ', 'হারমনিষ্ট্' প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না। তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন। কাগজখানি যখন আমাদের কৃষ্ণের হইবে, তখন গৌড়ীয়সঙ্ঘ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে গৌড়ীয়সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বহির্ম্মুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে। তজ্জন্য "The Message" নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি। কু—বলেন, "Gaudiya Messenger" নাম দেওয়া যা'ক্। কিন্তু আমার মতে, হয় "The Gaudiya", কিম্বা "The Messenger" নাম alternative suggestion. তিনি এখনই ক দিতে চান। আমি সেই প্রকার ব্লক দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নহি। তবে নামের ব্লক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে। "The Gaudiya" অক্ষরাত্মক ব্লক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় 'গৌড়ীয়', ইংরাজী ভাষায় "The Gaudiya" হইতে পারে।

*　　*　　*　　*　　*

গতকল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল। * * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। এখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনি যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই

স্বীকার্য্য। **লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করেন না।** আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডতীরে রাস, কুণ্ডতীরে বাস প্রভৃতি ভাল না লাগায় অরিষ্ট-ভীতি-প্রভাবে আরিট্ গ্রামে যাইবার পূর্ব্বেই সে গৃহব্রত-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল! * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক--

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনশ্চ—শ্রীযোগপীঠের নূতন শ্রীমন্দিরের plinth গাঁথা আজ হইলেই শেষ হইবে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার বাবুর ও অন্যান্য দ্রব্যের আগমন এখনই প্রয়োজন, এ কথা সখীবাবুকে জানাইতে হইবে।

প্রশ্নোত্তর

(সমন্বয়বাদ)

১। পূর্ব্বমহাজন-মত-অবহেলাকারী কি কপটী নহে?

"সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈল সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥"

—'উপদেশ',—১৭ কঃ কঃ

২। সমন্বয়বাদিগণের জল্পনা কল্পনা কিরূপ? নবগৌরাঙ্গবাদীরা কিরূপে দমিত হইল?

"যিনি চারিশত বর্ষপূর্ব্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। * * বিগত বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দণ্ড দিয়াছেন।

কতকগুলিকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়াছেন ; বাকি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া নিজে নিজে পৈতৃক ব্যবসা আশ্রয় করিয়াছেন। দুই একজন কেবল এখনও গৌরাঙ্গপ্রকাশের যত্ন পাইতেছেন, তবে ভদ্রসমাজে কিছু হইল না দেখিয়া অবশেষে ডোমপাড়া আশ্রয় করিয়াছেন। মহাপ্রভুর কি খেলা! কলি যতই মস্তক উত্তোলন করে, মহাপ্রভু ক্ষণমাত্রে তাহার মুণ্ডের উপর মুদ্গর আঘাত করিয়া তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দেন।"

—'নববর্ষে বিগতবর্ষের আলোচনা', সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।১

৩। প্রকৃত পরমহংস কাঁহারা এবং তাঁহাদের আচরণ কিরূপ ?

"অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন। যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে 'সমন্বয়যোগী' বলিয়া জানেন, যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশী বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। ভিন্ন ভিন্ন আচার ও সাধনার দৃষ্ট হয় কেন ?

"যাঁহার যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'—এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্যবস্তু এক বৈ দুই নহে।"

—'শ্রীলঘুভাগবতামৃত-সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।৩

৫। নিরপেক্ষতা কি ভক্তিধর্ম্ম ? তদ্দ্বারা কি সদ্বস্তুনিষ্ঠা প্রকাশ পায় ?

"নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে ? যে যাহাতে

নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভাল মন্দের বিচার কি? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিস্পৃহ পরমহংস—এ দু'য়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুই এক! অতএব সদ্বস্তু-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অনিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না; বরং সৎসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

—সমালোচনা, সঃ তোঃ ২।৬

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

ত্রিসপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি প্রসূনাঞ্জলি

জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
যে নাম প্রবনে হয় পাপ বিমোচন॥

জয় জয় শ্রীআচার্য্য পতিতপাবন।
যে নাম শ্রবণে ঘুচে সংসার-বন্ধন॥

শ্রীগুরুপূজায় (সেই) তিথি হয় সুবিস্তার।
কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি নাম হইল যাঁহার॥

হেন শুভদিন কভু না হ'বে আমার।
ভক্ত সঙ্গে গুরুপূজা গুরুসেবা আর॥

গুরুপূজা, ব্যাসপূজা নহে ত' অভিন্ন।
গুরুপূজায় ব্যাসদেব হ'ন প্রসন্ন॥

ব্যাস-গুরু যেই জন ভিন্ন করি মানি।
ব্যাসপূজা গুরুপূজা সব তার হানি॥

গুরুপূজা ত্যাজি করে কৃষ্ণের পূজন ।
তাতে কৃষ্ণপূজা সেবা না হয় কখন ॥
কৃষ্ণকৃপা লভিবারে আশা যদি হয় ।
শ্রীগুরুকৃপা অগ্রে লাভ করিতে হয় ॥
গুরু-কৃষ্ণ এক ত'ন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ সদা বিরাজ ভুবনে ॥
গুরুসেবা বিনা কিছু নাহি ভাবি আর ।
গুরুপূজি চিন্তি যেন সতত: প্রকার ॥
জন্মে জন্মে এই আশা করি নিরন্তর ।
গুরুর আদেশ যেন পালি অনিবার ॥
মায়ার সংসারে মুঞী লভিয়া জনম ।
মায়া-সেবা ভিন্ন না রহিল ধরম ॥
স্বরূপে কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেলাম ।
মায়ার মোহেতে সদা মগ্ন রহিলাম ॥
সংসার-সমুদ্র বড় অকুল পাথার ।
কর্ণধার গুরু তুমি মোরে কর পার ॥
সংসার জিনিতে মোর অন্য গতি নাই ।
গুরু তুমি একমাত্র অগতির ঠাঁই ॥
অন্ধ জনের কি শক্তি, পথ চলিবারে ।
যষ্ঠি যদি সহায়তা না করে তাহারে ॥
সেই মত মায়াবদ্ধ মোর গতি হয় ।
গুরুকৃপা বিনা মায়া নাশ নাহি হয় ॥
ত্যাজিয়া কৃষ্ণসেবা মায়ারে করি আশ ।
মায়াপাশে গড়ে জীব কর্ম্ম বন্ধ ফাঁশ ॥

ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় কৃষ্ণের সেবনে।
কৃষ্ণসেবা নাহি হয় গুরুসেবা বিনে ॥
সূর্য্যালোকে বিশ্ব যেন তমসা হারায়।
(সেইমত) গুরুকৃপায় জীবের পাপ দূরে যায় ॥
গুরুর অশেষ শক্তি কে বুঝায়ে তায়।
যে-শক্তির বলে পঙ্গু গিরিও লঙ্ঘায় ॥
অসীম শক্তি গুরুর অপার মহিমা।
পুরাণাদি বেদে যাঁর দিতে নারে সীমা ॥
মুঞী অতি মন্দমতি ভক্তিহীন ছার।
গুরু-চরণ পূজিতে কি শক্তি আমার ॥
সূর্য্যরশ্মিতে যেমন সূর্য্য দৃষ্ট হয়।
গুরুকৃপাতে তেমন গুরুপূজা হয় ॥
হে প্রভো! তব পূজায় কি সাধ্য আমার।
তুয়া কৃপা বলে তোমা নমি বারবার ॥
অধম বলে ঘৃণা না করহ আমায়।
বৈষ্ণবসনে তুয়া সেবা (যেন) করিবারে পায় ॥
কীট জন্ম হ'উ যথা তুয়া পদ আশ।
একমাত্র আশা মোর হৃদে কর বাস ॥
সর্ব্বশেষে বন্দি আমি বৈষ্ণব-চরণে।
এ' অধমে দয়া কর শ্রীগুরুসেবনে ॥

গুরুকৃপালেশপ্রার্থী—
দীনহীন
শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৮)

শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন,—

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা।
দৈতেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ॥ (ভাঃ ৭।৬।১৮)

হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াত্মক দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর। তিনি নিঃসঙ্গ মুনিগণের অভিষ্ট মোক্ষ। এস্থলে নারায়ণকে যে মোক্ষরূপে নির্দ্দেশ, তাহা তদীয় সাক্ষাৎকারেই পর্য্যবসিত। সেই সাক্ষাৎকার সংসার ধ্বংসপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্তি করায়। তাঁহার সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল নারায়ণের অস্তিত্ব মাত্রে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ভজন করা কর্ত্তব্য। শ্রীধ্রুবের ভক্তিতেও পাওয়া যায়,—

সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ।
অপ্যেবমর্ঘ্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্॥ (ভাঃ ৪।৯।১৭)

হে ভগবন্, পুরুষার্থ পরমানন্দই যাঁহার মূর্ত্তি, সেই আপনার পাদপদ্মের আশিস্ রাজ্যাদি হইতে অধিক পরমার্থ ফল। তাহা কাহার? আপনিই পুরুষার্থ, ইহা জানিয়া যাঁহারা নিষ্কামভাবে নিরন্তর ভজন করেন, তাঁহাদের। আপনি যদিও এইরূপ, তথাপি হে স্বামিন্, দীন সকাম আপনি আমাদিগকে পরিপালন করেন। হিতসাধন করিবার জন্য ব্যাকুল গাভী যেরূপ নিজ বৎসকে দুগ্ধ পান করায়, ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষা করে, আপনি তদ্রূপ কৃপা-পরবশ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। এস্থলে ভক্তিমাধুর্য্যাস্বাদন দুগ্ধপান সদৃশ, আর ভক্তিবিঘ্ন হইতে রক্ষা—ব্যাঘ্রাদি হইতে রক্ষার তুল্য।

যে সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার—অন্তরাবির্ভাব-লক্ষণ ও বহিঃসাক্ষাৎকার।

শ্রীনারদ বেদব্যাসের নিকট বলিয়াছিলেন,—

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ (ভাঃ ১।৬।৩৪)

যাঁহার শ্রীচরণের আবির্ভাবস্থান তীর্থস্বরূপ এবং যিনি নিজ যশঃ শ্রবণ করিতে ভালবাসেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন সময়ে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া দৃষ্ট হন। ইহা অন্তঃসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্ত।

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—

ন যস্য চিত্তং বহিরর্থবিভ্রমং
তমোগুহায়াঞ্চ বিশুদ্ধমাবিশৎ।
যদ্ভক্তিযোগানুগৃহীতমঞ্জসা
মুনির্বিচষ্টে ননু তত্র তে গতিম্॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৯)

অন্তঃসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা বিষয়ে রুদ্রগীতে উক্তি—যাহার বিশুদ্ধ চিত্ত বাহ্যবিষয়ে ভ্রান্ত না হয়, তমোগুহায় প্রবেশ না করে, সেই মননশীল ব্যক্তি তাদৃশ চিত্তে আপনার গতি দর্শন করেন। প্রথমতঃ এই বিশুদ্ধি কিরূপে ঘটে, তাহা বলিতেছেন,—

অথানঘাঙ্ঘ্রে স্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এব নস্তব॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৮)

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের ব্যাখ্যা—শ্রীভগবানের সাধুগণের (ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ হইতেই চিত্ত বিশেষরূপে শুদ্ধ হয়। প্রচুর সাধনানুষ্ঠান করিলেও যতদিন সাধুসঙ্গ লাভ না হয়, ততদিন চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল—বাসনাক্লেশরহিত হয় না। যাঁহারা অতি তুচ্ছ বোধে মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই সাধু। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাহাতে শ্রীভগবানের লীলালাবণ্য অনুভূত হয়। এজন্য বিশুদ্ধ চিত্ত কিরূপ, তাহা জানাইতেছেন—যাহার চিত্ত বহিরঙ্গে বিভ্রম অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্মরণকালে বিষয় ভাবনায় চঞ্চল হয় না, যাঁহার চিত্ত তমোগুহা-নিদ্রারূপ গহ্বরে প্রবেশ করে না অর্থাৎ শ্রবণস্মরণাদিকালে তন্দ্রাযুক্ত হয় না, তাহাই বিশুদ্ধচিত্ত। ইহার হেতু ভক্তিযোগ। সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি মননশীল হইয়া শ্রীভগবানের গতি-চেষ্টা-লীলালাবণ্যাদি দর্শন করেন।

দশনামাপরাধই ভক্তি-অপরাধ। যতদিন অপরাধ থাকে, ততদিন ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন না। অপরাধসকলই লয়বিক্ষেপের হেতু। প্রগাঢ় সাধনা অভিনিবেশ বা মহৎকৃপায় অপরাধ দূর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্না হইয়া

কৃপা প্রকাশ করেন। ভক্ত্যনুগৃহীতচিত্তে যেমন অন্তঃসাক্ষাৎকার সম্ভব, তাদৃশ চিত্তে বহিঃসাক্ষাৎকারও সম্ভব। শ্রীভগবানের উক্তি—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ (ভাঃ ১।৬।২২)

(দাসীপুত্ররূপী) দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ! এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের কষায় দগ্ধ হয় নাই, এমন কুযোগিগণ আমাকে দেখতে পায় না।

কেবল শুদ্ধচিত্ততাই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা নহে; ভগবদ্ভক্তি-বিশেষ দ্বারা আবিষ্কৃত শ্রীভগবানের ইচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশই কৃপাযোগ্যতা। সেই শক্তি প্রকাশে সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়ঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ (ভাঃ ১।২।২১)

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ মুক্তসঙ্গব্যক্তির আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হইলেই অহঙ্কাররূপে হৃদয়-গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়। সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং নিখিল কর্ম্ম ক্ষয় হয়। বহিঃ-সাক্ষাৎকারেও চিত্রকেতুর উক্তি.—

নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

হে ভগবন্, আপনার দর্শনে মানবগণের অখিল পাপক্ষয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনার নাম একবার শ্রবণ করিলে পুক্কশও (চণ্ডাল) সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রহ্লাদের প্রতি উক্তি.—

মামপ্রণীত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে।
দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি॥ (ভাঃ ৭।৯।৫৩)

হে আয়ুষ্মন্, যে ব্যক্তি আমার প্রীতি সম্পাদন না করে, তাহার পক্ষে আমার দর্শন দুর্লভ। আমাকে দর্শন করিলে কেবল মনোরথ অপূর্ণ থাকিল বলিয়া শোক করিতে হয় না।

শ্রীভগবানের প্রতি শ্রুতদেব-বাক্যও তদ্রূপ,—

স ত্বং শাধি স্বভৃত্যান্ নঃ কিং দেব করবাম হে।
এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষগোচরঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৬।৪৯)

হে দেব, আমরা আপনার ভৃত্য, আমাদিগকে শিক্ষাদান করুন—আপনার কি কার্য্য করিব। আপনি নয়নগোচর হইলে মনুষ্যগণের ক্লেশের অবসান ঘটে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ জীব ভোগ করে। এইসকল ক্লেশে চিত্ত বিক্ষুব্ধ থাকে, ভগবৎসাক্ষাৎকারে চিত্ত সম্যক্ বিশুদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশে সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য জীবের ইন্দ্রিয়সকল তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান করে অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারের সময় মনে হয় প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি ; বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি নিজের স্বপ্রকাশতা-শক্তি দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয়সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া এইরূপ মনে হয়। লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে সমর্থ নহে, অগ্নির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ দগ্ধ করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় ; প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তদ্ভক্তিবিশেষ-আবিষ্কৃত তদীয় ইচ্ছাময় তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের মুখ্য যোগ্যতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

এস্থলে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশের দুইটি হেতু—ভক্তিবিশেষ ও ভগবদিচ্ছা। ভগবদ্ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ পায় বলিয়া ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে ; আর যখন শ্রীভগবান্ যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশের ইচ্ছা করেন, তখন ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। স্বপ্রকাশতাশক্তিবিষয়ে ভক্তির অপেক্ষার কথা,—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধালু মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত শ্রুতগৃহীত-ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন। আর তদীয় ইচ্ছার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃতি॥
(ভাঃ ৮।২৪।২৩)

আমার মহিমা পরব্রহ্মশব্দে অভিহিত। তুমি সম্যক্ প্রশ্ন করিয়াছ এজন্য আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত তাহা অনুভব করিবে।

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবনীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তমৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥

(শ্রীনারায়ণাধ্যাত্মে)

শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় নিজ শক্তিদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?

শ্রুতিতেও উক্তি—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

যাঁহাকে তিনি নিজ দর্শনের জন্য বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। এস্থলে ভগবদিচ্ছাময় স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশই সাক্ষাৎকারের হেতু হইলেও দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা আছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ভগবান্ কে ?

(পৌরাণিক উপাখ্যান)

এক সময় শ্রীসরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ মিলিত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তাঁহারা অবসর সময় নানাবিধ পারমার্থিক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। বহু দেব-দেবী রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরমেশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ কে ? —এই প্রসঙ্গ লইয়া মুনিগণের মধ্যে একদিন আলোচনা আরম্ভ হইল। দেব-দেবীগণের মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই তিনজন প্রধান বা শ্রেষ্ঠ,—এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু এ তিনজনের মধ্যে পরমেশ্বর বা ভগবান্ কে ? —*এই লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল।* কেহ বা নানা যুক্তি বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাকেই পরমেশ্বর বলিতে লাগিলেন। কেহ বা শিবজীকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন এবং কেহ বা বিষ্ণুই ভগবান্—এ কথা বলিলেন। সকলেই তর্কে পটু। কেহই কাহারও কথা মানিতে নারাজ। তর্কের ত কোন প্রতিষ্ঠা নাই। বেদান্ত-সূত্র বলেন—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।" —অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু মীমাংসা হয় না। মহাভারতও বলেন,—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থ ॥

অর্থাৎ তর্কের দ্বারা কোন কিছু জানা যায় না, বেদাদি শাস্ত্রও দুরধিগম্য, নানা মুনির নানা মত এবং ধর্ম্মের তত্ত্বও গূঢ়রূপে বিদ্যমান। তাহা হইলে পরমার্থ নির্ণয়ের উপায় কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীনারদ-ব্যাস-শুকদেব-প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন—যাহা আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন সেই পথই পথ।

তাই মুনিগণ 'ভগবান্ কে' ? —এ বিষয়ে তর্কের দ্বারা কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাজনশ্রেষ্ঠ শ্রীভৃগুকে এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য নিবেদন করিলেন। ভৃগু নিজে জ্ঞাত থাকিলেও তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য কহিলেন,—আমি এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া আসিয়া বলিব।

ভৃগু প্রথমে সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরীক্ষার জন্য প্রণামাদি পুত্রোচিত বিনয় ব্যবহার না করিয়া ব্রহ্মার সমীপে দাম্ভিকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপ দেখিয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে ভৃগু তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাসে শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভৃগু চলিয়া গেলে যতই হউক পুত্র ত,—তাই আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন—এই বলিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মার চরণ ধারণ করিয়া বুঝাইলে ব্রহ্মা পুত্রস্নেহে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন।

শ্রীশিবজী কৈলাসে পার্ব্বতীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। দূর হইতে ভৃগু-মুনিকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু শিবজীর তত্ত্ব জানিয়াও পরীক্ষার নিমিত্ত কহিলেন—

"মহেশ, পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ডবেশ সব তুমি ধর ॥
যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।
ভস্মাস্থিধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক, দূরে থাক, ওহে ভূতরায় ॥"

—এই কথা শুনিয়া শিবজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শূল লইয়া ভৃগুকে মারিতে উদ্যত হইলেন। পার্ব্বতীদেবী তখন শিবজীর চরণে পতিত হইয়া মধুরবাক্যে

কোনরূপভাবে শিবজীকে শান্ত করিলেন। ভৃগু শিবজীর ব্যবহার দেখিয়া তখন বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করিলেন; ভগবান্ পুষ্পবিস্তীর্ণ রত্নপালঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভৃগুমুনি যাইয়া হঠাৎ শ্রীহরির বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণি অবজ্ঞারূপং মানসমপরাধং কৃত্বা তত্র রজোগুণং দৃষ্ট্বা তং পরীক্ষয়া বস্তুতস্ত্বনুত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠে মহেশ্বরে মানসাদধিকং বাচিকমপরাধমকরোৎ। মহেশ্বরে তমোগুণং দৃষ্ট্বা তমপি পরীক্ষয়া বস্তুতস্ত্বনুত্তীর্ণং দৃষ্ট্বা ততোঽপি অতি শ্রেষ্ঠে বিষ্ণৌ বাচিকাদাপ্যধিকং কায়িকমপরাধমকরোৎ। পুষ্পপর্য্যঙ্কোপরিশয়ানমপি তত্রাপি শ্রিয়ঃ স্বপত্ন্যা উৎসঙ্গে, তত্রাগতা বক্ষসি, তত্রাপি পদা ন তু হস্তাদিনেত্যপরাধাবধিঃ কৃতঃ।" (ভাঃ ১০।৮৯।৫-৮ টীকা)

অর্থাৎ ভৃগু ব্রহ্মার নিকট অবজ্ঞারূপ মানস-অপরাধ করিয়া ব্রহ্মাতে রজোগুণ দেখিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ জানিলেন। তৎপরে ভৃগু ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মহাদেবের নিকট মানস অপেক্ষা অধিক বাক্য দ্বারা অপরাধ করিলেন। শিবজীতে তমোগুণ দেখিয়া তাঁহাকেও বস্তুতঃ অনুত্তীর্ণ জানিয়া তাহা অপেক্ষাও অতি শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর নিকট বাচিক অপেক্ষাও অধিক কায়িক (শরীর দ্বারা) অপরাধ করিলেন। তাহাতে আবার পুষ্পপর্য্যঙ্কোপরি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন অবস্থাতে ভৃগু গিয়া একেবারে বক্ষস্থলে (তাহাতে আবার হস্তাদি দ্বারা নহে) পদ দ্বারা আঘাত করিয়া যারপর নাই এইরূপ চরম অপরাধ করিলেন।

ইহাতেও ভগবান্ ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক তিনি নিজেকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া সসম্ভ্রমে লক্ষ্মীর সহিত উত্থিত হইলেন। ভৃগুর চরণ ধৌত করতঃ উত্তম আসনে বসাইয়া ভগবান্ বিনয়ের সহিত কহিলেন,—"হে মুনিবর, আপনার শুভাগমন জানিতে না পারিয়া অভ্যর্থনাদি করিতে পারি নাই। তাই আমার অপরাধ হইয়াছে। আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার পদধৌত জল তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকে। আপনার পুণ্য পাদোদক লাভ করিয়া আমি এবং আমার মধ্যে স্থিত লোকপালগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ডসকল পবিত্র হইল। আপনার শ্রীচরণচিহ্ন আমি সানন্দে নিত্যকালের জন্য আমার বক্ষস্থলে রাখিলাম।"

ভৃগু প্রভুর এইরূপ বিনয় ব্যবহার এবং তাঁহাকে কাম-ক্রোধাদির লেশশূন্য শুদ্ধসত্ত্বময় দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিলেন না। ভক্তিতে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল, চক্ষু হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইল। ভগবানকে স্তবাদি করিতে ভৃগু সমর্থ হইলেন না। এইরূপ অবস্থায় ভৃগু ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে মুনিগণের সভায় উপনীত হইলেন।

ভৃগুকে দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দে ও উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর বলুন, আপনি পরীক্ষা করিয়া কি দেখিলেন? বলুন, ভগবান্ কে? আপনার বাক্যই আমাদের পরম গ্রহণীয়। তখন ভৃগু ব্রহ্মা, শিব এবং শ্রীহরির ব্যবহার বর্ণন করিয়া সার কথা বলিলেন—

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা শিব করেন যাঁহার অধিকার॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্মজ্ঞান পুণ্যকীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ' কৃষ্ণের বিজয়॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম)

ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের সন্দেহ দূরীভূত হইল। শ্রীহরিই যে সকলের অধীশ্বর ভগবান্—ইহা জানিতে পারিয়া মুনিগণ কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত ভৃগুকে পূজা করতঃ কহিলেন,—"আপনি আজ আমাদের মহাসংশয় দূরীভূত করিলেন। আপনারঅ নুগ্রহে আমরা কৃতার্থ হইলাম।"

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে।
পুরুষস্য পদাম্ভোজসেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।১৯)

সরস্বতী তীরবাসী মুনিগণ মানবগণের সংশয় নিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাস্তব সিদ্ধান্ত স্থাপন করতঃ শ্রীহরির সেবা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন।

এই উপাখ্যানটী শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে আছে। ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই উপাখ্যানটী শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৯ম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন—পরীক্ষা করিবার কি অন্য কিছু উপায় ছিল না যে ভৃগু ভগবানের বক্ষস্থলে চরণপ্রহার করিলেন ? তিনি কি করিয়া অত বড় দুঃসাহসের কর্ম্ম করিলেন ?

ইহার উত্তরে জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ভগবল্লীলাবিনোদসূত্রধারনত্তিতস্য ভৃগোরেতৎ কর্ম্মণি নাপরাধো বাচ্যঃ ইতি প্রাঞ্চঃ।" —(ভাঃ ১০।৮৯।১২-১৪ টীকা) অর্থাৎ ভগবানের লীলাশক্তিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ভৃগু এইরূপ করিয়াছেন। তাই তাঁহার কোন'অপরাধ নাই —ইহাই প্রাচীনগণের মত।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥
যাহা করিলেন সে তাহার কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে।
করাইলা ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৯ম অঃ

আর একটি প্রশ্ন—সর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরু ব্রহ্মা-শিবও এইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন কেন ? ইহার উত্তরেও শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

বিরিঞ্চি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণ জয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণ জয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্ত জয় অতিশয় ॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

আরও একটি প্রশ্ন—পরম ভক্ত জগদ্গুরু শ্রীশিবজীর ভস্ম ও অস্থি ধারণ প্রভৃতি আচরণ কেন ?

ইহার উত্তরে ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উপরি-উক্ত এই বাক্যই আমাদের স্মরণীয়। যথা—

"অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥"

ভগবৎপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই ; ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—

যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জরসেনোন্মাদিতঃ সদা।
অবধারিতসর্ব্বার্থপরমৈশ্চর্য্যভোগকঃ॥
অস্মাদৃষ্টো বিষয়িনো ভোগাসক্তান্ হসন্নিব।
ধুস্তূরার্কাস্থিমালাধৃগ্‌নগ্নো ভস্মানুলেপনঃ।
বিপ্রকীর্ণজটাভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে॥
তথা স্বগোপনাসক্তঃ কৃষ্ণপাদাব্জশৌচজাম্।
গঙ্গাং মূর্ধ্নি বহন্ হর্ষান্নৃত্যংশ্চ লয়তে জগৎ॥ (বৃঃ ভাঃ ১।২।৫১)

সেই মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের রসপানে সদা উন্মাদিত হইয়া সকল বিষয়, পরমৈশ্বর্য্য ও ভোগ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ন্যায় ভোগাসক্ত বিষয়িগণকে উপহাস করিবার জন্যই যেন ধুতুরা, আকন্দ ও অস্থিমালা ধারণ এবং ভস্মবিভূষণপূর্ব্বক অর্দ্ধউলঙ্গবেশে জটাভার বিস্তৃত করিয়া উন্মাদের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। তথাপি নিজকে গোপন করিতে সমর্থ হন নাই। অর্থাৎ নিজের অন্তরস্থিত কৃষ্ণভক্ত রসিকতা গোপন রাখিবার জন্য বাহিরে উন্মাদ-ভাব অবলম্বন করিলেও অন্তরস্থিত ভক্তিরসকে গোপন করিতে পারিতেছেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণপাদপ্রক্ষালনজলস্বরূপ গঙ্গাকে নিজ শিরে বহন ও তজ্জন্য হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিতেছেন।

উক্ত গ্রন্থে শ্রীশিবজীর বর্ণন প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই,—

কর্পূরগৌরং ত্রিদৃশং দিগম্বরম্
চন্দ্রার্ধমৌলিং ললিতং ত্রিশূলিনম্।
গঙ্গাজলম্লানজটাবলীধরং
ভস্মাঙ্গরাগং রুচিরাস্থিমালিনম্॥

শিবজী কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ত্রিনেত্র, দিগম্বর, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত, সুন্দর, ত্রিশূলধারী, গঙ্গাজলবিধৌত অম্লান জটাসমূহধারী, অর্থাৎ মস্তকে তাঁহার জটা বিদ্যমান এবং তিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন। ভস্মবিভূষণ এবং সুন্দর অস্থিমালাধারী।

উক্ত শ্লোকের স্বকৃত টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"রুচিরৈর্মৃতবৈষ্ণববরাণামস্থ্যাদ্ভবত্বাৎ সুন্দরৈরস্থিভির্যা মালা তদ্বন্তম্।" অর্থাৎ শ্রীশিবজী বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত বৈষ্ণবগণের দেহের অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন।

তাই শাস্ত্র বলেন,—

হরিরেব সদারাধ্যা সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয় কদাচন॥　　(পদ্মপুরাণ)

শ্রীহরিই সকলের নিত্য আরাধ্য এবং তিনি সকল দেবের ঈশ্বর ও ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তদীয় ভক্ত ব্রহ্মা-শিবাদি কেহই অবজ্ঞার পাত্র নহেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

সাধক জীবনের জ্ঞাতব্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

শিষ্যের ভক্তি-বলে গুরুর দোষও গুণে পরিণত হয়, এইরূপ কথা নিতান্ত অসিদ্ধান্তপর। যাঁহার দোষ আছে, তিনি লঘু; তিনি গুরু-পদবাচ্যই নহেন। গুরুর কোনই দোষ থাকিতে পারে না। আর 'শিষ্য' বলিতে শাসনযোগ্য ব্যক্তিকে বুঝায়। যিনি শাসিত হন, তিনি 'শিষ্য' আর যিনি শাসন করেন, তিনি 'গুরু'। গুরু যদি শিষ্যের দ্বারাই শাসিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর গুরুত্ব কোথায়? অতএব ব্যবহারিক জাতিকুল, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য বা লৌকিক আচার অপেক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পিপাসু ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইবেন।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।২১-২২)

বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণসৈবৈকনিষ্ঠ, লোভাদির অবশীভূত সদ্‌গুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে যাহাতে আত্মপ্রদ হরি পরিতুষ্ট হন, সেইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা গুরুসেবা করিতে করিতে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ ভগবানেরই আশ্রয়জাতীয় প্রকাশবিগ্রহ জানিবে। অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 'শ্রীহরিভক্তবিলাস' 'অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না',—এইরূপ কথা বলিয়া অত্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই ইহার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগি-সম্প্রদায়ের মতে ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। তাঁহারা ভক্তিকে অভীষ্টলাভের উপায় বলিলেও, কেহই 'উপেয়' বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, মুক্তি-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ভক্তির আবশ্যকতা। মুক্ত হইলে যখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া যাইতে হয়, তখন কে কাহাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি স্বীকার করিতে হইলে 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'ভগবানে'র পৃথক্ অবস্থান ও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্র 'মুক্তির পরই প্রকৃত ভক্তি আরম্ভ হয়', ইহাই সিদ্ধান্ত করেন। ভাগবতশাস্ত্র বলেন, আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তিযাজন করিয়া থাকেন। মুক্ত পুরুষই নিত্য স্বেচ্ছায় শরীরী থাকিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। তাঁহারা মুক্তির পরও ভগবান্, ভগবানের অভিন্ন শ্রীগুরুদেব, ভগবৎপার্ষদ ও বৈষ্ণবগণের নিত্যত্ব, ভগবদ্-ধামের নিত্যত্ব, ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করেন। অতএব একমাত্র শুদ্ধভক্তসম্প্রদায়ই গুরুকে যথার্থই স্বীকার করেন। যে-গুরু আজ আছেন, কাল থাকিবেন না, যে প্রতিমার আজ আবাহন ও পূজা হইতেছে, কাল আবার বিসর্জ্জন হইয়া যাইবে অর্থাৎ যাঁহাদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহারা কিরূপে নিত্য হইতে পারেন? নিত্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ফলপ্রদ পদার্থই লাভ হয়। অনিত্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কেহ নিত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিত্য পদার্থ। তিনি নিত্যকাল ভগবানের আলিঙ্গিত-বিগ্রহরূপে অবস্থান করেন; শিষ্য নিত্যকাল তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন। অতএব এইরূপ নিত্য পদার্থ বা বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কি সকলের কর্ত্তব্য নহে? আবার 'বৈষ্ণব' বলিতে

কেহ কেহ যেন বৈষ্ণবের বাহ্য বেশকেই 'বৈষ্ণব' মনে না করেন। অভিনয়কালে 'নারদ-ঋষি' সাজিলেও সে প্রকৃত 'নারদ' নহে। কিন্তু যিনি সর্ব্বক্ষণ নারদ অর্থাৎ নারদের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনকারী নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব।

আমরা প্রাত্যহিক জীবনের প্রথম উষায় সর্ব্বপ্রথমে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় লাভ করিবার জন্য ভগবানের সমীপে ব্যাকুলভাবে নিষ্কপটে কাতর প্রার্থনা জানাইব। শ্রীভগবান্‌ই আমার আর্ত্তি ও শুভেচ্ছা দেখিয়া আমাকে শুদ্ধপথে চালিত করিবার জন্য আমার নিকট মহান্ত-গুরু প্রেরণ করিয়া দিবেন. নতুবা আমরা নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি. বিমুখবৃত্তি ও নিরন্তর আত্মবঞ্চনার প্রচ্ছন্ন প্রবল ইচ্ছায় ভরপুর থাকিয়া কখনও ভোগচক্ষে সদ্‌গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি আমার মন যোগাইয়া চলিতে পারেন, আমার বঞ্চনাপরা বুদ্ধি আমাকে যাহা 'ধর্ম্ম' বা 'সত্য' বলিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছে অথবা প্রচলিত জনমত বা গতানুগতিক ব্যক্তিগণ যাহাকে 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' বলে, সেইরূপ ব্যাপারে যে ব্যক্তি আরও ইন্ধন প্রদান করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই সদ্‌গুরু মনে করিয়া আমি আমার জীবন বিপথে পরিচালিত করিব। তখন 'আমার ভিতরে কোন দুষ্টবুদ্ধি বা কপটতা নাই'—বাহ্যজ্ঞানে আমি এইরূপ ভাবিলেও আমাকে বঞ্চিতই হইতে হইবে। আমি হরিসেবার পরিবর্ত্তে প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তর্পণ খুঁজিতে গিয়া কোন প্রাকৃত সহজিয়ার কণ্ঠস্বর. কৃত্রিম হাবভাব. লোক-মুগ্ধকর চরিত্র, প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, বক্তৃতা, কথকতা. ব্যাখ্যা-প্রণালী প্রভৃতি লোকবঞ্চনাপর বাহ্য বিষয় দেখিয়াই তাহাকে মহাভাগবত. পরম বৈষ্ণব মনে করিব এবং ঐরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈষ্ণবকে গুরূপদে বরণ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথ হইতে চিরতরে চ্যুত হইব। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ চান, শ্রীভগবান্‌ তাঁহারই নিকট মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠাই মহান্তগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণগুলি তটস্থ বা আগন্তুক। অনেক সময় কপট অবৈষ্ণব-ব্যক্তিও লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিমভাবে ঐসকল লক্ষণ বাহ্যে প্রকাশ করিতে পারেন।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

—ঃ চরিত্র ঃ—

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—ঐ সেবক

ক্ষেত্রবাবু—ঐ ভক্ত

ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়—ঐ অনুরাগী

রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ

স্বরূপদাস বাবাজী

শ্রীজগন্নাথদেব

মায়াদেবী

মন্দির-পরিচারিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভু

জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ—শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীগুরুদেব

ভজনানন্দী—ঐ সেবক

আগন্তুক

রক্ষী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীরের বহির্ভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—যা'কে তা'কে মহাপুরুষ বল্‌লেই হ'ল? যত সব বেকুবের দল! ·· একজন ধর্ম্মধ্বজী অসম্প্রদায়ী গহীন ব্যক্তি বা'র মহাপুরুষের কোন লক্ষণই নেই, তা'কে কিনা মহাপুরুষ খাড়া করে হৈ-হুল্লোড় কর্‌তে লেগেছে। ওই ভুঁই-ফোর এঁচোরে পাকা অবৈষ্ণবের অনুষ্ঠানে যাওয়াটাই অকল্যাণকর। না,—না, আমি এরকম সাজা মহাপুরুষকে কখনই বরণ করে নিতে পার্‌ব না; বরং সমাজে এর বিপক্ষে প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুল্‌ব

(সহসা স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) কি বল্‌ছেন মহারাজ ! কা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! আপনি তো সর্ব্বংসহা হয়ে আছেন। তুলসী দাসজীর কথাই আপনার শ্রীমুখে প্রতিধ্বনিত হ'তে শুনেছি ;—

'সব্‌সে বসিয়ে সব্‌সে রসিয়ে সব্‌কো লিজিয়ে নাম।
হাঁ-জী হাঁ-জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ধাম ॥'

আজ আবার আপনার শ্রীমুখে বিরূপ মন্তব্য শুন্‌ছি যে মহারাজ !

রঘুনাথদাস—সত্যই বাবাজী মহারাজ ! আজ আমার মন্তব্য একটু অন্য ধরণের। মন্‌টা স্থির রাখ্‌তে পার্‌ছি না। আজ একটু আগেই একজন এসে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গিয়েছে—বলেছে বাংলা থেকে আগত একজন মহাপুরুষের হরিকথা-আলোচনায় আমাকে যোগ দিতে হবে। সেই মহাপুরুষটী কে তা জানেন ? আমি যতদূর তা'র সম্বন্ধে শুনেছি তা'তে তা'কে মহাপুরুষ ব'লে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তাই ঐ আমন্ত্রণ আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছি। ঐ সাজা মহাপুরুষটা এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে এসে এই ধামবাসীদের অধঃপাতে দিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে।

স্বরূপদাস—ও, তাই বুঝি আপনি ঐ মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সংকল্প করেছেন ?

রঘুনাথদাস—হ্যাঁ, আমি এই শ্রীক্ষেত্রের মাটীতে ঐ ভুঁইফোর মহাপুরুষটীকে কোনমতেই সমর্থন কর্‌তে পার্‌বো না।

স্বরূপদাস—মহারাজ ! আপনি সিদ্ধপুরুষ। আপনি মন স্থির করে চিন্তা করুন। আমার যতদূর ধারণা ঐ মহাপুরুষটী নকল ন'ন, উনি খাঁটি অপ্রাকৃত। উনি শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবজীর ইচ্ছায় সুদূর বাংলা থেকে এখানে এসেছেন। শ্রীরামানন্দ রায়ের ভজনস্থলী শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে 'ভগবৎসংসৎ' প্রতিষ্ঠা করে হরিকথা আলোচনার উদ্যোগ করেছেন। ঐ আলোচনায় অংশ নেবার জন্য শ্রীক্ষেত্রের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গুণী-জ্ঞানী ভাগবতগণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনি তো লোকমুখে উঁহার সম্পর্কে শুনে ওঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। বেশ তো, একবার ঐ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সেই

মহাপুরুষটীকে সাক্ষাৎ দর্শন করে আসি চলুন। তখন তাঁকে দেখে আশা করি আপনার ধারণা পরিবর্ত্তন হবে।

রঘুনাথদাস—আপনি তো জানেন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ,—

"অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥"

ঐ তথাকথিত কর্ম্মী-জ্ঞানী মিথ্যাভক্তরূপ অসৎসঙ্গ কর্‌লে শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। কাজে ঐ স্থানে যাওয়া কি আমার বা আপনার উচিত হবে?

স্বরূপদাস—মহারাজ! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। আপনাকে শাস্ত্র-যুক্তি দিয়ে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই তবে আমার মনে হয় আপনি তাঁর অপ্রাকৃত সিদ্ধ কলেবর একবার প্রত্যক্ষ কর্‌লে আপনার সকল সংশয়ের নিরশন হবে। তাই আমি আবার আপনাকে ঐ ধর্ম্মালোচনায় যোগ দেবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে অনুরোধ কর্‌ছি।

রঘুনাথদাস—না মহারাজ। আপনি আমায় অনুরোধ কর্‌বেন না। ঐ ব্যক্তিটীকে অবৈষ্ণব বলেই মনে করি। কাজেই তাঁর মুখে হরিকথা শুন্‌তে ইচ্ছুক নই।

স্বরূপদাস—ঐ মহাপুরুষকে আপনি অবৈষ্ণব বল্‌ছেন কেন মহারাজ!

রঘুনাথদাস—ওঁর গলায় না আছে তুলসীমালা, দ্বাদশ অঙ্গে না আছে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি। তা' ছাড়া ওঁর কোন সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের লক্ষণ নেই। শাস্ত্র-নির্দ্দেশ মান্‌তে গেলে ওঁর মুখে হরিকথা শ্রবণ দোষণীয়।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

স্বরূপদাস—আপনি যা' বল্‌ছেন উনি এখন মালা-তিলক ধারণ করেন না,—এটা অস্বীকার কর্‌ছি না। তবে কিনা মহাপুরুষের আচার-বিচারাদি সর্ব্বপ্রকার জনমত ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের বাহিরে। তাঁর মালা-তিলকাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া না থাকলেও তিনি পারমার্থিক বৈষ্ণবতা লাভ করেছেন এবং তিনি যে পরমভাগবত,—এতে কোন সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবে চিনিতে নারে দেবের শকতি।' উনি ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন ও এখনও কর্‌ছেন। উনি ছাপরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে এক প্রেত-যোনি

অধিষ্ঠিত বৃক্ষতলে পণ্ডিত রমাবাই-এর পিতার যত্নে উনি যখন শ্রীভাগবত পাঠ করেন, তখন সেই বৃক্ষটি ব্রহ্মদৈত্য সহ উৎপাটিত হয়। এরূপ বহু অলৌকিক ঘটনা দেখে তাঁর প্রতি লোকে শ্রদ্ধালু হয়েছে। আপনিও সেখানে গেলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধালু হবেন, —একথা আমি শপথ করে বল্‌ছি।

রঘুনাথদাস—(ঈষৎ হাসিয়া) দেখ্‌ছি আপনি ঐ তথাকথিত মহাপুরুষটির বড় অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি সেখানে হরি-কথা আলোচনায় যোগ দিতে যাবেন; আমি কিন্তু কখনই যাবো না।

স্বরূপদাস—(কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনি দয়া ক'রে অসন্তুষ্ট হবেন না। আপনি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে ঐ স্থানে যাবার অনুমতি দেন, তবেই আমি যাবো; নইলে আপনাকে ত্যাগ ক'রে আমি ওখানে যেতে পারি না।

রঘুনাথদাস—শাস্ত্র নির্দ্দেশ লঙ্ঘন ক'রে আমি কি আপনাকে ওখানে যেতে বল্‌তে পারি? তবে এটুকু বল্‌তে পারি আপনি ওখানে গেলে আমার কোন ক্ষোভ নেই।

স্বরূপদাস—[স্বগতঃ স্বরে] তাইতো, মহারাজ পরিষ্কারভাবে কিছু বল্‌ছেন না। যাই হোক্ উনি পরোক্ষে অনুমতি তো দিয়েছেন!

[প্রকাশ্যে] যথাদেশ মহারাজ! তা' হ'লে ঐ ধর্ম্মসভায় যোগ দিতে যাচ্ছি।

(দণ্ডবৎ করিলেন)

রঘুনাথদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) আসুন।

[স্বরূপদাস বাবাজীর প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—যাক্ এতক্ষণে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে অবসর পেলাম। কি এমন মহাপুরুষ,...যার ডাকে সব বৈষ্ণবরাই ছুট্‌ছে। শ্রীক্ষেত্রের ভাগবতগণ কি বিচার-বিবেচনা শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন? হা জগন্নাথদেব, আপনার ধাম এই শ্রীক্ষেত্র যা'তে কোনরূপ ছলধর্ম্ম-উপধর্ম্মের দ্বারা বা অন্যায় অপকর্ম্মের দ্বারা কলঙ্কিত না হয় তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন প্রভু!

[জগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতঃ মালা জপ করিতে করিতে প্রস্থান।]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

অজামিল-উপাখ্যান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

উচ্চস্থান হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, সর্পাদি-দ্বারা দষ্ট জরাদি রোগে পীড়িত অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেষে যে ব্যক্তি 'হরি'—এই শব্দ উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না। ভগবানের নাম-স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্ব্বপাপমুক্ত হয়। অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উহা উচ্চারিত হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজপ্রভাব দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে।"

ভগবৎ-পার্ষদগণ এইভাবে ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ হতাশ হইয়া যমরাজ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। শ্রীঅজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন। বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীঅজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে ভগবৎ-প্রণীত শুদ্ধ ভাগবৎধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিযুক্ত হইলেন এবং পূর্ব্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত বলিতে লাগিলেন,—

"অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্যবলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি।" (ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩)

দুর্ভাগা আমি দুশ্চরিত্র ও মহাপাপী হইলেও যাহার দ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবোত্তমগণের দর্শন-বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ব্বমঙ্গল কারণ-

রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি আমার পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেশ্যার আসক্তিযুক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম গ্রহণে সমর্থ হইত না।

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় 'পূর্ব্বমঙ্গল'-অর্থে পূর্ব্বকৃত মহাপুণ্যই বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভরতের মৃগশরীর-পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, জানিতে হইবে। (মৃগশরীর-পরিত্যাগকালে শ্রীভরত হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহেই তিনি 'জড়ভরত' নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস্য দেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়াছিল। যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্ব্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালে একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। শ্রীঅজামিল জীবদ্দশায় অন্য সময়ও পুত্রোপচারে নারায়ণ-নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম-গ্রহণদ্বারাই সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি মরণকালীন তাঁহার যে নামগ্রহণ, তাহাতে কেবলমাত্র ভগবন্নামের প্রশংসাই শুনা যায়।"

পূর্ব্বজন্মে বা এই জন্মে যিনি সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনিই পরে ভগবৎসাক্ষাৎকার পান। যদি আমাদের শ্রীনামের প্রতি অভিনিবেশ হয়, তবে মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই ভগবানের স্মরণ হইবে। সেইজন্য প্রত্যেকেরই নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিরন্তর হরিনাম করা উচিত। শ্রীঅজামিলের নামাভাসে মুক্তি হইয়াছিল। নামাভাসের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সুকৃতি থাকায় অজামিলের এই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সহিত শ্রীঅজামিলের যোগাযোগ ছিল, নতুবা নামাভাস ও মহতের দর্শন সম্ভব হইত না। মহতের সেবা—প্রেমের দ্বার, আর যোষিতের সঙ্গ—নরকের দ্বারস্বরূপ। ফল দেখিয়া কারণ অনুমিত হয়। অন্তে ভগবৎস্মৃতি ও ভক্তিফল দেখিয়া ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, শ্রীঅজামিল যোষিৎসঙ্গ করেন নাই। নামাভাসের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য তাঁহার এই লীলা। ইহা ভগবদিচ্ছাতেই হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিক পক্ষে অজামিল পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি-ব্যাপারে শত শত

বার যে 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্ব পাপ নষ্ট হইয়াছিল। আর তৎপরে অন্যান্য যেসব 'নারায়ণ'-নাম উচ্চারিত হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধনই হইয়াছিল—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি বলি—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেশ্যাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম সময়ে নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপ-উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ;—তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাস-গ্রহণকে অশেষ পাপনাশক বলিয়া জানেন। যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন-মুক্ত হইবেন।'—ইত্যাদি স্থলে 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ আছে ; সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সেই সেই স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম গ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপ-বাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়, বুঝিতে হইবে। সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদ্গমের কোন সম্ভাবনা নাই। যদি বলি, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেন না, প্রত্যুত পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও দন্ত-উৎপাটিত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই অথবা মতান্তরেরও একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্‌ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য ; অন্যথা নামের স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়।"

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ নামাভাস উচ্চারণে এবং সাধুর দর্শন ও সঙ্গফলে কৃতার্থ হইয়া শ্রীঅজামিল শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইলেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সদ্‌বুদ্ধির উদয় হওয়ায় তিনি অবিলম্বে সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার-তীর্থে গমনপূর্ব্বক তথায় একটি দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-প্রভাবে তিনি শ্রীভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট

করিয়া শ্রীভগবানের সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবানে অচলা ভক্তি হইলে একদিন শ্রীঅজামিল তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বদৃষ্ট বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের দর্শনের পরই শ্রীঅজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার-তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-পার্শ্ববর্ত্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজ্ঞামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥　　(ভাঃ ৬।২।৪৯)

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও যখন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, তখন সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ-নাম;
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥
অঘ-বক-পুতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল যে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৩৬-৩৩৯)

--শ্রীনৃসিংহদাস ব্রহ্মচারী

ভোক্তা ও ভোগ্য

জীব ভোক্তা না ভোগ্য—দ্রষ্টা, না দৃশ্য?--এই বিচার করিতে গেলেই জীবের স্বরূপবিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে জীব দুই-প্রকার। মুক্ত জীবগণ স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপের প্রকৃত অভিমান—ভৃত্যাভিমান বা ভগবদ্দাসাভিমান প্রবল; তাই তাঁহারা ইহ জগতের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করতঃ সেগুলিকে ভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া

তাহাতে আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক তত্তৎ দ্রব্যসমূহকে প্রভুসেবায় লাগাইবার জন্য ব্যস্ত। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস। এই দাসাভিমানই তাহার স্বরূপ ও ভগদাস্যই তাহার বৃত্তি। কিন্তু এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের যেখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে সেখানেই অস্মৃতি-বশতঃ স্বরূপের বৃত্তি আবৃত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চেতন-আত্মার বৃত্তি গুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেহমনের প্রাবল্য বশতঃ নিজেকে 'দেহোঽস্মি' প্রভৃতি বলিয়া মনে হইতেছে। যেখানে শরীরকে শরীরী বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়াছে এবং সে বিরূপগ্রস্ত হইয়া নিজেকে এ জগতেরই একজন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহারই নাম বদ্ধতা বা ভ্রম। একবার স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিলে তাহা পুনরুদ্ধার করা জাগ্রত সাধুর কৃপা ব্যতীত অন্য উপায়ে হয় না। সুতরাং এতদ্বিষয়ে আমাদের সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যে নির্ভর করাই দরকার। অন্যথা স্বরূপোদ্বোধনের অন্য আশা নাই; তাই আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নবনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোন্মখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুপদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ॥
(পদাবলী ৬৩ শ্লোক)

জীব যখন ভগবানের নিত্যভৃত্য, তাঁবেদার বা সেবক তখন জীব যে ভগবানের সেবোপকরণ—তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য, পরন্তু ভোক্তা বা দ্রষ্টা নহে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই জগৎ বা পরজগৎ সকলেরই কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর বাদবাকী তাঁহার ভোগ্য বা সেবকশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং জীবের আপনাকে দৃশ্য বা ভোগ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ; দ্রষ্টা বা ভোক্তা অভিমানে কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে নিজ ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ আভিমানী ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া জগৎ ভোগের যে ধৃষ্টতা তাহাতে অমঙ্গল বা জন্ম-জন্মান্তর দুঃখ লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্যদৃষ্টিতে যে অনুপাদেয়তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় সেই অনুপাদেয়তা বা ভোক্তৃত্ব দূরে রাখিয়া নিজেকে ভোগ্য বা দৃশ্যত্বে স্থাপনপূর্ব্বক যে সর্ব্বত্র সেব্যত্ব প্রকটনের চেষ্টা—নিজেকে সর্ব্বক্ষণ সেবকাভিমানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ঐকান্তিক যত্ন, সেখানেই

জীবের সকল মঙ্গল কিন্তু আমাদের প্রায় শতকরা শতজনের ধারণা যে, আমরা দ্রষ্টা বা ভোক্তা ; তাই আমরা জগদ্‌ভোগের জন্য আপ্রাণ সচেষ্টা এবং অধোক্ষজ ভগবান্‌কেও দেখিয়া লইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। আমরা ভগবদ্দর্শনের ছলনা করি বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহকেও কাঠপাথর-বুদ্ধি করিয়া বসি এবং যে রূপ ভুবনকে মোহিত করে সেই ভগবদ্‌রূপ-দর্শনের ছলনার পরও জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্য আমাদের চিত্ত ধাবিত হয়। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব।

ভগবান্ দৃশ্য বা ভোগ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা বা ভোক্তা। এই দ্রষ্টা বা ভোক্তার আসন যাঁর একচেটিয়া সেই ভগবান্‌কে দৃশ্য বস্তুর মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা বা তাঁহাকে ভোগ করিবার যে দুরভিসন্ধি, তাহা অজ্ঞতারই পরিচায়ক ব্যতীত আর কি ? জীবের এই দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার সর্ব্ব-নাশের মূল ? এমতাবস্থায় সাধুগুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগান্তে দৃশ্যাভিমানকে হৃদয়ে প্রকট করা বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবের যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের দৃশ্য বা তাঁহার শুদ্ধস্বরূপগত দাস অভিমান হয়, তখনই জীব উন্মুখ হইয়া থাকে এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেমনেত্রেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজ** শ্রীগৌর-বাণী প্রচারার্থে সদলবলে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গত ইং ২৪।৩।৭১ তারিখে যাত্রা করতঃ বিহারের সাঁওতাল পরগনাস্থ রাজবাঁধ হইয়া সারসাজোলস্থ শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ. মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছেন। তথায় তিন দিনব্যাপী বিপুলভাবে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহারা ২৮।৩।৭১ তারিখে আসানবনিতে পৌঁছিয়া সপ্তাহব্যাপী বিভিন্নস্থানে বিপুল হরিকথা প্রচার করেন। উক্তস্থান হইতে ৩।৪।৭১ তারিখে রাণীবহালে পৌঁছিয়া তথায় তিন দিন পাঠ-কীর্ত্তন করেন। তদন্তর বারমাসিয়ায় শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাড়ীতে ৬।৪।৭১ তারিখে শুভবিজয় করেন। এইস্থানেও তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৬ই এপ্রিল, শুক্রবার দিন বলিহারপুরে পৌঁছেন ও স্থানীয় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে দুই দিন পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার আয়োজন হয়। তথা হইতে ১৮।৪।৭১ তারিখে লিউড়ী সহরে পৌঁছিয়া শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। এইস্থান হইতে ২২।৪।৭১ তারিখে মালদহ টাউনে পৌঁছেন। উক্তস্থানে স্থানীয় জমিদারের মধ্যমপুত্র শ্রীযুত মনমোহন সাহা রায় (Municipal Chairman) তথা ানীয় স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুত পিনাকিরঞ্জন রায় (Eye-Specialist) মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় স্থানীয় 'বিশ্বহিন্দু পরিষদে' এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'সনাতন হিন্দুধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সুদীর্ঘ বাগ্মীতাপূর্ণ গভীর তত্ত্ব সমন্বিত বক্তৃতা শ্রবণ করতঃ ভক্তিধর্ম্মে অনুপ্রাণীত হন।

রায়গঞ্জস্থ শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ দাসা ধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে ৩০শে এপ্রিল শুক্রবার দিন তাঁহার গৃহে শ্রীল মহারাজ সদলবলে শুভবিজয় করেন। রায়গঞ্জ সহরস্থ শ্রীযুত হরিগোপাল চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য কয়েক ভক্তবৃন্দের বাটীতেও সপ্তাহাধীককাল অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুস্থত বাণী বিপুলভাবে প্রচার করেন। তৎপর ৮ই মে শনিবার শিলিগুড়ি সহরস্থ শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাসভবনে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দের গৃহে বিভিন্ন দিবসে পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরপল্লীস্থ G. S. Bhandari & Co.-র (Saw Mill) Manager শ্রীযুত রঘুনাথ প্রসাদ যোশী মহোদয় প্রচার পার্টীর থাকিবার স্থান ও দৈনন্দিন সেবা-খরচাদির ব্যবস্থা করিয়া সমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

২১শে মে শুক্রবার দিন শিলিগুড়ি হইতে আসামের বাসুগাঁওস্থ সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ দলে দলে শ্রীমঠে পৌঁছিতে থাকেন। তথায় এক সপ্তাহকাল অবস্থান করতঃ বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর তাঁহারা বিলাসীপাড়া সহরস্থ শ্রীযুত হরিপদ সাহা মহাশয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সহরস্থ মহামায়া মন্দিরে ৫ দিনব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা এবং শ্রীরামলীলা প্রভৃতিও প্রদর্শিত হয়।

৪ঠা জুন শুক্রবার দিন বিলাসীপাড়া হইতে শালকোচায় পৌঁছিয়া শ্রীযুত চন্দ্রমোহন বর্ম্মন মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করেন। এখানে স্থানীয় বিভিন্ন ভক্তবৃন্দের গৃহে পাঠ-বক্তৃতা কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও ছায়াচিত্র প্রদর্শন হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহারা অভয়পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় মারোয়ারী-দিগের সত্যনারায়ণ মন্দিরে তিন দিনব্যাপী পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। উক্ত মন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয় প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা ও আদর-যত্ন করেন। এইস্থান হইতে ১১ই জুন বঙ্গাইগাঁও সহরস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

—বিশেষসংবাদদাতা।

উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা অন্যান্য মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এই উৎসব, সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-মহোৎসবরূপে বিশেষভাবে উৎযাপীত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত মঠের মহোৎসব সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসরই সমিতির প্রচারপার্টী কিছু দিন পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হন। এই বৎসর সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনের কিছুদিন আগেই উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই উৎসবের জন্য প্রস্তুতি লইতে থাকেন। উক্ত মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথদাস ব্রজবাসী প্রভুজীর ঐকান্তিক সেবা-প্রচেষ্টায় অধিকতররূপে প্রস্তুতি হইতে থাকে; নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বদিবসেই শ্রীমঠকে বিভিন্ন পত্র-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ৯।৬।৭১) বুধবার দিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে পর শ্রীগুরু-বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পাঠমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার তাৎপর্য্য প্রাঞ্জলভাষায় বর্ণনা করেন। তদন্তর শ্রীস্নান-যাত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন আরতির পূর্ব্বে ইহা সমাপ্ত হইলে কীর্ত্তনমুখে বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তথা ফল-মূল-মিষ্টি প্রভৃতি উপাদেয় উপকরণাদি নিবেদিত হয়। ভোগান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তথা সমাগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকাল ৪ ঘটিকায় এক ধর্ম্ম সভার আয়োজন। এই ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ পৌরহিত্য করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণদান করিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রহস্য উদ্ঘাটন করতঃ শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। তৎসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিলাচল গমন-পথে উক্তস্থানকে পবিত্র করেন, ইহারও নাতিদীর্ঘ এক তাৎপর্য্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করতঃ ভক্তবৃন্দের প্রভূত আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাঁহারা যাঁহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার-কার্য্য সমাপ্ত করেন।

—নিজস্ব-সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও অন্যতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহা-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবস-ব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠান উদযাপিত হইয়াছে।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন, পাঠ-কীর্ত্তন, রথাকর্ষণ, বক্তৃতা ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** সংরক্ষিত বক্তৃতাবলী বাণী-সংরক্ষণ (Tape Recorder) যন্ত্রের সাহায্যে পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীরথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আহূত ও অনাহূত অনেক সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-কন্যাকুমারী-

তথা

দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ তীর্থদর্শনের

সুবর্ণ সুযোগ

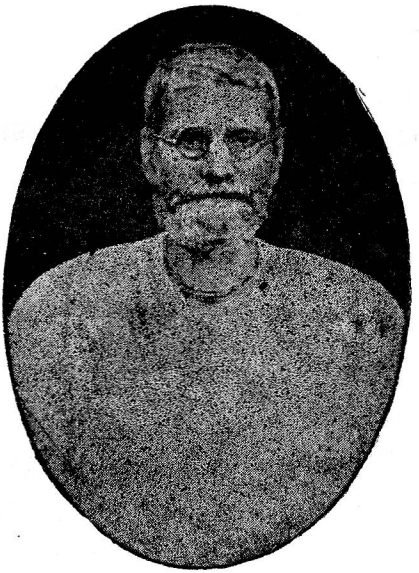

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-সভাপতি

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

—ঃঃ(❋)ঃঃ—

পরিচালনায় ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
ইং ১৭।৭।৭১

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি ভকত সঙ্গে॥"

আগামী **৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট সোমবার** দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী নিম্নলিখিত তীর্থগুলি দর্শন ও পরিক্রমায় যাত্রা করিবেন। হাওড়া ষ্টেশনের ১৪নং প্লাটফর্ম্ম হইতে দিবা ১০টার সময় যাত্রা করা হইবে। হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগিবে। **রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলীভাড়া ও দুইবেলা প্রসাদের ব্যায় বাবদ অন্যূন ৪০৫'০০ টাকা প্রতি যাত্রিপক্ষে ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।** যোগদানেচ্ছু সজ্জনগণ অবিলম্বে নিজ নিজ নাম তালিকা-ভুক্ত করাইবেন এবং যাত্রাদিবসের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে অগ্রিম ২০০'০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় জমা দিবেন। বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে দিতে হইবে। বিশেষ কিছু জানিতে হইলে সাক্ষাতে অথবা পত্রদ্বারা উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ইতি— ৩২শে আষাঢ়, ১৩৭৮ সাল।

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ--

পুরী—সমুদ্রস্নান, ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবর, শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ, গম্ভীরা (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভজনকুটীর) গঙ্গামাতা-মঠ, সিদ্ধবকুল, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, টোটাগোপীনাথ ইত্যাদি।

ওয়ালটিয়ার—সিংহাচলম্, পর্ব্বতোপরি গঙ্গাধারায় স্নান, চন্দনাবৃত শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ।

বেজোয়াদা—কৃষ্ণানদীতে স্নান, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ, শ্রীপানা নৃসিংহদেব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী।

ত্রিপতি-বালাজী—স্বামী-পুষ্করিণী, বরাহদেব, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

বিষ্ণুকাঞ্চি—কোটীতীর্থ বা অনন্ত-সরোবরে স্নান, শ্রীবরদরাজ বিষ্ণু, যোগনৃসিংহ, লক্ষ্মী দেবী, শতস্তম্ভ-মণ্ডপ।

শিবকাঞ্চি—সর্ব্বতীর্থ সরোবর, একাম্রনাথ-শিব বলিরাজ ও ত্রিবিক্রম-জীউ, কামাক্ষ্যাদেবী, আদি শঙ্করাচার্য্য।

পক্ষীতীর্থ—হরপার্ব্বতী (যাঁহারা পক্ষীরূপে এই পর্ব্বতে প্রত্যহ ভোগ গ্রহণ করেন), শঙ্খতীর্থে স্নান।

পণ্ডিচেরী—শ্রীগণেশজীউ, কালহস্তীশ্বর, শ্রীবরদ-রাজ পেরুমল।

চিদাম্বরম্—কাবেরীশাখায় স্নান, শ্রীগোবিন্দরাজ, স্বর্ণময় নটরাজশিব।

কুম্ভকোণম্—মহামধ্যম সরোবর, কুম্ভেশ্বর মহাদেব, শ্রীরামস্বামী, শ্রীশার্ঙ্গপানী।

শ্রীরঙ্গনাথ—কাবেরীনদীতে স্নান, শ্রীরঙ্গনাথজীউ, সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ, রামানুজ-গদি, বিশাল-গরুড়-মূর্ত্তি, শ্রীদেবী, ভূদেবী, বিভীষণ, চন্দ্রপুষ্করিণী, বৈকুণ্ঠনাথ ইত্যাদি (ইহা ভারতের সর্ব্ব বৃহত্তম মন্দির)।

রামেশ্বর—লক্ষ্মণতীর্থ, সীতাতীর্থ, শ্রীশ্রীসীতারাম জীউ, রামঝরোখা।

সেতুবন্ধ বা ধনুষ্কোটি—শাস্ত্রোক্ত মুক্তিদায়ক-তীর্থ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও জানকী দর্শন।

মাদুরা—স্বর্ণ-পুষ্করিণী সরোবর, সুন্দরেশ্বর-শিব, মীণাক্ষী-দেবী, নটরাজ শিব, সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপ।

কন্যাকুমারীকা—কুমারীরূপিণী দেবীর অপূর্ব্ব দর্শন, ত্রিপাদ শিলা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী-তীর্থ প্রভৃতি দর্শন।

মাদ্রাজ—পার্থসারথী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সুব্রহ্মণ্যম্, বালাজী ইত্যাদি।

যাত্রীগণের জ্ঞাতব্য ঃ—

১। যাঁহারা তীর্থযাত্রাদিতে সঙ্কল্প, পূজা, দান বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে চান তাঁহারা নিজ নিজ পৃথক্ খরচে তাহা করিবেন। তবে পরিচালক-সমিতি তীর্থপাণ্ডা দ্বারা যতদূর সম্ভব স্বল্প খরচে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

২। দর্শনীয় স্থান ষ্টেশন হইতে ৪ মাইলের মধ্যে হইলে পদব্রজে পরিক্রমা করিয়া আসিতে হইবে। তার অধিক হইলে স্থানোপযোগী যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া পরিক্রমা করা হইবে এবং সেই খরচ পরিচালক-সমিতি বহন

করিবেন। তবে কোন বৃদ্ধ বা অসুস্থ যাত্রী যদি এই চার মাইল পর্য্যন্তও পদব্রজে পরিক্রমা করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যয়ে পরিচালক-সমিতি যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাদ্রাজ সহর যাত্রীগণ নিজ নিজ ব্যয়ে দর্শন করিবেন।

৩। পার্টির সঙ্গে যে অর্চ্চাবিগ্রহ শুভ বিজয় করিবেন, ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার অর্চ্চন, আরতি দর্শন ও শ্রীভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ যাত্রীগণ কোনরূপ অসুস্থ হইলে তাঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে। কোনও সংক্রামক রোগীকে এই পরিক্রমায় লওয়া হইবে না। কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা দৈব দুর্ব্বিপাকের জন্য সমিতি বা পরিচালকমণ্ডলী দায়ী নহেন।

৫। আশ্রমের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকগণ সংকীর্ত্তনমুখে যাত্রিগণকে লইয়া মন্দিরাদি দর্শন করিবেন এবং প্রতিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিবেন।

৬। প্রত্যেক যাত্রী সমিতির নাম ঠিকানা এবং নিজের নাম ঠিকানা যুক্ত একটি আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখিবেন। কোন কারণে সঙ্গচ্যুত হইলে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করিয়া এবং রাস্তার যাকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া কোন দোকানদারকে বা পুলিশকে এই কার্ড দেখাইয়া গন্তব্য স্থানের অনুসন্ধান করিবেন। পার্টি ছাড়িয়া কেহ কোথাও বাহিরে যাইতে হইলে পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জানাইয়া যাইবেন।

৭। প্রত্যেক যাত্রী ১৫/১৬ সের পর্য্যন্ত মাল সঙ্গে আনিতে পারিবেন। সময়োপযোগী বিছানাপত্র মশারীসহ কাপড়চোপড়, ১খানা থালা, ১টি বাটী, ১টি ঘটি, ১টি টর্চ্চ, তৈল, সাবান, দাঁতের মাজন প্রভৃতি তিনসপ্তাহোপযোগী জিনিষপত্র সঙ্গে লইবেন। বড় বাক্স বা পেটরা সঙ্গে লইবেন না, কারণ বড় লাইন হইতে ছোট লাইনে আবার ছোট লাইন হইতে বড় লাইনে গাড়ী বদল করিতে বিশেষ বেগ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। তালা চাবি দেওয়া ব্যাগ বা সুটকেশ লইবেন।

৮। যাত্রীদের অতিরিক্ত টাকা নিরাপদে রাখিবার জন্য পরিচালক-মণ্ডলীর নিকট জমা রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। যাত্রীগণ আবশ্যকমত টাকা লইতে পারিবেন।

৯। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসর মধ্যে) জন্য মোট ২২৫·০০ টাকা দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণবশতঃ প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

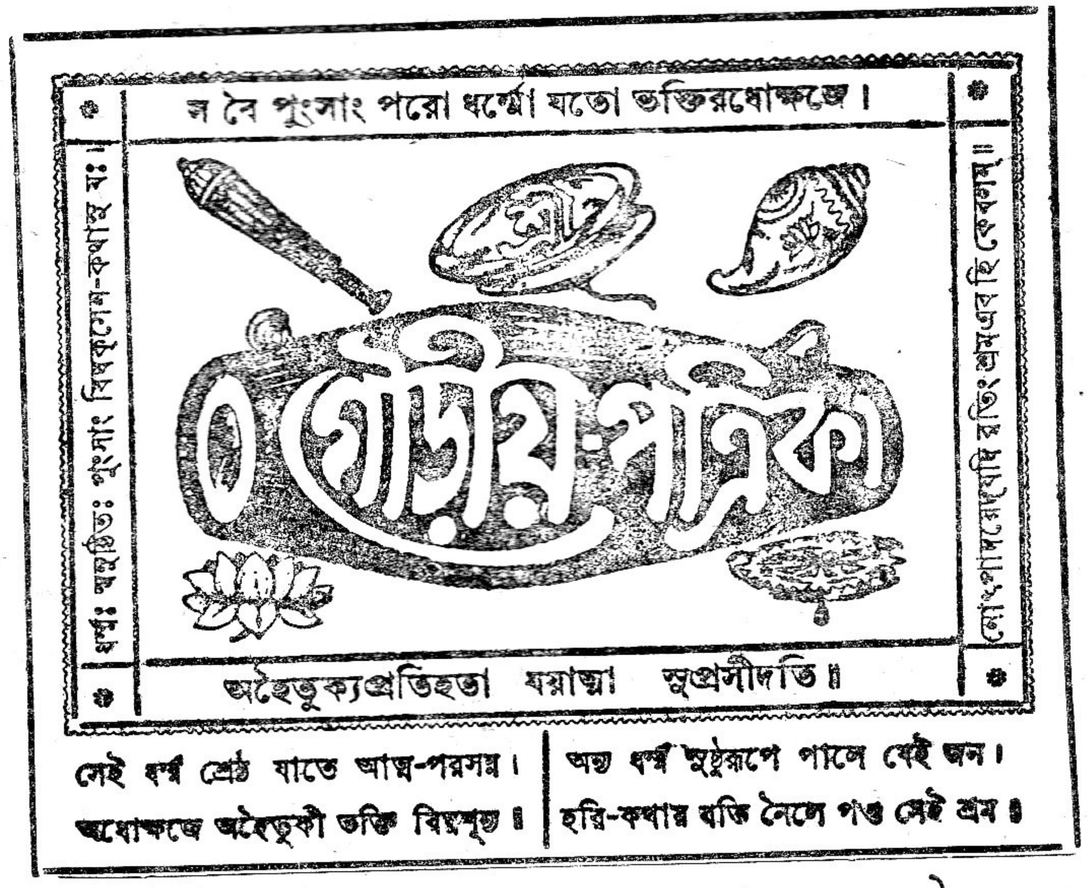

২৩শ বর্ষ { প্রদ্যুম্ন, ১১ হৃষীকেশ, ৪৮৫ গৌরাব্দ / মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৮; ইং ১৭।৮।১৯৭১ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

ভোজনস্য সময়ে তব যত্না-
দ্দেবি ধূপনিবহান্ বরগন্ধান্।
বীজনাদ্যমপি তৎক্ষণযোগ্যং
হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি॥ ৫১॥

হে দেবি রাধিকে! তোমার ভোজন-সময়ে অতি যত্নসহকারে সুগন্ধযুক্ত ধূপসমূহ এবং উক্ত ভোজনকালের সুযোগ্য বীজন অর্থাৎ চামরাদি, হায়! কবে আমি সম্পাদন করিব॥ ৫১॥

কর্পূরপূরপরিপূরিত-নাগবল্লী-
পর্ণাদিপূগপরিকল্পিত-বীটিকাং তে।

বক্ত্রাম্বুজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং
প্রোৎফুল্ল-রোমনিকরৈঃ পরমার্পয়ামি ॥ ৫২ ॥

হে মধুরাঙ্গি ! আমি হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া কবে তোমার মুখপদ্মে অতিশ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্য সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা পরিপূরিত তাম্বুলদল ও গুবাক খদির লবঙ্গাদি দ্বারা সজ্জিত বীটিকা অর্পণ করিব ? ॥ ৫২ ॥

আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবী দেবীং
নির্ম্মঞ্ছয়িষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ ।
অন্যালয়শ্চ নবমঙ্গলগানপুষ্পৈঃ
প্রাণার্ব্বুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

হে দেবি ! তুমি দেব শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, ললিতাসখী অতিশয় হৃষ্টা হইয়া তোমাকে নির্ম্মঞ্ছন সাধনদীপ দ্বারা আরাত্রিক করিবেন ও অন্যান্য সখীগণও অর্ব্বুদ প্রাণের সহিত অভিনব মঙ্গলসূচক গান ও পুষ্পাদির দ্বারা আরাত্রিক করাইবেন এবং আমিও দাসীভাবে কেশ দ্বারা তোমাকে আরাত্রিক করিব ॥ ৫৩ ॥

আলীকুলেন ললিতাপ্রমুখেন সার্দ্ধ-
মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভর-নর্ম্মগোষ্ঠীম্ ।
মৎপাণি-কল্পিত-মনোহর-কেলিতল্প-
মাভূষয়িষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি ॥ ৫৪ ॥

হে দেবি ! আমি স্বীয় হস্তদ্বারা মনোহর বিলাস শয্যা রচনা করিব, তুমি ঐ শয্যাকে ললিতাদি সখীবৃন্দের সহিত অতিশয় কৌতুক বিস্তারপূর্ব্বক শয়নক্রিয়া দ্বারা কবে ভূষিত করিবে ॥ ৫৪ ॥

সম্বাহয়িষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীয়ং
হা রূপমঞ্জরিরসৌ চ করাম্বুজে দ্বে ।
যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদয়ে সদয়েঽনয়োঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভবাসরঃ সঃ ॥ ৫৫ ॥

হে মনোজ্ঞহৃদয়ে রাধিকে ! যে দিনে এই কিঙ্করী অর্থাৎ (আমি) পদদ্বয় এবং এই রূপমঞ্জরীও তোমার হস্ত পদ্মদ্বয় সম্বাহন করিবে, হায় ! হে কৃপা-ময়ি ! আমাদিগের উভয়ের সম্বন্ধে সেই দিন কি শুভদিন বলিয়া কথিত হইবে ? ॥ ৫৫ ॥

তবোদ্গীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিলং
তথা পাদাম্ভোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া।
অয়ি প্রেম্না সার্দ্ধং প্রণয়িজনবর্গৈর্বহুবিধৈ-
রহো লব্ধব্যং কিং প্রচুরতর-ভাগ্যদয়োবলৈঃ ॥ ৫৬ ॥

হে সুমুখি! প্রচুরতর ভাগ্যোদয়ের বলে বন্ধুগণের সহিত তোমার ত্যক্ত চর্ব্বিত তাম্বুল এবং পাদপদ্ম প্রক্ষালণসম্ভূত অমৃতময় ধারাবাহিকজল প্রেমসহকারে আমি কি ভক্তিলতার ন্যায় এই ব্রজমণ্ডলীতে লাভ করিব? ॥

ভোজনাবসরে দেবি স্নেহেন স্বমুখাম্বুজাৎ।
মহ্যং ত্বদ্গতচিত্তায়ে কিং সুধাস্ত্বং প্রদাস্যতি ॥ ৫৭ ॥

হে দেবি রাধিকে! আমি তোমার সুখ সাধনে একান্তচিত্ত হইয়াছি, অতএব ভোজন শেষ হইলে অতি স্নেহবশতঃ তুমি স্বীয় মুখপদ্ম হইতে, আমাকে কি অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিবে? ॥ ৫৭ ॥

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধয়ে মাধবস্য
ব্রজপতিপুরমুদ্যদ্রোম-রোমা ব্রজন্তি।
স্খলিত-গতিরুদঞ্চৎস্বান্ত-সৌখ্যেন কিং মে
ক্বচিদাপ নয়নাভ্যাং লপ্স্যসে স্বামিনি ত্বম্ ॥ ৫৮ ॥

হে স্বামিনি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের রন্ধন ব্যাপারের নিমিত্ত নন্দরাজের গৃহ গমনকালে যে তোমার রোমরাজী অত্যন্ত প্রফুল্লও হয় এবং হৃদয় হইতে উত্থিত সুখবশতঃ তোমার যে গমন ইতস্ততঃ স্খলন হয়, এতাদৃশ ভাবাপন্ন হইলে পর তুমি কি আমার নেত্রদ্বয়ের গোচর হইবে? ॥ ৫৮ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে ললিতয়াথ বিশাখয়া চ।
ত্বাং সর্ব্বতঃ পরিজনৈশ্চ পরৈঃ পরীতাম্।
পশ্চান্ময়া বিভৃত-ভঙ্গুর-মধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরিরিয়ং পথি নেষ্যতিহ ॥ ৫৯ ॥

হে স্বামিনি! ললিতা ও বিশাখা উভয় পার্শ্বে এবং অন্য সখীগণ চতুর্দ্দিকে এবং আমি পশ্চাদ্ভাগে তোমাকে বেষ্টিত করিব কিন্তু শ্রীরূপমঞ্জরী দেবী তোমাকে সখী বেষ্টিত করিয়া এই ব্রজপথে পথশ্রান্তিতে কটিদেশের ঈষৎ বক্রতা বশতঃ স্কন্ধাবলম্বনপূর্ব্বক কি আনয়ন করিবে? ॥ ৫৯ ॥

হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং
কোলাহলৈর্বিবিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ।
সম্ভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-
র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরুব্রজবন্দিতাদ্যঃ ॥ ৬০ ॥

যে নন্দীশ্বর বৃন্দাবনবন্দিত গোবর্দ্ধন হইতেও শ্রেষ্ঠ, গো-সমূহের হম্বারব এবং বিবিধ বন্দিকলাকুশল গোপগণের কোলাহলে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ৬০ ॥

প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িণী-প্রকরৈঃ পরীতাং
নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তম্।
দূরে নীরিক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা
ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্মমাগ্রে ॥ ৬১ ॥

এতাদৃশ নন্দালয় নন্দীশ্বরে তুমি সকল প্রণয়িজন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলে পর ধনিষ্ঠাদেবী তোমাকে দূর হইতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া প্রণয় বশতঃ কবে শীঘ্র আমার অগ্রে আনয়ন করিবে ॥ ৬১ ॥

প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে প্রবিষ্টা
নত্বা ব্রজেশমহিষীপ্রভৃতীর্গুরূস্তাঃ।
হা কুর্ব্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং
সংমজ্জয়িষ্যসি তরাং সুখসাগরে মাম্ ॥ ৬২ ॥

হে রসবতি রাধিকে! গতি বিশেষ চাতুরী নিপুণ পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া নন্দরাজপত্নী প্রভৃতি গুরুবর্গকে নমস্কার পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত রন্ধনক্রিয়া সমাধান করিয়া কবে তুমি আমাকে সুখসাগরে মগ্ন করিবে ॥ ৬২ ॥

মাধবায় নতবক্ত্রমাদৃতা
ভোজ্যপেয়-রসসঞ্চয়ং ক্রমাৎ।
তন্বতী ত্বমিহ রোহিণীকরে
দেবি ফুল্লবদনং কদেক্ষসে ॥ ৬৩ ॥

হে দেবি রাধিকে! তুমি নতবদনে শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি সাধনার্থ রোহিণী-দেবীর হস্তে যথাক্রমে ভোজ্য পেয় প্রভৃতি রসাল বস্তুসমূহ অর্পণ করিবে, ঐ অবস্থায় কবে আমি প্রফুল্লবদন তোমাকে দর্শন করিব ॥ ৬৩ ॥ **(ক্রমশঃ)**

কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"

দার্জ্জিলিং

১লা আষাঢ়, ১৩৪২

১৬ই জুন, ১৯৩৫

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জ্জিলিংএ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংসক্ষেত্র বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্ম্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি (ব্রজবিলাস-স্তবে) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেবং মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সম্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থূল আধ্যক্ষিকভাবে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস গৌড়ীয়মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সভ্যতা)

১। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ কি ?

"সভ্যতা-শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

২। বর্ত্তমান সভ্যতার স্বরূপ কি ?

"ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম—সভ্যতা (?)।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

৩। ধূর্ত্ত লোক কিরূপে সভ্যতা রক্ষা করে ?

"ধূর্ত্ত-লোক সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহবলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

৪। তুচ্ছ সভ্যতার জন্য ভক্তিধন হারান উচিত কি ?

"ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
'বাতুলতা' করিয়া তাহায়।
যে-সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ?"

—'অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি', ২, কঃ কঃ

৫। কলিকালের সভ্যতা কি পাপাচারমাত্র নহে ?

"লোকরঞ্জন বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ তোমাদের অপেক্ষা সভ্য ! * * * মদ্য মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচার মাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা।"

—জৈঃ ধঃ, ৯ম অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌরে নিষ্ঠা

গৌরবাণী-সেবাতরে যেই ত্যাগ নয়।
সে-ত্যাগেতে আত্মধ্বংস জানিবে নিশ্চয়॥

গৌরবাণী-পাদপদ্মে না হ'লে মমতা।
বাড়িবে ভোগের বহ্নি না হবে সমতা॥

গৌরবাণী-সেবা বিনা পুণ্য নাহি আর।
অন্যত্র পুণ্য নামে ঘোর পাপাচার॥

গৌরবাণী-ত্যজি' অন্য যেবা করে দান।
মায়াদাস বলি' তারে জানিবে বিদ্বান্॥

গৌরবাণী-পদসেবা যার তপ নয়।
অসুর বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়॥

গৌরবাণী বিনা যেবা করে অন্য জপ।
কপটী দুর্জ্জন সেই বিষয়ী মদ্যপ॥

গৌরবাণী-পদসেবা ত্যজে যেই স্মৃতি।
বিস্মৃতি তাহার নাম নাহি তারে মৃতি॥

গৌরবাণী-সবাগান যেই শ্রুতি গায়।
শ্রুতিসার বলি তারে শিরে ধর তায়॥

গৌরবাণী-সেবা বিনা গতি নাহি ভবে।
অন্যত্র হইলে গতি দুর্গতি লভিবে॥

গৌরবাণী-সেবা বিনা শান্তি কোথা আর।
অন্যত্র শান্তির নামে মরু হাহাকার॥

গৌরবাণী-সেবা বিনা কোথা স্থিতি।
চতুর্দ্দশে পুনঃ পুনঃ হবে গতাগতি॥

গৌরবাণী-সেবা বিনা মুক্তি নাই কভু।
গৌরবাণী-সেবানন্দ চতুর্ব্বর্গ-প্রভু॥

গৌরবাণী-সেবানন্দে নাহি যার মতি।
সর্ব্বগুণী হইলেও সেই খল অতি॥

গৌরবাণী-সেবানন্দে যার প্রীতি নাই।
তার সঙ্গে প্রীতি হ'লে ঘোর দুঃখ ভাই॥

গৌরবাণী-সেবা ত্যজি প্রেম কোথা আছে?
অন্যত্র দুর্গন্ধ কামে ফাঁস আছে পাছে॥ (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—৯)

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশে জীবের চিত্ত বিক্ষুব্ধ। ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলে এ সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। তাহাতে চিত্ত সম্যক বিশুদ্ধ হয়। ভগবৎ সাক্ষাৎকারের সময় মনে হয়, প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি নিজের স্বপ্রকাশতা-শক্তি দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হন। তখন ইন্দ্রিয় সকল ঐ শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয় যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতেছি, কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সমর্থ নহে। লৌহ দগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু অগ্নির তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে যেমন লৌহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সকল ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে দর্শনের সমর্থ হয়।

ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি প্রকাশের দুইটী হেতু—ভক্তিবিশেষ ও শ্রীভগবানের ইচ্ছা। ভগবদ্বিষয়িনী ভক্তিবিশেষ দ্বারা তদীয় স্বপ্রকাশতা-শক্তি প্রকাশ পায়। তাহাতে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষা আছে। আর ভগবান্ যখন যাহার নিকট স্বপ্রকাশতাশক্তি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তাহার নিকট ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। এজন্য তাঁহার ইচ্ছা ঐ শক্তি প্রকাশের এক হেতু।

স্বপ্রকাশতা শক্তিপ্রকাশে ভক্তিবিশেষের অপেক্ষার প্রমাণ—

তচ্ছ্রদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মনং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।১২)

শ্রদ্ধাবান মুনিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শ্রুতগৃহীতা ভক্তিদ্বারা শুদ্ধচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

আর ভগবদিচ্ছার উদাহরণ—

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।
যেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সম্প্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥
(ভাঃ ৮।২৪।৩৮)

পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত আমার মহিমা আমার অনুগ্রহে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে তোমার সম্প্রশ্নের দ্বারা অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হইলে ভগবৎকৃপায় তাঁহার দর্শন দ্বারা উক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর এবং ভগবদ্দর্শনে ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে ইহা ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবদুক্তি হইলেও জানা যায়—

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্॥
(নারায়ণাধ্যাত্মে)

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও ভক্তগণ তদীয় (ভগবানের) নিজশক্তি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন। সেই শক্তি ভিন্ন কমলনয়ন অমিত প্রভুকে কে দেখিতে পায় ?

শ্রীভাগবতে (২।৯।২১)—'মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্' আমার লোকদর্শন আমার ইচ্ছারই প্রভাব অর্থাৎ (ব্রহ্মার প্রতি ভগবদ্বাক্য) তোমাকে আমার লোক দর্শন করাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল তজ্জন্যই তুমি ইহা দেখিতে পাইলে।

কঠ শ্রুতিতেও—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' অর্থাৎ যাঁহাকে এই ভগবান্ নিজ দর্শনের জন্য বরণ করেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারেন। এই আত্মা (ভগবান) তাঁহার নিকট নিজ-রূপ প্রকাশ করেন।

এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই—যদি ভগবদিচ্ছাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় তবে দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির কি প্রয়োজন ? তদুত্তর—সেই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্য দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন অবশ্য আছে। আচ্ছা যদি তাহাই হয়, তবে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ রাজাকে কেন বলিলেন যে, তোমার মৃগয়া পাপাদি বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে তাঁহার ভগবদ্দর্শন সম্ভব হইল কিরূপে ? তদুত্তর শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তির প্রতিফলন নিমিত্ত ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন হইলেও, ভক্তিবলে ভগবদ্দর্শনকারী মুচুকুন্দতে যে মৃগয়াপাপাদির অস্তিত্বের কথা বলিলেন, তাহা সত্বর ভগবৎ প্রাপ্তির অযোগ্যতা দেখাইয়া তাহার প্রেমবর্দ্ধিনী উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহার পাপলেশও ছিল না তাহা থাকিলে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হইত না। আর শ্রীকৃষ্ণে স্নেহশীল শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির নরকদর্শনের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহা যথার্থ নরকদর্শন নহে, ইন্দ্র-মায়াময়। ইহা স্বর্গারোহণ পর্ব্বেই বর্ণিত আছে। ইন্দ্রমায়া দ্বারা স্বর্গে নরক দর্শন অসম্ভব নহে। কারণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে—

কোন ব্রাহ্মণ তৃতীয় জন্মে তিল-ধেনু দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্রে নরকসমূহেরও স্বর্গতুল্যতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রমায়া-রচিত নরকদর্শন বর্ণিত হয় নাই, স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই ভগবৎ প্রাপ্তির কথা আছে।

শুদ্ধেন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশতাশক্তির প্রতিফলন দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রতিকূলে আরও একটী সংশয় আছে—অবতার কালে অশুদ্ধচিত্ত জনগণও ভগবৎসাক্ষাৎকার করে। তাহা কিরূপ? তদুত্তর—অবতারাদিতে অশুদ্ধ-চিত্ত জনগণের যে ভগবৎসাক্ষাৎকার, তাহা আভাস ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে (৭।২৫) বলিয়াছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগ-মায়া-সমাবৃতঃ" যোগমায়াসমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। এবং পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে—যোগিভি র্দৃশ্যতেভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥ যোগিগণ ভক্তির দ্বারা জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, কিন্তু ভক্তির অভাবে মৎসরতা বা রোষহেতু তাঁহার দর্শন হয় না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট বিহারকালে ভক্ত-অভক্ত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিলেও ভক্তগণেই তাঁহার অভিব্যক্তি, অভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হন না। অবতারকাল ভিন্ন অন্য সময়ে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের দর্শনের অভাব হয়। আর শ্রীভগবান পরমকন্দ হইলেও অবতার সময়ে তাঁহাতে দুঃখত্ব, ভীষণত্ব শত্রুত্ব প্রভৃতি উপলব্ধি তাঁহার বিপরীত দর্শনের ফল।

অবতার সময়ে যোগমায়াদ্বারা অপ্রকাশের মূল কারণ অপরাধাদিময় জীবচিত্তের অস্বচ্ছতা। তাহা শ্রীভগবানের সার্ব্বত্রিক প্রকাশেও বজ্রলেপের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ বজ্র—হীরক কঠিন পদার্থ তাহা দ্বারা কোন বস্তু আবৃত থাকিলে সেই বস্তুকে অন্য কোন পদার্থ স্পর্শ করিতে পারে না। তদ্রূপ যাহার চিত্ত বৈষ্ণবাপরাধ-মলিনতায় আবৃত, শ্রীভগবান্ তাহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি পান না। মুক্তির্হিত্বান্যমারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতঃ—অন্যথারূপ অর্থাৎ বহির্ম্মুখভাব নিবৃত্ত হইলে স্বরূপে ব্যবস্থিতির নাম মুক্তি। তদর্থে ভগবৎসাক্ষাৎকার। পূর্ব্বে যে ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। তাহাতে স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় না। এজন্য অবতার সময়ে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির যে ভগবদ্দর্শন, তাহাতে মুক্তির অভাবহেতু সাক্ষাৎকারের আভাস বলা হইয়াছে। এজন্য বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—শিশুপাল বাল্যকাল হইতে

ভগবদ্দর্শন করিলেও অন্তকালে সুদর্শন চক্রের কিরণে উজ্জ্বল অক্ষয় তেজঃ-স্বরূপ পরমব্রহ্মরূপ দর্শন হইয়াছিল বলিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। মানব-গণের মধ্যে যাহারা স্বচ্ছচিত্ত, যাহারা ভক্তাপরাধ ভিন্ন অন্য দোষে মলিনচিত্ত, তাহাদের ক্লেশ নাশের তাৎকালিকত্ব, আর ভক্তাপরাধ-দোষে মলিনচিত্ত, তাহাদের ক্লেশনাশের উন্মুখতা অপেক্ষা করে। অর্থাৎ যাহাদের বৈষ্ণবাপরাধ নাই তাহারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের সঙ্গেই নিখিল ক্লেশবিমুক্ত হয়, আর যাহাদের অপরাধ আছে, সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তাহাদের ক্লেশনাশ আরম্ভ হয়। যতদিন অপরাধ থাকে ক্লেশও ততদিন থাকে। যে পরিমাণে অপরাধ ক্ষয় হয় সেই পরিমাণে ক্লেশ নাশ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মিথিলায় গমন সময়ে নানাদেশের জনগণকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৫) বর্ণিত আছে—

তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদগ্‌ভ্যঃ
ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্ব যশোঽশুভঘ্নং
গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্॥

ত্রিলোকগুরু শ্রীকৃষ্ণ নিজ দর্শন দ্বারা তাহাদের অজ্ঞান দৃষ্টি বিনাশপূর্ব্বক মঙ্গল ও অর্থ দৃষ্টি দান করিয়া দিগন্ত ধবলকারী অশুভনাশক নিজ যশঃ শ্রবণ করিতে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন। এখানে অজ্ঞানময় বপু দ্বারা কিরূপে দর্শন করিল? উত্তরে বলিতেছেন—নিজ দর্শন দ্বারা কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে তাহাদের অজ্ঞান নাশ হইয়াছিল। পুনরায় সেই অজ্ঞান উপস্থিত হইবার আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাহাদিগকে ভক্তিদান করিয়াছিলেন। যশকীর্ত্তন দশদিক্ নির্ম্মল করে। এজন্য দিগন্তধবলকারী বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণবাপরাধ দোষে মলিনচিত্ত জীব দুইপ্রকার—ভগদ্‌বহির্ম্মুখ ও ভগবদ্বিদ্বেষী। বহির্ম্মুখ আবার দুইপ্রকার—ভগবদ্দর্শন লাভেও বিষয়াভিনিবিষ্ট এবং ভগবদবজ্ঞতা। অবতার সময়ে সাধারণ দেবতা বা মনুষ্যগণ বিষয়াভিনিবিষ্ট বলিয়া বহির্ম্মুখ আর কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপ মে চক্রুরপ্রিয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক ইন্দ্রযাগ বন্ধ হইলে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে এই উক্তিকারী ইন্দ্র ভগবদবজ্ঞাতা।

একবার শ্রীকৃষ্ণকে মনোনিবেশ করিলেই যদি গৃহসুখে বিরত সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভগবদ্দর্শনের পরও যাহাদের বিষয়াভিনিবেশ থাকে, তাহারা বহির্ম্মুখ।

ইন্দ্র ভগবদ্দর্শন করিয়াও অবজ্ঞাতা বলিয়া দর্শনকালে বঞ্চিত। দর্শনের ফল কর্ম্মক্ষয়। কোন জীবন্মুক্ত পুরুষে কদাচিৎ মনোনিবেশে প্রারব্ধকর্ম্ম-ভোগ বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রের ভোগ তাদৃশ নহে। তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বর্গীয় বিষয়ভোগ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপ্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। অন্তর্ম্মুখ ব্যক্তি ভগবৎ সেবাভিলাষী আর বহির্ম্মুখগণ বিষয়সুখাভিলাষী।

যতদিন ভগবৎসাক্ষাৎকার না ঘটে, ততদিন জীবের স্বভাবদোষে বহির্ম্মুখতা থাকে। সাক্ষাৎকারের পর বহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া ভগবদুন্মুখতা হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু ইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞা অপরাধ থাকায় বহির্ম্মুখতা ঘুচে নাই।

যদি বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর গোপগণের বিষয় সম্বন্ধ ছিল কেন তদুত্তর—তাঁহারা সুধু অন্তর্ম্মুখ নহেন পরম অন্তরঙ্গও ছিলেন। তাঁহাদের বিষয় সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্যই, তাহা ব্রহ্মস্তবে (ভাঃ ১০।১৪।৩৩) উক্ত হইয়াছে—

"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎ কৃতে।"

ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয় প্রাণ ও আশয় সমুদয়ই আপনার জন্য।

ভাঃ ১০।১৬।১০ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্র-কামা" ধন, স্ত্রী, ঐহিক পারত্রিক সুখ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল।

ভক্তগণ কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট—এই ভক্তাঙ্গযাজন করিবার জন্য নিজ সুখসাধন মানসে সংগৃহীত গৃহ ও অর্থাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। ব্রজ বাসিগণের গৃহাদি এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণার্পিত নহে। তাঁহারা নিজসুখ সাধন মানসে কখনও গৃহাদি সংগ্রহ করেন নাই, আর সাধকগণের মত কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন নাই—শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্যই সে-সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের আবেশ বিষয়ে নহে, শ্রীকৃষ্ণে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আত্মনিবেদন

ভক্তির প্রথমেই শরণাগতি বা আত্মনিবেদনের কথা। নিবেদিতাত্মা ব শরণাগতের নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই। আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনের কথা। যেখানে শরণাগতি বা আত্মনিবেদন, সেখানে নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কোন কথা নাই। ভক্তির পাত্র বা ভজনার বস্তুর সুখানুসন্ধানই ভক্তি। ভক্তির ফল—ভক্তি—প্রেমভক্তি। এই তাৎপর্য্য বা মূল উদ্দেশ্য লইয়া আগে আত্মনিবেদন, তৎপরে ভক্তি। অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরই আত্মনিবেদনের স্থান। এই স্থানে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আত্ম-নিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। শরণাগত বলবান্। নিবেদিতাত্মাই বলী। অশরণাগত—দুর্ব্বল। ভগবানের সহিত সেবকের সম্বন্ধ বা প্রেম-লাভের উপায়—ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণকে—সম্বন্ধকে দেয়, আর দেয় কৃষ্ণপ্রেমকে। অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন—এই দুইটি প্রদান করে। শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি-অনুসারে এই ভক্তি নয় প্রকার; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। যাঁহার ভোগ্য বলিতে এ জগতে কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন বাহ্যদৃষ্টিতে নির্ধন হইলেও তাঁহার মত ধনী আর কেহ নাই, তিনি কৃষ্ণধনে ধনী। 'হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম।' —শরণাগতের এইরূপ বিচার। এই শরণাগতির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। শরণাগতির ছয়টী লক্ষণের মধ্যে আত্মনিক্ষেপ বা আত্মনিবেদন অন্যতম। আত্মনিবেদনের মধ্যে অহঙ্কার নাই। সেখানে কিঙ্করাভিমান প্রবল। নিবেদিতাত্মা প্রণত। ভগবানের হইয়া যাওয়াই শরণাগতি, 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।' —ইহাই শরণাগতের চিত্তবৃত্তি। শরণাগতিতে স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। নবধা ভক্তির অন্তর্গত আত্মনিবেদন ও শরণাগতির অন্তর্গত আত্মনিবেদন—উভয়ই সমজাতীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগত দাম্ভিক নহেন, তিনি দীনহীন কাঙ্গাল; তবে তাঁহার শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। 'আমি—তোমার' ইহাই সেই শুদ্ধ অহঙ্কার। শরণাগতই ভক্ত, অশরণাগত ভক্ত নহে। শরণাগত শ্রৌতপন্থী। তাঁহার ভক্তিচক্ষু আছে। তিনি মাপিয়া লইবার ধর্ম্মে ব্যস্ত নহেন। তিনি আত্মধর্ম্মী। 'আজ হইতে আমি আমার নহি, কৃষ্ণের'—এইরূপ বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ। এই আত্মনিবেদন শরণাগতির পঞ্চম অঙ্গ।

দেহ হইতে শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদন নবধা ভক্তির অন্যতম। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধ্যসাধনসমূহ ভগবানে সমর্পণ করা এবং তাঁহার সেবার জন্যই একমাত্র চেষ্টাবিশিষ্ট হওয়া, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছার একান্ত অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করা আত্মনিবেদনের লক্ষণ। বিক্রীত গো যেরূপ নিজের দেহাদিকে একমাত্র ক্রেতার সেবার জন্যই সমর্পণ করে, নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা করে না, আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও সেইরূপ নিজের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না, পরন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাকে একমাত্র অদ্বিতীয় ক্রেতা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োগ করেন। অথবা গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গাভীর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ চেষ্টা করিতে হয় না পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গাভীও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য করিয়া থাকে, বিক্রয়কারীর কোন কার্য্য করে না, তদ্রূপ ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিও নিজের জন্য কোন চেষ্টা ও চিন্তা করেন না।" শাস্ত্র বলিতেছেন,—

চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষার্থং বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ বিক্রয়কারী পুরুষ যেরূপ বিক্রীত-পশু-রক্ষণ-বিষয়ে কোন চিন্তা করেন না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।

জড়পদার্থ হওয়ার নাম আত্মনিবেদন বা শরণাগত হওয়া নহে। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। তিনি সেবায় খুব পটু ও সজাগ। তিনি অভ্রান্ত। অদম্য সেবোৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজমান। নিরুৎসাহের লেশমাত্রও তাহাতে নাই। সেবার জন্য তিনি সতত ব্যগ্র-ব্যাকুল। শ্রদ্ধাবান্ বা শরণাগতের সাধন-অধ্যবসায় নষ্ট হয় না। তিনি পূর্ণোদ্যমে অনুক্ষণ সেবারত—কৃপালাভের জন্য যত্নশীল। তাঁহার সেবার আশা মিটে না। নিজের খাওয়া-পরার চিন্তা তাঁহার নাই। তাঁহাদের নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান, প্রসাদগ্রহণাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই সহায়ক ও যোগ্যত্ব-সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না,—ইহাই সাধুশাস্ত্র-উপদেশ।

'আত্মনিবেদন' বলিতে দেহ-নিবেদন ও দেহী-নিবেদন—উভয়ই বুঝায়। দেহ-নিবেদনে বিক্রীত পশুর বিচার এবং দেহীর নিবেদনে—'আমার আত্মা

তোমার দাস,' 'আমি তোমার জন,' 'আমি তোমার পদধূলি—ইহাই আমার সত্ত্ব'—এই বিচার প্রবল। আত্মনিবেদনরূপা ভক্তিতে কিঙ্করত্বের অনুভূতি আছে। নিবেদিতাত্মা নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া বিচার করেন। তাঁহার নিজের ভোগ্য-বুদ্ধি না থাকায় তিনি সকলকে কৃষ্ণসেবক বা কৃষ্ণসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

আত্মনিবেদন ও সখ্য এই দুইটী অতিশয় দুষ্কর বলিয়া অতীব বিরল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাম্॥

(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।৯২)

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অতিশয় দুষ্করত্বহেতু বিরল। কোন কোন ধীর পুরুষগণের নিকট এই দুইটি সাধনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দুর্ল্লভ সেবোন্মুখ জনগণই সখ্য ও আত্মনিবেদনকে সাধনরূপে বরণ করেন।

উক্ত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এখানে কেবল আত্মনিবেদন দুষ্কর বলিয়া বিরল, কিন্তু ভাবশূন্যতাহেতু মহিমাধিক্য প্রযুক্ত নহে। উত্তম-ভাবযুক্ত হইয়া মহিমাধিক্য-হেতু ও সুদুষ্করত্বহেতু সখ্যেরও বিরলতা। যদি আত্মনিবেদন ভাবমিশ্র হয়, তাহা হইলে মহিমাধিক্যহেতু বিরল হইবে। কেবল আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্ত শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সময়ে শ্রীবলিরাজে দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান্‌কে স্বীয় রক্ষাকর্ত্তৃরূপে বরণই শরণাপত্তি, আর নিজের আত্মাকে শ্রীভগবানের আবৃত্ত বা অধীন করাই (আত্মসাৎ করানই) আত্ম-নিবেদন। ইহাই শরণাপত্তি ও আত্মনিবেদনের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য। ভাবমিশ্র আত্মনিবেদনের মধ্যে দাস্যভাবযুক্ত আত্মনিবেদন শ্রীমদম্বরীষ মহারাজে দৃষ্ট হয়। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে.—'শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ও সঙ্কল্পকে শ্রীভগবানের দাস্যপ্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন' ইত্যাদি। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, 'দাস্যের সহিত আত্মনিবেদন' ইত্যাদি। প্রেয়সীভাবে আত্মনিবেদন শ্রীরুক্মিণীদেবীতে দৃষ্ট হয়। শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—'হে বিপ্রো, হে কমললোচন, আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব আপনি

এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।' সখ্যাদিভাবযুক্ত আত্ম-নিবেদন-বিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে।"

এই আত্মনিবেদন ভাবরহিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধভাবে দৃষ্ট হয়। ভাবশূন্য আত্মনিবেদনের (ভাঃ ১১।২৯।৩০) দৃষ্টান্ত—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) যথা—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্‌গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ॥

শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতেছেন,—হে বিভো! হে কমললোচন! আমি আপনাকে পতিরূপে জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি; অতএব আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। শৃগালের সিংহের আহার্য্য গ্রহণের ন্যায় আপনার ভোগ্যা আমাকে যেন পশুপাল আসিয়া স্পর্শ না করে।

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি। তবে শরণাগতির মধ্যে একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়, সেটি আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চনই শরণাগত হইতে পারেন, সকিঞ্চন কখনই শরণাগত হইতে পারে না। দীনই অকিঞ্চন, ভোগ্যদর্শন বা প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার নাই, তিনিই অকিঞ্চন। যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত, তিনিই অকিঞ্চন। ভগবান্ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। ভগবদনুভূতি বা শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যেখানে, সেখানে আত্মনিবেদন না থাকিয়া পারে না। যে পর্য্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অভিমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ উপলব্ধি এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ হয় না। জীবের আত্ম-সমর্পণের চরমাবস্থায় দেহস্মৃতি একেবারেই লোপ পায়। তখন একমাত্র কৃষ্ণসুখেই জীবের সমস্ত সুখের পর্য্যাবসান হয়। তখনই জীব মুক্ত—বৃন্দাবন-বাসী হয়। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

পরিচয়ভেদে বৈষ্ণব

যাহাতে বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধিরূপ নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্য বৈষ্ণবের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ ও পরিচয় পর্য্যালোচিত হওয়া আবশ্যক।

অসাধু কখনও বৈষ্ণব নহে; বৈষ্ণবতার অন্যাভিলাষ, অশান্তভাব বা চলচ্চিত্ততার অবকাশ নাই। শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি অন্যাভিলাষ-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বৈষ্ণবতার প্রধান লক্ষণ ভক্তি উদিত হয় না।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

হিংসা-দ্বেষ-শোকাদি দ্বারা অভিভূত অন্তঃকরণে বিষ্ণুভক্তির সম্ভাবনা নাই।

"শোকামর্ষ্যাদি ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥"

অবৈষ্ণবের নিকট শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চামূর্ত্তি পূজা হইলেও বিষ্ণুভক্ত বা অপর কেহ সমাদৃত হন না। প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য বেশী নহে। কাজেই কনিষ্ঠাধিকারী অবৈষ্ণবতুল্য।

"অর্চ্চায়াম্ এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃত্য॥"

বিষ্ণুর আরাধনাপেক্ষা যে বৈষ্ণবের পূজা শ্রেষ্ঠ, অবৈষ্ণবের আচরণে সে অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়নাং সমর্চ্চনম্॥"

এই বাক্যে তাহার বিশ্বাসের নিদর্শনাভাব। শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া তদাশ্রিত ভক্তজনকে যে ব্যক্তি সমাদর করে না, সে বৈষ্ণব নহে পরন্তু দাম্ভিক মাত্র, সে-জ্ঞান অবৈষ্ণবের সম্ভাবনা নাই। সে বুঝে না যে—

"অর্চ্চায়ত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতঃ জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

"আমার ভক্তের পূজা আমা হ'তে বড়।
বেদ-পুরাণেতে ইহা করিয়াছে দড়॥"

"যে মে ভক্তাঃ জনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাস্তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাং যে ভক্তাস্তে যে ভক্ততমা মতাঃ॥"

এই সমস্ত ভগবদ্বাক্যে অবৈষ্ণবের বিশ্বাসাভাব; বিশ্বাস থাকিলে তাহার আচরণও তদ্রূপই হইত।

বৈষ্ণবমাত্রই সাধু। সাধু কখনও অব্যবস্থিত-চিত্ত নহে; পরন্তু স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। তিনি বিষয়-বাসনামূলক সর্ব্বপ্রকারের কামদোষ বিবর্জ্জিত। তিনি আত্মারাম—দুঃখাগমে উদ্বিগ্ন বা সুখাগমে উৎফুল্ল হন না। ভয়, ক্রোধ বা আসক্তি তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী গোস্বামী। পরব্রহ্ম বা ভগবানের সাক্ষাৎ-কারলাভে তাঁহার কৃষ্ণেতর সমস্ত বাসনা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে।

গীতাতে তাহার পরিচয় নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্॥
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥" (২।৫৫-৫৭)

বৈষ্ণব-সেবার দোহাই দিয়া কিম্বা সময়াভাব প্রদর্শন করিয়া কখনও নামগ্রহণ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। প্রত্যহ তিন লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ এক লক্ষ নাম তিনি গ্রহণ করেন। কারণ, মহাপ্রভু 'লক্ষপতি' অর্থাৎ যিনি অন্ততঃ এক লক্ষবার নাম না করেন এরূপ ব্যক্তির নিবেদিত অন্ন কখনও গ্রহণ করেন না। তিনি মধ্যমাধিকারী ভক্তের লক্ষণ-স্বরূপে বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজহ তাঁহার চরণে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঈশ্বরে তদীয় ভক্তে, অতত্ত্বজনে ও দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিকে যিনি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী বা বন্ধুতা, কৃপা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন তিনি মধ্যামাধিকারী বৈষ্ণব। ইহার অন্যথাকারী বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা য করোতি স মধ্যমঃ॥"

বলা বাহুল্য যে বৈষ্ণব অবশ্যই ভগবানের প্রিয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাঁহার লক্ষণ এইরূপ। যে ভক্ত সর্ব্বভূতে দ্বেষ বা মমতাহীন ও অহঙ্কার-শূন্য, কিন্তু জীবমাত্রে মিত্রতা ও করুণাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, সংযমী ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং ঈশ্বরে অর্পিত-মনোবুদ্ধি তিনিই ভগবানের প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না ও যিনি অপর লোক হইতে উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে যিনি মুক্ত তিনি ভগবানের প্রিয়। যিনি হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষারহিত শুভাশুভফলত্যাগী ও ভক্তিমান্ তিনি ভগবানের প্রিয়। শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যিনি সমবুদ্ধি, যিনি আসক্তিরহিত ও নিন্দাস্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, যে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ও স্থিরমতি তিনি ভগবানের প্রিয়। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলেন হৃষীকেশ ভগবান্ তাঁহার প্রতিই অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, যিনি—

"পতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যে জনম্।
বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥"

যিনি প্রাণিমাত্রকে উদ্বেগ না দিয়া করুণ পিতার ন্যায় পুত্র-নির্ব্বিশেষে অবলোকন করেন সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বাক্য হইতে আমরা বৈষ্ণবের লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হই। ইহাদ্বারা বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা ও অন্যপরীক্ষা চলিতে পারে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিই বৈষ্ণব। তিনি অপরকে উপদেশাদি দ্বারা তরাইতে সমর্থ। ব্যাসাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তির উপদেশ প্রদানে তাঁহারই অধিকার, অপরের নহে। কারণ—

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥"

বাক্য-বেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বা-বেগাদি ধারণে অসমর্থ ব্যক্তি বৈষ্ণবপদ-বাচ্য নহে। যিনি "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের মহাজন রচিত পয়ারের অর্থে আস্থাবান্ তিনিই বৈষ্ণব। সে পয়ারটি এই, —

"তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরাভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানি সর্ব্বজীবে সদা।
সম্মান করিবে সবে আদরে সর্ব্বথা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হঞা করহ কীর্ত্তন॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

ঐকান্তিকের লক্ষণ

ভক্তগণ একায়নপন্থী। তাঁহাদের বাসনাসঙ্গ নাই। বাসনাসঙ্গ থাকিলে হরিভজন হয় না। ভোগবাসনা ছিদ্র। এই ছিদ্র পাইয়াই মায়া অন্তরে প্রবেশ করে। কৃষ্ণানুশীলনময়ী সেবা-বাসনা যেখানে নাই, সেখানে অন্য বাসনা বা ছিদ্র আছেই। অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে আর বাসনাময় জনসঙ্গ ভাল লাগে না। সৎসঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ বা অসঙ্গ। যেখানে বহু দেবদেবীর সেবা, সেখানে অব্যভিচারিণী কৃষ্ণভক্তি নাই। দেবপূজা ভোগেরই প্রকারভেদ। সেখানে দেবতার সুখের জন্য ব্যস্ততা নাই। নিজসুখের জন্যই জীব দেবতা পূজা করে। হৃষীকেশ দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। সরলই ঐকান্তিক হইতে পারেন। কপটী - ব্যভিচারী। যেখানে ঐকান্তিকতা, সেখানে ব্যভিচার থাকিতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ।
তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ॥ (গারুড়ে)

একান্তভাবে নিরন্তর পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাগত ও একনিষ্ঠ বলিয়াই সেই ভক্তগণ 'ঐকান্তিক' নামে কথিত।

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥

সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যা একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥ (গারুড়ে)

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ। সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তপারগ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। সর্ব্ববেদান্তবিদ্ কোটী ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ঐকান্তিক ভক্ত একনিষ্ঠ, তিনি একের সুকের জন্য ব্যস্ত। তিনি অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ (ভাঃ ১১।২০।৩৪)

ঐকান্তিক ভক্তগণ খুব বুদ্ধিমান্। তাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত বলিয়া ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের যে মোক্ষ-কামনাই নাই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের বিবৃতে লিখিয়াছেন,—

যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে ভক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারাই সাধু, পরমশান্ত ও ঐকান্তিক ভক্ত। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন প্রার্থনীয় ও অনুশীলনীয় আর বস্তু নাই বা থাকে না। জন্মান্তর-রাহিত্যরূপ কৈবল্য ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা সেবাবাধক ঐসকল মুক্তি-প্রসাদ গ্রহণ করেন না। অনৈকান্তিক ভক্তধ্রুবগণ 'সাধু', 'অচঞ্চল' বা 'ভক্ত'-আখ্যা লাভ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের স্বভোগবাসনা প্রবল থাকায় চতুর্ব্বর্গ-লাভকেই তাঁহারা 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করেন। ভগবৎ-প্রেম-স্বরূপের অনবগতিই জীবহৃদয়ে চতুর্ব্বর্গকে 'প্রয়োজন' বলিয়া মনে করায়। তৎকালে তাঁহাদের মনের সমাধি না হওয়ায় চতুর্বর্গাভিলাষও অনৈকান্তিকতা।

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চারিপ্রকার ঐকান্তিকতার কথা বলিয়াছেন—(১) ধর্ম্মে অনাদর, (২) কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্যাদির প্রতি অশেষ-নিরপেক্ষতা, (৩) বহু বিঘ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ভক্তির প্রতি একান্ত রতি, (৪) প্রেমৈকপরতা।

ধর্ম্মের অনাদর কিরূপ, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতায় বলিয়াছেন,—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স চ সত্তমঃ (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি যাহা ধর্ম্ম বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমাকে একান্ত ভাবে ভজনা করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট সাধু।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ (গীতা)

সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈত্তিকাদি কর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক-মাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে ঐসকল ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিরতি-জনিত কোনপ্রকার প্রত্যবায়ই তোমার হইবে না. আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

অন্য সর্ব্বনিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৭)

নিরপেক্ষ, মদ্গতমনা, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতা-বুদ্ধিরাহিত, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ সাধুগণই সৎ।

ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্ত্বেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত মহাপুরুষগণই সাধু। সাধুসঙ্গই প্রার্থনীয়। কেন না, সাধুগণই সঙ্গদোষ বিদূরিত করেন; অতএব সাধুসঙ্গই নির্জ্জনসঙ্গ বা সর্ব্ব-সঙ্গনিরপেক্ষতা।

বিঘ্নাদিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও হরি-সেবায় যে দৃঢ়মতি, তাহাই ঐকান্তিকতার তৃতীয় লক্ষণ। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথে বাধা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু ঐকান্তিক ভক্ত জানেন, একান্তভাবে শ্রীভগবানের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ বাধা দিতে আরম্ভ করেন। দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদিরূপে উদ্ভূত হইয়াও ভক্তের ভক্তিপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র নিত্য রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন, সেইরূপ শরণাগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের আর্ত্তি আরও বাড়াইয়া দেয়। ভগবৎ-সেবায় যত বাধা আসে, ভক্ত কৃষ্ণসেবার জন্য তত অধিক আর্ত্ত ও চেষ্টান্বিত হন। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আপদ্‌গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥

আপন হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

প্রেমৈকপরতা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (ভাঃ ৫।৫।৩) বলিতেছেন,—

যে বা ময়ীশ কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহ-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।

যেখানে ঐকান্তিকতা নাই, সেখানে ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট আছে জানিতে হইবে। তাঁহাদের ভগবদ্‌রঞ্জন-স্পৃহা অপেক্ষা লোকরঞ্জনের প্রতি নজরই বেশী আছে। একমাত্র ভগবান্‌ই অন্ত যাঁহার, তিনিই ঐকান্তিক ভক্ত। সে-হৃদয়ে প্রভুমাত্র একজন, সে-হৃদয়ে দুইজন প্রভু নাই। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ঐকান্তিকতাই আচার, তদভাবে ব্যভিচার বা অনাচার অনিবার্য্য। ঐকান্তিকের লক্ষ্য বস্তু—এক। তিনি বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবিত হন না। যাঁহারা ঐকান্তিক বা একনিষ্ঠ না হইয়া দুই নৌকায় পা দেন, তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। লক্ষ্য বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে জীবের এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। সে বহুর পশ্চাতে ছুটিতেছে, সে কোন বস্তুই লাভ করিতে পারিবে না; কিন্তু সরল ঐকান্তিক ব্যক্তি কৃষ্ণের কৃপা পাইবেই একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বরবাদের প্রশ্রয় দেন না। ঐকান্তিকতা বা একাভিনিবেশের অভাব হইতেই ভয় আসে। ঐকান্তিকের ভয় নাই, তিনি নির্ভয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশেই জীবকে অভয়পদ বিস্মরণ করাইয়া ঐকান্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে।

কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত। আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলেই অশান্ত। যেখানে মায়িক কোন বস্তুতে জীবের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক হওয়া উচিত। ঐকান্তিকতাই সতীত্ব, ঐকান্তিকই সৎ। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই ঐকান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন.—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (গীঃ ২।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মম শ্রীমদ্‌গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তারের সম্ভবেৎ।"

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অপর নাম নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই নিশ্চয়তা। নিশ্চয়তা যেখানে আছে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য না থাকিয়া পারে না। এই নিশ্চয়তাই ভজনের মূল। অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপা কোন দিন না কোন দিন হইবেই; কারণ কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত ত' আর গতি নাই',—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয়তা লইয়া যিনি অকপটভাবে ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার ফলপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়তা, দৃঢ়তা বা ঐকান্তিকতার অভাব থাকিলে হতাশা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত জীবকে বিব্রত করিবে। কৃষ্ণ-কৃপালাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া যদি কেহ হতাশ হইয়া হরিভজন ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহার সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমাদের সকলেরই ঐকান্তিকতা লাভ হউক,—ইহাই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে প্রার্থনা।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৭ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম

[ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষের বহির্ভাগ]

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীশ্রীঠাকুর—(চিন্তিত মনে পায়চারি করিতে করিতে) দু'দুটো সাব-ইন্সপেক্টর পাঠালাম,—এখনও কেউ ফিরে এল না! তবে কি বিষ-কিষণকে এখনও ধরা যায় নি? শুনেছি বিষ-কিষণ অনেক যোগ-বিভূতি অর্জ্জন করেছে। সে যা'কে যা' বলে তাই নাকি হয়!

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর ও পুলিশগুলোকে কি কোন রকম বিভূতি দেখিয়ে বেকুব বানিয়ে রেখেছে? একবার খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

এই,—কে আছ?

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্যার!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতিবাড়ী সম্প্রদায় বিষকিষণের আড্ডার অনতিদূরে সরকারের পুলিশ ক্যাম্প মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে অবস্থা কতদূর গড়িয়েছে খবর নিয়ে এসো। আরও সশস্ত্র পুলিশ পাঠাতে হবে কিনা সাব-ইনস্‌পেক্টরদের জেনে এসো।

রক্ষী—জি-স্যার! [অভিবাদন করতঃ প্রস্থান]

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিষকিষণ যেরূপ বহু ব্যক্তির সহায়তায় সামাজিক ব্যভিচার ঘটাচ্ছে তা'তে তা'কে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। হে ভগবান্ গৌরহরি; আপনার ইচ্ছা ব্যতিরেকে ঐরূপ সাজা-অবতারের শাস্তি দেওয়া যা'বে না। আপনার আমলেও যাজপুর নিবাসী জগন্নাথ দাস নামক এক ব্যক্তি আপনার আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অতি-বাড়ী মতবাদ প্রচার করেছিল। সেই সম্প্রদায়ের বীজ এখনও লুপ্ত হয় নি। কালক্রমে এখন ঐ অতিবাড়ী-মত ব্যভিচার ও সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপে রত হয়েছে।

হা প্রভু, আপনি শক্তি দিন যেন আপনার প্রেমধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ঐ বিষকিষণকে যে-কোন উপায়ে ধর্‌তে পারি !

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ)

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) কি গো ঠাকুর, এখন কি কাছারীতে যাওয়া হবে না কি ? তোমার মন বড় চঞ্চল দেখ্‌ছি যে। স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েও এত চঞ্চল কেন ? তবে কি কোনও মোকর্দ্দমার বিষয় ভাবা হচ্ছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকটা সেই রকমই মহারাজ ! দস্যু রাজদ্রোহী বিষকিষণকে কি ভাবে সাজা দেবো তাই ভাব্‌ছি ?

স্বরূপদাস—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) ঠাকুর ! তুমি আমাদের বাঁচালে। সেই বিষকিষণ কি ধরা পড়েছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, এখন তা'কে ধর্ত্তার কোন সংবাদ পাই নি। তবে আপনার ন্যায় বৈষ্ণব-প্রবরের ইচ্ছা হ'লে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হ'লে সে যতই যোগ-বিভূতি জানুক সে ধরা পড়্‌বেই।

স্বরূপদাস—ঠাকুর, ঐ বিষকিষণকে ধরার জন্য ইতঃপূর্ব্বে সরকার থেকে বহুবার চেষ্টা হয়েছে ; কিন্তু কেন জানি না কেহই তা'কে ধর্‌তে পারে নি।

[ইত্যবসরে রক্ষীর প্রবেশ]

রক্ষী—(অভিবাদন করতঃ) স্যার দারোগা বাবুরা আপনাকে স্বয়ং আরও সশস্ত্র পুলিশ সহ সেখানে যেতে বলেছেন। সেই বিষকিষণকে ধরা খুবই কঠিন। নানাপ্রকার যোগ-বিভূতিবলে সে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না, বরং তার মুখামুখী হ'লে পুলিশদলের শরীর যেন অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বটে, সেই সাজা-অবতার বিষকিষণ এতই শক্তি ধরে !

স্বরূপদাস—ঠাকুর শুনেছি সেই বিষকিষণ বহু বিভূতি দ্বারা লোকের শারিরীক অনিষ্ঠ সাধন করে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তা'কে যখন কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন তুমি গেলে তোমার দেহেরও সে অনিষ্ট কর্‌তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহারাজ, আপনি যাব্‌রাবেন না। সাহস ধরুন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের আশীর্ব্বাদে ও প্রেরণায় তা'কে আমি ধর্‌বই। বিচারে ঐ অবতার সেজে সামাজিক ব্যভিচার ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটানোর অপরাধে অভিযুক্ত করে তা'কে কঠিন দণ্ড দেবো।

(রক্ষীর প্রতি) চল রক্ষী, আমি নিজেই যাচ্ছি। ঐ পুলিশেই তা'কে ধরা চল্‌বে, অতিরিক্ত পুলিশের কোনও প্রয়োজন নেই।

রক্ষী—স্যার, দারোগা বাবুরা আরও কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যেতে বলে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে কোন পুলিশ হতাহত হয় নি তো?

রক্ষী— না স্যার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে আর পুলিশের দরকার নেই, ঐ পুলিশেই হবে। আমার ধারণা হয় যে, বিষকিষণ তা'র যোগ-বিভূতি বলে পুলিশ-দলকে অকেজো করে রেখেছে। কিন্তু আমার কাছে তা'র যোগ-বিভূতি কিছুই খাট্‌বে না। হাঃ হাঃ-হাঃ···, প্রতারক সাজা-অবতার দমনের কলা-কৌশল আমার জানা আছে।

(স্বরূপদাস বাবাজীর প্রতি) মহারাজ, আশীর্ব্বাদ করুন যেন জয়যুক্ত হয়ে ফিরে আসি। [বাবাজীকে শ্রীঠাকুর দণ্ডবৎ করিলেন]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎ করতঃ) এসো ঠাকুর। তুমি কেবলমাত্র ঐ দস্যু দমনে নয়, সর্ব্বপ্রকার পাষণ্ড দস্যু দমনে সমর্থ হও—এই কামনা করি। জয় হোক্!

[সকলের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীপত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের ৭৩ পৃষ্ঠায় ১৬ লাইনে "সোসুহৃদ"-এর স্থলে **"সেবাসুহৃদ"** এবং ১৬৮ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে "প্রবনে" স্থলে **"শ্রবণে"** এবং ঐ পৃষ্ঠারই ২৪ লাইনে "অভিন্ন" স্থানে **"ভিন্ন"** হইবে। উহা শুদ্ধ করতঃ পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

—প্রকাশক

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল পরমভাগবত দিগম্বর সনকাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধাপ্রদান করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অসুরযোনি প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ-রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কি প্রকারে ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ পূর্ব্ব ও পর মহাজনগণ যেরূপ সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিবৃত হইল।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"যদিও আত্মারাম সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানের স্বভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা, তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টিকরণেচ্ছার ন্যায় জন্মলীলাভিনয় ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইলে ভগবৎলীলাপুষ্টি ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য কাহার করা সম্ভব নয়। পার্ষদগণের ভগবানের প্রতি প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না কিন্তু লীলাপুষ্টির জন্য তিনি আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়-বিজয়কে প্রাতিকূল্যভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়-বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করাইয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না। পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুরদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করাইলেন।"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তন শ্রীপাদ বীররাঘব লিখিয়াছেন,—"এই দুই জন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ সুকৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎপরিজন নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্ভক্তে প্রাতিকূল্য-ভাব-বিহীনতা ও প্রবেশনিবারণ-ভাবশূন্যতা-হেতু সাক্ষাৎ ভগবৎ-পরিকরগণের পূর্ব্বোক্ত নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্য্যাদি প্রমাণবলে

ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবদ্-উদ্দেশক অনুষ্ঠানবিশেষ হইতেও ভগবানের অনুচরত্ব লাভ ঘটে, যেমন অনন্ত ও গরুড় ব্যতীত নাগ ও পক্ষী জাতীয় বহু ভক্ত বর্ত্তমান, সেইরূপ সুকৃতিবশে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎ-পরিজন-তুল্যরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ স্থলেও পূর্ব্ব কথিত (শ্রীমদ্ভাগবত ৩।১৫।১৪ শ্লোকে) "যে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুতুল্য পুরুষগণ বাস করেন, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কামধর্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন'—এই বাক্যে সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠ বাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩২ শ্লোকে "সুমহতী পরিচর্য্যার ফল এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারী সাধুদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এরূপ বিরুদ্ধ হইল কেন?" এই বাক্যেও জয়-বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন কিন্তু কোনও বিশেষ সুকৃতিবলেই বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুর টীকায়ও "ইঁহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন'—এইরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর অষ্টম স্কন্ধে (৮।২১।১৬) নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, বিষ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি পার্ষদবর্গের মধ্যে যে জয়-বিজয়ের উল্লখ আছে, তাঁহারা বামনদেবের পার্ষদ এবং পূর্ব্বোক্ত শাপাভিভূত জয়-বিজয় হইতে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্ষদ জয়বিজয় একই ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কেন না, কৃষ্ণাবতারে শাপগ্রস্ত জয়বিজয়ের মোচন হয়। বামনাবতারে আবার তাঁহাদেরই পার্ষদত্ব লাভ সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্ত্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন অন্য জীব।

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১৪৫ অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন,—কারুষ-দেশাধিপতি শিশুপাল-দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল জয়-বিজয় ছিলেন। (ভাগবত ৭।১।৩৪ শ্লোকে) প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় যে, তাঁহারা অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্ট। সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজ উক্তি হইতে জানা যায়। ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপালকে বলিলেন,—"তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না। তোমাদের

মঙ্গল লাভ হউক। উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিতের অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ জয়-বিজয়কেও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্রখণ্ডনে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের এই উক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাদ্মোত্তরখণ্ডের গন্তানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজ ভক্তচিত্তবিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়া-নিমিত্ত তাঁহার দুর্ঘট-ঘটনাকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরম-জ্যোতির্ম্ময় দেহ পার্থিব গুণময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

"তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃ-স্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপ নির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥" (ভাঃ ৭।১।৪৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃস্বসার (যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের শাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপনির্ম্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। তয়ো পাপমেব হতং ন তু তাবিত্যর্থ্যঃ॥" অর্থাৎ "কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাহাদের, সেই জয়-বিজয় পার্ষদদ্বয়ের।" এই বাক্যে তাঁহাদের পাপই হত হইয়াছিল, তাঁহারা হত হন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীমদ্-ভাগবত ৩।১৬।২৬ শ্লোকের) টীকায় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

(ভগবান্ কহিলেন,) 'হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরমভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন, তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরমভক্তদ্বয়ের আসুরভাব সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মরাম-চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করিয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোনও অপরাধ নাই। (সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবান্) আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখপ্রদানের প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল?

(তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন,) হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র জয়-বিজয়ের প্রেমবিজৃম্ভিত কোন প্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। (তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,) হে প্রভুবর! আপনি দেবভাগণেরও অধিদেব বৈকুণ্ঠ নাথ, মর্ত্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই, তাহা হইলে আপনার যুদ্ধসুখ হইবে না। অতএব আমাদিগকে কোনপ্রকার প্রতিকূল ভাবান্বিত করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন। আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্র ন্যূনতাও সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্যগুণ খর্ব্ব করিয়াও অস্মদ্দৃশ কিঙ্কর-দ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐপ্রকার বাসনা উদয় হইয়াছিল।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

ভোক্তা ও ভোগ্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

সদ্গুরুর বিশ্রম্ভসেবা করিতে করিতে যখন আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ আমাদিগকে দেখিবেন, আমারা তাঁহার ভোগের উপকরণ, তাঁহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই ভগবান্ আমাদের নিকট নিজকে প্রকাশ করেন। ভগবানের ভোগের বস্তু আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক ভোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তখনই আমাদের মঙ্গল হয় কিন্তু যদি আমরা তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই অর্থাৎ আমরা যদি ভগবানের সেবক হইতে না পারি তাহা হইলে এই জগতে আমাদিগকে সাজা সেব্য বা ভগবান্ গণের গোলাম করিতে হইবেই হইবে—মাতা-পিতা-পুত্র-আদি অন্যান্য জগদ্বাসী আমাদিগকে ভোগ করিবেই করিবে, আমাদিগকে তাহাদের তাঁবেদার বা গোলাম করিয়া নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় আমাকে আমৃত্যু কষ্ট দিবে। আমরা তাহাদের কেহ নই যে তাহারা আমাদিগকে দয়া করিবে; তাই তাহারা যবনের পক্ষী পোষার ন্যায় আমাদিগকে পোষণের বা আমাদিগকে প্রীতিপ্রদর্শনের ছল দেখাইয়া অবশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে। তাই বলি, দাস্য বা চাকরী যখন

করিতেই হইবে তখন আর সাজা ভোক্তা বা সাজা দ্রষ্টা হইয়া লাভ কি ? সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া ঠেকিয়া শেখার পরও ভগবানের সেবা করিবার জন্য আমাদের উদ্‌গ্রীব হওয়া উচিত নয় কি ?

আমরা যে দ্রষ্টা নহি—দৃশ্য, ভোক্তা নহি—ভোগ্য, এই বিপ্রলম্ভময়ী কথা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে গুরুগৃহে আসিয়া—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যম দীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটীচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় আসিয়া। তৎপূর্ব্বে এসকল কথা কখনও শুনি নাই এবং এসব কথা কেহ শুনিতে পাইবে বলিয়া ধারণা করিতেও পারি না। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অন্যত্র ভগবান্‌কে আমাদের মাংস-চক্ষুদ্বারা মাপিয়া লওয়া যায় না বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলিয়া ছিলেন যে, তোমরা ভগবান্‌কে দেখিতে যাইও না ; পরন্তু সকলের একমাত্র দ্রষ্টা ভগবানকে দর্শন দিতে যাইও। তাঁহার শুভদৃষ্টি পতিত হইলে মঙ্গল হইবে—দ্রষ্টা অভিমান ঘুচিয়া দৃশ্য অভিমান জাগিবে—হৃদয়ে ভগবানের দাস্যাভিমান জাগিয়া আমাদিগকে ভগবৎসেবায় অধিকার দান করিবে।

জগতের ভোগিসম্প্রদায় নিজদিগকে দ্রষ্টা ও ভোগী মনে করে, ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগে সুখ নাই দেখিয়া উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া তৎপ্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষে ভাবই চরম মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সাজা ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ-ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। এসকল কথা হতভাগ্য ত্যাগীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু বিদ্বান গুরুদাসগণ এতাদৃশ ভোগ ও ভোগের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবদ্ভক্তি যাজন করেন। তাই তাঁহারা ভোগীও নন, ত্যাগীও নন পরন্তু ভগবানের সেবক। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত আর বাদবাকী সকলেই ভোক্তা বা দ্রষ্টাভিমানী। বদ্ধজীবের ইহাই লক্ষণ। তাই বলিতে-ছিলাম, নিজেকে একমাত্র ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্যবুদ্ধি হইলেই মঙ্গল—নিজেকে দ্রষ্টা বা ভোক্তা না জানিয়া ভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্য বলিয়া জানাই শ্রেয়ঃ ; নতুবা যোনিভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। তাই বলি, সাধু সাবধান।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের নিকট—নিজজনগণের নিকট তাঁহার স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন; আবার অসুর-প্রকৃতি সেবাবিমুখ জনগণের নিকট তিনি তাঁহার অসুরমোহনপর স্বরূপটী প্রকাশিত করেন। যোগমায়া ভক্তগণের নিকট ভগবানের চিদ্বিলাস লীলাপর স্বরূপ প্রকাশিত করেন এবং বিমুখবিমোহিনী জড়মায়া অভক্ত অসুর-প্রকৃতি লোকের নিকট ভগবৎস্বরূপের বিকৃত প্রতি-ফলনটী প্রকাশিত করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন। ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিজকে লুকাইতে চাহিলেও তাঁহার সেই অনুগত নিজজনগণের নিকট ভগবৎস্বরূপ প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের নিকট ঐ স্বরূপ কিছুতেই প্রকাশিত হয় (স্তোত্ররত্ন) না,—

"ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ নৈবাসুপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

অর্থাৎ হে ভগবান্! আপনার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিদ্ ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিক শাস্ত্রদ্বারা আপনার শীল, রূপ, চরিত ও পরম-শক্তিভাব লক্ষ্য করিয়া আপনাকে জানিতে পারেন; কিন্তু রাজস-তামস-প্রকৃতিবিশিষ্ট অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষযুক্ত কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা কখনও ঐসকল বস্তু উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখ ব্যক্তিই ভগবল্লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যাহারা অসুর-প্রকৃতি, নাস্তিক, বঞ্চিত ব্যক্তি, তাহারা এইসকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইসকল কথাকে গোঁড়ামি বলে এবং অতর্ক্য অচিন্ত্যবস্তুতে তর্কের যোজনা না করিয়া শব্দ-প্রমাণের সম্মান-রক্ষাকে যুক্তিপ্রদানে অসমর্থতা বলিয়া বিচার করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার তাৎপর্য্য বঞ্চিত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার নানাপ্রকার অসৎসমালোচনা করেন এবং তচ্চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। আমরা জগতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাসম্বন্ধে আলোচনার ধৃষ্টতা করিতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা অর্থাৎ ভগবত্তা

ভগবানের চিদ্‌বিলাস ধারণা করিতে অসমর্থ ; তাহারা নাস্তিক মায়াবাদি-শ্রেণীর লোক ; আর একপ্রকার প্রাকৃত সহজিয়া মুখে অপ্রাকৃত নিত্যানন্দ মানে, কিন্তু অন্তরে ও কার্য্যে নিত্যানন্দে সম্পূর্ণ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট। ইহারা উভয়েই নিত্যানন্দের শ্রীচরণে অপরাধী।

প্রথম শ্রেণীর মায়াবাদী নাস্তিক সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, "নিত্যানন্দ জীবশিক্ষার জন্যই যদি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যদি তিনি আচার্য্যের কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শেষ-অবস্থায় আবার দুইটী পত্নীর ভর্ত্তা হইলেন কেন ?' এইসকল মূর্খ নাস্তিক লোককে কি পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সুবুদ্ধি দিয়া বলিয়া দিবেন না যে, তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণই আর এক মূর্ত্তিতে শ্রীবলদেব ; সেই শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের মূল। তিনি জীবের নিকট আচার্য্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভোক্তা হইয়াও দশদেহে স্বয়ংরূপের সেবা করেন। এই যুগপৎ প্রভুত্ব ও সেবকত্ব তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য ; ইহা ক্ষুদ্র জীবের ধারণার বা বিচারের অতীত ব্যাপার।

কোন আচার্য্য মধ্যম ভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিয়া আচার্য্যের স্বরূপ জগতের নিকট প্রকাশিত করিলেও তিনি যে সর্ব্বদাই ঐ মধ্যমাধিকারীর লীলা প্রদর্শন করিতে বাধ্য বা তিনি একজন মধ্যমাধিকারী সাধক, ইহা কখনই হইতে পারে না। স্বতন্ত্র পুরুষ জীবের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিবার জন্য মধ্যমাধিকারী আচরণ দেখাইলেও তিনি আবার মহা-ভাগবতের আচরণও দেখাইতে পারেন। যাঁহারা সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীগৌর-সুন্দরের লীলা অনুধাবন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই বিষয়টী দেখিতে পাইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন ঈশ্বর প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মৈত্রী, বালিশে কৃপা, বিদ্বেষীকে উপেক্ষা প্রভৃতির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার যখন মহাভাগবতের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রান্তি (?), সমুদ্রে যমুনা-ভ্রম (?), সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি দেবদাসীকে গোপী বলিয়া ভ্রম প্রভৃতি হইতেছে ; আবার তিনি যখন ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিজকে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু প্রভৃতি বলিয়া অভিমান, বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ

ও সকলের নিকট হইতে সেবা-পূজাদি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যাপার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব যে সকল বিমুখ ব্যক্তির শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-বিগ্রহ স্বতন্ত্র পুরুষ শ্রীনিত্যানন্দের যুগপৎ আচার্য্য-লীলা ও ঈশ্বর-লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, তাহারা যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে ঐরূপ অপরাধের আবাহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কি আমাদের ভোগবুদ্ধির অধীন যে, আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব? তিনি আচার্য্যলীলায় জীব-শিক্ষাদাতা, আবার ঈশ্বর-লীলায় সমগ্র যোষিৎকুলের ভোক্তা। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব—সমগ্র বস্তুই তাঁহার শক্তি বা যোষিৎ। তিনি শ্রীবলদেবরূপে অবস্থিত বলদেবতত্ত্ব—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আর একটী ভিন্ন-আকৃতিতে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের রাসের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাই ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁ'রাও রামের রাসে করেন স্তবন॥

*　　*　　*

মূর্ত্তি-ভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥　(চৈঃ চঃ আঃ ১মঃ অঃ)

প্রাকৃত-সহজিয়াকুল আবার অভিন্ন-শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য নীলাচল হইতে গৌড়দেশে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ পাষণ্ড-বুদ্ধি শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অত্যন্ত অপরাধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এইসকল লোক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে তাহাদেরই মত একজন জন্মমরণশীল বদ্ধজীবমাত্র জ্ঞান করিয়া অনন্ত নরকপথের পথিক হইতেছে। এরূপ কথা কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ ব্যক্তি এরূপ কুমত উদ্ভাবন করিয়া তাহাতে নিজেদের ব্যবসায় এবং পাষণ্ড অন্যায়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইয়াছে মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে

গমন করিয়া অনর্গল প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য আজ্ঞা করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ইহা আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

নিত্যানন্দ আজ্ঞা দিল,—'যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥' (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৪২)

সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ কথাই লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভুর নিত্যানন্দকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রদানের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে বিন্দুমাত্রও লিপিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

স্বধামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ

বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পণ্ডিত শ্রীল গদাধর গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিকে অবলম্বন করতঃ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীবিশাখাসখীর আবির্ভাবস্থান কামাইতে সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ দেহরক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতে তিনি ভগবদ্ বিশ্বাসী ছিলেন। সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের জন্য যখন তাঁহার মনে আকুল আর্ত্তি আন্দোলিত হইতেছিল সেই সময়ই যেন ভগবদ্দিচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদাস প্রভু তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীচরণসরোজে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভ করতঃ তাঁহার নির্দ্দেশে তদানিন্তনকালে উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সেবাকাজ করিতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বিভিন্ন বিভাগে শ্রীগৌড়ীয়-প্রচার-সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময় হইতে সেবার মধ্যে থাকিয়াও বহু পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে যথাক্রমে তিনি ব্যাকরণ ও কাব্য-পরীক্ষার উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠা হইলে তিনিই তার প্রথম হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি সুন্দর সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনা করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের সম্পর্কেও কিছু শ্লোক লিখিয়াছেন। ঐগুলি সময়মত প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। উক্ত শ্লোক-গুলি পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার আর্ত্তি ও অস্মদীয় শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের প্রতি তাঁহার বৈষ্ণবীয় আদর্শের নিদর্শন পরিচয় পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকালে তিনি 'কামাই' হইতে আসিয়া স্বানন্দে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং দেবভাষায় (সংস্কৃত) শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করতঃ ভগবৎপ্রেমিকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

তিনি 'কামাই'তে থাকাকালেও মাঝে মাঝে শ্রীধাম বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শনের জন্য আসিলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীউর্জ্জাব্রত-উপলক্ষ্যে অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম মথুরায় অবস্থানকালে অনেকবারই তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ভজন-সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। শ্রীল গুরু-মহারাজও তাহাকে প্রীতি করিতেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাঁহার নাম 'শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী' ছিল। কিন্তু তৎকালে তিনি 'গৌরদাস পণ্ডিত' নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ভজনা-নন্দী থাকায় কাহারও সহিত অনর্থক গল্পগুজব করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি জড়ে উদাসীন ও ভজনে ছিলেন প্রবীণ। ইনি শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভাকর্ত্তৃক ৪৪৩ গৌরাব্দে শ্রীগৌরা-শীর্ব্বাদ-পত্রে **'উপদেশক'** উপাধি লাভ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যলীলায় প্রবেশের পর তিনি চিত্তে কিছুমাত্র স্বস্তি না পাইয়া প্রবল ভজন-অনুরাগে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করেন ও শ্রীবিশাখা-সখীর আবির্ভাব-স্থল 'কামাই' নামক স্থানে শ্রীরাধা-রাসবিহারী মন্দিরে অবস্থান করিয়া শ্রীনাম-ভজনে নিমগ্ন থাকেন। ভগবদনুগ্রহে একদিন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কয়েকটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সেবা-পূজা তিনি খুব নিষ্ঠার সহিত করিতেন। তাঁহার অকস্মাৎ নির্য্যাণে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় আজ বিরহ-কাতরে নিমজ্জিত। নির্য্যাণকালে তাহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বধামে শ্রীমৎ মথুরামোহনদাস বাবাজী

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৫।৬।৭১) মঙ্গলারতি-অন্তে **শ্রীমৎ মথুরামোহন দাস বাবাজী** মহাশয় ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীগোবর্দ্ধনের দানঘাটিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবর্দ্ধন গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হন। ইঁনি জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকট-কালে শ্রীচৈতন্য মঠে ও উক্ত মঠের অন্তর্গত চাঁপাহাটীস্থ শ্রীগৌরগদাধর মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন কয়েকটি শাখা মঠে যথেষ্ট সেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের ব্যবস্থাপনায় তৎকালে উড়িষ্যার বালেশ্বর জিলাস্থ বাগদায় বাগদাষ্টেটের ব্যবস্থাপকরূপে নিয়োজিত হইয়া-ছিলেন। উক্ত কার্য্যে তিনি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকট-লীলা অবিষ্কার করিলে পর তিনি ব্রজমণ্ডলের অন্যতম ভজনস্থান শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পাদদেশে পরিক্রমার রাস্তায়ই (দানঘাটিতে) ভজনকুটীর নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারী জীউর সেবাস্থলী স্থাপন করেন। তিনি দুষ্প্রাপ্য বহু গ্রন্থাদিও সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আবির্ভাবস্থান পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত যশোহর জেলায়। তাঁহার অপ্রকটকালে প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' এই সংখ্যা ২৩শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন।

বিনীত নিবেদক—

"প্রকাশক"

শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে
শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীধাম পুরী-পরিক্রমা ও তৎসহ তার নিকটবর্ত্তী তীর্থ দর্শন এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্থান দর্শনেরও আয়োজন করেন।

এতৎ উপলক্ষ্যে গত ৩রা আষাঢ় (ইং ১৮।৬।৭১) শুক্রবার রাত্র হওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জারযোগে রওনা হইয়া তৎপর দিন বালেশ্বরে অবতরণ করতঃ ভক্তজন-আকাঙ্খিত রেমুণার "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' দর্শন করেন। তদন্তর পথিমধ্যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীহাট ও শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ প্রভৃতিও দর্শনের ব্যবস্থা হয়। তৎপর দিবস ট্রেণযোগে যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে বাস-যোগে বিরজাদেবীর মন্দির, নাভিগয়া প্রভৃতি দর্শন করতঃ বৈতরণীতে স্নান সমাপ্তান্তে নদী অতিক্রম করিয়া শ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়স্তম্ভ, চারিকল্পের বরাহদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রভৃতি দর্শন করা হয়।

তৎপর দিবস ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়া বিন্দুসরোবরে স্নান করতঃ শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির, শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব মন্দির, শ্রীত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থান দর্শন করা হয়। এইস্থান হইতে পরের দিন মোটরযোগে ঐতিহাসিক স্থান খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পাহাড় দর্শন করতঃ ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৭১) মঙ্গলবার দিন যাত্রীগণ বাসযোগে ক্রমশঃ শ্রীধামপুরীর দিকে অগ্রসর হইয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ সাক্ষীগোপালে উপনীত হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপালকে দর্শন করেন। তদন্তর বাসযোগ শ্রীধাম পুরীতে পৌঁছিয়া ধর্ম্মশালায় অবস্থান করা হয়।

৮ই আষাঢ় (ইং ২৩।৬।৭১) বুধবার দিন শ্রীগুণ্ডিচা-মার্জ্জন উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান সমাপ্ত করতঃ শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ গ্রহণ করতঃ পরিক্রমা-সঙ্ঘ আবাসস্থলে পৌঁছেন। সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে আরতি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে যাত্রীগণ সমুদ্রস্নান করতঃ রথাকর্ষণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকেন। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীবৃন্দ সতৃষ্ণ নয়নে

অপেক্ষমান,—মধ্যাহ্নের উত্তপ্ততার দিকেও তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। অপরাহ্ণ-
কালে শ্রীশ্রীবলদেব-জগন্নাথ-সুভদ্রাজীউ যথাক্রমে রথে সমাসিন হইতে ২
থাকেন এবং রথত্রয় মন্থর গতিতে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে
থাকে। কিন্তু সময় সঙ্কুলনের জন্য এই দিন রথত্রয় শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে
উপনীত হন নাই। তৎপর দিবসও শ্রীশ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষ্যে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ-এর ৩
মধ্যে অতিবাহিত হয়।

১১ই আষাঢ় (ইং ২৬।৬।৭১) শনিবার হইতে ১৬ই আষাঢ় (ইং ১।৭।৭১) ৪
বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ষষ্টদিবসব্যাপী পুরী সহরস্থ তথা আলালনাথে শ্রীবিষ্ণু-
মূর্ত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবতের সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন এবং শ্রীআলালনাথ গৌড়ীয় মঠ
প্রভৃতিও দর্শন করা হয়। মধ্যে একদিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোনার্ক-এর
বিরাট সূর্য্যমন্দির দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। শ্রীধাম পুরীস্থ টোঁটা
গোপীনাথ, শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়
আসন ও মিশন, শ্রীগৌরগোবিন্দ আশ্রম, শ্রীচৈতন্য আশ্রম, শ্রীগোবর্দ্ধন
মঠ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, শ্রীসার্ব্বভৌম
ভট্টাচার্য্যের পাট, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির, শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির, শ্রীমন্মহা-
প্রভুর বিশ্রামস্থী, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কুপ, লোকনাথ শিব, যমেশ্বর
শিব, পার্ব্বতী, চক্রতীর্থ দর্শন ও তথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, অনন্ত নারায়ণ,
মহাবীর মন্দির এবং গৌরগোপাল মন্দির প্রভৃতি বহুস্থান দর্শনের ব্যবস্থা ছিল।
এতদুপরিও আঠারনালা, মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র সরোবর, শ্বেতগঙ্গাদিতে
স্নান স্পর্শনাদি করা হয়। তদুপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সুউচ্চ মন্দিরের
কারুকার্য্য, মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীভগবানের বিভিন্নলীলা, মন্দিরের প্রাচীরের
ভিতর বিমলাদেবী মন্দির, সিদ্ধবট, নীলমাধব, নৃসিংহদেব প্রভৃতি অন্যান্য
দর্শনীয় মন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করা হয়।

১৭ই আষাঢ় (ইং ২।৭।৭১) শুক্রবার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা
দর্শন করতঃ পরিক্রমা সমাপ্তির উদ্দেশ্যে হাওড়া অভিমুখে যাত্রা করা হয়।

বলা বাহুল্য এই পরিক্রমা-পরিচালনায় শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী
ও শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারী প্রভুদ্বয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিনশূন্য॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১২ পদ্মনাভ ৪৮৫ গৌরাব্দ ; শুক্রবার, ৩১ ভাদ্র ১৩৭৮ ; ইং ১৭।৯।১৯৭১ } ৭ম সংখ্যা।

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চি-
ন্মাধবেন নতদৃষ্টিমদোৎকম্।
বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং
মোদয়িষ্যসি কদা মধুরে মাম্॥ ৬৪॥

হে দেবি রাধিকে! গুরুজনের সভায় ভোজনার্থ উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নত দৃষ্টিতে যাহাকে কষ্ট স্বল্পে দর্শন করিতেছেন এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের সকটাক্ষ বদনপদ্ম সন্দর্শনে সাতিশয় হর্ষবশতঃ উৎসুক হইয়াছে, হে মাধুর্য্যশালিনি! তোমার সেই মুখপদ্ম কবে আমাকে হৃষ্ট করিবে? ॥ ৬৪॥

অয়ি বিপিনমটন্তং সৌরভেয়ীকুলানাং
ব্রজনৃপতিকুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্ ॥
বিকলমতি-জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং
স্মিতমধুরকপোলং বীক্ষ্যসে বীক্ষ্যমাণা ॥ ৬৫ ॥

অয়ি রাধিকে ! যিনি গোকুলের রক্ষা বিষয়ে গৃহীত ব্রত, সুতরাং সর্ব্বদা বিপিনে ভ্রমণশীল এবং চঞ্চল চিত্তা জননী যশোদা যাঁহাকে লালন করিতেছেন, সেই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তুমি অবলোকিত হইয়া কবে তাঁহাকে ঈষৎ হাস্যান্বিত মাধুর্য্যময় কপোলে অবলোকন করিবে ? ॥ ৬৫ ॥

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি-পূর্ব্বং
সুস্নিগ্ধয়া সুমুখি মাতৃপরার্দ্ধতোঽপি ।
হা হ্রীমতি প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
কিং ত্বাং নিরীক্ষ্য হৃদয়ে মুদমদ্য লপ্স্যে ॥ ৬৬ ॥

হে সুমুখি রাধিকে ! সমূহ মাতৃবর্গের মধ্যেও সুস্নেহবতী গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী যশোদা তোমার গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক শপথ দিয়া ভোজনের অনুরোধ করিলে তুমি যখন লজ্জাবনতবদনে আনন্দসহকারে ললিতাদি প্রিয়জনের সহিত ভোজন করিতে থাকিবে, তোমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি কি অদ্য চিত্তে নিরতিশয় সুখ লাভ করিব ? ॥ ৬৬ ॥

আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুম্বনেন
স্নেহাবলোকনভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি ।
গোষ্ঠেশয়া নববধূমিব লাল্যমানাং
ত্বাং প্রেক্ষ্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতনিষ্যে ॥ ৬৭ ॥

হে খঞ্জনাক্ষি ! গোষ্ঠেন্দ্রপত্নী যশোদা যখন তোমাকে আলিঙ্গন, মস্তক-চুম্বন ও অতি স্নেহপূর্ব্বক নূতন বধূর ন্যায় লালন করিবেন, তখন তোমাকে দেখিয়া আমি কি হৃদয়ে মহান্ উৎসব বিস্তার করিব ? ॥ ৬৭ ॥

হা রূপমঞ্জরি সখি প্রণয়েন দেবীং
ত্বদ্বাহুদত্ত-ভুজবল্লরিমায়তাক্ষীম্ ।
পশ্চাদহং কলিত-কামতরঙ্গরঙ্গাং
নেষ্যামি কিং হরিবিভূষিতকেলিকুঞ্জম্ ॥ ৬৮ ॥

হে সখী রূপমঞ্জরি ! যিনি প্রীতিবশতঃ তোমার হস্তে হস্তলতা অর্পণ করিয়াছেন এবং স্বভাবতই যাঁহার লোচদ্বয় আরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের পূর্ব্বেই যাঁহার মন প্রেমাম্বুধিতে মগ্ন হইয়াছে, সেই শ্রীরাধিকার অনুগামিনী হইয়া আমি কি তাঁহাকে হরিবিভূষিত কোকিলকুঞ্জে লইয়া যাইব ? ॥ ৬৮ ॥

সাকং ত্বয়া সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যাস্তটে কুসুমভাবিতভূষণেন ।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়বিশ্বরী সা
হা হা ভবিষ্যতি মদীক্ষণগোচরঃ কিম্ ॥ ৬৯ ॥

হে সখি রূপমঞ্জরি ! যিনি তোমার সহিত স্বীয় কুণ্ডের (রাধাকুণ্ডে) তীরস্থ-নিকুঞ্জগৃহে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ পুষ্পরচিত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন, হায় ! সেই ঈশ্বরী শ্রীরাধিকা কি আমার নেত্র গোচর হইবেন ? ॥ ৬৯ ॥

শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাম্বুজরাজসূনোঃ
শস্তাভিসার-সময়ং সুভগোঽত্র হৃষ্টা
সূক্ষ্মাম্বরৈঃ কুসুম-সংস্কৃত-কর্ণপুর-
হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে ॥ ৭০ ॥

হে সৌভাগ্যশালিনি ! বিচক্ষণ নামক শুকপক্ষির প্রমুখাৎ ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত অভিসার কাল শ্রবণ করিয়া এই বৃন্দাবনে অত্যন্ত হৃষ্ট হওত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র তথা কুসুম রচিত কর্ণপুর (কর্ণভূষণ) ও হার প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা তোমাকে কি অলঙ্কৃত করিব ? ॥ ৭০ ॥

নানাপুষ্পৈঃ ক্বণিতমধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি-
র্মালাভিস্তদযুস্ণ বিলসৎকাম-বিচিত্রালিভিশ্চ ॥
রাজদ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিক্ষ্য-গেহে
মল্লীজালৈঃ শশিমুখি কদা তল্পমাকল্পয়ামি ॥ ৭১ ॥

হে দেবি রাধিকে ! মধূপ পঙ্‌ক্তি কর্ত্তৃক সতত সম্মীলিত নানাবিধ পুষ্পে বিরচিত মালা এবং প্রসিদ্ধ কুঙ্কুম দ্বারা সুশোভিত কামোদ্দীপক বিচিত্র রেখা দ্বারা যাহার দ্বার দেশ শোভামান হইতেছে, সেই মদনানন্দপ্রদ নামক গৃহ মধ্যে কবে আমি মল্লীপুষ্পসমূহ দ্বারা শয্যা রচনা করিব ? ॥ ৭১ ॥

(ক্রমশঃ)

চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজস্থানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (ইউ. পি.)
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২ ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

প্রিয় * * ,

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে air-mail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্য Professor বাবুর হস্তে কলিকাতায় পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১৯শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি "অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার"—এই পদ্যের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃতভাবে 'গৌড়ীয়ে' ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহারা যুগপৎ ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব, অপর জন দুইপ্রকার ভক্তভাব, গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্ত্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারিপ্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণ-লীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকসূত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার

ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় **শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন**। এই আবরণটী অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্যে চিচ্ছক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা—জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্যই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমের চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক ন্যায় অন্যায়-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার-মুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক **নামভজনকারীগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়।** 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া উহাকে জড় factএর inferenceএ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ভক্ত ভাব-শব্দটীর দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্ত্তে গৌর, "বংশীমুখ"এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়-ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যক্ষিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(রাজনীতি *)

১। বর্ত্তমান রাজশাসন হরিভজনের অনুকূল নয় কি ?

"আমাদের বর্ত্তমান অধীশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে ও নিরুদ্বিগ্ন অন্তঃকরণে এই ভারতে রাজ্য করিতে থাকুন। তাঁহার শাসনবলে আমরা যেন নিরুদ্বেগে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের আস্বাদন ও প্রচার করিতে থাকি।"

— 'মঙ্গলাচরণ', সঃ তোঃ ৪।১

২। ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়গণের মধ্যে সৌহার্দ্দ কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ?

"ইংরাজ বাঙ্গালীর পরস্পর সৌহার্দ্দই স্বাভাবিক। ইংরাজ মহাশয়গণ আর্য্যসন্তান এবং ভারতবাসিগণও আর্য্যসন্তান, অতএব ইংরাজ মহাশয়েরা এবং ভারতবাসিগণ সম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। স্বাভাবিক ভ্রাতৃস্নেহ কোথায় গেল ? ইংরাজরা আমাদের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন বলিয়া স্বাভাবিক বৃত্ত কি জন্য লুপ্ত হইবে ? ভারতবাসিগণ সম্পর্কে—জ্যেষ্ঠ, ইংরেজরা—কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যখন কর্ম্মক্ষম হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করেন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বয়সে বৃদ্ধ, সুতরাং বলহীন হইয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে কনিষ্ঠের অধিনতা স্বীকার করেন। ইহাতে দোষ কি ? আমরাও যখন যৌবনাবস্থায় ছিলাম, তখন আমরা অন্যান্য জাতিসকলের উপর প্রভুতা করিয়াছি। এখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ অক্ষম, অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে ? কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সেই পরমানন্দময় হরিচরণসুধা-সেবন করিব,—ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে ? সর্ব্বপ্রকার উৎপাত হইতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদের আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নিরর্থক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না ; আমরা গৃহে বসিয়া হরিনাম করিব। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংসারিক দুরূহ কার্য্য করিতে করিতে যদিও কোন সময়ে বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমরা জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মানুসারে

---

* প্রবন্ধটি ইংরাজ-শাসনকালে রচিত। —প্রকাশক

তাহা সহ্য করত কনিষ্ঠের প্রতি মিষ্ট বাক্য ও শিষ্টাচরণের দ্বারা তাহার আনন্দ বিধান করত ভক্তি-ভাজন হইব। কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঐ সকল দুরূহ কার্য্যসম্বন্ধে অর্থাভাব হইলে সাধ্যমত অর্থ-সাহায্য করিতে ত্রুটী করিব না। একান্নবর্ত্তী শিষ্ট গৃহস্থদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ স্নেহকার্য্য, তাহাই আমরা আচরণ করিব; কোন প্রকারেই বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিব না। হে স্বদেশবাসি ভ্রাতৃগণ! আমি উপদেশ করিতেছি—তোমরা এইরূপ আচরণ কর।"

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৩। দেশীয় ও বিদেশীয়গণের মধ্যে বিরোধ থাকিলে মনুষ্যজীবনে সুখশান্তির সম্ভাবনা আছে কি?

"বহুগুণভূষিত বলবীর্য্যশালী ইংরাজ মহাশয়দিগকে ও অস্মদ্দেশজাত ভ্রাতৃবর্গকে আমি বলিতেছি,--"ভাই সকল! বিরোধ পরিত্যাগ কর; বিরোধে কিছুমাত্র সুখ নাই। বিরোধ পরিত্যাগ করিলে আমার চির-পরিচিতা শান্তিদেবী তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। সুখই সকলের অন্বেষণীয়; শান্তিদেবীর আশ্রয়ে সুখ লাভ কর। আদৌ মানববৃন্দ সকলেই সকলের ভ্রাতা। পরমপিতা পরমেশ্বর তোমাদের পরস্পর-বিরোধে সন্তুষ্ট হন না। তোমরা সকলেই শরীরী। শরীর-সম্বন্ধী নানাবিধ অভাব, পীড়া ও দুর্ঘটনার দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিলে কথঞ্চিৎ দুঃখ নাশ হইতে পারে। পরস্পরের সাহায্যে অভাবনিবৃত্তি ও একত্র পরিশ্রমে দৈব উৎপাত-সকলের অনেকটা প্রতিবিধান হয়। এমত অবস্থায় যদি পরস্পর বিরোধ করা যায়, তবে দুঃখনিবৃত্তির কিছুমাত্র আশা আর থাকে না; সুখ এই নশ্বর জগৎকে একেবারে পরিত্যাগ করে। অতএব হে ভ্রাতৃবর্গ! তোমরা হিংসা, দ্বেষ ও মিথ্যা অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর প্রীতি কর।

—'আশীর্ব্বচন', সঃ তোঃ ২।৫

৪। যুদ্ধাদি-বিরত হইয়াও ভারতবাসিগণের পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারে কি?

"বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসিগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টৃস্বরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেন।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপে যুদ্ধ বিহিত হইয়াছে ?

"রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যতপ্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সেই সমুদায়—অধর্ম্ম ও জগন্নাশজনক কার্য্যবিশেষ। নিতান্ত ন্যায়-যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সন্দেহভঞ্জন

ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্মগ্রন্থে মধুর-রসবিচার,
পড়িয়া পড়িয়া ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ লিখি তার।
মধুর রসের সুধাসিন্ধুনীরে ডুবাইয়া প্রাণ-মন,
হাবুডুবু খাই কূল নাহি পাই কি করিব আস্বাদন !
এই রত্নাকরে কতনা অমূল্য- রতন পড়িয়া আছে ;
জহুরী হইলে চিনিতাম তাহা তু'লে রাখিতাম কাছে।
দেখিলাম সেথা উপনিষদেরা কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট হয়ে,
করিয়া সাধন গোপী হ'য়ে ব্রজে জন্মিলেন গোপালয়ে।
যাঁরা হন গ্রন্থ পাঠ করি মোরা হেন কার্য্য করে তাঁরা !
কেমনে সম্ভব বিস্ময়ে সংশয়ে করে মোরে জ্ঞানহারা।
ভাবিতে ভাবিতে গভীর নিশায় দেখি যেন তন্দ্রাবেশে,
মোর তনু মন নিয়ে গেল কেহ এক আনন্দের দেশে।
আকাশে বাতাসে খেলিছে আনন্দ আনন্দের ফুলবন,
স্বানন্দ-সুখদ- কুঞ্জ এই হবে ভাবিল আমার মন।
ঠাকুর ভকতি- বিনোদ হেথায় আছেন সমাধিসুখে,
ভক্তিতত্ত্বসার কেহ কভু আর শুনিবেনা তাঁর মুখে।
কত বৈষ্ণবেরা হরিনাম করে হাতে লয়ে জপমালা,
ভাবি কেহ যদি হরিকথা কয় জুড়ায় প্রাণের জ্বালা।

সহসা, কে এক আনন্দ মূরতি বলিছে আমার কাণে,
হরিকথা যদি শুনিবার ইচ্ছা চলহ নিভৃত স্থানে।
"কোথা হেনস্থান আছে প্রভো হেথা বলুন তা কৃপাকরি।"
প্রভু বলিলেন, "স্থান-কাল নাই যা দেখ এ মায়াপুরী,
তোমার হৃদয় সে নিভৃত স্থান বসিব দুজনে সেথা,
যে-কথা শুনাব রবেনা সন্দেহ জুড়াবে সকল ব্যথা।"
বলিতে বলিতে কোথায় মিলাল বাহিরে দেখিনা তাঁরে,
তখন নয়ন মুদিয়া দেখিনু বসা তিনি মোর ধারে।
সস্নেহ বচনে বলিলা তখন, "সন্দেহ তোমার মনে,
উপনিষদেরা জনমে কেমনে গোপগৃহে বৃন্দাবনে?
উপনিষদেরে গ্রন্থ ব'লে জানো গ্রন্থ—মুদ্রাযন্ত্র কবে?
সে বৈদিক-যুগে গুরুমুখে শুনি' শ্রুতিশিক্ষা পেত যবে।
যে উপনিষদ্ দৈববলে যিনি ক'রেছেন সম্পাদন,
তাহাতে তন্ময় সেইনামে তিনি বিশ্বেপরিচিত হন।
এ যুগের ভাবে সে যুগ ভাবিলে মনে বহুভ্রান্তি রয়,
গ্রন্থ, গ্রন্থকর্ত্তা এযুগে পৃথক্ তন্ময়তা নাহি হয়।
ঈশ-কেন-কঠ- ছান্দোগ্য-মাণ্ডূক্য ছিল যাঁদের প্রাণ,
তাঁরাই ত সবে সে উপনিষদ্ করিওনা ভেদজ্ঞান।
তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণ-প্রেমাকাঙ্ক্ষা কভু অসম্ভব নয়;
প্রাণহীন যত এযুগের গ্রন্থ সে যুগের প্রাণময়।"
শুনিতে শুনিতে গেল নিদ্রাবশে সন্দেহ হইল দূর;
অরুণ উদয় কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে চিত্তমোর ভরপূর।

—কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্র, এম্.এ, বি.টি, সাহিত্যভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১০)

যাহারা নিজ সুখের জন্য বিষয়সম্বন্ধ রাখে। শ্রীযাদব ও পাণ্ডবগণের বিষয়সম্বন্ধ তাহাদের মত হইলেও তাহাতে নিজ সুখাভাস মাত্র ছিল। নিজ সুখানুসন্ধান ছিল না। ভাঃ ১০।৯০।৪৬—

শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নাদিকর্ম্মসু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণগত চিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, গমন, ক্রীড়া, স্নান, ভোজনাদি ক্রিয়ায় আপনাকে জানিবেন না।

কিন্তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজ।
অধিজহ্রু র্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥ (ভাঃ ১।১২।৬)

হে দ্বিজগণ! শ্রীযুধিষ্ঠির যে বিষয়ভোগে নিস্পৃহ ছিলেন, তাহা দেবগণেরও প্রার্থনীয় ছিল। তিনি কৃষ্ণগতচিত্ত ছিলেন। এজন্য ঐসকল কি তাঁহার আমোদ জন্মাইতে পারে? ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্নে থাকে, গন্ধমাল্যাদি উপভোগে তাহার প্রীতি জন্মাইতে পারে না, তদ্রূপ শ্রীযুধিষ্ঠিরের মনও শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ ছিল। এজন্য এসকল বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র প্রীতি ছিল না।

উপরিউক্ত শ্লোকে পাণ্ডবদের বিষয়াভিনিবেশ না থাকার কথা থাকিলেও নিম্নশ্লোকে বলিতেছেন,—

এবং গৃহেষু সক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া।
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরমদুস্তরঃ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৭)

এইরূপে তাঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমে আসক্ত হইয়া গৃহব্যাপারে প্রমত্ত থাকিলে অজ্ঞাতসারে অতিদুস্তর কাল তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের আয়ু শেষ হইল এই শ্লোকে তাঁহাদের বিষয়াশক্তির কথা বলা হইয়াছে, কেহ এরূপ সংশয় উত্থাপন করিলে উত্তরে বলা হইতেছে—এই শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রাদির গৃহাসক্তি বর্ণিত হইয়াছে। কারণ পরবর্ত্তি শ্লোকে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—হে রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে মাত্র—পাণ্ডবদের বিষয় নহে।

কোনস্থলে লীলাশক্তিই লীলামাধুর্য্যের পোষণ জন্য প্রতিকূল উপকরণে লীলোপযোগিণী শক্তি বিন্যস্ত করিয়া শ্রীগোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জনগণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সন্দেহ নিরসনার্থ পরে বলিতেছেন—

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত।
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতম্॥ (ভাঃ ১।১৩।১৮)

বিদুর সকলের আয়ু শেষ জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্ শীঘ্র এস্থান হইতে নির্গত হউন। দেখুন কি মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে।

কোন স্থলে লীলাশক্তি স্বয়ং লীলামাধুর্য্যপোষণের জন্য প্রতিকূল অনুকূল উপকরণের লীলোপযোগিণী শক্তি বিন্যস্ত করিয়া গোপাদির মত ভগবৎপ্রিয় জনগণের বিষয়াবেশাদির আভাস সম্পাদন করেন। যথা পূতনার আগমনে—

বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈর্ম্মনো-
হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।

পূতনার মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষ ব্রজবাসিগণের মনোহারিণী হইয়াছিল। চিন্ময়বিগ্রহ কৃষ্ণপ্রেমবান ব্রজবাসিদের মায়াময়ী নারীর কটাক্ষে চিত্তবিভ্রম হওয়া সম্ভব নহে, লীলাশক্তির প্রেরণায় আভাস মাত্র হইয়াছিল। এই অভিপ্রায়ে "মনোহরন্তী"—মনোহরার মত আচরণকারিণী উক্ত হইয়াছে। লীলাশক্তি যে কোন পূতনাকে শক্তিদান করিয়াছিলেন, তাহা পূতনামোক্ষণাধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥ (ভাঃ ১০।৬।৩)

যেখানে সাত্বতপতি শ্রীভগবানের শ্রবণাদি থাকে না। তথায়ই রাক্ষসীগণ দৌরাত্ম্য করিতে পারে। এই শ্লোকে দেখা যায়—যেস্থানে ভগবৎকথা হয়, তথায়ই রাক্ষসী যাইতে পারে না, আর যে গোকুলে স্বয়ং ভগবান্ বিরাজিত, যেস্থানে পূতনা যাইতে সমর্থা হইল। নিশ্চয়ই ইহার মূলে কিছু রহস্য আছে। পূতনার তথায় আসিবার শক্তি না থাকিলে লীলাসম্পাদনের (পূতনার বিনাশ) জন্য লীলাশক্তি তাঁহাকে গোকুলে আসিবার শক্তি দিয়াছিলেন। আর তাঁহার সহায়তায় ইহাও সম্ভব হইয়াছিল—

অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং।
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টু মিবাগতাং পতিম্॥ (ভাঃ ১০।৬।৬)

পূতনার হস্তে লীলাকমল থাকায় গোপীগণ মনে করিয়াছিলেন—মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপতিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। লীলাশক্তির সহায়তা ব্যতীত কদাকার রাক্ষসী লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ ভগবৎ পরিকরের নিকট। পূতনার অপ্রতিভ মনোহর চেষ্টার কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬।৯)

সেই রাক্ষসীর চিত্ত সুকোমল আধার মধ্যগত (খাপ) অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ হইলেও তাহার বাহ্য চেষ্টা জননীর ন্যায় অতিশয় বাৎসল্য ভাবযুক্ত। সুতরাং গৃহমধ্যগত তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রভায় অভিভূত হইবার জন্য এক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। কেহই তাহাকে নিবারণ করেন নাই। এস্থলে যশোদা-রোহিণীর অভিভব যথার্থ নহে, আভাস মাত্র।

এই প্রকারে কোন স্থলে তাদৃশ ব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাঁহাদের প্রতি মায়া কখনও প্রভাব বিস্তারে সমর্থা নহে। সেই ভগবৎ পরিকরগণের মায়া দ্বারা অভিভবাভাস মনে করা যায়। যথা—প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী (ভাঃ ১০।১৩।৩৯). এ মায়া প্রায় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মায়া অন্যা মায়া নহে। যেহেতু ইহাতে আমার মোহ জন্মিয়াছে। এস্থলে শ্রীবলদেবেরও মায়াদ্বারা অভিভবাভাস মনে হয়।

অন্য দৃষ্টান্ত—জয়বিজয়ের দৈত্য জন্মে। শ্রীবলদেবের প্রেমাদি আবৃত না হওয়ায় অভিভাবাভাস অতি সামান্য ; আর জয়বিজয়ের প্রেমাদি আবৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহার দ্বারা জয়বিজয়ের বৈরভাব। ভগবদ্বিদ্বেষপ্রাপ্তি মুনিগণের অভিশাপ হেতু নহে, কিন্তু আমার অভিমত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজকে চতুঃসন অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দিলে শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন—

ভগবানসুগাবাহ যাতং মাভৈষ্টমস্তুশম্।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মত তু মে ॥ (ভাঃ ৩।১৬।২৯)

"তোমরা এখান হইতে যাও, ভয় নাই, মঙ্গল হইবে। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমার

মতানুসারেই ইহা ঘটিয়াছে।" জয়বিজয়ের বৈরভাব প্রাপ্তি শ্রীভগবানের বৈরভাবে নিষ্পন্ন করে নাই। জয়বিজয় শ্রীভগবানের প্রতি বৈরভাব প্রকাশ করিলেও তিনি তাহাদের প্রতি শত্রুভাব প্রকাশ করেন নাই। জয়বিজয় অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া (হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে) ভগবদ্বিদ্বেষ প্রচার করিলেও শ্রীভগবান বরাহ, নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের প্রতি যে বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের বৈরভাব দর্শনে সমুদ্ভূত হয় নাই, তিনি স্বেচ্ছাময়। নিজেচ্ছায় বিচিত্র লীলাকৌতুক নির্ব্বাহের জন্য ঐভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধকৌতুকানুভব ইচ্ছাই তাহার মূল।

সনকাদি মুনিগণের অভিশাপ যে জয়বিজয়ের পতনের হেতু নহে, তাহা দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের স্তুতিতে জানা যায়—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদভ্রশ্যন্তি মার্গাৎত্বয়িবদ্ধ সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্ত বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥
(ভাঃ ১০।৩।২৩)

হে মাধব! মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ যেরূপ বিঘ্নে অভিভূত হন, আপনার শ্রীচরণাশ্রিত, আপনাতে সৌহৃদ্য সম্পন্ন ভক্তগণ তদ্রূপ ভ্রষ্ট হন না। তাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নসমূহের অধীশ্বরগণের মস্তকোপরি বিচরণ করেন। এস্থলে হে মাধব—মা অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁহার কান্ত এ সম্বোধনের তাৎপর্য্য—যাঁহারা লক্ষ্মীকান্তের নিজজন, তাঁহাদের স্বতঃই সর্ব্বসম্পৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। প্রভুর প্রভাবে ভক্তগণের সর্ব্বসম্পৎ সিদ্ধি সম্ভব। ভক্তগণের ভক্তিবিঘ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের মহতী কৃপার উদয় হয়। তজ্জন্য বিঘ্নসকল অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

জয়বিজয়ের শীঘ্র নিজাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৈরভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা হইতে পারে না। তাদৃশ পরম ভক্তগণ ভক্তিভিন্ন মুক্তিকেও অঙ্গীকার করেন না। যদি ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নরকও অঙ্গীকার করিতে পারেন। সনকাদির উক্তিতে তাহা জানা যায়—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়স্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাৎ
চেতোঽচিলদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮-৪৯)

হে প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র, এজন্য কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ। তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ মোক্ষকেও আদর করেন না, অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি-পদে তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহিত। যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় তোমার চরণকমলের রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয় তবে আমাদের নিজকর্ম্মফলে যথেষ্ট নরকবাসেও ক্ষতি নাই। অতএব নরকে গেলেও যদি ভক্তির বিঘ্ন না ঘটে, তবে ভক্তগণ নরকবাসও অঙ্গীকার করেন। জয়বিজয়ও তদ্রূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আমরা নীচ হইতে নীচতর যোনিতে ভ্রমণ করিলেও আপনাদের করুণায় যে অনুতাপলেশ উপস্থিত হইল, তৎপ্রভাবে আমাদের ভগবৎস্মৃতির প্রতিবন্ধক মোহ যেন না হয়।

জয়বিজয় শ্রীভগবদভিমত যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের জন্য বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহে স্বাভাবিক অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক নিজ বিগ্রহ দ্বারা প্রবেশ করিয়া অচেতন দেহকে চেতন করতঃ ভক্তিবাসনা বিলীন থাকিলেও তৎপ্রভাবে সেই দেহে আবিষ্ট না হইয়া অবস্থান করেন। বৈরভাবাত্মক মায়িক দেহ সম্বন্ধহেতু বৈরভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের যুদ্ধকৌতুক নির্ব্বাহের পর সেই দেহ-সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। তাঁহারা নিত্যপার্ষদ, এজন্য প্রেমবান্। প্রেমপূর্ণ চিত্তে বৈরভাবোদয় সম্ভব নহে। বাহ্যিক দেহ সম্বন্ধে সেই ভাবসহ কৃত স্মরণ ও সেইভাবের বিলয়—উভয়ই বাহ্যিক। তাঁহাদের অন্তরে বৈরভাব ছিল না। এজন্য বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়াছিলেন—তোমারা এস্থান হইতে গমন কর, তোমাদের ভয় নাই মঙ্গল হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

ঔদ্ধত্য

নাস্তিকতার নানা ঝঞ্ঝাবাতের প্রলয়-কাণ্ড সত্ত্বেও পুণ্যভূমি ভারত এখনও হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না যে, ভগবান্ নাই। সকলে স্বয়ংরূপ ভগবানের অপ্রাকৃত-স্বরূপ-হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও রবি-শশি-তারকা-নিচয়ের নিয়মিত উদয়, অস্ত ও পরিভ্রমণ দেখিয়া, ঋতুনিচয়ের যথানিয়মে আবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই সকলের নিয়ামক একজন পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহার শাসন ইহজগতের রাজরাজেশ্বরগণেরও দুর্ল্লঙ্ঘ্য। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, সেই ভগবানেরই প্রতিভূ ইহ জগতের শাস্ত্রকার সাধুগণ। ত্রিগুণ-ময়ী মায়ার প্রভাবে যাহারা দাম্ভিকতাবশে অন্যায় কার্য্য করে, তাহারাও কোন না কোনও সময় বিবেকের কশাঘাতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করে। পরম পিতা পরমেশ্বরের অস্বীকার দ্বারা নিজদিগকে 'জারজ' বলিয়া পরিচয় দিতে ভারতবাসী স্বভাবতঃই ঘৃণা বোধ করেন।

সাধুগণকে ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়াই কোথাও সাধুর সমাগম শ্রবণমাত্র দলে দলে লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। ত্রিতাপের কশাঘাতকে উপেক্ষা করিবার মত গণ্ডারের চর্ম্ম তাহাদের এখনও হয় নাই। ত্রিতাপের যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় তাহা হইতে উদ্ধার-লাভের জন্যই জনগণ সাধুর নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্রিতাপের কারণ অনবগতির জন্য অধিকাংশ ব্যক্তিই এই ব্যাধির যে উপসর্গে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে, সেই উপসর্গটীর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সাধুর নিকট প্রার্থনা জানায়। কেহ হয় ত বলেন—"আমি বাত-ব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এই ব্যাধিটীর কবল হইতে যাহাতে চিরতরে উদ্ধার পাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করুন।" কাহারো প্রার্থনা—"আমি দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া অনাহারে কঙ্কালসার হইয়াছি; আমার পরিবারবর্গ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে, আমি যেন প্রচুর অর্থ লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি?" কাহারো প্রার্থনা—"আমি নিঃসন্তান অবস্থায় বড়ই মনঃকষ্টে আছি, আমার যেন একটী সন্তান হয়।" আবার কাহারো প্রার্থনা—"আমার পুত্র যেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।" এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি সাধুর নিকট বিভিন্ন প্রার্থনা উপস্থিত করে। যদিও এই সকল প্রার্থনা হৈতুকী ও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-

বাঞ্ছামূল্য, তথাপি এই সকল প্রার্থনাকারিগণ ভগবানের অস্তিত্বে সন্দিহান নহে বলিয়া সন্দেহবাদী ও নাস্তিকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গীতাপাঠে আমরা জানিতে পারি,—হৈতুকী প্রার্থনা লইয়া যাহারা সাধুর নিকট উপস্থিত হয়, তাহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিভাগে বিভক্ত। এই চতুর্ব্বিধ লোক ভক্তুন্মুখী সুকৃতি লাভ করিতে পারিলে হৈতুক-প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের ভজনে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিসাধনে ব্রতী হয়। সাধুসঙ্গের ফলে ও কৃষ্ণের কৃপায় হৈতুকী প্রার্থনা বা কাম দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিকে স্থান প্রদান করে।

"সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥" (ভাঃ ১।১০।১১)

যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি কখনও প্রার্থীকে কাম প্রদান করেন না। তিনি যযাতি রাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়া দেন যে, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা যে-প্রকার নির্ব্বাপিত না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হয়, সেই প্রকার কামও কামসকলের উপভোগ সাম্যলাভ করে না, পরন্তু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় মাত্র। তিনি ভোগপ্রার্থি-গণের দৃষ্টি—রূপ-মোহে দগ্ধ পতঙ্গ, স্পর্শমোহে আবদ্ধ মাতঙ্গ, ঘ্রাণ-মোহে বিগতপ্রাণ ভৃঙ্গ, শব্দ-মোহে ব্যাধের বানে হত কুরঙ্গ ও রস-মোহে বড়শীবিদ্ধ মীনের দুর্দ্দশার প্রতি আকর্ষণ করিয়া ঐ ভ্রান্তপথ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া ভগবদ্ভক্তির নিত্য স্বাস্থ্যপ্রদান করেন। যাহারা সাধুর বেষে কামের ইন্ধন-সরবরাহকারী, তাহারা সাধু নহে, প্রাণঘাতী। মানব অজ্ঞতা-প্রযুক্ত-কামী হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞ সাধু ঐ অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেবেন কেন?

আমাদের প্রশ্ন হইতেই সাধু আমাদের অন্তরের ভাব জানিতে পারেন। কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, আবার কোনও প্রশ্ন শ্রবণ করিলে তাহার প্রশংসা করিয়া আদরের সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রশ্নকারী নিজের ধারণানুযায়ী উত্তর না পাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হয়। বদ্ধ ধারণা বিদূরণের জন্যই যে সাধুর নিকট যাওয়া তাহা তাহারা ভুলিয়া যায়। ভগবদিতর বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সাধু সেই কথার উত্তর না দিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, যাহাতে আত্মার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কখনও কখনও আমরা এমন

প্রশ্নও করি, যাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে না। সেই সময় অন্তর্য্যামী সাধু তাহার পূর্ব্বাবস্থাসমূহ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি তখন অধৈর্য্য হইয়া "Out of point" মন্তব্য প্রকাশ-পূর্ব্বক উঠিয়া যাইতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁহারা যদি ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত সাধুর কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, সাধুর কথা 'Out of point' নহে, সাধুর বিশদ ব্যাখ্যায় তাহার প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দরভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিলেন, সেই বিষয়টীও তখন তাঁহাদের জানিবার সৌভাগ্য হইবে। সুতরাং সাধুর নিকট যাইতে হইলে ধৈর্য্যসহ যাওয়াই সমীচীন, নতুবা সুফলপ্রসবের সম্ভাবনা অল্প।

আমরা অধিকাংশ ব্যক্তিই জানি না, সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া কি প্রশ্ন করিতে হইবে। আত্মতত্ত্ববিৎ ভগবৎ-সৈকব্রত সাধুর নিকট যে প্রশ্ন করিতে হয়, তাহা যিনি মাতৃকুক্ষিতেই স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্যামসুন্দরের দর্শন-লাভের সৌভাগ্য পাইয়া জন্মগ্রহণের পর সেই বিগ্রহের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, সেই বৈষ্ণবরাজ পরীক্ষিৎ মহারাজের মহাভাগবতবর শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসিত বিষয়ে জানিতে পারি। প্রশ্নটী শ্রবণ করিয়াই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নটী এই—

"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্।
পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ॥
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্ ॥"

(ভাঃ ১।১৯।৩৭-৩৮)

[পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিতেছেন—আপনি ত' যোগিগণেরও পরম-গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। এই সংসারে সম্যক্ সিদ্ধিলাভের উপায় কি? যে-সমস্ত মনুষ্যের মৃত্যু আসন্ন তাহাদের কোন্ কার্য্যই বা সর্ব্বথা করা উচিত? প্রভো! মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা আবশ্যক, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, আর যাহা যাহা তদ্বিপরীত, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।]

মহারাজ পরীক্ষিতের ঐ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয় ত' বলিবেন, পরীক্ষিতের মৃত্যু আসন্ন—সাত দিনের মধ্যে, তাই ঐ প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা আরও অনেক যুগ বাঁচিব, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে ঐ প্রশ্ন নহে। কিন্তু একটু ধীরচিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, পরীক্ষিৎ অপেক্ষা আমাদের জীবন আরও সঙ্কটাপন্ন। আমাদের মৃত্যু যে তদপেক্ষাও আসন্ন নহে, তাহা আমরা কি করিয়া বলিতে পারি? তাঁহার ৭ দিন পরমায়ুঃ ছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, আমি যে আরও ৭ মুহূর্ত্ত, এমন কি এক অনুপল সময়ও বাঁচিয়া থাকিব, তাহার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? কত অল্পবয়স্ক স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি ত নিমিষের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার স্তব্ধতায় ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে। সংবাদপত্রে ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাইতেছি। তথাপি মূঢ়ের ন্যায় ঐ প্রকার উক্তি করা বিবেকবান্ মনুষ্যের কখনও কর্ত্তব্য নহে। পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন, মনুষ্যমাত্রেরই যাহা শ্রোতব্য ইত্যাদি তাহা বলুন। অর্থাৎ আসন্নমৃত্যুজনের পক্ষে যাহা শ্রোতব্য, সকল ব্যক্তির পক্ষেই সেই ভগবৎপ্রসঙ্গই অবশ্য শ্রোতব্য, অপর বিষয় শ্রোতব্য নহে। যাহারা ভগবৎ-প্রসঙ্গ ব্যতীত ইতর কথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে, তাহারা ভেককোলাহলদ্বারা কালরূপ বিষধরসর্পকে আহ্বান করে মাত্র। সুতরাং সাধুর নিকট জিজ্ঞাস্য ভগবৎপ্রসঙ্গ—আত্মধর্ম্মের কথা, অনাত্মধর্ম্মের কথা নহে।

প্রকৃত-কল্যাণকামী ব্যক্তি সাধুর নিকট যাইয়া নিজের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনে ব্যস্ত না হইয়া যাহাতে ত্রিতাপের মূল অবিদ্যার বিনাশ ও নিত্যকল্যাণ লাভ হয়, বিনীত ভাবে সেবাবৃত্তি-সহকারে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা জানি না; সাধু তাহা জানেন, সুতরাং তিনিই আমাকে উহা বলিয়া দিবেন। তদ্বিষয়ে আমার কিছু Dictation করিবার নাই। নিজের আচরণদ্বারা এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই আমাদের সম্বন্ধ-তত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৭ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীরের বহির্ভাগ]

(রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ)

রঘুনাথদাস—খট্টার উপরে উপবেশনপূর্ব্বক) সেদিন স্বরূপদাস বাবাজীকে 'ভগবৎ-সংসৎ-প্রতিষ্ঠা' সম্পর্কে তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথা বলার পর থেকেই আমার দেহ যেন ভাল যাচ্ছে না। জ্বর-পীড়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছি।

হা ভগবান্ জগন্নাথদেব, দেহ-পীড়ায় তো কোনদিন কষ্ট পেয়েছি বলে মনে হয় না। হঠাৎ এরূপ পীড়া হওয়ার কারণ কি প্রভু! জ্বর-পীড়ায় কাতর হ'য়ে আমার ভজনে বড় বাধা-বিপত্তি আস্‌ছে; নিশ্চিন্তে অনন্যমনে সুষ্ঠুভাবে ভজন কর্‌তে পার্‌ছি না।

[ক্রমে ঘুম-ঘোরে শয়ন করিলেন এবং নিদ্রামগ্ন হইলে তিনি স্বপ্নাবেশে ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের দর্শন পাইলেন]

(আচম্বিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—(বাবাজী মহারাজের শয্যাপার্শ্বে গমন করতঃ) ঠাকুর, তুমি যাঁর সম্বন্ধে এখনও সন্দিগ্ধচিত্ত তিনি সামান্য মানুষ মাত্র ন'ন; —তিনি আমার পরম প্রিয়, নিজজন।

রঘুনাথদাস—(স্বপ্নাবেশে) হে ভগবান্, আপনার সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ দীনের অনন্তকোটী প্রণাম গ্রহণ করুন! আজ আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে ও শ্রীমুখের বাণী শ্রবণে আমার সকল সংশয় বিদূরিত হ'ল। ঐ মহাপুরুষের নিন্দা ক'রে আমি যে অপরাধ করেছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—ঐ শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা ক'রে তোমার যে অপরাধ হয়েছে, সেই অপরাধ স্খালনের জন্য ঐ মহাপুরুষের অনুগ্রহ প্রার্থনা করগে। পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হ'লে সেই কণ্টক কি স্কন্ধ দিয়ে বের হয়। কণ্টক যে স্থানে বিদ্ধ হয় সেই স্থান দিয়েই নির্গত হয়। সুতরাং যে বৈষ্ণবের স্থানে তোমার অপরাধ হয়েছে তিনি তোমায় ক্ষমা কর্‌লে তবেই তুমি অপরাধ হইতে মুক্ত হবে।

রঘুনাথদাস—আমি তাই যাব ;—সেই মহাপুরুষের পদতলে গল-লগ্নী-কৃতবাসে প্রণত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ব। কিন্তু আপনি কি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন ! আমার এ' অপরাধ কি খণ্ডন হবে !

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—তিনি ক্ষমাবতার নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখী ললিতাদেবী। যাও,—এখনই তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়গে।

রঘুনাথদাস—উনি সখী ললিতাদেবী ? (সজল চক্ষে) ওগো সর্ব্বদেবেশ্বর হরি, আপনি আমায় কৃপা ক'রে ললিতাদেবীর সেবা-অধিকার দিন। ঐ মহাপুরুষের অনুগত হয়ে আমি যেন নিত্যকাল আপনার ভজন কর্‌তে পারি,—এই প্রার্থনা। আজ যখন আপনি কৃপা ক'রে এ অধমকে দর্শন দান করেছেন তখন আমাকে আপনার নিত্য সেবক করে নিন। আমি অনন্তকাল ধরে আপনার সেবায় মগ্ন হ'তে চাই।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' —গীতোক্ত আমার শ্রীমুখের এই বাণীর মর্ম্মানুসারে আমি জীবগণকে সর্ব্বকাল কৃপা করে থাকি। মাভৈঃ।

(অন্তরালে গমন করিলেন)

[রঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ নিদ্রামগ্ন অবস্থায় স্বপ্নাবেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সহিত এতক্ষণ কথপোকথনের পর সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি চক্ষু উন্মীলন করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে না পাইয়া অধীর হৃদয়ে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ইতঃস্ততঃ খোঁজাখুজি করিতে লাগিলেন।]

রঘুনাথদাস—কই,·· কই·· আমার প্রাণনাথ! কোথায় গেলেন প্রভু! আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়া কোথায় লুকালেন প্রভু! (মস্তকে করাঘাত-পূর্ব্বক) হা ভাগ্য! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পেয়েও হারালাম। যাঁর দর্শন-কামনায় সারাটী জীবন তাঁর নাম নিয়ে অতিবাহিত করেছি; যাঁকে পা'বার আশায় এই সংসারকে অসার মনে করে জীর্ণ কন্থাধারী হয়ে সম্পূর্ণ ত্যক্ত জীবন যাপন করে এই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছি,···সেই তিনি আমার প্রাণবল্লভ আজ স্বপনে আমায় দর্শন দান করে লুক্কায়িত হয়ে বড় বিচলিত কর্‌লেন ও দাগা দিলেন।

(সিংহাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীতুলসীদেবীকে প্রণামান্তে ভাবাবেশে)

ওগো তুলসী মহারাণী, তুমি কি দেখেছো আমার প্রভুকে? বল—বল তিনি যাবার সময় তোমাকে কি বলে গেলেন? তুমি তো শ্রীভগবানের প্রেয়সী! তুমি নিশ্চয়ই জান তিনি কোথায় গেছেন? কি, বল্‌বে না? তা বল্‌বে কেন? আমি যে মহাপাপী;—তিনি বোধ হয় আমাকে তাঁহার সন্ধান জানাতে নিষেধ করে গেছেন। (ক্রন্দনরত অবস্থায়) ওগো দেবী; আমি যে তোমায় এই বৃদ্ধ-কালাবধি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সেবা-পূজা করে আসছি তার ফলস্বরূপ আজ শুধু আমার প্রভুর সন্ধানটুকুও কি জানাবে না? ও বুঝেছি, তুমি বোধহয় আমার সেবায় তুষ্ট হও নি তাই আমার প্রতি এত বিরূপ! ওগো বৃন্দে মহারাণী! এ কাঙাল নরাধমটার প্রতি বিরূপ হ'য়ো না! তোমার পাদপতলে সর্ব্বতীর্থ বিরাজমান। তোমার কৃপা ব্যতীত ভগবদ্ সেবা যে লাভ হয় না! তোমার শরণাগত এ কাঙালকে আর দুঃখ দিওনা দেবি!

(জ্বরের প্রকোপে শারীরীক দুর্ব্বলতার জন্য পুনরায় শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক) উঃ কি জ্বর! সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। হা ভগবান্, এই রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কি ক'রে ললিতাদেবীর পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে যাবো?

[ইত্যবসরে স্বরূপদাস বাবাজীর প্রবেশ]

স্বরূপদাস—কেমন আছেন মহারাজ　　গুবৎ গ্রহণ করুন!

রঘুনাথদাস—আসুন বাবাজী মহারাজ ! দণ্ডবৎ।

এই বৃদ্ধবয়সে আমি বড় অপরাধী। ললিতাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন কি আমি পা'ব ?

স্বরূপদাস—(বিস্মিত নয়নে মহারাজের অসুস্থ শরীর দেখিয়া নীরব রহিলেন।)

রঘুনাথদাস—ওগো বাবাজী মহারাজ, ঐ মহাপুরুষ কি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন ?

স্বরূপদাস—হঠাৎ আপনার এরূপ দৈন্য শুনে আমার হৃদয় আজ দ্রবীভূত। শ্রীভগবানের কাছে আপনার শীঘ্র আরোগ্য কামনা করি। আপনি এরূপ অসুস্থ কবে থেকে হলেন ?

রঘুনাথদাস—যেদিন আমি ঐ মহাপুরুষের নিন্দা করেছিলাম এবং আপনাকে তাঁর কাছে যেতে নিষেধ করেছিলাম, সেইদিন থেকেই আমি জ্বরে পড়েছি। এই বৃদ্ধকালাবধি কোনদিন এমন জ্বর আমার হয় নি। ঐ বৈষ্ণব-অবজ্ঞা জনিত পাপের ফলস্বরূপ এই জ্বরভোগ। এখন জেনেছি ঐ মহাপুরুষ সম্পর্কে আপনার ধারণাই সঠিক।

স্বরূপদাস—এই জ্বর-ভোগের জন্য কি আপনি এমন কথা বল্‌ছেন ?

রঘুনাথদাস—না—না,—তা নয় বন্ধু ! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন যে, উনিই তাঁর নিত্যপার্ষদ সখী —স্বয়ং ললিতাদেবী।

স্বরূপদাস—সত্যই তিনি সাক্ষাৎ ললিতাদেবী। ঐরূপ কৃষ্ণানুরাগ আমি কখনও দেখি নি। নামপ্রেমী ঠাকুর হরিনাম কর্‌তে কর্‌তে প্রায়ই সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে নামোল্লাসে তাঁর অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হয়; সে এক অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস,—দৈব-প্রেরণা ব্যতীত সাধারণ নরের ঐরূপ ঐশীশক্তি থাকতে পারে না।

রঘুনাথদাস—শ্রীজগন্নাথদেবের বাণী অভ্রান্ত,—চিরসত্য। উনিই শুদ্ধভক্তি-স্রোতের মূল মহাপুরুষ—দিব্যসূরি, শ্রীভগবানের নিজজন। তাঁর অতিমর্ত্ত্য লৌকলীলায় আজ আমি আত্মহারা। তাঁর আনুগত্যে আমি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা-তৎপর হ'তে চাই। আপনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন পা'বার সুযোগ করে দিন।

স্বরূপদাস—মহারাজ ! আপনি এখন জ্বর-পীড়ায় বড় কাতর হয়ে পড়েছেন। ব্যস্ত হবার কি কারণ ? আপনি একটু আরোগ্য হ'লে আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

রঘুনাথদাস—না—না, আর দেরী কর্‌বেন না ভাই ! আপনি এখনই ব্যবস্থা করুন। এখনই যদি আমার মৃত্যু হয়, তা'হলে আমার বৈষ্ণব-অপরাধ কি ক'রে স্খালন হ'বে ?

স্বরূপদাস—মৃত্যুর কথা ভাব্‌ছেন কেন মহারাজ ! জগতের মঙ্গলের জন্য আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। শ্রীঠাকুর বড় কৃপালু। তিনি নিশ্চয় কৃপা কর্‌বেন। তাঁর মত ন্যায়নিষ্ঠ ভগবদ্‌বিশ্বাসী নিত্যসিদ্ধ মহা-পুরুষ এ জগতে নাই। তিনি 'ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্' কার্য্যে লিপ্ত থেকেও পরমার্থানুশীলনে বিশেষভাবে যত্নশীল। ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠগণের কাছে তিনি 'কুসুম হ'তেও কোমল', আবার দুষ্টগণের কাছে তিনি 'বজ্র হতেও কঠোর'। সেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ কর্‌তে গিয়ে দেখি তিনি সাজা-অবতার বিষ-কিষণকে ধর্‌তে ব্যস্ত। এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেদিকে এগিয়ে গেছেন। আমি শীঘ্রই তাঁর অবসর সময় মত গিয়ে তাঁকে আপনার অভিপ্রায় জানাবো। আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন !

রঘুনাথদাস—যা' ভাল হয় করুন। এই জ্বরভোগে আমার এ দেহ বিনষ্ট হয় হোক্ তা'তে খেদ নেই। কিন্তু আমার একমাত্র চিন্তা, এই বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে কি ক'রে নিষ্কৃতি পাব ?

স্বরূপদাস—আপনার শরীরও নিরাময় হবে মহারাজ ! আমি শীঘ্রই শ্রীঠাকুরকে সবই জানিয়ে আস্‌ছি।

রঘুনাথদাস—আচ্ছা, তাই আসুন !

[স্বরূপদাস বাবাজীর দণ্ডবৎপূর্ব্বক প্রস্থান]

রঘুনাথদাস—হে ভগবান্ নন্দ-নন্দন ! আমার দুর্দৈব, আপনার পার্ষদ শ্রীশ্রীঠাকুরের পদ-প্রান্তে যা'বার একান্ত ইচ্ছা থাক্‌লেও জ্বরভোগের জন্য দুর্ব্বলতা হেতু কিছুতেই এই দেহে তাঁর সমীপে যেতে পার্‌ছি না। আপনার করুণা ব্যতীত কি করে যেতে পারি দেব !

(মালা জপ করিতে লাগিলেন)

[স্বরূপদাস বাবাজীর পুনঃ প্রবেশ]

স্বরূপদাস—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) মহারাজ ! একটা সংবাদ শুনুন,—বিষকিষণ ধৃত এবং আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত। আর স্বয়ং ঠাকুর তার বিচারক। ঠাকুর বলেছেন বিষকিষণের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা কর্‌তেই হবে।

রঘুনাথদাস—(সানন্দে) ধন্য ঠাকুর ! তিনি প্রণম্য ও সাধুদের পরিত্রাতা। দস্যু বিষকিষণের কুক্রিয়ার জন্য তার উপযুক্ত সাজা হওয়াই আবশ্যক। দৈত্য-অসুরের শাস্তি হ'লে দেবতা ও ভক্তদের আনন্দই হয়। এ বড় আনন্দ-সংবাদ বাবাজী মহারাজ !

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলেছেন ?

স্বরূপদাস—হ্যাঁ মহারাজ ; আপনার অসুখের কথা বল্‌তেই তিনি আপনার আরোগ্য কামনায় এই ঔষধটী দিয়াছেন।

(ঔষধ বাহির করিলেন)

রঘুনাথদাস—তিনি আমায় ক্ষমা কর্‌বেন কিনা একথা জিজ্ঞাসা করেন নি ?

স্বরূপদাস—না মহারাজ ! সে কথা এখন বলি নি। আপনি আগে আরোগ্য হ'ন, তারপর ··· !

এখন কৃপা করে তাঁর প্রদত্ত এই ঔষধটী সেবন করুন।

(বাবাজী মহারাজকে ঔষধটী দিলেন ও তিনি তাহা সেবন করিলেন।)

এইবার আপনি একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। ঐ ঠাকুর প্রদত্ত ঔষধে আপনি শীঘ্রই নিরাময় হ'য়ে উঠ্‌বেন,—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

রঘুনাথদাস—সত্যই বাবাজী মহারাজ !···এখনই আমার শারীরীক তাপ যেন অনেক কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

(শয্যা হইতে উঠিয়া) অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব ঔষধ ! এতক্ষণে আমার রোগ শান্তি হ'ল।

বাবাজী মহারাজ, চলুন এখনই সেই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আমার অপরাধ স্খালনের জন্য যাবো। 'কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।' সত্যই তিনি ভগবদ্‌গুণের অধিকারী। তিনি কৃপালু; আমি তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেও তিনি তো আমায় প্রত্যাখ্যান করেন নি, বরং আমার আরোগ্য কামনায় ঔষধ দিয়েছেন এবং সেই ঔষধ সঞ্জীবনী-মন্ত্রের মত সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আরোগ্য করে তুলেছে। আমি এতদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিলাম। আজ আমি তাঁর গুণবত্তায় মুগ্ধ। আর বিলম্ব নয়,—এখনই সেই মহাপুরুষের চরণ-সান্নিধ্যে প্রণত হইগে, আসুন!

স্বরূপদাস—চলুন মহারাজ! [উভয়ের প্রস্থান]　　(**ক্রমশঃ**)

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ**

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

যদি কেহ প্রশ্ন করেন,—'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যখন বিবাহ করিলেন, তখন ত' শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন; তিনি যদি অনুমতি না-ই দিবেন তবে নিত্যানন্দ-প্রভুকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন না কেন? অনর্থগ্রস্ত সেবা-বিমুখ লোকের এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের মূর্খতারই পরিচয়; কারণ, 'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই বিবাহ করিয়াছিলেন',—পূর্ব্বপক্ষীয়গণের এইরূপ কথাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও জানিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বা গার্হস্থ্যলীলা ঠিকই হইয়াছে; যেহেতু তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতির জন্যই এই কার্য্য করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের গার্হস্থ্যলীলার দ্বারা ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, অবধূত বা পরমহংস বৈষ্ণব বদ্ধজীবের ন্যায় কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিষ্ণুর গৃহিণী, বৈষ্ণব-গৃহিণী বা গুরু-পত্নী কখনও অবিষ্ণুবস্তুর কল্পিত ভোগ্যা, বদ্ধজীবের ভোগ্যা বা গুরুক্রবের কল্পিত ভোগ্যার সহিত এক নহেন। ঈশ্বর বা প্রভুবস্তু সমস্ত কার্য্য করিতে সমর্থ, ইহাই শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে বলিয়াছেন, ইহাই আজন্ম-বিরক্ত শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—কহিল তোমারে॥
'ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥'

ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থ পুরুষগণের অনেক সময় ধর্ম্মব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বর-শব্দের দ্বারা এইস্থানে বৈষ্ণবও বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর ন্যায় পরমহংস বৈষ্ণবও সমর্থ বা ঈশ্বর। তাঁহারা তেজীয়ান্। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, তদ্রূপ সমর্থ পুরুষগণের কার্য্যও দোষাবহ নহে। সুতরাং জীবের প্রতীতির দিক্ হইতেও সাক্ষাদ্ বলদেব নিত্যানন্দ প্রভু যদি পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলিয়া বিবেচিত হন, তবে ঈশ্বরবস্তু তাঁহাতেও কোন দোষ স্পর্শ করে না। ঈশ্বর বা সমর্থ বৈষ্ণবই প্রকৃত গার্হস্থ্যলীলা প্রদর্শন করিবার যোগ্য, অনীশ্বর অর্থাৎ অসমর্থ অবৈষ্ণব, অপরমহংস কখনও তাদৃশ আচরণ করিতে পারেন না। তাহাদের সেইপ্রকার আচরণে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণই হইয়া পড়ে। প্রকৃত বৈষ্ণব-গৃহস্থের গার্হস্থ্যলীলা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণপর।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বৈষ্ণবের দিক্ হইতে বিচার করিলেও তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ উচ্চ আদর্শের অভাব দেখা যায় না। সমর্থ পুরুষ যেরূপ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াও আবার সময়ে সময়ে মহাভাগবত-চেষ্টা দেখাইতে পারেন, তদ্রূপ বিষ্ণুতত্ত্বও আচার্য্যলীলাভিনয় করিয়া আবার তাহার পরমেশ্বর-স্বরূপ-লীলা প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু জীব যদি স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ঐ লীলা অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু এই কথাই বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্য-দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥
(শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩১-৩৫)

—তত্ত্ববিদ্ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বরগণের উপদিষ্ট বাক্য ও আচরণের মধ্যে বাক্যকেই জীবের পক্ষে আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর-বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণগুলিকেই তাঁহাদের পালনীয় বলিয়া বিচার করিবেন; অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ে তাঁহাদের সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে। ভগবান্ মায়াধীশ ঈশ্বরবস্তু, কিন্তু জীবগণ মায়াবশযোগ্য ঈশিতব্য বস্তু। যিনি অখিল সত্তা, তির্য্যক, মানব, দেবতা তথা সকল ঈশিতব্যের অর্থাৎ নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশল বা অকুশলের কিছু নাই। জীবের পক্ষে কুশল অকুশল-বিচার। যাঁহার (যে পরমেশ্বরের) পাদপদ্ম-পরাগ-সেবন-পরিতৃপ্ত মুনিগণ ভক্তিযোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন অর্থাৎ পরমেশ্বর-বস্তুর সেবা-প্রভাবে ঈশ্বরতা বা সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং কোনপ্রকারে আর বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, সেই পরমেশ্বরে পুরুষোত্তম ভগবানের আর কিপ্রকারে বন্ধন হইবে? যাঁহার সেবকগণেরই বন্ধন নাই, সেই সাক্ষাৎ সেব্য বস্তুর বন্ধন কোথায়? পরমেশ্বর-তত্ত্বের প্রপঞ্চে আগমন—তাঁহারই নিরঙ্কুশ স্বত ইচ্ছাজাত; সুতরাং তিনি প্রাকৃত-কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় কোনও মানব-জ্ঞানগম্য-বিধির বশীভূত নহেন। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদিগের পতিসকলের—নিখিল দেহীর অন্তঃকরণচারী, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ অংশস্বরূপে পরমাত্মা, যিনি কেবল লীলার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, যিনি জীবের ন্যায় শরীরী নহেন, তাঁহাতে কিরূপে দোষ-সম্ভাবনা হইতে পারে?

যাহারা শ্রীবলদেব বা স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে কোনপ্রকার দোষারোপ করে বা তাঁহাকে আত্মতুল্য প্রাকৃত শরীরধারী জীব জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি করে, তাহারা শ্রীনিত্যানন্দচরণে অপরাধী। বিষ্ণু-আকর শ্রীনিত্যানন্দের জীবের জন্য উপদিষ্ট আদেশগুলি আমাদের ন্যায় জীবের পালনীয় এবং তাঁহার উপদেশ-অবিরুদ্ধ যে-সকল আচরণ, তাহাই আমাদের গ্রহণীয়; কিন্তু তিনি তাঁহার পরমেশ্বরের-স্বরূপে রাসাদি লীলার ন্যায় যদি কোন লীলা করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাদের ন্যায় অনীশ্বর ব্যক্তি গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ লাভ ঘটিবে।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনাশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
(ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অর্থাৎ অনীশ্বর ব্যক্তি অধীশ্বর পরমেশ্বর-স্বরূপের আচরণ করা দূরে থাকুক, কখনও মনের দ্বারাও তাদৃশ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি কালকূটভক্ষণের যত্ন দেখাইলে যেমন অচিরেই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ মূঢ়তাপ্রযুক্তরা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হইবে।

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলার সহিত তাঁহাদের গৃহব্রতধর্ম্মকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ প্রাকৃত শরীরিবুদ্ধি করিয়া থাকেন। ভাগবত-বাক্যানুসারে তাঁহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন।

যাঁহারা ভগবদ্বাক্যের অবিরোধযুক্ত আচরণ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইবার জন্য পরমেশ্বরের আচরণ অনুকরণ করিতে যান, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন। স্বতন্ত্র পুরুষ, অদ্বয়তত্ত্ব ভগবান্ বা অদ্বিতীয় ভোক্তা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আচরণ অনুকরণ করিতে যাইয়া কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি ভোগী, কৃষ্ণবিদ্বেষ-সম্প্রদায়রূপে জগতে দৃষ্ট হইতেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্যলীলাভিনয় ও গৃহব্রতধর্ম্ম সমপর্য্যায়-ভুক্ত মনে করিয়া অনেকে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া গৃহব্রত-সম্প্রদায়-রূপে পরিণত হইয়াছে; শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত মতের বিরোধ করিয়া গুরুদ্বেষী 'অতিবাড়ী'-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে; শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া ত্যক্ত গুরুপদাশ্রয় 'হরিবংশ'দলে সহজিয়া-বাদের সৃষ্টি হইয়াছে; বীরভদ্র প্রভুকে অমান্য করিয়া স্বতন্ত্র আচরণ অনুকরণ করিতে গিয়া বঞ্চিত ও মোহিত ব্যক্তিগণ 'চূড়াধারী' ও 'নেড়ানেড়ী' ভোগি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; গৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধি করিয়া গৌরনাগরীবাদ সৃষ্টি হইয়াছে; চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সমর্থবান্ পুরুষের অপ্রাকৃত সেবাপর চেষ্টার বিকৃতভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া জগতে সহজিয়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে—এইরূপ কত যে অনর্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

কয়েকটি-প্রসঙ্গ

নাস্তিকতার কারণ

ঈশ্বর নির্ব্বিকার অথচ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর অকর্ত্তা কিন্তু তিনি পালন করিয়াছেন। ঈশ্বর মঙ্গলময় অথচ তিনি সংহারকর্ত্তা। ঈশ্বর কালের অতীত, তথাপি বর্ত্তমান। ঈশ্বর এই প্রকার অনন্ত পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বাক্য ও মন ইহার কুল-কিনারা পায় না। যুক্তি বিচারদ্বারা ইহার কোনই মীমাংসা করিতে পারা যায় না। একমাত্র যুক্তিকেই অবলম্বন করিয়া যাহারা ঈশ্বর-স্বরূপ বিচার করিতে যায় তাহারা সাধারণতঃ বিপথগামী হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকাদি ঋষিগণের ঐপ্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে—যুক্তিতে হাতে কিছু না পাইয়া তাঁহারা নাস্তিক হইয়া পরিয়াছেন। কেহ কেহ সোজাসুজি নাস্তিক না হইলেও যুক্তির দৌরাত্ম্যে সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাধুবর্ত্ম

ঐপ্রকার অসুবিধায় পড়িয়া আমরা যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হই, তজ্জন্য গীতার হিতবাণী—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম-চিরেণাধিগচ্ছতি॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর বা ভগবৎ-সেবাপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি চিন্ময়-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ঐ চিত্তত্ত্বের জ্ঞানের ফলে শীঘ্রই পরা শান্তি লাভ হয়। মুক্তাবস্থায় যে ভগবচ্চরণাশ্রয়, তাহাই পরা শান্তি। অজ্ঞ, অশ্রদ্দবান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক—কোন লোকেই সুখ হয় না; কারণ সংশয়রূপ দুঃখই তাহা-দিগের শান্তি নাশ করে।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এই শ্রদ্ধার অধিকারী হওয়াই সাধুবর্ত্মে প্রবেশ। ইহার ফলে কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষের নির্দ্দেশানুসারে সেবায় অনুরাগ জন্মে। সেই অনুরাগের ফলে পরতত্ত্ব আপনা হইতেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকার খণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপ জীবের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অচিন্ত্য সর্ব্ব-সক্তিমত্তাগুণে স্বীয় স্বরূপ প্রেমিক ভক্তের নয়নগোচর করাইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন। প্রেমের অঙ্কুরও ঐ শ্রদ্ধা।

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ?

প্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার আর অপ্রাকৃত চক্ষুর পক্ষে তিনি সাকার। তাই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র বলেন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥

[যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।]

ভক্তি স্বাভাবিকী হইলেও নাস্তিকতা কেন ?

'ভক্তি' শুদ্ধ-জীবাত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। এই বৃত্তি স্বতঃই জীবাত্মাকে সচ্চিদানন্দ গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত রাখে। কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন তাহা হইলে অনেকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয় কেন ? তদুত্তরে এই যে, যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না, মায়াবদ্ধতা বা ভোগ-মত্ততারূপ পর্দ্দা তাহাদের ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করায় ঐ বৃত্তির বিষয় হইতে তাহারা বহুদূরে পতিত হইয়াছে। ঐ প্রতিবন্ধকের নিমিত্তই ঐ স্বাভাবিকী বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। অপুত্রক পিতার মধ্যে পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হয় না বলিয়াই যে তাহাতে পুত্রস্নেহ নাই, তাহা বুঝিতে হইবে না। অপুত্রকত্বরূপ প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে আপনা হইতেই পুত্র-স্নেহের উদয় হইয়া থাকে। আশা করি, এই উদাহরণ হইতে বিষয়টী পরিষ্কৃত হইবে। অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে পতি-স্নেহের অভাব লক্ষিত হইলেও অবিবাহিতা অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বিবাহিত হইলে পতি-স্নেহ আপনিই প্রকাশিত হয় ; ইহাও বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে একটী সহজ উদাহরণ।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

নিরাকার না সাকার ?

ভগবান্ কিরূপ আকারের, কিরকম রংএর, তাঁহার হাবভাব, চাল-চলন কিরূপ—এসকল কথা ভগবান্ কৃপা করিয়া না জানালে আমরা জানিতে পারি না। ভগবৎকৃপা-বঞ্চিত আমরা ভগবদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াও নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা মনাদির দ্বারা বাস্তব-সত্য বিষয় নির্ণয়ে ব্যস্ত হই। সেইজন্য আমরা প্রকৃত তত্ত্ব না জানিতে পারিয়া ভগবান্‌কে কখনও সাকার আবার কখনও বা নিরাকার বলিয়া কল্পনা করি। ভগবান্ সাকার, না নিরাকার—এই কথা যখন ভক্তব্যতীত অপরের নিকট অজ্ঞাত তখন এই প্রশ্ন লইয়া বিবাদ না করিয়া ভগবদনুগত অর্থাৎ ভগবানের সহিত যাঁহাদের মুলাকাৎ হইয়াছে সেই সকল মহতের কথা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য নহে কি ?

ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়াই সাকার-নিরাকারবাদিগণ পরস্পর ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হন। ভগবানের আকার না থাকিলে উপাসনা বা কোন প্রকার ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং তাঁহার একটি নিত্যদেহ আছে। বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু শ্রীনারদকে বলিয়াছেন,—

'তেজোভ্যোঽন্তরে রূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানাঞ্চ কৃতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদঃ॥'

—ইহাই সাকারবাদিগণের উক্তি। নিরাকারবাদিগণ ভগবানকে পরমাত্মরূপ জ্ঞান করতঃ সর্ব্বব্যাপিত্বের ব্যাঘাত আশঙ্কায় নিরাকার বলিয়া প্রতিপাদন করেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু কুসংস্কার লক্ষিত হয়। নিরাকারবাদিগণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের আকারকে অসম্ভব বলায় ভগবানের এককালে উভয়ভাবাপন্ন হইবার অর্থাৎ নিরাকার ও সাকার হইতে সামর্থ্য থাকায় কথা স্বীকার করেন না। এপ্রকার বিচার বা বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করিলে ঈশ্বরে সর্ব্বশক্তিমত্তার ব্যাঘাত হইয়া উঠে।

অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভগবান্ একইকালে সর্ব্বব্যাপী ও সাকার থাকিতে পারেন, ইহা ভগবানের পক্ষে সম্ভব, অন্যের পক্ষে দুঃখসাধ্য। তিনি একই সময়ে সচল ও অচল, দূরে ও নিকটে, বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান

আছেন। তাঁহার প্রাকৃত হস্ত পদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই, কিন্তু তিনি ত্রিকাল দর্শন করিতে পারেন এবং প্রাকৃত কর্ণ-শূন্য হইয়াও তিনি সমস্ত বিষয়ই শ্রবণ করিতে পারেন। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, কিন্তু তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা।

শাস্ত্র বলেন,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৯)

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাধ্য বাহ্যতঃ॥ (ঈশাবাস্য)

*ভগবান্ বস্তুতঃ সাকার ও নিরাকার উভয়াত্মক। এই সুষ্ঠু বিচারটী অবগত না হইয়া সাকার ও নিরাকার লইয়া বিবাদ করা নিতান্ত অন্যায়। ভগবানের মায়িক ও ভৌতিক কোন আকার নাই সত্য, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিচক্ষুদ্বারা ভূতাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মুরলীধর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকেন; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে ভগবান্ নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি সাকার সচ্চিদানন্দময় নিত্য সেব্য-বিগ্রহ। অতএব তাঁহার উভয় স্বরূপই স্বীকৃত।

সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ সাকার-নিরাকাররূপ বিবাদে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সুবুদ্ধিলাভের জন্য ভগবৎকৃপার প্রতীক্ষা করেন। ভগবদ্ভক্তগণের অনুগত হইয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সেবার ফলে অনর্থনিবৃত্তিপ্রায় বা নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা বা ভক্তির উদয় হয়। তখনই জীব এই সকল বিচার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তর্কপথ ছাড়িয়া শ্রৌতপন্থা—ভক্তিপন্থা বা শ্রীগুরুধারা অবলম্বন করিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হন।

—শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী

জড়দর্শনে অসারতা

ওহে ভাই প্রত্যক্ষদর্শি ! তোমার অভিযোগ যে, তুমি স্বচক্ষে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহ, কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুযোগ যে—দেখা কি, তুমি ঠকিলেও স্বীকার করিতে চাহ না।

শাস্ত্রবাক্য তোমার নিকট বলা বৃথা, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কল্পতরু। যাহা অনুসন্ধান করি, তাহাই দেখি শাস্ত্রে আছে ; এমন কি, তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা পর্য্যন্ত। যথা—

ন্যূনং নানামদোন্নদ্ধা শান্তিং নেচ্ছন্তঃ সাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ শশূনাং লগুড়ো যথা॥

যদি বল সভ্যসমাজে আজকাল লগুড়ের বড় প্রচলন নাই তদুত্তরে বলিব লগুড়ের প্রচলন না থাকিলেও দণ্ডের প্রচলন বিশেষ ভাবেই আছে। আর লগুড়-শব্দে তুমি কেবলমাত্র বংশদণ্ড কেন মনে কর। ঐ যে হাউটজার কামান, যাহা সভ্য-সমাজে আজকাল খুব প্রচলিত, তাহাও যে ঐ লগুড়েরই প্রকারভেদমাত্র ; সুতরাং বংশদণ্ডের পরিবর্ত্তে হাউটজার বাহির করিলে বোধ হয় তোমার কোন আপত্তি থাকিবে না।

যাহা হউক, তোমার দণ্ডার্থে ঐরূপ কোন অস্ত্র আমি ব্যবহার করিব না। করিব, আর একটী ; সেটীর নাম বাক্যদণ্ড। কারণ সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে বুঝিয়াছি—লগুড় অপেক্ষা বাক্যেরই প্রভাব অধিক। তজ্জন্য সাধুগণ লগুড়ের পরিবর্ত্তে বাক্যকেই অবলম্বন করিয়াছেন। যথা, শাস্ত্রে—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনব্যসঙ্গমুক্তিভিঃ।"

এবং আমরা গ্রাম্যকথায়ও বলি—বাক্যবাণের মত বাণ নাই।

তোমার যে সাধু-শাস্ত্র-বাক্য-প্রতি অনাদর এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি সমাদর, ইহার কারণ কি জান ? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব—তুমি দুষ্কৃত, সেই দুষ্কৃতির ফল তোমাকে এই সংসারচক্রে আরও অধিককাল নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিবার জন্য তোমার হস্ত পদ বাধিয়া অহমিকারূপ ভীষণ গর্ত্তে ফেলিয়া দিয়াছে। তাই, তুমি জন্মশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও নিজ দুর্দ্দৈব সমালোচনায় অক্ষম।

কথাটী সত্য কিনা একটু স্থির হইয়া চিন্তা কর। দেখিবে, যে অহমিকাভাবকে সর্ব্বশাস্ত্র এবং সর্ব্বকামীর মনীষিবৃন্দ একবাক্যে গর্হণ করিয়াছেন, তাহার উপরেই তোমার বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুমি বঞ্চিত।

শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিতেছেন,—তাঁহাতে প্রপত্তিই এই ত্রিতাপতাড়িত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। তিনি আবার বলিতেছেন—কিন্তু এই সহজ ও সরল কথাটী মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও অসুরভাবাশ্রিত এই চতুর্ব্বিধ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না।

তোমার স্বরূপ ইহাদিগের মধ্যে কোন্‌টী খুঁজিয়া পাইলে কি? যদি না পাও তাহা হইলে বলি শুন, তুমি একটি ছোট খাট অসুর সুতরাং ঐ অসুর-ভাবাশ্রিতের অন্তর্ভুক্ত। তজ্জন্য তুমি দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জাগতিক সুখে মত্ত থাক এবং সাধুশাস্ত্রবাক্য-প্রতি অবজ্ঞা কর। যেমন করেছিল তোমাদের সেই আদিগুরু হরিণ্যকশিপু।

সেই হিরণ্যকশিপুর অনুগত সূত্রে কত অসুর—কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। একটু ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে দোষ আর কিছুই নহে, দোষ ঐ প্রত্যক্ষ দর্শনের। যাহার দ্বারা তুমি দেখ—ভক্ত-ভগবান্ মানুষ-মাত্র, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথর প্রভৃতি, শাস্ত্রবাক্য ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ইত্যাদি ইত্যাদি।

জানি, তুমি দৈবী মায়ার বিমোহিত বলিয়া কোন কথা শুনিবে না। তত্রাচ আমার ভরসা—আমিও ঠিক অবিকল তোমার মত ছিলাম। সাধু-গণকে স্বার্থপর অতি নিকৃষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিসকল মনে করিতাম। ঠাকুর-পূজায় বৃথা সময় নষ্ট, তুলসী বৃক্ষে জল সেচন অপেক্ষা লাউ কুমড়া প্রভৃতির বৃক্ষে জল-সেচনের অধিক পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু কি জানি কোন্ অজ্ঞাত সুকৃতির ফলে সাধুর "সেবা কর" এই ক্ষুদ্র কথাটী কর্ণে প্রবিষ্ট হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত ভাব পরিবর্ত্তন করাইয়া "প্রত্যক্ষ দর্শনের" অসারতা এবং "সেবার" সার্থকতা দেখাইয়া দিল।

তাই তোমার কাছে ভাই ঘুরিয়া বেড়াই, তোমারও যদি কোন অজ্ঞাত সুকৃতিফলে সাধুগণের সেই কথাটী তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। তাহা হইলে তখন দেখিবে, প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতি আস্থা করিয়া সেব্যভাবে বিমোহিত হওয়া অপেক্ষা সেবকভাবে বিভাবিত হওয়া কত উচ্চ।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে
বার্ষিক-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তদধীনস্থ অন্যান্য শাখা মঠসমূহেও শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর হিন্দোল-লীলা ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২।৮।৭১) সোমবার হইতে ২০শে শ্রাবণ (ইং ৬।৮।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী মহাসমারোহের সহিত উদ্‌যাপীত হইয়াছে।

স্থানাভাবে এস্থলে শুধু আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহামহোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে।

উক্ত অনুষ্ঠান শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসবরূপে প্রতি-বৎসরেই বিশেষ সারম্বের সহিত উদ্‌যাপীত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রার পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ১৫ই শ্রাবণ হইতে বিবিধ পুষ্প-পত্র-কদলীবৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীমঠের তোরণ তথা শ্রীবিগ্রহের দোলা সু-সজ্জিত করা হয় এবং অধিবাস-দিবস উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বিশেষ কীর্ত্তনাদি ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীঝুলনযাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ (ইং ২।৮।৭১) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে কীর্ত্তনমুখে নগর-সঙ্কীর্ত্তন করা হইলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ সু-সজ্জিত হিন্দোলদোলায় আরোহনলীলা ভক্তগণ কীর্ত্তনমুখে দর্শন করতঃ পরম তৃপ্তিলাভ করেন। প্রকাশ যে, অদ্য হইতে ২১শে শ্রাবণ (ইং ৭।৮।৭১) শুক্রবার পর্য্যন্ত ষষ্ঠ দিবসব্যাপী যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তন-আরাত্রিকাদির উপরিও সন্ধ্যায় প্রথম দুই দিন ও শেষের দিন ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত সভাগুলির বিষয়বস্তু ছিল মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীবলদেব-তত্ত্ব। এই তিন দিনের সভায় প্রথম দুই দিন শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ ও শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ, মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদুপরি বাকী তিনদিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র প্রভৃতি প্রদর্শনকালে সূক্ষ্ম-শব্দ-শ্রবণ-যন্ত্র (Microphone)-সাহায্যে যথাক্রমে সেই সেই বিষয়গুলি দর্শকমণ্ডলীকে শ্রবণ করান হইয়াছে।

বলা বাহুল্য ২১শে শ্রাবণ, শনিবার দিন উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তদন্তর সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে সমাপ্তি দিবস উপলক্ষ্যে ধর্ম্মসভার আয়োজন করিলে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় ভক্তগণ ও প্রায় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দিনে যোগদান এবং বিভিন্নভাবে সহায়-সহানুভূতি করতঃ উৎসবকে সাফল্যমণ্ডীত করায় স্থানীয় মঠের সেবক তথা সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। পরে জলপাইগুড়িস্থ শ্রীমদন-মোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের মূলগায়কত্বে কীর্ত্তনমুখে সভারকার্য্য সমাপ্ত হয়।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়দেবদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ঐকান্তিক সেবা-নৈপুণ্য বিশেষ স্মরণীয়। শ্রীহলায়ুধদাস ব্রজবাসী, শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টাও ধন্যবাদার্হ। —বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বৎসরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় যথারীতি উপবাস-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। সমিতির মূল মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই ব্রতোপলক্ষ্যে বিগত ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৭১) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে প্রাতঃ হইতেই "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী" পারায়ণ হইতে থাকে। সম্পূর্ণদিবস তথা রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উক্ত গ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে অতিবাহিত হয়। তৎপর দিবস শ্রীনন্দোৎসব-উপলক্ষ্যে আহূত কয়েক শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অন্যান্য বৎসরের স্মৃতিকে বহন করতঃ এই বৎসরও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রায় এক পক্ষকাল শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-প্রদর্শনী করা হয়। উহা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীরাধাষ্টমী দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নলীলাসমূহ দর্শকমণ্ডলীকে প্রদর্শন-কালে সেই সেই লীলার তাৎপর্য্য ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করা হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই প্রদর্শনীকালে প্রচুর বৃষ্টি তথা বন্যা হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে দর্শনার্থীর আগমন হইয়াছে। —নিজস্ব সংবাদ

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ** স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী প্রচারার্থে সঙ্গে সর্ব্বশ্রী শ্যামগোপাল ব্রহ্মচারী, গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী ও হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে রওনা হইয়া বিগত ইং ৩।৫।৭১ তারিখে বিহারের রাঁচী সহরে উপস্থিত হন।

অতঃপর ইং ৬।৫।৭১ তারিখে তত্রস্থ গাড়ীখানাস্থিত শ্রীরামচরণ ভালাজীর সাদর আহ্বানে শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ তাঁহার বাসভবনে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্বা এবং অখিল-রসামৃতসিন্ধুত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর রাঁচী সহরস্থ কাঁর্চ্চাতুলি মহল্লার অধিবাসিগণের সাদর নিমন্ত্রণে স্বামীজী মহারাজ ৭ই মে হইতে ১৬ই মে পর্য্যন্ত তত্রস্থ দুর্গামণ্ডপে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর স্বয়ং ভগবত্ত্বা স্থাপন ও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানরূপ মহাবদান্য-লীলাটি শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেন এবং কলি-যুগের শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই যে একমাত্র সাধ্য ও সাধন তাহা শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণদ্বারা সুদৃঢ়রূপে ব্যক্ত করেন।

তৎপর স্থানীয় মেন রোডস্থ দুর্গাবাড়ীতে স্বামীজী ১৮ই মে হইতে ২৭শে মে পর্য্যন্ত সহরস্থ বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত সজ্জনগণের সমক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্ব তথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এইভাবে রাঁচী সহরে মাসব্যাপী বিপুল ভাবে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের কথা প্রচারান্তে ২৮শে মে পুরুলিয়া সহরে পদার্পণ করেন। তথায় স্বামীজী মুন্সেফডাঙ্গাস্থিত হরিসভাতে ৫ দিন তথা সহরস্থ বিভিন্ন ধর্ম্মসভাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করেন। ইং ৬।৬।৭১ তাং মহারাজজী উক্ত সহরের নড়ীহা মোহল্লা নিবাসী শ্রীযুত বিষ্ণুপদ সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া উক্ত দিন বৈকাল

৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধর্ম্ম-জীবনযাপনে বিশেষ প্রেরণা প্রদান করেন।

তদন্তর পুরুলিয়া হইতে টাটানগরে উপস্থিত হন। তিনি তথায় পরশুডিস্থ শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র মহান্ত মহাশয়ের বাসভবনে ইং ১২।৭।৬১ তারিখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। তৎপরে মহারাজজী ১৩।৬।৭১ তাং হইতে ২৪।৬।৭১ তারিখ পর্য্যন্ত যথাক্রমে শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সেন, শ্রীযুত দেবদাস ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত ভূপেশচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীযুত পঞ্চানন মাঝি প্রভৃতি মহাশয়গণের বাসভবনে যথাক্রমে পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্র-মাধ্যমে বিপুলভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচারান্তে সদলবলে টাটা-পাটনা এক্সপ্রেসযোগে ইং ২৬।৬।৭১ তাং পাটনা সহরে উপস্থিত হন। তথায় ২৭।৬।৭১ তাং হইতে ১৪।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় বাঁকীপুর শ্রীহরিসভায় ও অশোক-রাজপথস্থ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র ও শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীবৈষ্ণবতত্ত্ব, শ্রীগৌর-রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব তথা কলিযুগের একমাত্র ভজন শ্রীহরিনামের মহিমা—সম্বলিত সনাতন ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আলোচনা করেন। উক্তরূপ প্রচারে তত্রস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগবিশিষ্ট হন ও প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধর্ম্মের তুল্য শ্রেয়ঃ যে আর কোন ধর্ম্ম নাই তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

পাটনার প্রচার সমাপনান্তে তিনি ইং ১৬।৭।৭১ তারিখে উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রধান সহর এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় ১৭।৭।৭১ তাং হইতে ২১।৭।৭১ তাং পর্য্যন্ত স্থানীয় সিভিল লাইনস্থ শ্রীযুত গুরুদাস দে মহাশয়ের বাসভবনে তথা মুট্ঠীগঞ্জস্থ কালিবাড়ীতে বিপুলভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মহিমা প্রচারান্তে ২২।৭।৭১ তাং সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট শাখামঠ শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে সদলবলে পৌঁছিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা।

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

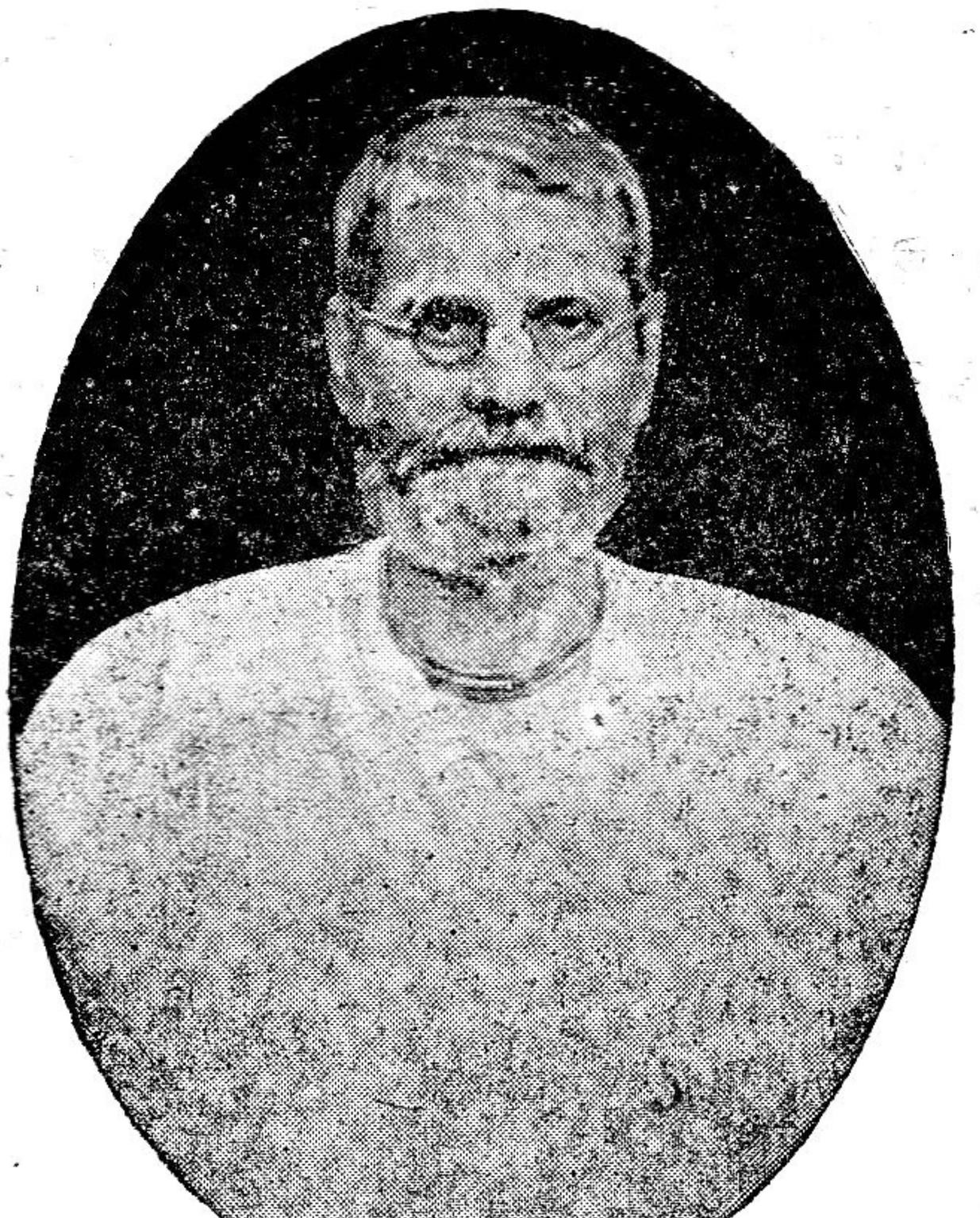

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥
অতিমর্ত্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে।
জীবদুঃখে সদার্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৮ ; ইং ১৫।৯।৭১

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী ১লা দামোদর, ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৭১) মঙ্গলবার দিবসে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধিনস্থ শাখা মঠসমূহে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিতে তৃতীয়-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষ্যে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নলিখিত সেবা-সূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে আমাদিগকে চিরকৃতার্থ করিবেন— ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৮ই আশ্বিন, ইং ৫।১০।৭১ মঙ্গলবার—

প্রাতে—মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪·৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

২৩শ বর্ষ { সঙ্কর্ষণ, ১৪ দামোদর, ৪৮৫ গৌরাব্দ / সোমবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭৮ ; ইং ১৮।১০।১৯৭১ } ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

শ্রীরূপমঞ্জরি-করার্চ্চিত-পাদপদ্ম-
গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন-ভুজার্পিত-মস্তকায়াঃ।
হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ-
সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে ॥ ৭২ ॥

হে কনকগৌরি রাধিকে! শ্রীরূপমঞ্জরী যাঁহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতেছেন সেই গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বাহুতে তুমি মস্তক স্থাপন করিয়া রহিয়াছ, হায়! তাদৃশ কালে কি আমি অল্পে অল্পে তোমার পাদপদ্ম সম্বাহন করিব? ॥ ৭২ ॥

গোবর্দ্ধনাদ্রিনিকটে মুকুটেন নর্ম্ম-
লীলা-বিদগ্ধ-শিরসাং মধুসূদনেন।
দানাচ্ছলেন ভবতীমবরুধ্যমানাং
দ্রক্ষ্যামি-কিং ভ্রুকুটি দর্পিত নেত্রযুগ্মাম্ ॥ ৭৩ ॥

হে রাধে! কৌতুক ক্রীড়াবিষয়ে অতি চতুর ব্যক্তিদিগের শিরোমুকুট অর্থাৎ অতি সুচতুর সেই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতসমীপে দানচ্ছলে তোমাকে অবরোধ করিবেন এবং তুমিও যখন ভ্রুকুটিবিস্তারপূর্ব্বক নেত্রযুগলকে দর্পিত করিয়া সেই অবস্থাতে আমি কি তোমাকে দর্শন করিব? ॥ ৭৩ ॥

তব তনুবরগন্ধাসঙ্গি-বাতেন চন্দ্রা-
বলিকর-কৃতমল্লি-কেলিকল্পাচ্ছলেন।
মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ॥ ৭৪ ॥

হে মধুরমুখি! ভ্রমর যেমন উৎকৃষ্ট মধুলোভে এক পুষ্প ত্যাগ করিয়া অন্য পুষ্পে গমন করে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, ত্বদীয় অঙ্গ গন্ধ বহনকারী বায়ু আঘ্রাণ করিয়া, চন্দ্রাবলীর স্বহস্ত রচিত মল্লীপুষ্পময় শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, এই অবস্থায় কবে আমি তোমার গৌরব গান করিয়া দর্প করিব? ॥ ৭৪ ॥

সমন্তাদুন্মত্ত-ভ্রমরকুলঝঙ্কারনিকরৈ-
র্লসৎ-পদ্মস্তোমৈরপি বিহগরাবৈরপি পরম্।
সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা
কদা দ্রক্ষ্যামস্তে শশিমুখি নবং কেলিনিবহম্ ॥ ৭৫ ॥

হে শশিমুখি! যাহার চতুর্দ্দিকে উন্মত্ত ভ্রমরকুলঝঙ্কার করিতেছে এবং যাহাতে পদ্মসমূহ শোভামান হইতেছে এবং পক্ষিগণের শব্দে যাহার তীর চতুষ্টয় আন্দোলিত হইতেছে, সেই মধুর শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে স্বীয় সখীবৃন্দ সহ প্রাণপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তোমার উৎকৃষ্ট নূতন ক্রীড়াসমূহ আমি কবে দর্শন করিব? ॥ ৭৫ ॥

সরোবর-লসত্তটে মধুপগুঞ্জিকুঞ্জান্তরে
স্ফুটৎসুকুমসঙ্কুলে বিবিধ-পুষ্পসংঘৈর্মুদা।
অরিষ্টজয়িনা কদা তব বরোরু ভূষাবিধি-
র্বিধাস্যত ইহ প্রিয়ং মম সুখাব্ধিমাতন্বতা ॥ ৭৬ ॥

হে বরোরু রাধিকে! যাহার মধ্যভাগ ভ্রমরের গুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের দেদীপ্যমান তটবর্ত্তি বিকসিত কুসুম ব্যাপ্ত কুঞ্জমধ্যে অরিষ্টবিজয়ি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রিয় সুখসমুদ্র বিস্তারপূর্ব্বক কবে বিবিধ পুষ্পসমূহ দ্বারা তোমার ভূষণ ব্যাপার সহর্ষে সম্পাদন করিবেন ॥ ৭৬ ॥

স্ফীত-স্বান্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেণার্প্যমাণৈর্দরোদ্য-
ন্নানা-পুষ্পোরু গুঞ্জাফল-নিকরলসৎকেকিপিঞ্ছপ্রপঞ্চৈঃ।
সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচিহরিণোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ
স্বামিন্যাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈর্বিধাতা ॥

বিকসিত বিবিধ কুসুম ও মহৎ গুঞ্জাফল এবং ময়ূরপিচ্ছসমূহকে কোন সখী অন্তঃকরণে আনন্দিত ও ভীত হইয়া যাহাতে তৎকালে অর্পণ করিয়াছে এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কম্পিত হইয়া যাহার সাতিশয় শোভা করিতেছেন, তথা স্পর্শকালে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করতঃ যাঁহার মনোজ্ঞ রুচি বিস্তীর্ণ হইতেছে, এবং স্পর্শসুখে শ্রীরাধারও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, স্বামিনী শ্রীরাধিকার সেই কেশপাশ কি আমার অসীম আনন্দ বিধান? ॥ ৭৭ ॥

মাধবং মদনকেলি-বিভ্রমে মত্তয়া সরসিজেন ভবত্যা।
তাড়িতং সুমুখি বীক্ষ্য কিন্ত্বিয়ং গূঢ়হাস্যবদনা ভবিষ্যতি ॥

হে সুমুখি! কাম-ক্রীড়া-সময়ে ভ্রান্তি বশতঃ মত্ত হইয়া যৎকালে লীলা-পদ্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিবা, তৎকালে এই সখী (আমি) এবং ইহার সজাতীয় অন্য সখী কি ঈষৎ হাস্য বদনা হইবে? ॥ ৭৮ ॥

সুললিতনিজবাহ্বাশ্লিষ্ট-গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ
সুবলিত-তরবাহ্বা শ্লেষ-দীব্যন্নতাং স।।
মধুর-মদনগানং তন্বতী তেন সার্দ্ধং
সুভগমুখি মুদং মে হা কদা দাস্যসি ত্বম্ ॥ ৭৯ ॥

হে সুভগমুখি ! তোমার স্থলিত বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় মনোহর বাহু তোমার স্কন্ধে অর্পণ করায় তোমারও স্কন্ধদেশ নম্র হইয়াছে, হায় ! এতাদৃশ অবস্থায় সেই কৃষ্ণের সহিত সুমধুর কন্দর্প গান করিয়া তুমি কবে আমাকে আনন্দ প্রদান করিবে ? ॥ ৭৯ ॥

জিত্বা পাশক-খেলায়ামাচ্ছিদ্য মুরলীং হরেঃ ।
ক্ষিপ্তাং ময়ি ত্বয়া দেবি গোপয়িষ্যামি তাং কদা ॥

হে ক্রীড়াকুশলে ! রাধিকে ! তুমি পাশক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করতঃ আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবা, আমি কবে সেই মুরলীকে গোপন করিয়া রাখিব ? ॥ ৮০ ॥

অয়ি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতল্পে
মধুর-মধুর-গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন ।
মনসিজসুখদেহস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং
সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ॥ ৮১ ॥

হে সুমুখি ! কন্দর্পসুখপ্রদ এই মন্দির মধ্যে মালতীপুষ্প বিরচিত কেলি শয্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তররূপ বাক্য-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া যখন তোমার গণ্ডস্থল পুলকিত হইবে সেই সময়ে আমি কবে পুলকাঙ্গী হইয়া তোমাকে চামরাদি ব্যজন করিব ? ॥ ৮১ ॥

আয়াতোদ্যৎ কমলবদনে হন্ত লীলাভিসারা-
দ্গত্যাটোপৈঃ শ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাব্জযুগ্মম্ ।
স্নেহাৎ সম্বাহয়িতুমপি হ্রীপুঞ্জমূর্ত্তেঽপ্যলজ্জং
নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎস্যসি ত্বম্ ॥ ৮২ ॥

হে দেবি ! হে লজ্জাপুঞ্জমূর্ত্তে ! হে উদ্যৎকমলবদনে ! অর্থাৎ পথশ্রান্তি-জনিত ঘর্ম্মাপ্লুলিপ্তবদনে নৃত্যাদি চাতুর্য্যসহ লীলাবশতঃ অভিসার করিয়া আসিতে আসিতে গমনের আড়ম্বর হেতু তোমার পদযুগল শ্রম ব্যথিত হইলে, যদিচ তুমি লজ্জাশীলা তথাপি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ অয়ে রতিপ্রিয়ে ! আমি পথ শ্রান্তা হইয়া আগমন করিয়াছি আমার পাদ সম্বাহন কর এই বলিয়া আমাকে নিজজন জানিয়া কবে পাদ সম্বাহন নিমিত্ত নিয়োগ করিবা ? ॥ ৮২ ॥ (ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়নমঠ, কৃষ্ণনগর
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭
১৯শে জুলাই, ১৯৩০

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ১৬।৭।৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূত বর্ব্বরোচিত ক্রিয়ায় উন্নত হয়। উহাদের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডদিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের স্ব-স্ব পশূচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ * * বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ উপেক্ষা জীবের পাষণ্ডতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি enquiryর সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পরিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যক, কেন না, সে নিজেই দুর্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ত * * প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হওয়া জন্ম-জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত' বৈষ্ণবকে বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে। ত * * প্রভু এবং ন * * প্রভু দুর্বৃত্তকে ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে **দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়**। সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং **ভবিষ্যৎ কুম্ভীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ**। আর এখন দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সমাজনীতি)

১। বর্ণাশ্রমবিধি আদরণীয় কেন ?

"উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আচার্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য —'পরমার্থ', যাহার অন্যতম নাম — শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি।"

—বৃঃ সং ৫।৯

২। বদ্ধাবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিলে কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে কি ?

"যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ।"

—'মনুষ্য-সম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম—প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৩। বর্ণধর্ম্ম ব্যতীত কোনও সভ্যসমাজ চলিতে পারে কি ?

"ইউরোপে যাহারা বণিক্‌স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহারা ক্ষত্রস্বভাব, তাহারা 'মিলিটারী লাইন্' বা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা শূদ্রস্বভাব, তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৪। বর্ণবিধানের প্রকৃষ্ট উন্নতির পূর্ব্বে কিরূপ সমাজ-নীতি প্রচলিত থাকে ?

"বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান-সকল যে-পর্য্যন্ত না প্রস্তুত হইয়াছিল, সে-পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা-প্রভৃতির দ্বারা জলযাত্রা-কার্য্য যেমত-নির্ব্বাহিত হইত, সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ বর্ণবিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে যে-পর্য্যন্ত না চালিত হয়, সে-পর্য্যন্ত তাহার একটি অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সেই দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণবিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। বৈষ্ণব-সমাজ ও অবৈষ্ণব-সমাজে ভেদ কি ?

"বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ-কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

৬। কি কি বিধি অবলম্বনে ভারতীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরুত্থান হয় ?

"বর্ণাশ্রমকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—

(১) কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

(২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

(৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

(৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনর বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

(৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

(৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যে অধম বর্ণ উহার জন্যই উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

(৭) দুই বৎসর পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা হইবে।

(৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

(৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্ বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক।

(১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

৭। সমাজ কয় প্রকার? জীব কি কখনও সমাজশূন্য হইতে পারে?

"কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ি-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই সমাজ-শূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বদ্ধই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক।

বৈষ্ণবজীব ও ইতরজীব ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর সমাজ। **এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন প্রকার ভেদ নাই।"**

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথম প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।৭

৮। কিরূপ সমাজধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপযোগী? সহসা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হওয়া উচিত কি?

"দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া আমরা নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত অবস্থা-সমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না; বৌদ্ধসমাজ ও জৈনসমাজ পর্ব্বতগুহার মধ্যে লুক্কায়িত হইল, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল—তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।"

—'মনুষ্যসম্বন্ধ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম', সঃ তোঃ ২।৭

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরুপাদপদ্মের ৩য় বর্ষিক তিরোভাব-তিথি পূজায়

বিরহ-বেদনা

তিনটী বছর আগে,
এমনি দিনে হারায়ে তোমারে কাঁদিয়া ফিরেছি সবে।
সেদিনের কথা স্মরিয়া আজিও ভাসি শুধু আঁখি-জলে,
নাম প্রেমী তুমি নিতে নিতে স্বধামে চলিয়া গেলে।
দিব্য দেহ ধরি' দিব্যরথে চড়ি' ভূলোক দ্যুলোক ত্যজি',
গেলে সে সুদূরে মায়া-পরপারে হরি-রাস-রসে মজি'।
শ্যামের শারদ-রাসযাত্রায় কালসোনার ইঙ্গিতে,
রাস-অভিসারে সঙ্গিনী হ'লে ললিতাদি সখী সাথে।
শ্রীহরির রাসে ব্রজপুর মাঝে তুমি যে নিত্য সখী,
নৃলোকে থেকেও গোলোকে তোমার যাওয়া-আসা ছিল নিতি।
তোমার পাদপতলেতে থাকিয়া চিনিতে পারি নি তোমা',
আমি কোন্ ছাড়, দেবেও জানে না তব লীলা-মাধুরিমা।

এত গম্ভীর ছিলে যে তুমিগো বুঝা যে তোমারে দায়,
বুঝি শুদ্ধভক্ত-করুণা ব্যতীত ও তত্ত্ব নাহি জানা যায়।
বজ্র থেকেও কঠোর ছিলে যে, কুসুম হ'তেও সুকোমল;
হরি-দ্রোহিজনে দমিতে সর্ব্বদা, ভক্তে দানিতে কোল।
সর্ব্বগুণধাম তুমি তো প্রভুজী গৌরলীলা-পরিকর,
শ্রীপ্রভুপাদের অন্তরঙ্গরূপে নিলে গৌর-সেবা-ভার।
প্রভুপাদ-সেবায় তন্ময় হ'য়ে কহিতে আপন জনে;—
'শ্রীল প্রভুপাদ-সেবা ছাড়া আর নাহি গতি কোনখানে।
বিশ্ব একদা নত হবে—শ্রীল প্রভুপাদ-পদে
তমগুণ কভু জয়ী হ'তে নারে সত্বগুণের কাছে।'
...তোমার এমন মাভৈঃ বাণীতে দিকে দিকে পড়ে সাড়া,
গুরুসেবা লাগি' করে হুড়াহুড়ি নিরুদ্যম ছিল যারা।

তোমার মতন গুরৈকনিষ্ঠা দেখি নি অবনীতলে,
'প্রভুপাদ নাম' কহিতে তোমার আঁখি ভেসে যেত জলে।
দেখেছি তোমার উদার স্বভাব শিশুসুলভ সরলতা,
মিষ্টি মধুর হাসি-খুশী-ভরা ছিল যে তোমার কথা।
দেখেছি তোমার লালন-তাড়ন পরম সোহাগ-ভরা,
মোদের প্রাণের দেবতা বলিয়া জেনেছি তোমারে মোরা।

দেখেছি তোমারে তার্কিকের সাথে করিতে তর্ক-রণ,
সুসিদ্ধান্ত স্থাপি' কুমত সকলে করেছিলে খণ্ডন।
'অচিন্ত্যভেদাভেদ' গ্রন্থ লিখিয়া জানালে সত্যপথ,
'বৈষ্ণব-বিজয়' গ্রন্থে দূষিলে যত মায়াবাদী-মত।

দেখেছি তোমারে কীর্ত্তন-মন্দিরে উদ্দণ্ড নৃত্য-তালে,
নাচিতে নাচিতে সমাধি লভিতে হরির করুণা-বলে।

তেমতি তোমারে আর কি দেখিব কভু এ নয়ন-কোণে,
তোমার চরণ করিহে স্মরণ, আজি এ' বিরহ-দিনে
চিরতরে কি গো চলে গেলে তুমি ত্যজি' এ মর্ত্ত্যধাম,
আর ফিরিয়া আসিবে না পুনঃ জুড়াতে মোদের প্রাণ!

এবে তুমি আছো গোলোকনগরে হরি-সঙ্গিনী হ'য়ে,
আমরা হেথায় কাঁদিয়া মরি যে তোমা' না দেখিতে পেয়ে।

প্রার্থনা তাই করি গো প্রভুজী লীলা কর হেথা এসে,
নদীয়া-নগরে 'দেবানন্দ মঠে' হেরি যেন বারমাসে।

তব সন্ধান লভিতে আজিকে খুঁজে ফিরি দিকে দিকে;
তব অন্তরঙ্গ ব্যতীত কেহ কি পারে তোমা-ধনে দিতে?
লুটায়ে পড়িয়া কহি তাই আজি, 'বামন মহারাজ'-পদে,—
দাও গো ঠাকুর আমার প্রভুরে, হেরিব এ আঁখি-পাতে।
দেখিব কি পুনঃ সে ললিত রূপ, ললিত গমন ভঙ্গী,
ললিত নয়নে, ললিত চাহনি, ললিত নৃত্যরঙ্গী!

মোদেরে ডাকিয়া আবার প্রভু কি কহিবে শ্রীহরি-কথা,
নেহারিতে তাঁয় হৃদয়ে আমার জাগে বড় ব্যাকুলতা।
সে' চরণ ছাড়া এ মোর জীবনে অন্য কামনা নাই,
মহারাজ-পাশে শ্রীগুরু-চরণ ভিখ্ মাগি আজি তাই।
জয়তু গুরুজী, আজি এ দিবসে তব নাম শুধু গাহি,
তব নাম ছাড়া আমার জীবনে গতি নাহি গতি নাহি।
তব ছাড়াছাড়ি সহিতে পারি না,···বড়ই বেদনা ভরা,
বিরহের তাপে সান্ত্বনা পেতে লিখি এ কয়টি ছড়া।
শকতি দাও গো গুরুজী আমারে তবাদেশ পালিবারে ;
দেখা দিয়া মোর ঘুচাও কামনা শুধু বারেকের তরে।
যদিও তোমায় জানাই নতি প্রতিদিন বারে বারে,
তবু লহ আজি তাপিত প্রাণের প্রণতি একটিবার।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১১)

ভগবৎপরিকরগণ সকলেই অপ্রাকৃত বিগ্রহ। তাঁহাদিগকে মায়িক গুণসম্ভূত ক্রোধাদি স্পর্শ করিতে পারে না। তবে যে শ্যমন্তকোপাখ্যান, মহাকাল স্মরোপাখ্যান, মৌষলোপাখ্যান প্রভৃতিতে শ্রীবলদেব, অর্জ্জুন, নারদ প্রভৃতির ক্রোধাদির আবেশ দেখা যায়, তাহা যথার্থ নহে, ক্রোধাদির আভাস মাত্র। তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে বর্ণিত হইল।

দ্বারকানিবাসী এক ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয় শুনিয়া শ্রীঅর্জ্জুন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের ভাবি সন্তান রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র অন্তর্হিত হইল কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে জানিলেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষী মহাবিষ্ণুই ব্রাহ্মণ পুত্রগণকে হরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত ঘটনা বর্ণিত আছে।

সূর্য্যের নিকট সত্রাজিত রাজা স্যমন্তক মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতধন্বা সত্রাজিৎকে বধ করিয়া সেই মণি অপহরণ করে। পরে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে অক্রূরকে মণি দিয়া পলায়ন করে। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তাহার পশ্চাদ্ ধাবমান হইয়া মিথিলার নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাকে বধ করেন। কিন্তু তাহার নিকট মণি নাই, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানাইলে শ্রীবলরাম তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া কুপিত হন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৫৭ অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১০ অধ্যায়ে বর্ণিত—শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণ পিণ্ডারক তীর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। শ্রীনারদাদি ঋষিগণ যখন যজ্ঞস্থল হইতে আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন যদুকুলসম্ভূত দুর্বিনীত বালকগণ শাম্বকে স্ত্রীবেষে সাজ্জত করিয়া মুনিগণের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাহার কি সন্তান হইবে এইরূপ প্রশ্ন করেন। নারদাদি মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

সুতরাং নিত্যমুক্ত পার্ষদগণেও লীলাসৌষ্ঠবের জন্য ক্রোধাদির আভাসের অভিব্যক্তি নিবন্ধন বাহ্যিক ক্রোধাদি দর্শনে চিত্তের অস্বচ্ছতা অনুমান করা যায় না। তাহার আভাস মাত্র। আর যাহাদের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইলেও বিষয়াবেশাদি দেখা যায়, তাহাদের সাক্ষাৎকারের আভাস জানিতে হইবে। এজন্য অস্বচ্ছচিত্তগণ মধ্যে বহির্ম্মুখগণ দেখিয়াও দেখে না।

অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বিবিধ—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ ও ভগবদ্‌বিদ্বেষী। বহির্ম্মুখগণ বিষয়াবিষ্ট ও ভগবদবজ্ঞাতা ভেদে দুইপ্রকার। আর ভগবদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ অরুচিহেতু দ্বেষপরায়ণ এবং মাধুর্য্যাদির অনুপলব্ধিহেতু দ্বেষপরায়ণ। ইহাদের ভগবদনুভব জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তির মিছরি আস্বাদনের মত। একপ্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আস্বাদ গ্রহণ করে না, কিন্তু অন্যের মিছরিতে আদর দেখিয়া অবজ্ঞা করেনা। প্রথম অস্বচ্ছ-চিত্ত বিষয়াদিতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাদের মত। সাধারণ দেব-মনুষ্যাদি ইহাদের মত।

অন্য প্রকারের পিত্তবাতব্য জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আস্বাদন পায় না, অধিকন্তু তাহারা অহঙ্কারী বলিয়া অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় প্রকারের অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণ (ভগবদবজ্ঞাতা) ইহাদের মত। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরির আস্বাদন গ্রহণ করে। কিন্তু তিক্ত-অম্লাদি রস ভালবাসে বলিয়া মিছরির প্রতি বিদ্বেষ করে। কালযবনাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এক প্রকারের জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি মিছরিকে তিক্ত বলিয়া আস্বাদন করে, এজন্য বিদ্বেষ করে। চানূর-মুষ্টিকাদি মল্লগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত চতুর্ব্বিধ অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তি ভগবদ্দর্শন করিয়াও ভগবৎসাক্ষাৎকারের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হয়। জিহ্বাদোষবিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন মিছরির যথার্থ আস্বাদ পায় না, অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিরও তদ্রূপ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। তাহাদের ভগবৎস্বভাব অনুভূতির অভাব সঙ্গত। কারণ জ্ঞান-ভক্তি দ্বারা শুদ্ধা প্রীতির অভাবে সচ্চিদানন্দত্ব পারমৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্যলক্ষণ ভগবৎ স্বভাবসমূহ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে না। মিছরি সেবন করিতে করিতে ক্রমশঃ জিহ্বাদোষ দূর হইলে মিষ্টস্বাদ বোধ হওয়ার মত অস্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে নিস্তার লাভ করে। সুতরাং স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তিগণের ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তিলাভ ঘটে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকার শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর ভগবৎসাক্ষাৎকারেই তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ (ভাঃ ১২।১২।৬৯)

স্বরূপসুখে পূর্ণহৃদয় (আত্মারাম), তজ্জন্য অন্যত্র বিরক্ত শ্রীল শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের মনোহরলীলায় আকৃষ্ট হইয়া তত্ত্বপ্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়পুরণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন। সেই সর্ব্বমঙ্গলধ্বংসকারী শ্রীব্যাসপুত্রকে নমস্কার।

শ্রীগীতায়ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভগবৎসাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (১৮।৫৪)

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান এবং আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দুইপ্রকার—বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার। অন্তঃসাক্ষাৎকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারই শ্রেষ্ঠ। দেবর্ষি নারদের অন্তঃসাক্ষাৎকার সুলভ হইলেও তিনি বহিঃসাক্ষাৎকারের লোভে দ্বারকায় বাস করিতেন। ভাঃ ১১।২।১ শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। জীবদ্দশায় ভগবৎসাক্ষাৎকারের লক্ষণ—

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৩)

শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছু উপাদেয় যাহার নাই, তিনি অকিঞ্চন। অকিঞ্চনতা হেতু দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত এই বিশেষণত্রয় প্রযুক্ত। শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য বহিরিন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে প্রীতি নাই বলিয়া দান্ত, বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ বলিয়া শান্ত, আর অন্যত্র হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি নাই বলিয়া সমচিত্ত। সর্ব্বত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার উপলব্ধি হয় বলিয়া সকলদিক সুখময়।

ভগবৎসাক্ষাৎকার লক্ষণা মুক্তি (দেহ ত্যাগের পর) পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সাযুজ্য ও সামীপ্য। সালোক্য—শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস। সার্ষ্টি—শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গেই শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য লাভ। সারূপ্য—শ্রীভগবানের সমানরূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজাদি ধারণ। সামীপ্য—শ্রীভগবানের সমীপে গমনাধিকার। সাযুজ্য—ভগবৎ শ্রীবিগ্রহে প্রবেশ লাভ। উৎক্রান্তে মুক্তিদশাতে বিশেষ স্ফূর্ত্তি শ্রুতিসম্মত।—

স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বানঃ এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মনন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি (ছান্দোগ্য—৭।১৫।২) অর্থাৎ সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ এইরূপ দর্শন, মনন ও অনুভব করিয়া আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতে মিথুন ভাবাপন্ন, আত্মাতেই আনন্দিত এবং স্বপ্রকাশ হ'য়েন।

মুক্তিলাভের পর আর অবৃত্তি হয় না তাহা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে—'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'। ভগবদুপাসনা দ্বারা তদীয় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যিনি তদীয় ধামে গমন করেন, তাঁহার আবৃত্তি অর্থাৎ পতন হয় না। তিনি সর্ব্বদা ভগবৎসান্নিধ্যে অবস্থান করেন—শাব্দ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে ইহা

জানা যায়। গীতাতেও উক্ত (১৫।৬) হইয়াছে—যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। যেখানে গেলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা আমার পরমধাম।

তবে যে কোন কোন স্থলে মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি অপেক্ষায় বা কখনও কখনও ভগবল্লীলা-কৌতুকাপেক্ষায় জানিতে হইবে। অর্থাৎ মথুরা-অযোধ্যা প্রভৃতি যে-সকল ভগবদ্ধাম জগৎমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, সে-সকল ধামে বিহার করিবার জন্য ভগবৎপরিকরগণ সময় সময় পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে আসিয়া থাকেন। আর জয়-বিজয়ের মত কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা কৌতুকনির্ব্বাহের জন্য প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। তাহা হইলেও চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না। পশ্চাৎ নিত্য সালোক্য প্রাপ্ত হন।

উৎক্রান্ত মুক্তি দশায় জীবের ভগবৎ তুল্যতা প্রাপ্তির কথা—

বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।

হেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ (ভাঃ ৩।১৫।১৪)

যাঁহারা অনিমিত্ত-নিমিত্ত নিষ্কামধর্ম্মে হরিকে আরাধনা করেন, সেই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি সকল যথায় বাস করেন, সনকাদি ঋষিগণ সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। নিমিত্ত—ফল, তাহা নিমিত্ত—প্রবর্ত্তক নহে যাহাতে, তাহা অনিমিত্ত-নিমিত্ত অর্থাৎ নিষ্কামা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম। বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি—ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা যে অনন্তমূর্ত্তি তথায় বিরাজ করেন, তাঁহাদের এক মূর্ত্তির সহিত শ্রীভগবান এক মুক্ত পুরুষের মূর্ত্তি করেন।

শ্রীভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবোপযোগী অনন্ত মূর্ত্তি চিরকাল বর্ত্তমান। ঐ সকল মূর্ত্তি ভগবানের জ্যোতির অংশভূত। সুতরাং শ্রীভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় চিন্ময়। এই সকল মূর্ত্তি পার্ষদদেহ। যখন কোন জীব উৎক্রান্ত (অন্তিমা) মুক্তি লাভ করেন, তখন ভগবদিচ্ছাক্রমে নিজ রুচি অনুরূপ ঐ সকল মূর্ত্তির একটী প্রাপ্ত হন। ইহাই পার্ষদ-দেহ। তাহা নিত্য।

আমাদের দেহ জড় কর্ম্মাধীন। পার্ষদদেহ স্বরূপভূত এবং ভক্তিদ্বারা লভ্য। জীবস্বরূপ চিন্ময়, পার্ষদদেহও চিন্ময়। চিদানন্দময়ী ভক্তিসমুদ্ভূতা ভগবৎকৃপা দ্বারা উভয়ের মিলন সাধিত হয়। ইহাই পার্ষদদেহ প্রাপ্তি।

কেহ যেন মনে না করেন যে, সমুদয় ভগবৎ পরিকরই এইরূপে পার্ষদ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধনসিদ্ধ পরিকরের কথা অর্থাৎ জীব কিরূপে

র্ষদদেহ প্রাপ্ত হন তাহাই বলা হইতেছে। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর তাঁহাদের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা নহে। ভগবদ্বিগ্রহের ন্যায় তাঁহারও নিজ নিজরূপে তথায় নিত্য বিরাজমান।

শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ মুক্তজীবের প্রাপ্তব্য মূর্ত্তিগুলিকে "বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐসকল মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠের শোভা-বিশেষ সম্পাদন করিতেছে। সে সমুদয় হইতে ভগবৎ সেবাকার্য্য সম্পাদন হইতেছে না। তৎসহ মুক্তজীবের যোগ সাধিত হইলে ভগবৎসেবাসম্পন্ন হয়। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাকে প্রাণহীন মূর্ত্তির মত বলা যায়। কিন্তু ভগবজ্জ্যোতির অংশভূত বলিয়া তাহাতে বৈশিষ্ট্য আছে। উক্ত মূর্ত্তিগুলি বৈকুণ্ঠের শোভারূপা বলিয়া, যে সকল পরিকর নিয়ত তথায় বাস করেন, তাঁহাদের নিকট বিসদৃশ বোধ হয় না।

দেবর্ষি নারদ যখন দাসীপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি শৈশব-কালে শ্রীহরিভক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া তাঁহাদের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন। মাতৃ বিয়োগের পর পাঁচবৎসর বয়সে শ্রীভগবদ্দর্শনের আকুল পিপাসা লইয়া গৃহত্যাগ করেন। এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তামগ্ন হইলে তাঁহার ভগবদ্দর্শন প্রাপ্তি ঘটে। তখন শ্রীভগবান্ নারদকে পৃথিবী পরিত্যাগের পর পার্ষদদেহ প্রাপ্তির আশ্বাস দিয়াছিলেন। নারদ যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভাঃ ১।৬।২৪ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন—

সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥

শ্রীনারদ ১।৬।২৯ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥

তিনি দেহত্যাগের পর শুদ্ধা ভাগবতীতনু লাভ করেন এবং প্রারব্ধ-কর্ম্মনির্ব্বাণ হওয়ায় পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হয়। ভাগবততনু—পার্ষদ-তনু তাহা শ্রীভগবৎ-জ্যোতির অংশভূত বলিয়া তাহা স্বরূপশক্তির কার্য্য জ্যোতির্ম্ময়। তাহাতে মায়াসম্পর্ক না থাকায় "শ্রদ্ধা" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ভগবৎসেবাই সেই দেহের ধর্ম্ম। সুতরাং মুক্তপুরুষ এই দেহসম্বন্ধ হইয়া সতত সেবাসুখে মগ্ন থাকেন।

ভগবৎসেবায় সাধনরূপে ঐ পার্ষদতনু ভগবদ্ধামে বিরাজ করে বলিয়া তাহাকে তত্রত্য শোভারূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির সঞ্চিত ধান্য-চাউলাদি তাহার সুখসমৃদ্ধিহেতু, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের সহিত অযুক্ত ভগবজ্জ্যোতির্মধ্যে অবস্থিত অনন্ত মূর্ত্তিও শ্রীভগবানের সুখের হেতু-ভূতই হইয়া থাকে। সে সকল নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মত ভগবদ্ধামকে ভারাক্রান্ত করে না। ভগবজ্জ্যোতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অন্যের দুষ্প্রেক্ষ্য।

মৃত্যু জীবের স্থূল শরীর ধ্বংস করে; সূক্ষ্মশরীর ধ্বংস হয় না, জীব ঐ শরীর অবলম্বনে লোকান্তরে গমন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে। যতদিন মায়ার অধিকারে থাকে, ততদিন লিঙ্গ (সূক্ষ্ম)-শরীরে আবদ্ধ থাকে। প্রকৃতির আবরণভেদ-সময়ে ঐ লিঙ্গশরীর ধ্বংস হয়। সদ্যোমুক্ত ব্যক্তির স্থূলদেহ ত্যাগের সঙ্গে লিঙ্গশরীরও ধ্বংস হয়।

সাধারণতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগফল পর্য্যন্ত স্থূলদেহের স্থিতি। স্থূলদেহ নাশে প্রারব্ধ ভোগ সমাপ্ত হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপ্রারব্ধ কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় বারবার দেহ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষয় হইলে পার্ষদ দেহ প্রাপ্তি হেতু অপ্রারব্ধাদি কোন কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না, সবই ধ্বংস হয়, সেজন্য লিঙ্গশরীরও থাকে না। কোনও স্থলে প্রাকৃত দেহও অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে চিন্ময় পার্ষদ দেহে পরিণত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুবের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণ্যাগ্রং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরন্ময়ম্॥ (ভাঃ ৪।১২।২৯)

শ্রীধ্রুবকে বিষ্ণুপদে লইবার জন্য দুইজন বিষ্ণুপার্ষদ রথ লইয়া উপস্থিত হইলে ধ্রুব সেই রথকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া বিষ্ণুপার্ষদদ্বয়কে প্রণাম করতঃ হিরন্ময়রূপ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীস্বামীটীকায়ও উক্ত হইয়াছে—তদেবং রূপং চিরন্ময়ং বিভ্রাদিতি। ধ্রুবের যে প্রাকৃত নরদেহ ছিল তাহাই জ্যোতির্ম্ময় দেহে পরিণত হইয়াছিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রেষ্ঠ উপাসনা

সাধুসঙ্গবঞ্চিত আমরা সকলেই অজ্ঞ ; বস্তুর স্বরূপজ্ঞান আমাদের নাই। অন্য বস্তু ত' দূরের কথা, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা নিজ-স্বরূপের কথাও অবগতি নহি। আমি কে, আমার কর্ত্তব্য কি, এ জগতে আমার নিজের বলিতে কে আছে, এ সব বিষয়ে আমাদের বাস্তবজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞান নাই। সেই-জন্যই আমরা উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সংকল্প ও বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছি। অজ্ঞ আমরা মুড়ি-মিছরীর সমন্বয়প্রয়াসী হইয়া অনেক সময় সাধুকে অসাধু ও অসাধুকে সাধু, সতীকে অসতী এবং অসতীকে সতী, জীবকে ভগবান্ এবং ভগবান্‌কে জীব, পাথরকে শালগ্রাম এবং শালগ্রামকে শিলা প্রভৃতি বলিয়া উদারতা সেখাইতেছি। এতাদৃশী উক্তির অন্তর্নিহিত কপটতা আমরা ধরিতে পারিতেছি না বলিয়া সেই সেই মতে মত দিয়া অসুবিধা বরণ করিতেছি। স্ব-স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। সেইজন্য মনোধর্ম্মী আমরা কেহ—হরিহর একাত্মা এবং কালী ও কৃষ্ণ একই জিনিষ প্রভৃতি বলিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। এই জগা-খিচুরীবাদ জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমরা এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

যাহারা কালী ও কৃষ্ণকে এক মনে করে, তাহারা পাষণ্ডী। স্বপ্নেও এ সকল পাষণ্ডীর সঙ্গ করিতে নাই। যাহারা কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাকে সমান জ্ঞান করে তাহারা নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে যাহারা তদিতর দেববৃন্দের সহিত সমান মনে করে তাহাদিগকে শাস্ত্র নারকী সংজ্ঞাও দিয়াছেন। "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

ভগবান্ এক অদ্বিতীয়। "তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্" সুতরাং বহু ভগবান কল্পনা মায়াবাদেরই পরিচয়। পূর্ব্বে একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনাই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনই পঞ্চোপাসনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও কালী—এই পঞ্চদেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন ভগবান্ জ্ঞানে উপাসনার নামই পঞ্চোপসনা। এই পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত নহে, ইহা মনঃকল্পিত কাল্পনিক উপাসনা মাত্র। ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য—এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও মহাজনানুমোদিত। বদ্ধজীব

আমরা কামদাস, কৃষ্ণদাসাভিমান আমাদের নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রভু তাই সর্ব্বসেব্য বলিয়া কখনও কাহারও সেবা করেন না। বদ্ধজীবগণ বিষ্ণু-কামরহিত হইয়া ইতরকামে কামুক হওয়ায় নিজ নিজ কাম-লাভার্থে তত্তৎ-কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর উপাসনা করেন। অর্থকামী মহামায়ার, তেজোকামী সূর্য্যের, স্ত্রীকামী শিবের, অর্থকামী গণেশের উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুসর্ব্বফলদাতা—এ কথা বুঝিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনামুগ্ধ জীবসকল স্বীয় স্বভাব অনুযায়ী সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সেবা ভুলিয়া গিয়া অন্য দেবতার উপাসনায় রত হন। ভগবান্ তখন তদীয় অভীষ্ট দেবতার দ্বারা তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ফললাভ করেন তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রাপ্তফল ধ্বংসে পুনরায় দুঃখ পান।

অনেকে বলেন, অন্য দেবদেবীরা যখন ভগবানেরই দাসদাসী তখন তাঁহাদের উপাসনায় কি ভগবানের উপাসনা হয় না। বহু দেবদেবীর সঙ্গ যে ভীষণ দোষাবহ, একথা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই—

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥"

[বরং সর্প, ব্যাঘ্র ও জলৌকার আলিঙ্গন শ্রেয়ঃ, তথাপি শূলের ন্যায় বিদ্যমান নানা-দেবদেবীর সঙ্গ করা উচিত নয়। শূলে যেমন একটি বস্তুকে দ্বিধা করে সেইরূপ নানা দেবদেবী বহু ভগবানের অবতারণা করে।

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—যাঁহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করেন। এতাদৃশী উপাসনা দ্বারা জীব আমাকে (ভগবানকে) পায় না। এতদ্ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় ভগবদিতর অপর সকল বস্তু পাইতে পারে। সুতরাং এই অবিধিপূর্ব্বক উপাসনা যে সঙ্গত নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" (গীঃ ৯।২৩)

এই দেবসেবিগণের গতিনির্ণয় করিতে গিয়া ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, দেবোপাসকগণ দেবলোকে, পিতৃতর্পণকারী পিতৃলোকে এবং আমার উপাসনাকারী মদীয় লোকে অর্থাৎ জগদতীত চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকে গমন

করেন। কখন জীব কর্ম্মবশে ব্রহ্মা হয় এবং অধোগতিক্রমে মানব এবং মানব হইতে পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সাধন বলে পুনরায় দেবদেহ লাভ করিবার যোগ্যতাও তাহাদের আছে। দেবতাগণও জীবতত্ত্ব; তবে মনুষ্যাদি অপেক্ষা দেবতার কিছু বেশী গুণ আছে মাত্র। সুতরাং আমরা যখন স্বর্গবাসী দেবতাই হইতে পারি তখন দেবপূজার আবশ্যকতা কি? কালীপূজা করিয়া শান্তি কি পাইলাম? শান্তি পাওয়া ত' দূরের কথা, একথা বুঝিবার সৌভাগ্যও কি আমাদের হইল? কেবল খাচ্ছি-দাচ্ছি কাঁশি বাজাচ্ছি। মৃত্যুর পরের কথা চিন্তা করিয়াছি কি? মৃত্যুর পরে কোন্ রাস্তায় যাইব, কাহার সহিত যাইব, এসকল কথা স্বপ্নেও কখন চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে কি? ভগবদ্ভজন—কৃষ্ণভজন না করিলে যে আমাকে ধর্ম্মাচরণ করিয়াও—দেবপূজা করিয়াও—দুর্গাপূজা বা কালীপূজা করিয়াও নরকে যাইতে হইবে তাহা আমি শাস্ত্রাদিতে দেখিয়াছি কি? ইন্দ্রের শূকরযোনিপ্রাপ্তি প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে আমরা দেবতাদের পতনের কথা জানিতে পারি। দেবতারা বদ্ধ, ভগবদ্-বহির্ম্মুখ ভোগী—সতত ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত বলিয়া অশান্ত। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গ বা সেবা করিয়া আমাদের কি ফল লাভ হইবে? দেবতা হইয়াও যখন সুখ নাই—ভয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অসুরের ভয়ে যখন কাঁপিতে হয়, তখন দেবতা পূজা করিয়া আর কি সুবিধা হইবে? আমরা যে শান্তির কাঙ্গাল সে শান্তি বা সুখ দেবতা পূজায় ত' পাইব না, আমরা যাঁহার তাঁহার সহিত মিলন ত' হইবে না, দেবদেহ এবং দেবলোক স্বর্গ ত' প্রাকৃত, দেবগণ ত' মায়াকবলিত; সুতরাং ভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেবাদি পূজায় সময় নষ্ট করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে?

আজকাল ভারতের প্রায় সকলেই দুর্গা বা কালীর উপাসক। সেইজন্য অনেকেই নিজেকে শাক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। শক্তিকে তাঁহারা উপাস্যা জননী বলিয়া জানেন কিন্তু পুত্র হইয়া বা উপাসক হইয়া জননীর নিকট জননী-সেবা প্রার্থনা না করিয়া যে কিরূপে নিজ ভোগের জন্য ধন-জন বা রূপবতী ভার্য্যাদি প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। উপযুক্ত পুত্রের পূজনীয়া জননীর প্রতি এতাদৃশ উক্তি কি হাস্যাস্পদ ও লজ্জাজনক নহে? মা কি আমার উপাস্যা—পূজ্যা, না চাকরাণী, ইহা স্থির করা কি আমাদের উচিত নহে? আবার মা ভগবান্ হইবেন

কি করিয়া ? তিনি ত' জননী—জনক নহেন। সুতরাং পুত্র হইয়া মা'কেই 'বাবা' বা কালী'কেই কৃষ্ণ বলি কেন ? এবং পিতার অনুসন্ধান ছাড়িয়া সতী জননীর পৃথক্ অবস্থান স্বীকার বা করিতেছি কেন ? এসব কথা কি আমরা আমাদের বন্ধুবর্গকে জানাইতে পারি না ? সুতরাং আমরা যে দেবীর পূজায় আত্মহারা হই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বিষ্ণুই যে একমাত্র ভগবান্, একথা আমরা বেদোক্ত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" এই শ্লোকেই দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ভাগবতের উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন জনের মধ্যে বিষ্ণুই ভগবান্। শাস্ত্র আরও বলেন,—বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও কালী এই চতুর্বিধ তত্ত্ব হইতে বিষ্ণুই আরাধ্য তত্ত্ব আর অপর তিনটী আরাধক-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা, শিব ও কালী সকলই তাঁহার ভৃত্য।

"একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
শিব মায়াশক্তি-সঙ্গী তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥"

আমরা আজ যে কালীর কথা বলিতেছি, তিনি ভগবানের মায়া বা বহিরঙ্গা শক্তি। ভগবৎ-শক্তি দুই প্রকার—অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা। যেমন সূর্য্যের দুই শক্তি—আলোক ও অন্ধকার। এস্থলে আলোক অন্তরঙ্গা এবং অন্ধকার বহিরঙ্গা। তেমনি বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি আর কালী বা দুর্গা বহিরঙ্গা শক্তি। এই শ্রীমতী শ্রীমানের—শ্রীকৃষ্ণের কান্তাশিরোমণি। ইঁহার ছায়া স্বরূপা কালী কৃষ্ণদাসী। আমাদের ন্যায় কৃষ্ণবিমুখ জীবসমূহকে সংসাররূপ দুর্গে আবদ্ধ করতঃ ত্রিতাপানলে দগ্ধ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবোন্মুখ করা ইঁহার কার্য্য বা কৃষ্ণ-সেবা। সুতরাং ইনি যে কৃষ্ণাশ্রিতা, কৃষ্ণদাসী এবং কারাকর্ত্রী মায়া, পরন্তু ইনি কৃষ্ণ নহেন তাহা সহজেই অনুমেয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এসকল কথা বিচার করিয়া জীবনগতি পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রৌতপথ গ্রহণ করিলে—ব্রহ্মা, নারদ, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি ও শুকদেব প্রভৃতি দ্বাদশ-মহাজন-প্রদর্শিত

একায়নপথ—শ্রৌতপথ—ভক্তিপথ বা কৃষ্ণসেবা-সরণি অবলম্বন করিলে আমরা আনন্দিত হইব। কৃষ্ণই যে একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ এতদ্ব্যতীত আর কেহই ভগবান্ হইতে পারেন না তাহা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে জানা যায়। God is only one, gods are not God —একথা আমাদের সতত স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ আর দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাগণ কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারনম্॥"
"সৃষ্টিস্থিতপ্রলয়সাধনশাক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

গীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে চাহেন, ভগবানের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক, নিজ মঙ্গলগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প, শোকমোহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চান, তাঁহারা—কৃষ্ণকে যিনি সর্ব্বক্ষণ দেখিতেছেন, কৃষ্ণের সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকেন, কৃষ্ণব্যতীত যিনি আর কিছুই জানেন না, এরূপ মহাপুরুষের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গ করিলে নিশ্চয় তিনি কৃপার তাঁহার আমি কে, আমার উপাস্য কে, আমার কর্ত্তব্য কি, এসকল কথা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এবং উপরিউক্ত নিখুঁত সত্যকথাগুলি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য পাইবেন। এসব কথা শুনিয়াও যদি কেহ কালীপূজা বা দেবতাপূজা করেন করুন, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। আমরা আজ কেবলমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথের দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

[যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানে জল সেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, (কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অন্নলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বৈরাগ্যের তাৎপর্য্য

যাঁহারা গৃহে বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল সংসারী বা বিলাসী, আর যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই যে বৈরাগী, এরূপ কোন কথা নয়। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা যেখানে, সেখানেই বিলাস বা সংসার। এই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু সাধারণতঃ গৃহেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া গৃহাসক্ত, গৃহব্রত ব্যক্তিকেই সংসারী বলা হয়। কিন্তু এই গৃহী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অকপটচিত্তে তাহা পালনপূর্ব্বক সেবাময় জীবন যাপন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সংসার-মুক্তি হইতে পারে; আর গৃহত্যাগ করিয়াও যদি কেহ হরিকথা-শ্রবণবিমুখ হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার সুবিধা হয় না। **জড়াসক্তিই জীবের সংসার। সাধুসঙ্গ ব্যতীত জড়াসক্তি হওয়া সম্ভব।** সেইজন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন।

বিষয়ের প্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহার নাম বিরাগ। সাধুসঙ্গফলে ভগবানের প্রতি অনুরাগ না হইলে বিষয়রাগ যায় না। কতকগুলি লোক জগৎভোগে ব্যস্ত হইয়া ভোগী এবং অপর কতকগুলি লোক জগতে সুখ নাই বলিয়া

ত্যাগী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের একজন বিলাসী ও আর একজন কৃত্রিম বৈরাগী। ইঁহারা উভয়েই স্বসুখকামী; তবে একজন স্পষ্টভোগী, আর একজন প্রচ্ছন্ন ভোগী। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগী বা শুষ্ক-বৈরাগীও নহেন। তাঁহারা ভগবচ্চরণে অনুরাগী যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বিষয়কে অনর্থজ্ঞানে তাহার নিবৃত্তি করিবার জন্য যে স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য। ভক্তগণ তাদৃশ শুষ্ক-বৈরাগ্য স্বীকার করেন না। সহজন-স্বভাবের নিকট কৃত্রিমতার স্থান নাই। কৃত্রিমতা অল্পক্ষণস্থায়ী; **কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া বিষয়নিবৃত্তি করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া ভক্তিযাজনের অনুপযোগী হইয়া পড়ে।** বাহ্যভাবে বিষয় পরিত্যাগ করিলেই বিষয় জীবকে ছাড়ে না। কারণ বিষয়রস অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ রস না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের বিষয়চেষ্টা অনিবার্য্য। বহু কষ্টে বিষয় পরিত্যাগ করিলেও মনে মনে বিষয় ভোগ হইয়া থাকে; তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

যে মূঢ়ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক মনে মনে বিষয়চিন্তা করে, সে ব্যক্তি কপটাচারী। দুর্ব্বল, নিরাহারী বা সংযমী হইলেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে বিষয়তৃষ্ণা বিগত হয় না। মনে মনে তাঁহাদের সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা হয়। কিন্তু যখন বিষয়-রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরস লাভ হয় তখন সুখ-দুঃখপ্রদ বিষয় আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়; তজ্জন্য কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ বিষয় পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু বিষয়কে নিজ-ভোগ্য না জানিয়া তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। ভগবানের সহিত যাহার সম্বন্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তির যুক্তবৈরাগ্য সম্ভবপর নহে। তবে জড়াসক্ত আমাদের হৃদয়ে এই সহজ বৈরাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিপ্রতিকূল বিষয়গুলি অতি যত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে ভগবদনুশীলনে যত্নপর হইতে হইবে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপায় ভক্ত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বৈরাগ্য আপনিই উদিত হইবে।

আমরা সংসারী জীব, সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের সততই আছে। সৌভাগ্যক্রমে যদি ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনকারী শরণাগত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমরা আশ্রয় পাইতে পারি, নতুবা সংসার-মুক্তির আর অন্য কোনও উপায় নাই। যেমন সঙ্গ তেমনই ফল লাভ হইবে। যদি বিলাসীর সঙ্গ করি, তাহা হইলে বিলাসী হইব; যদি ত্যাগী বা বৈরাগীর সঙ্গ করি, তাহাতে শুষ্কবৈরাগী হইব; আর কৃষ্ণানুরাগীর সঙ্গ করিলে কৃষ্ণানুরাগ ও বিষয়বিরাগ সহজলভ্য হইবে। ইহা নিত্যস্থায়ী।

সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলে জীবের সংসারমুক্তি হয়। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষা। মন্ত্র আমাদিগকে মননধর্ম্ম হইতে রক্ষা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আত্মসমর্পণের পরে সংসারনিবৃত্তি হইলে আমরা ভগবানের শুদ্ধসেবা লাভ করিতে পারি। তখনই অনুকূলকৃষ্ণানুশীলন হয়—নিরন্তর ভগবৎ-কথারসসেবানুশীলনরূপা শুদ্ধা ভক্তি যাজিত হয়। আমরা বর্ত্তমানে যে সাধন-ভজন করি, তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সাধুর অনুগত হইয়া সাধন করিতে পারিলে সকল জীব নির্ম্মল হইতে পারে। এই সাধনকার্য্যে কৃষ্ণকৃপার প্রয়োজন। যখন আমরা সাধুর অনুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধসেবাপ্রার্থী হই, তখন অকিঞ্চন হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আত্মদুঃখ জানাইলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন করিতে হইবে। ভজন করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হইলে আমরা কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারিব। কিন্তু যাহারা এই সংসার-বন্ধন ক্ষণেক নাশ করিতে চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য প্রকৃত যত্ন না লইয়া উদ্‌ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠেন, তাহারা ক্ষুদ্র-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া শেষে নৈরাশ্যই ভোগ করিতে থাকেন।

কৃষ্ণচিন্তা না হইলে সংসারচিন্তা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই একমাত্র প্রয়োজন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই ইহা সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত বিষয়-বিরাগের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে কৃষ্ণের কীর্ত্তন করা ছাড়া যে আমাদের আর অন্য কোন গতি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফল্গুবৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই ; সেই জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত-বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়াছেন,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

প্রভুবরের অপ্রকট-লীলবিলাসে

বিরহ-বেদনা

[২]

কাঁহা মোর প্রাণনাথ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জন।
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী যাঁর প্রাণ ধন ॥
মদীয় অভীষ্টদেব রাধাপ্রিয় জন।
সারদ-রাস-লীলায় করিলে গমন ॥
হরিনাম করাইলে গ্রহণের ছলে।
নামে মাতোয়ারা করি লীলা সম্বরিলে ॥
কীর্ত্তন বিগ্রহদেব আচার্য্যভাস্কর।
নর্ত্তন সুন্দর তব অতি মনোহর ॥
বেদান্তের প্রতিপাদ্য ভক্তি বাখানিলা।
মায়াবাদী কুসিদ্ধান্তী পরাস্ত করিলা ॥
বিচারে অপরাজেয় পরম গম্ভীর।
ভক্তিবিরুদ্ধমত খণ্ডিতে মহাবীর ॥

আজিকে করিবে প্রভু, পাষণ্ডদলন ।
তব অদর্শনে ভক্ত কাঁদে অনুক্ষণ ॥
চরণকমল স্পর্শ আর কবে পাব ।
তুয়া অদর্শনে নাথ কেমনে গোঁঙাব ॥
মৃদুমন্দ হাঁসি তব অধরে মধুর ।
স্নেহধারা ক্ষরে সদা বাৎসল্য প্রচুর ॥
'বজ্রাদপি' কঠোর তুমি দৈত্যদলনে ।
পুষ্প হতে অতি কোমল ভক্তপালনে ॥
গৌরকরুণা শক্তিবিগ্রহ ধরিয়া ।
কৃষ্ণসেবা দানিলা রূপানুগ হইয়া ॥
জগৎ উদ্ধার লাগি' কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবর ।
অবতীর্ণ হয়েছিলে সর্ব্বশক্তি ধর ॥
কুসিদ্ধান্ত সকল করিলে খণ্ড খণ্ড ।
হরিকথা প্রচারিলে প্রতাপে প্রচণ্ড ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-মনোভীষ্ট প্রকাশি জগতে ।
ডুব ইলে ভক্তে ভক্তিবিনোদ-ধারাতে ॥
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে সর্ব্ব লোকালয়ে ।
হরিনাম বিতরিলে কৃষ্ণ নামাশ্রয়ে ॥
নদ-নদী অতিক্রমে না মানিলে শ্রম ।
ভক্তগণে আকর্ষিলে করি আত্মসম ॥
কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষ্ণ চিন্তা রত ।
অন্তর বাহির তুমি কৃষ্ণ অনুগত ॥
আশ্রয়বিগ্রহ তুমি নিত্য বর্ত্তমান ।
জীব মাঝে চৈত্তরূপে বিরাজিত হন ॥

তবে সেই জীব হয় ভাগ্যবান অতি।
তোমার কৃপায় হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
অতএব চারি বেদে তব গুণ গায়।
তব ভক্তি ব্যতিরেকে কৃষ্ণ নাহি পায়॥
কৃষ্ণস্থানে অপরাধে কৃষ্ণ নামে তরে।
তোমা স্থানে অপরাধে কৃষ্ণ ত্যজে তারে।
ভক্ত লাগি নিজ পুত্র কৃষ্ণ সংহারিল।
ভক্ত মর্য্যাদা লঙ্ঘন প্রভু না সহিল॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তোমা মাঝে হেরি।
তদধিক গুরুনিষ্ঠা বর্ণিবারে নারি॥
তুমি মোর নিত্য প্রভু কৃষ্ণদয়ীত জন।
কৃষ্ণসেবা প্রদানিতে মহা দক্ষ হন॥
পরম বান্ধব মোর, দেব শিরমণি।
জানাইলে নিত্যতত্ত্ব তুমি মহাগুণী॥
সংসার হইতে মোরে আনিলে কাড়িয়া।
কৃষ্ণসেবা জানাইলে সচেষ্ঠ হইয়া॥
অনাশ্রয় জানিয়া মোরে আশ্রয় দানিলে।
এ'দীনে তব সেবায় নিযুক্ত করিলে॥
তোমার আশীষরাশি বর্ণিবারে নারি।
পতিত অধম মুঞি কি কহিতে পারি॥

—শ্রীস্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

[৩]

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অথবা শ্রীভাগবত-পরমহংসগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথিতে নিষ্কপট পরমদৈন্য বিগলিতচিত্তে তাঁহাদের অতুল, অসংখ্য গুণাবলীর আংশিকভাবে স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা সাধকের জীবন ধারণই বৃথা বা মৃত্যুতুল্য। তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভজন-প্রণালীরূপ গুণাবলীর স্মরণপূর্ব্বক তাঁহারা কিভাবে শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন, সেই রহস্য-জ্ঞানের জন্য দীনভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে।

মাদৃশ অধম অযোগ্য বিধায় লিখিবার বা বলিবার কোন সামর্থ নাই। তবুও শ্রীল গুরু মহারাজের গুণগান কীর্ত্তন করিতে হইবে, ইহা পরম-সৌভাগ্যের বিষয় হওয়ায় নিজের আত্মমঙ্গলের জন্য অসমর্থ হইলেও কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভগবান্ নিত্য, ভগবৎ-সেবক নিত্য এবং ভগবানের সেবাও নিত্য। শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। তিনি ভক্তগণের অগ্রণী ভক্তরাজ। গুরুসেবকগণ বৈষ্ণব। গুরু ও বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় পথ নাই। আমারা মহাজন গীতিতে পাই—"ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পাইয়াছে কেবা।" সুতরাং সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা নিত্য কর্ত্তব্য। অনুকরণের দ্বারা মঙ্গল হয় না, অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল হয়। সেই কারণে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনুকীর্ত্তন, অনুগমন, অনুশরণ ইত্যাদি কথাগুলি বহুল প্রচার শুনিতে পাই।

অনুপরম ণুতুল্য কীট হইলেও কৃষ্ণদাসের দুঃখ নাই। উহা পরম আদরণীয় বস্তু বলিয়াই গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—"কীট জন্ম হউক তবু তুয়া দাস। কোটি ব্রহ্মানন্দে নাহি মোর আশ॥"

আমরা মঠ মন্দিরে আসি কেন? এর উত্তর—হরিভজন করিবার জন্য আসিয়াছি, হরিভজন ছাড়া মানব জীবনের আর কোন শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নাই। হরিভজনের জন্য এই সংসারের আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা, ধন-সম্পদ ছাড়িয়াছি। এক্ষণে অনুনয় বিনয় করিয়া সাধুগুরু-পাদপদ্মে প্রার্থনা করি—আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে মঠে থাকিবার স্থান দিন।

গুরু-বৈষ্ণব উক্ত ব্যক্তিগণের মঠে স্থান করিয়া বা গৃহস্থ জীবের হরিনাম দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও মঠ-মিশন ত্যাগ করিয়া বা গুরু ছাড়িয়া অন্যগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে কেন,—

শ্রীগুরুদেব যাহা ভাল বাসেন বা যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা আশ্রিত জনের মনে প্রাণে আনন্দদান উৎপাদন করে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিনিবেশবশতঃ সেবকের চিত্ত বৃত্তি "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" এই অহঙ্কার আশ্রয় করে এবং ফলস্বরূপ স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধিলোপ পাইয়া আমি কর্ত্তা, আমি পিতা, আমি মাতা ইত্যাদি বিরূপ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সতত মনকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অমূল্য মনুষ্য জীবনকে নরকের পথে ধাবিত করেন। মঠ-মিশন হরিভজনের একটি প্রধান ভক্তিকেন্দ্র—অলসতা করিয়া কাটাইবার স্থান নহে। ফলস্বরূপ অনেক সময় কেহ কেহ মিশন হইতে চলিয়া যায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের অনুবাদে বলিয়াছেন—

আসক্তি-রহিত,　　সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলই মাধব।

অর্থাৎ এই জগতের সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ সুতরাং সমস্ত বস্তুকেই কৃষ্ণসেবায় লাগাইয়া দিতে হইবে ইহাই জীবের পরমমঙ্গল। আমাদের প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি বাক্য কায়মনোবাক্য অর্থাৎ জীবাত্মা, সূক্ষ্মদেহ বা মন আর পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ সমস্তই কৃষ্ণ-ভোগ্যবস্তু, কৃষ্ণ-ভোগের ইন্ধন। শ্রীভাগবতের "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদার বিন্দয়ো" শ্লোকে আমাদের কি করণীয় তাহা সুন্দরভাবে অম্বরীষ মহারাজের মধুর চরিত্রের মাধ্যমে আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আরও আমাদের জানাইয়াছেন,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেশ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধান রহিত,

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মরূপ আবিলতাদ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বা মিশনরূপী শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেব, শ্রীআচার্য্যদেব বা তদনুগত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কুকুর-শৃগাল ভক্ষ্যদেহের বল-বীর্য্য-ক্ষমতা, রক্ত-মাংস কি প্রকারে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া দেহধারণ বা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা যায় তাহা আচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। "Back to God and Back to home is the message of Goudiya Math." শ্রীগৌড়ীয় মঠ শুদ্ধভক্তির প্রতিষ্ঠান। ইহা হরিকীর্ত্তন মুখরিত কুঞ্জ।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বহু ভক্তি-প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া জগৎজীবের হরিবিমুখতাকে হরিভজনের অনুকূলে আকর্ষণ করিবার উত্তম সুযোগ দান করতঃ তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে পারমর্থিক জীবন-বীমার মাধ্যমে এই ভক্তিকেন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কলিযুগের মহামন্ত্র 'হরিনাম'কে আশ্রয় করতঃ সাধন পথে এগিয়ে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখান আপনে॥

আজ এই শুভ অপ্রকট-বাসরে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বাণী স্মরণ করিয়া বিদায় নিচ্ছি—

জয়তি জয়তি নাথানন্দরূপং মুরারে-
বিরমিত নিজধর্ম্ম ধ্যান পূজাদিযত্নম্
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।

শ্রীগুরুদাসাভাস—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী
পুলিশ আরক্ষা বেতার কেন্দ্র
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

শ্রীগুরু-বিরহ-তিথি-বাসর

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ (নদীয়া)
ইং ৫।১০।৭১

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৩য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতে যুগান্ত আনয়নকারী আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ চিদ্‌বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়



শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে
ঊর্জ্জাব্রতকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম
ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যায় রত ।

বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** প্রভুবরের ৩য় বার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ১লা দামোদর, ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর মঙ্গলবার দিবসে মহাসমারোহে সমিতির প্রধান কার্য্যালয় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা তৎশাখা অন্যান্য মঠ সমূহেও উক্ত মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত বিরহ-তিথির আগমনে ভক্তগণ বিরহ-কাতরা হইয়া তদীয় সেবা-উদ্দীপনায় এই মহামহোৎসবের বিশেষভাবে আয়োজন করেন। উল্লিখিত দিবসের পূর্ব্বদিন হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন কুটিরের সন্নিকটস্থ তদীয় সমাধিপীঠ-মন্দিরে তথা মূল মন্দির এবং কীর্ত্তন-সদন ও তৎসহ বহির্দ্বারস্থ তোরণগুলি বিবিধ পত্র-পুষ্প-মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করেন। তদুপরি উৎসব উপলক্ষ্যে বৈদ্যুতিক আলোক-সজ্জার বিশেষ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কদলীবৃক্ষ রোপণ, আম্রপল্লবাদিযুক্ত ঘট, পতাকা ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সম্ভার প্রভৃতি দ্বারা ভক্তজন-চিত্তহরণকারী মনোরম দৃশ্য সমন্বিত করা হয়।

মহোৎসব-দিবসে যথারীতি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি আদ্যি কীর্ত্তনাদি গুরু-মহিমা-সূচক বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন মঠ হইতে আমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা শ্রীশ্রীলগুরুপাদপদ্মের অনেক সতীর্থ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। তৎপর মহতী সভার আয়োজন করিলে শ্রীল গুরুমহারাজের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, শ্রীগৌরজন-পরিকর শ্রীভক্তিবিনোদ-চৈতন্য-সরস্বতী-ধারায় তাঁহার অসাধারণ প্রচার-বৈশিষ্ট্য তথা পাষণ্ডদলনে অতুলনীয় সিংহবিক্রমের কথা বক্তৃতামুখে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন।

সভান্তে মধ্যাহ্নকালে বিভিন্ন অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি সম্ভার উভয় দুই মন্দিরে কীর্ত্তনমুখে নিবেদিত হইলে মধ্যাহ্ন-আরাত্রিকান্তে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলীকে উহা বিশেষ আপ্যায়নের সহিত সেবন করান হয়। তদন্তর আহূত প্রত্যেককেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বৎসর নবদ্বীপ সহর ভীষণ বন্যায় কবলিত হওয়ায় কয়েক শতাধিক ব্যক্তি মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহারা তথা তাঁহাদের অনেক আত্মীয়-পরিজনও এই মহোৎসবে প্রসাদ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন নাই।

উক্ত দিবসেই সন্ধ্যায় কীর্ত্তন সহযোগে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে পুনঃ বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক (সেবা-সচিব) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তদনন্তর শ্রীলগুরুপাদপদ্মের বিরহ-তিথি-উপলক্ষ্যে আর্ত্তি-ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলির নির্ম্মাল্যস্বরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত কবিতা-প্রবন্ধাদি আবৃত্তি করা হয়।

অতঃপর শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ এবং মঠস্থ বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত চরিত্রের অলৌকিক গুণরাশি প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে সভাপতি-মহারাজ তাঁহার ভাষণে উক্ত মহাপুরুষের জগতে বহুল-দান-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল ভাষায় বাষ্পপুরিত নয়নে ভাবাবেগে গদ্ গদ্‌কণ্ঠে বর্ণনা করেন। তাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করতঃ কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য সমিতির প্রত্যেক মঠে তথা অনেক গৃহস্থ ভক্ত-গৃহেও তাঁহার বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বধামে শ্রীমৎ অধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে আশ্বিন (ইং ১২।১০।১৯৭১) মঙ্গলবার দিবা ২।২০ মিনিটের সময় প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রবীণ সেবক **শ্রীমৎ অধোক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ** শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন।

তিনি বাংলাদেশের ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার নিকটবর্ত্তী 'বাজিতপুর' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাজিতপুর গ্রাম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাঙ্কপূত। ১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রামে শুভ-পদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ বাবাজী মহারাজ গৃহস্থ-আশ্রমে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আশ্রিত হন। ঐ সময় তিনি গৃহে থাকিয়া যথারীতি বৈষ্ণবাচার পালন করতঃ ভজন করিতেন। কিন্তু অবশেষে সংসারের অনিত্যতা ও জীবন ক্ষণভঙ্গুর-বিধায় তিনি সংসারে আর সময় অতিবাহিত না করিয়া শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া ত্যাগী-জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা করেন, তাঁহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ সঙ্কলিত 'সংস্কার-দীপিকা'-মতে শুক্লাম্বর-কৌপীন, বহির্ব্বাসাদি দ্বারা তাঁহাকে বাবাজী-বেষ প্রদান করেন। তদবধি তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন মঠে থাকিয়া যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কালনাস্থ শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম প্রভৃতির জন্য সেবা-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতা ও দৈন্যাদি ব্যবহারে সমিতির সেবকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছে।

তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের তিন কন্যা বৈষ্ণবমতে শ্রাদ্ধাদি করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতঃ সমিতির সেবকবৃন্দকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। সাত্বত-বিধানানুসারে গত ৪ঠা কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর শুক্রবার দিবসে বসিরহাটের সন্নিকটস্থ পুন্‌রা গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার গৃহে বিশেষ সাড়ম্বরে সহিত শ্রাদ্ধাদি ও বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। উক্ত কার্য্যে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের দৌহিত্র শ্রীরাধাপদ সরকার মহাশয়ের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এতদ্ব্যতীতও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বিরহে সমিতির সেবকবৃন্দ বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছেন।

—নিজস্ব-সংবাদ

পরলোকে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী

গত ১৪ই ভাদ্র, মঙ্গলবার ১৩৭৮ (ইং ৩১।৮।১৯৭১) দিবা ৩।৩০ মিনিট সহর-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের সংলগ্ন "মহিলা-নিবাসে" পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে স্বধামে গমন করিয়াছেন। এই স্বনামধন্যা বিদুষী মহীয়সী মহিলাকে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠানের গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী-সন্ন্যাসী কে না চিনেন? সারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণের নিকট তিনি স্নেহের "সরোজ দি" নামেই সুপরিচিতা

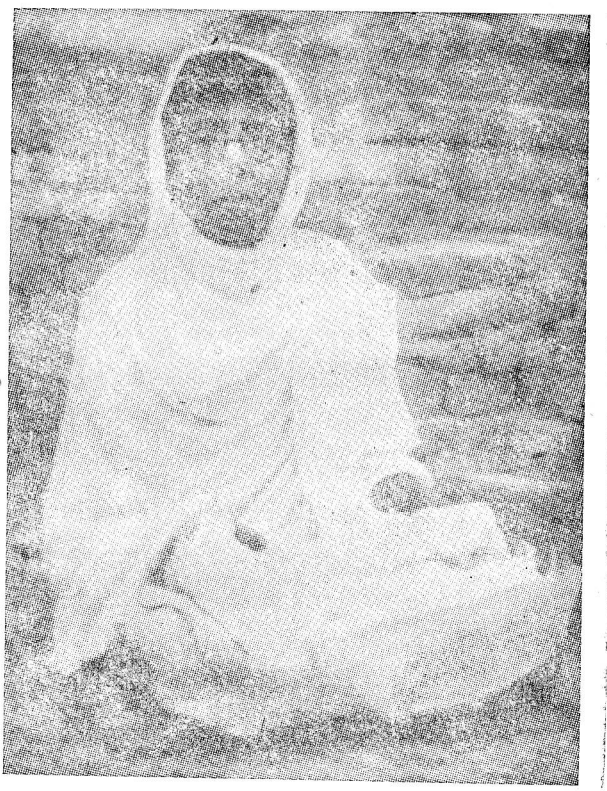

ছিলেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠাই তাঁকে এই গৌরবের উচ্চশিখরে স্থাপন করিয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত ইহাঁর ব্যবহারিক-পারমার্থিক উভয় সম্পর্ক থাকায় আত্মীয়তা ঘনিষ্টতর ছিল। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেবের লৌকিক সম্পর্কে পিসিমাতা হইলেও তিনি "সরোজ দি"নামেই সম্বোধিত হইতেন এবং সরোজবাসিনী দেবীও তাঁহাকে পূজনীয় 'বিনোদ দা' পরে "কেশব মহারাজ" বলিয়াই গৌরব প্রদর্শন করিতেন। পারমার্থিক ক্ষেত্রে ইহাই এক অদ্ভুত রীতি। পুত্রও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মাতা-পিতা দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা আশ্রমোচিত বেষের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন—
"সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর। পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার॥"
এক্ষেত্রেও আমরা তাহার ব্যত্যয় লক্ষ্য করি নাই।

সরোজবাসিনীর যৌবনকালেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনে বিশেষ আগ্রহ ও নিষ্ঠার মূলে ছিল কিছু সংসারিক বিপর্য্যয়। ইনি পূর্ব্ব-বঙ্গের বরিশাল-জেলার সুপ্রসিদ্ধ বানরীপাড়ার সর্ব্বোত্তরের বাড়ীর শ্রীযুত রামচন্দ্র গুহঠাকুরতা মহাশয়ের কন্যার মধ্যে তৃতীয়া কন্যা ছিলেন। দাণ্ডোয়াটের শ্রীযুত যামিনীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইহার শুভ-পরিণয় হয়। স্বামী পরলোক গমন করিলে ১৯ বর্ষ বয়সেই ইনি বাল্য-বিধবা হইলেন। তখন হইতেই ধর্ম্ম-কর্ম্মে ইহাঁর প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

তিন বৎসর পরে ইনি ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠ ও সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-কেশরী জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের** শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীনাম ও দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ভজন-সাধনে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। বেলঘরিয়া স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়তমা বসুও একইসঙ্গে শ্রীচরণাশ্রিতা হন। দীক্ষাদি গ্রহণান্তে সরোজিনী দাণ্ডোয়াটে থাকিয়াই ইষ্টদেবের সেবা-পূজা পরমানন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। নিজের আহার-বিহারে সংযম ও আদর্শ গৃহস্থ-জীবন-যাপনপূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। গৃহে বসিয়া থাকিলেও কবে ধামে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব দর্শন হইবে, এই অধীর প্রতিক্ষায় দিন কাটাইতেন। শয়নে-স্বপনে তাঁহার সেবাচেষ্টাই প্রবল ছিল। তিনি বিশেষ পরিপাটী-সহকারে সেবার জন্য বিভিন্ন রকমের বড়ি, আচার, আমসত্ত্ব ও পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ খাবার প্রস্তুত করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে প্রেরণ করিতেন।

কলিকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে পরিচালিত পারমার্থিক প্রদর্শনীতে (Corporation Groundএ Theistic Exhibition) শ্রীযুক্তা সরোজিনীর সূঁচী-কারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ-নির্দ্দেশমত তিনি উক্ত প্রদর্শনী-গৃহের একটি কক্ষ Stall স্বহস্তে প্রস্তুত Sewing & Embroideringএ পূর্ণ করিয়াছিলেন। অবসরমত তিনি শ্রীবিগ্রহের বিবিধ পোষাক, আসন ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া শ্রীধামে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ গোপন দানের তুলনা ছিলনা। কথিত আছে, তিনি শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহগণকে বহু কারুকার্য্যখচিত মূল্যবান্ মুকুট প্রস্তুত করাইয়া দান করিয়াছিলেন।

অনুমান ১৯৩০ সালে শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী তাঁহার মাতার সহিত শ্রীধামে আসিয়া তাঁহার নিজব্যয়ে নির্ম্মিত গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। অদ্যাপিও সেই গৃহ সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান, কিন্তু আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে উহা নির্জ্জনতার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই গৃহে থাকিয়াই সরোজবাসিনী দেবী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শনে আগত বিশিষ্ট রাজপুরুষগণের নিমিত্ত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগসামগ্রী প্রেরণ করিয়া মহাপ্রসাদের মহিমা প্রচার করিয়াছেন ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রত-পর্ব্বাদিতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত প্রসিদ্ধ পিঠা-পানা প্রস্তুত করিয়া তিনি গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট প্রচুর প্রশংসনীয়া হইয়াছেন। অন্নকূট-মহোৎসবাদিতে তাঁহার রন্ধন-নৈপুণ্য সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার রন্ধন-সেবা-পরিপাটী "রাঘবের ঝালি"র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আদর্শ গৃহস্থজীবন-যাপনকালে তাঁহার শ্রীনামগ্রহণে নিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও ভক্ত-মহিলা-সমাজে উহা অনুশীলন ও প্রচার-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতিকাব্য—শরণাগতি, গীতাবলী, কল্যাণকল্পতরু এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা অতি সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নিজে পাঠ করিয়া শুশ্রূষু মহিলা-সমাজে পরিবেশন করিতেন। সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশেও তাঁহার রচিত কবিতাদি

মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সকলকে বিস্মিত করিত। শাস্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ তিনি যথাযথ আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি শ্রীযুত পুলিনবিহারী গুহঠাকুরতার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাণীবালা গুহঠাকুরতা, তাঁহার অনুজা শ্রীমতী প্রেমলতা দত্তের কন্যাত্রয়—শ্রীমতী কমলাবালা, শ্রীমতী অমলাবালা বসু ও শ্রীমতী লীলাবতী ঘোষের সান্নিধ্যে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশের পর গৌড়ীয় মিশনের পরিচালনাদি-ব্যাপারে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম কোলদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক পৃথক্‌ভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্নস্থানে তদধীন শাখামঠসমূহ স্থাপিত হয়। সরোজবাসিনী দেবীও ঐ সময়ে কোলদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ-সংলগ্ন মহিলা-পল্লীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য্যদেবের সহিত তিনি বিভিন্ন তীর্থস্থানাদি পরিক্রমা ও দর্শন করেন এবং সমিতির মাসিক মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকায়" কবিতা-প্রবন্ধাদি প্রেরণপূর্ব্বক শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির পরমোপাস্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী জীউর বিভিন্নভাবে সেবা করিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহগণের বস্ত্র-আভরণাদি, শ্রীমন্দির, শ্রীগুরুদেবের ভজনাস্থলী ও সেবকখণ্ডাদি নির্ম্মাণে তাঁহার আংশিক দান সকলেই কৃতজ্ঞতাসহকারে স্মরণ করিবেন।

সারস্বত-গৌড়ীয়-সমাজে সকলের নিকট শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী আদরণীয়া ছিলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ নীতি সকলকেই আকর্ষণ করিত। তাঁহার গুরুভ্রাতা-ভগ্নীকে তিনি সমানভাবে স্নেহ-আদর-যত্ন-শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আজ তাঁহাদের স্নেহশীলা "সরোজদি"র বিরহে কাতর ও বিহ্বল। শ্রীবেদান্ত সমিতির সেবকগণকে তিনি যেরূপ স্নেহ-যত্ন করিতেন, তাহা আমরা কখনই যেন বিস্মৃত না হই। তিনি পরজগৎ হইতে আমাদিগকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, যাহাতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আমরা জীবনোৎসর্গ করিতে পারি।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

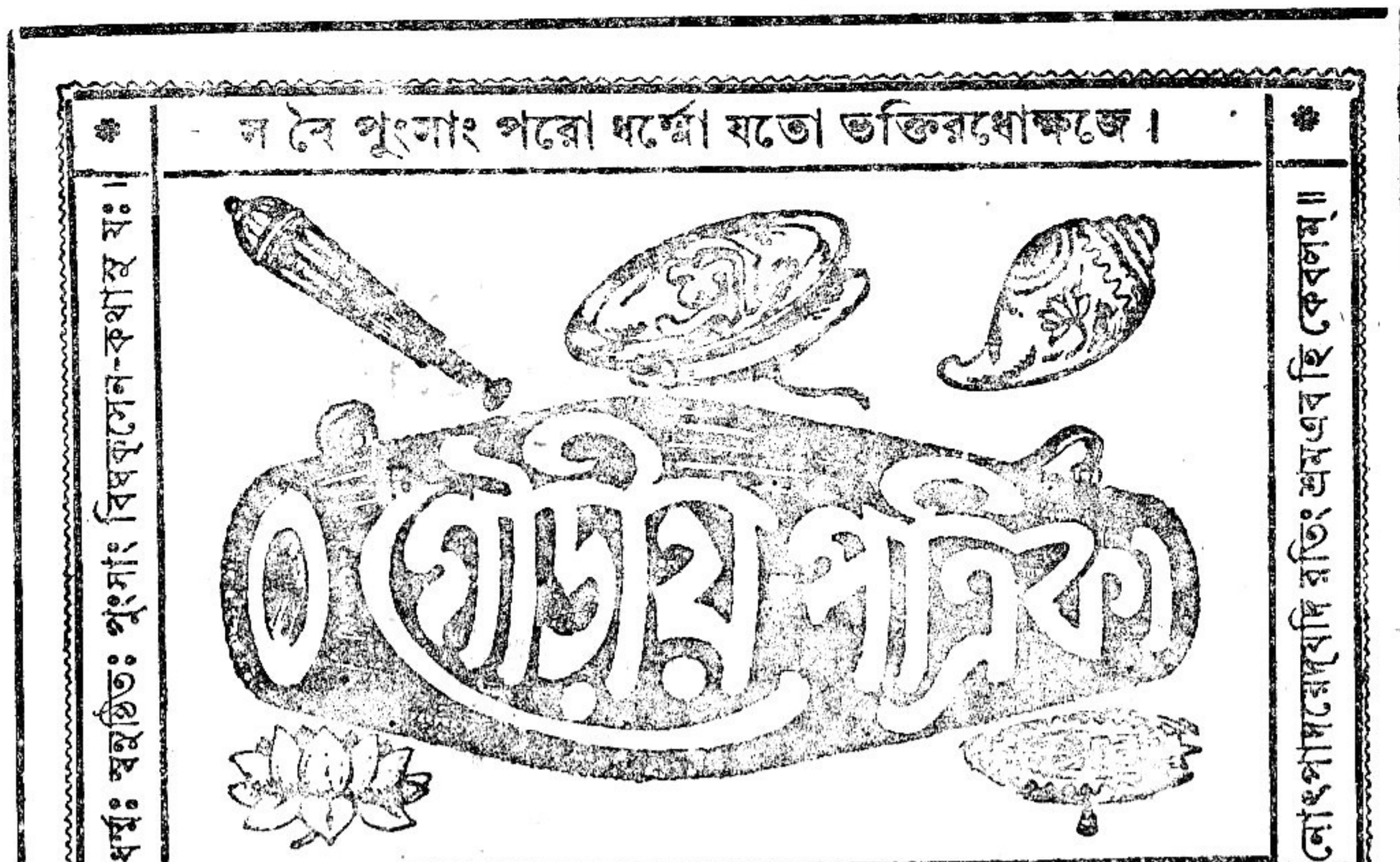

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ১৫ কেশব, ৪৮৫ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৮ ; ইং ১৭।১১।১৯৭১ } ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

হা নপ্ত্রি রাধে তব সূর্য্যভক্তেঃ
কালঃ সমুৎপন্ন ইতুঃ কুতোঽসি।
ইতীব রোষান্মুখরা লপন্তী
সুধেব কিং মাং সুখয়িষ্যতীহ॥ ৮৩॥

হে নপ্ত্রি রাধিকে! তোমার সূর্য্যপূজার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, এ স্থান হইতে গিয়া কোথায় বসিয়া আছ? মুখরার এরূপ রোষবাক্য এই বিষয়ে অমৃতের ন্যায় আমাকে কি সুখী করিবে? ॥ ৮৩॥

দেবি ভাষিতপীযূষং স্মিতকর্পূরবাসিতং।
স্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং নু সেবিষ্যতে ময়া॥৮৪॥

হে দেবি! স্মিত অর্থাৎ ঈষৎ হাস্যরূপ কর্পূরবাসিত তোমার বাক্যামৃতকে কি আমি নেত্র ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা সেবন করিব? ॥ ৮৪ ॥

কুসুমচনয়নখেলাং কুর্ব্বতী ত্বং পরীতা
রসকুটিলসখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধম্।
কপটকলহকেল্যা কাপি রোষেণ ভিন্না
মম মুদমতিবেলং ধাস্যসে সুব্রতে কিম্ ॥ ৮৫ ॥

হে সুব্রতে রাধিকে! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং কৌটিল্যপর সখীদের সহিত পুষ্পচয়ন খেলা করিতে মিথ্যা কলহপূর্ব্বক ক্রোধ ভিন্না অর্থাৎ ত্যক্ত স্বভাবা হইয়া অতিশয় রূপে কি আমার হর্ষ বিধান করিবা? ॥ ৮৫ ॥

নানাবিধৈঃ পৃথুল-কাকুভরৈরসহ্যৈঃ
সংপ্রার্থিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন।
ত্বন্মানভঙ্গবিধয়ে সদয়ে জনোঽয়ং
ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতাপদান্তে ॥ ৮৬ ॥

হে সদয়ে রাধিকে! নানাবিধ অসহ্য সুবিস্তর বিনয় বাক্য দ্বারা তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ তোমার মানভঞ্জন করাইবার নিমিত্ত আমাকে সম্যক্ প্রার্থনা করিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কহিবেন, "অয়ে রত্তিমঞ্জরি! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি অদ্য আমি কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন তোমার স্বামিনী আমার প্রতি রুষ্টা হইলেন, হায়! আমি কি করিব, আমার প্রতি কে এমন স্নেহবতী আছে যে সেই প্রাণপ্রেয়সীর সহিত আমাকে সঙ্গমিত করাইবে" এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি মানভঙ্গ নিমিত্ত অতিব্যগ্র হইয়া কবে ললিতার পাদসমীপে পতিত হইব? ॥ ৮৬ ॥

প্রীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলাসবীণাদি-বাদ্যোৎসবৈঃ
শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভৃশং।
বৃন্দারণ্যমহাধিপত্যবিধয়ে যঃ পৌর্ণমাস্যা স্বয়ং
ধীরে সংবিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে ॥ ৮৭ ॥

হে ধৈর্য্যগুণশালিনী! মঙ্গল-গীত-নৃত্য ও বীণাদিবাদ্যোৎসবের সহিত সুবাসিত বিশুদ্ধ জলপূর্ণ ঘটের দ্বারা পৌর্ণমাসীদেবী স্বয়ং অতি প্রীতিপূর্ব্বক বৃন্দাবনের মহারাজ্ঞী করিবার নিমিত্ত যে তোমার অভিষেক করিবেন সেই মহাভিষেক কি আমি দর্শন করিব? ॥ ৮৭ ॥

ভ্রাত্রা গোযুতমত্র মঞ্জুবদনে স্নেহেন দত্তালয়ং
শ্রীদাম্না কৃপণাং প্রতোষ্য জটিলাং রক্ষাখ্যরাকাক্ষণে।
নীতায়াঃ সুখশোক-রোদনভরৈস্তে সংদ্রবন্ত্যাঃ পরং
বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যতে ইতঃ কিং লালনাং মেঽগ্রতঃ॥ ৮৮॥

হে মনোজ্ঞবদনে! তোমার ভ্রাতা শ্রীদাম রাখী পূর্ণিমায় কৃপণা জটিলাকে অযুত গো দানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়া আলয়ে লইয়া গেলে পর "মাতাপিতার দর্শনে সুখ ও শ্বশুরালয়ে দীর্ঘকাল বাস জন্য শোক" এই উভয় এককালে অনুভবপূর্ব্বক রোদনাতিশয্যে তুমি যখন গলিত হইবা তৎকালে অতি-বাৎসল্যবশতঃ তোমার মাতা কীর্ত্তিদা ও পিতা বৃষভানু আমার অগ্রে হে মাতঃ! রোদন করিও না, তুমি আমাদের চক্ষু, তোমাকে না দেখিলে চক্ষু অন্ধ্য হয়, এই বলিয়া মস্তক গাত্রাদি স্পর্শনপূর্ব্বক কি লালন বিধান করিবেন? ॥ ৮৮॥

লজ্জয়াপিপুরতঃ পরতো মাং
গহ্বরং গিরিপতের্বত নীত্বা।
দিব্যগানমপি তৎ স্বরভেদং
শিক্ষ্যয়িষ্যসি কদা সদয়ে ত্বম্॥ ৮৯॥

হে দয়াশীলে! লজ্জাবশতঃ সখীদিগের অগ্র হইতে আমাকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের গহ্বরে লইয়া গিয়া দিব্য গান অর্থাৎ গান সাধন কাব্য এবং তাহার স্বরভেদ কবে শিক্ষা করাইবা? ॥ ৮৯॥

যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা
লজ্জয়া নতমুখীং গণতো মাম্।
দেবি দীব্যরসকাব্যকদম্বং
পাঠয়িষ্যসি কদা প্রণয়েন॥ ৯০॥

হে দেবি রাধিকে! ললিতাদেবী নিশ্চয়ই আমার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিবেন, আমি ত্বদীয় পরিবার সুতরাং লজ্জাতে অবনতমুখী হইলে তুমি কবে সুমধুর রস-ঘটিত বাক্য সকল আমাকে পাঠ করাইবা? ॥ ৯০॥

(ক্রমশঃ)

লীলাস্মরণের প্রণালী ও অধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭
১৭ই নবেম্বর, ১৯৩০
১১ কেশব, ৪৪৪ গৌঃ

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে যে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন,** উহাই স্বরূপের পরিচয়। **অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়।** স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া না দেয়। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিম-ভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপ-সিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এবিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকী ভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(জীবের অধিকার)

১। ভক্তের যোগ্যতা-লাভের মূলে কি ?

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥
জ্ঞানকর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৫

২। জীবের ধামদর্শনের অধিকার কখন হয় ?

"জড় জাল ভীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ।
জীবচক্ষুঃ করে ধাম শোভা দরশন॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ৬

৩। জড়েন্দ্রিয়গণ কি ধামসেবার যোগ্য ?

"যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে॥"

নঃ ভাঃ তঃ ৪

৪। অধিকার বিচার না করিয়া অপ্রাকৃত লীলা-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য কি ?

"দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা-হার॥
অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥"

—'সরলকীর্ত্তন', কঃ কঃ

৫। ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে অধিকারী কে ?

"বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব দ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশুভাবান্বিত ও ইশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়-কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত ও মহাধুর্দ্ধর (মহাধুরন্ধর) একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে,

আর নিতান্ত মূর্খ ও বল বুদ্ধিহীন কোন পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরের ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে।” —শ্রীমঃ শিঃ, ৫ম পঃ

৬। অভক্তের পক্ষে ভক্তচরিত্র আলোচনীয় কি ?

“যাঁহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ন্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন বিফল।” —‘সমালোচনা’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৪

৭। কিরূপ ব্রাহ্মণের কিরূপ বেদে অধিকার ?

“ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব প্রতিপাদক বেদেই অধিকার।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। পরমার্থচেষ্টা উদিত না হইলে জীবের কোন্ নীতি অবলম্বনীয়া ?

“যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি ?” —‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৯। স্ত্রীজাতির সাধারণতঃ কোন্ আশ্রমে অধিকার ?

“স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমল-বুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়।” —চৈঃ শিঃ ২।৪

১০। সাধক স্ত্রীপুরুষগণের ভজনস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ ?

“বাহ্য-দেহগত স্ত্রীপুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক এবং পুরুষদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ১০।৬

— জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের
শ্রীচরণকমলে নিবেদন

পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

আমি অতি দীনা ভক্তিহীনা অভাজন ।
কেমনে পূজিব তোমার চরণকমল ॥
অসংখ্য প্রণতি তব রাতুল চরণে ।
কৃপা কর এবে এছার প্রণিতা জনে ॥

অনন্ত যোনি ভ্রমিয়া আসিয়াছি এবে ।
মো সম অপরাধিনী আর না পাইবে ॥
সেই সব অপরাধ কিসে হ'বে ক্ষয় ।
ভাবিতে ভাবিতে আর না দেখি উপায় ॥

বহু ভাগ্যে হ'ল হঠাৎ বৈষ্ণব দর্শন ।
তাঁহার শ্রীমুখে শুনি শ্রীহরির কীর্ত্তন ॥
"কিবা বর্ণি, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রম হীন ।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্যপ্রবীণ ॥
শ্রীগুরুর কৃপা লাভ না হয় যাহার ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি নাহয় তাহার ॥
'কৃষ্ণ' রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু করে ত্রাণ ।
'গুরু' রুষ্ট হইলে নাহি উপায় আন ॥
শ্রীগুরুপাদপদ্ম ত্যজি যেবা কৃষ্ণ ভজে ।
নাহিক নিবারণ ঘোর নরকে মজে ॥
লভিয়া মনুষ্য জন্ম যদি না ভজে হরি ।
অধোযোনি ভ্রমে সেই জন্মে মরি মরি ॥"

সাধুমুখে সেই সব করিয়া শ্রবণ ।
হরিভজনেতে মন হইল ব্যাকুল ॥

একান্ত আশ্রয় করিব শ্রীগুরুচরণ।
তাই তব পাদপদ্ম করিব বরণ॥
এ' আশায় উৎকণ্ঠা অভাগীর মন।
কবে বা লভিব তব চরণ-যুগল॥
কবে 'চরণ-ছায়ায়' বসিয়া নির্জ্জনে।
নিরবধি করিব নাম আনন্দ মনে।

হে গুরুদেব!
পুনঃ পুনঃ এ অভাগিনী করে নিবেদন।
উদ্ধার কর মোরে দিয়া চরণে শরণ॥

শ্রীচরণ-শরণ-প্রয়াসীনী
দীনহীনা—
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী
আমগুরী, পোঃ বৈটামারী
গোয়ালপাড়া (আসাম)।

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে সালোক্য মুক্তির কথা আলোচনার পর বর্ত্তমান প্রবন্ধে সার্ষ্টির কথা আলোচিত হইতেছে।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

মানুষ যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন আমার বিশিষ্ট অভিপ্রায় সাধনের যোগ্য হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য (সার্ষ্টি) প্রাপ্তির যোগ্য হয়।

এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তি—সতন্ত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং পরীরম্। (৮।১২।৩)

সেই মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মলোকে গিয়া শ্রীপুরুষজাত এই শরীর স্মরণ না করিয়াই যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া, স্ত্রীগণের সহিত রমণ, যানযোগে বিহার, জ্ঞাতিগণের সহিত অবস্থান করেন। শঙ্কল্পমাত্র সর্ব্বভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২)

মুক্ত পুরুষের সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দগতি হয়।

'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ' ইনি সর্ব্বেশ্বর (বৃহদারণ্যক ৪।৪)

যদিও এসকল শাস্ত্র মুক্তপুরুষের পরমেশ্বর তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি জগদ্ব্যাপারবর্হং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাৎ। (বেদান্ত ৪।৪।১৭) অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টিস্থিতি নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য। তাছাড়া সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব। মুক্তজীবের সৃষ্টিস্থিতি সংহার সামর্থ্য যখন নাই, তখন বৈকুণ্ঠাধিপত্যাদির সম্ভাবনা কোথায়?

শ্রীভগবান স্বয়ং বাসুদেব দেবকীকে বলিয়াছেন—

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ॥ (ভাঃ ১০।৩।৪১)

তোমরা সুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যাদ্বারা আমার মত পুত্র প্রাপ্তিবর প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু গুণে আমার সমান কেহ নাই দেখিয়া আমিই পৃশ্নিগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম।

সুতরাং ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি অর্থে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। তাহাও ভগবৎ কৃপাসাপেক্ষ, তবে উহা অন্য সম্পত্তির মত নশ্বর নহে।

এক্ষণে সারূপ্য মুক্তির কথা আলোচিত হইতেছে—

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ (ভাঃ ৮।৪।৬)

গজেন্দ্র ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবসন ও চতুর্ভুজ শ্রীভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সামীপ্যমুক্তি (ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭)—

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরম্।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে॥

নিরহং কৃতির্নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥
আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥

কর্দ্দম ঋষির নির্য্যাণ বর্ণনায় সামীপ্য মুক্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্ম কার্য্যকারণ হইতে ভিন্ন, গুণসকলের প্রকাশক, অথচ প্রাকৃত গুণাতীত এবং অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা নিরন্তর যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিয়া দেহাদিতে অহং বুদ্ধি ও মমতাশূন্য হন। সুতরাং শীতোত্তাপাদিতে আকুল না হইয়া ও ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া নিজ স্বরূপ হইতে অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্য, উপস্থিত হইলেও ভগবানে প্রেমভক্তিসম্পন্ন হওয়ায় পার্ষদ দেহ প্রাপ্ত হন। তিনি লব্ধাত্মা ও মুক্তবন্ধন হওয়ায় ভগবৎসাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন—

এস্থলে প্রথমে কর্দ্দমের ব্রহ্মানুভবা তৎপরে পরমাত্মানুভব ও শেষে ভগবৎপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

অনন্তর সাযুজ্য মুক্তির কথা বর্ণিত হইতেছে—অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাযুজ্যমুক্তি জানিতে হইবে। অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মা শ্রীকৃষ্ণচরণে বিলীন হইয়াছিল।

সাধ্যন্দিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—মুক্তজীব ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করে, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করে, ব্রহ্মদ্বারাই সকল অনুভব করে।

স্মৃতিতেও উক্তি আছে—মুক্তব্যক্তি হরির হস্ত দ্বারা গ্রহণ করে, হরির চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, হরির চরণ দ্বারা গমন করে। মুক্তব্যক্তির ভগবচ্ছক্তি-লেশ প্রাপ্ত্যাদির অভিপ্রায়ে এসকল বলা হইয়াছে

সালোক্যাদি মুক্তিতে ভগবৎসেবার সম্ভাবনা আছে এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ঐসকল মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ আছে। সাযুজ্যে সেবা সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে।

সাযুজ্যমুক্তি অন্তঃসাক্ষাৎকারময়। শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিবিশেষই অন্তঃসাক্ষাৎকার। সাযুজ্য মুক্তির সেই স্ফূর্ত্তি—ভগবানই যে আনন্দের লক্ষণ, সেই আনন্দে ডুবিয়া আছি এইরূপ মনে হয়। পার্ষদগণের মত অপ্রাকৃত রূপ-রসাদি ভোগ করার উপযোগী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ইহাদের থাকে না। চিৎকণ নিজস্বরূপে সাযুজ্য লাভ করে। ভবিষ্য পুরাণে সাযুজ্য প্রাপ্তের কিঞ্চিৎ ভোগের উক্তি আছে—

মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লাখ্যতঃ ক্বচিৎ।
বহিস্থান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥

মুক্ত ব্যক্তি পরম পুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে পায় না। এই বহিস্থিত ভোগ বহিরঙ্গা মায়ার বিকার নহে।

সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির লীলাবিষয়ে অনুভূতি থাকে না বলিয়া শ্রীভগবদ্-বিগ্রহে লীন থাকিলেও প্রেয়সীবর্গের সহিত তাঁহার বিহারাদি তাহাদের অনুভূতির অতীত থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সকল অবস্থায় জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বরূপ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে—সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবেরও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অব্যাহত থাকিলে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদির ন্যায় তদীয় বিগ্রহে প্রবিষ্ট জীবের সর্ব্বাংশে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাতি সিদ্ধ হয় না কেন? তদুত্তর—ভগবদ্বিগ্রহে প্রবেশ করিলে তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া যায় না। অণুচৈতন্য স্বরূপেই অবিকৃত থাকে। সুতরাং স্বরূপধর্ম্মও অতি অল্পই থাকে অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করিয়া জীব ভগবান্ হইয়া যায় না। জীবই থেকে যায় কেবল মায়াসম্পর্ক। জীবের শক্তি ভগবানের শক্তির বিপুলতাপ্রাপ্ত হয় না। সেই শক্তি ভগবল্লক্ষণ আনন্দ নিমগ্নতা স্ফূর্ত্তিতেই নিমগ্ন থাকে। আর ভক্তরূপে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্বাদির মত জীবের কর্ত্তৃত্বাদি নিতান্ত অসম্ভব। মুক্তিমধ্যে সাযুজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট—'নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।' ইহা ভক্তের অনাদৃত। ইহাতে সেবাসম্ভাবনা নাই। এজন্য ভগবচ্ছক্তির যথেষ্ট আনুকূল্য লাভে ইহারা বঞ্চিত। ভগবদিচ্ছায় কদাচিৎ সেই শক্তির লেশমাত্রও পায়।

কোন স্থলে শ্রীভগবান স্বেচ্ছাক্রমে সাযুজ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করিয়া পার্ষদরূপে সংযোজিত করেন। যথা—শিশুপাল, দন্তবক্র। ইহারা সাযুজ্য মুক্তি পাইয়া পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করে।

সালোক্যাদির অনবচ্ছিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মকৈবল্য হইতে এসকল মুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ। সালোক্যাদি পঞ্চ মুক্তি মধ্যে সামীপ্যই শ্রেষ্ঠ। তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারময়।

যদিও ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিজের দুঃখহানি ও সামীপ্যাদি লক্ষণ সম্পত্তিতে তাৎপর্য্য থাকে শ্রীভগবানে তাহাদের তাৎপর্য্য নাই। এস্থলে প্রীতির ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। যদি ভগবৎপ্রীতি ভিন্ন মুক্তি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে কেহ কেহ যে ভগবৎপ্রীতি না চাহিয়া মুক্তি চাহেন, তাহার কারণ কি? তদুত্তর—তাহারও কাহার নিজ দুঃখ নিবৃত্তি-অভিলাষ থাকে তজ্জন্য তাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তি বাঞ্ছা করেন। পরম সুখরূপ ভগবৎ প্রাপ্তিতে তাহাদের কোন আগ্রহ থাকে না। যাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাঁহারা প্রীতিবাঞ্ছা করেন। যাহারা দুঃখনিবৃত্তির জন্য মুক্তির অভিলাষী, তাঁহারাও প্রীতির অপেক্ষা না করিয়া পারেন না। যেহেতু পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। তাহা সুখস্বরূপ। সুখে সকলের স্বাভাবিক প্রীতি আছে। কিন্তু কেবল দুঃখনিবৃত্তি অভিলাষী ব্যক্তির প্রীতি অল্প। যাঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তি-অভিলাষ করেন, তাঁহারা ভগবৎ স্বরূপে, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও লীলায় আকৃষ্ট হইয়া ভগবানে প্রীতি করেন। স্বরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অসমোর্দ্ধ, এজন্য তাঁহাদের প্রেমও চিরবর্দ্ধনশীল।

মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির আধিক্য শুনিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করেন—শ্রীমদ্ভাগবতে ১২।১৩।১২ শ্লোকে "কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্" অর্থাৎ কৈবল্য মুক্তিই একমাত্র প্রয়োজন বলা হইয়াছে কেন? তদুত্তর—ভগবৎপ্রীতিতেই কৈবল্য শব্দের অর্থ পর্য্যবসিত। ঐ শ্লোকের প্রথম তিন পাদে সর্ব্ববেদান্ত-সার, ব্রহ্মাদ্বৈতৈকত্ব লক্ষণ ও অদ্বিতীয় বস্তু এই তিনটী কথা আছে; অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্তসার ব্রহ্মাদ্বৈতৈকত্বলক্ষণ যে অদ্বিতীয় বস্তু, তাহা কৈবল্য নহে। ঐ শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে—

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান-সংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥ (ভাঃ ১২।১৩।১১

এই ভাগবতগ্রন্থ হরিলীলাকথাসমূহ দ্বারা সাধুগণকে আনন্দিত করিতেছেন। একথা দ্বারা ভগবৎপ্রীতির মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্তি দিয়া সাধুগণকে আনন্দিত করিতেছেন না বলিয়া ঐরূপ উক্তিহেতু ভগবৎকথা-কীর্ত্তনই শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার তাৎপর্য্য ভগবৎপ্রীতি। এস্থলে হরিকথাকে অমৃত এবং সাধুগণকে দেবতা বলায় শ্রীমদ্ভাগবতের মোহিনী-রূপত্ব ধ্বনিত হইতেছে। মোহিনীর অসুরবঞ্চনাপূর্ব্বক দেবতাগণকে সুধাপান করাইবার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও অসুরবুদ্ধি জনগণকে বঞ্চনা করিয়া সাধুগণকে হরিকথামৃত পান করাইতেছেন।

আর শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে "প্রোজ্ঝিত-কৈতব" শব্দের অর্থে—প্র-শব্দে মোক্ষাভিলাষও নিরস্ত হইয়াছে মোক্ষাভিলাষও কৈতব অর্থাৎ কপটতা। কারণ মোক্ষবাঞ্ছা ভগবৎপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র। ভগবৎপ্রীতিতেই ভগবদ্-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। কৈবল্যশব্দে শ্রীভগবান অথবা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মেশানাদিভির্দৈবৈর্যৎপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
স যৎ স্বভাবঃ কেবলং স ভবান্ কেবলো মতঃ॥ (স্কান্দ)

হে হরে! ব্রহ্মশিবাদি দেবগণ যাহা প্রাপ্ত হইতে অসমর্থ, সেই কৈবল্য যাহার স্বভাব, সেই আপনি কেবল শব্দের অভিহিত।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।১৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্য সংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥

পরাবরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ) কৈবল্য নামক পুরুষ আছেন। তিনি নিরুপাধিক কেবলানুভবানন্দরাশি স্বরূপ। কৈবল্য শব্দের শুদ্ধত্ব ও শ্রীহরি বুঝায়। উভয় অর্থে পরতত্ত্বানুভবেই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে কৈবল্যেক প্রয়োজন অর্থে পরতত্ত্ব বা তাঁহার স্বভাব—গুণলীলাদি অনুভব করাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি।

এক-শব্দের কেবল অর্থ অভিধানে প্রসিদ্ধ আছে। তাহা অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ কেবল পরমাত্মার দর্শনকে পুরুষার্থরূপে কীর্ত্তন

করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরমাত্মদর্শন—ভিতরে বাহিরে, মনে ও নয়নে শ্রীহরিকে দেখা, অন্য কিছু না দেখাই পরমপুরুষার্থ।

কৈবল্য শব্দে শ্রীভগবান বা তাঁহার স্বভাব উক্ত হইলে ভগবৎপ্রীতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেই তিনি বা তাঁহার স্বভাব—কৈবল্য, সকলের পক্ষে নহে। বৈকুণ্ঠদেবের প্রতি শ্রীসনকাদির উক্তি—

যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের ন্যায় আপনার শ্রীচরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় আপনার শ্রীচরণ সম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ আপনার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজাশুভকর্ম্ম দ্বারা আমাদের যথেষ্ট নরকবাস হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

এই শ্লোকানুসারে কৈবল্য শব্দের ভগবদনুশীলনে—ভগবৎপ্রীতিতেই পরি-সমাপ্তি। যেহেতু কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়াও সনকাদি মুনিগণ যে ভগবদনুশীলন প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কেবল প্রীতিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

কৈবল্যেক প্রয়োজন-শব্দের অন্য অর্থ—কৈবল্য—মোক্ষ হইতে এক-শ্রেষ্ঠ যে ভগবৎপ্রীতিলক্ষণ অর্থ তাহা যাহার প্রয়োজন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

যথার্থ গুরুসেবকের লক্ষণ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলে শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্ব্বপ্রথম হইতেই সেই ভগবান্ জীবের চিত্তে এরূপ কামনার উদয় হয়,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টক—৪র্থ শ্লোক)

অর্থাৎ, হে জগদীশ (কৃষ্ণ)! আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এইমাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এইরূপ কামনা হইতে সেই ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তে "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়"—এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন

তিনি সরল-প্রাণে কাতরভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে পূর্ব্বোক্ত অহৈতুকী ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা করিতে থাকেন। এইরূপ শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরু বা প্রাকৃত সাধুসঙ্গের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাও সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। কৃষ্ণ তখন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে সঙ্গদান করিয়া সেই ভাগ্যবান্ জীবকে আত্মসাৎ করেন—পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করেন।

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে শুদ্ধভক্তি বা প্রেম-ভক্তিলাভের অধিকারী হন, তদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচিভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি, প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরিউক্ত বাণী এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের উপদেশসমূহ আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবেই ইহা বুঝিতে পারি যে, এইরূপ ভাগ্যবান্ জীব কৃষ্ণকৃপায় সদ্‌গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলে প্রথম হইতেই এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্বাভাবিক শ্রদ্ধার উদয় হয় ও তাঁহাদিগকে তাঁহার ইহপরকালের পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হয়। তৎকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ সেই সরলপ্রাণ একমাত্র আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিকে যতই আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সেই সমস্ত উপদেশই শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রত্যেক উপদেশ নিজ-জীবনে পালন করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়া থাকেন। তৎফলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, বিচার আচার, চিন্তাস্রোতঃ, সমস্তই ক্রমশঃ

বিদূরিত হইয়া শুদ্ধভক্তিতে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেমের উদয় হইতে থাকে।

এই প্রকার শুদ্ধভক্তিলাভে যত্নবান্ বা প্রেমভক্তিধনে ধনী ভাগ্যবান্ জীবই প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"—এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি. তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে, ইহা ভাগ্যবান্ শ্রীগুরুসেবক বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা পূর্ব্বোক্ত উত্তমা ভক্তি লাভে যাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সেই নিষ্কপট ও একান্ত ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণের দুর্ল্লভ সঙ্গ তাঁহাকে প্রদান করেন। শ্রীরূপানুগ গুরু-বৈষ্ণবগণ এইরূপ নিষ্কপট অনুগত জনগণকে কেবল আত্ম-মঙ্গলকামী দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধ-ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জনের উপদেশ প্রদান করেন। ভাগ্যবান্ গুরুসেবকগণকে নিষ্কপট শরণাগত ও কেবলমাত্র শুদ্ধ-ভক্তিলাভে ইচ্ছুক দেখিয়া শ্রীরূপানুগগণ গুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে যে কেবল উত্তমা ভক্তিধনের অধিকারী করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন, আর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রদত্ত এই উত্তমা ভক্তি বা প্রেমধন শ্রদ্ধার সহিত আদরে গ্রহণ করিলে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে পরপ্রীতি লাভ করেন, তাহা তদনুগ এই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট দেবগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন।

আমি যে একমাত্র শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরমবন্ধু শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিবার জন্য স্বীয় আচরণ ও কৃপোপদেশের দ্বারা—শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ শিক্ষা দিতেছেন, নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরুসেবক শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় ইহা যতই প্রাণে উপলব্ধি করেন, ততই সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে ও

তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ তাঁহার পরমাত্মীয় ও আপন-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

এইরূপে সেই ভাগ্যবান্ নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী গুরুসেবকের শ্রীরূপানুগ গুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি, প্রাণের টান, আসক্তি যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতির ও সেবোৎসাহের সহিত কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁদের আদেশ পালনে, তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের স্নেহদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি বা কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে থাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ নিষ্কপট সেবককে কখনও বঞ্চনা না করিয়া সর্ব্বদা অমায়ায় কৃপা করিয়া থাকেন।

প্রকৃত গুরু-সেবক নিজে কখনও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে চান না এবং অপরকেও বঞ্চনা করিতে চান না। এইজন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কাছে কখনও কখনও গুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহাদের বিমুখমোহন-লীলা বা বঞ্চনা-লীলাপ্রকাশ করিলেও তিনি সর্ব্বদা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শুভদৃষ্টি মধ্যে—কৃপাদৃষ্টির মধ্যে থাকায় তাহাতে বিমোহিত হন না, বরং তৎফলে তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের মাহাত্ম্য আরও অধিকরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে অধিকতর দৃঢ়নিষ্ঠ হন। কোনও অবস্থাতে কোনপ্রকার ভক্তিপ্রতিকূল বিচার-আচার বা চিন্তাস্রোতঃ সেই নিষ্কপট গুরুসেবককে শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরে মহান্ত-গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ সেই নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী প্রকৃত গুরুসেবককে আত্মমঙ্গলোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে যোগযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ রাখেন। কেবলমাত্র ভাগ্যবান্ জীবই এই প্রকারে প্রকৃত গুরুসেবক নামের যোগ্য হইয়া কৃতকৃতার্থ হন। দুর্ভাগা অন্যাভিলাষী কপট সেবকাভিনয়কারীর ভাগ্যে এইরূপ মঙ্গললাভ ঘটে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

পুরুষোত্তম ধাম

[শ্রীক্ষেত্র-নগরের উপকণ্ঠে]

মায়াদেবীর প্রবেশ

(গীত)

মায়াদেবী— জয় ইষ্টদেব বন্দি তব পদ
কহি এবে নত শিরে,
তোমারি পার্ষদ আসি এ শ্রীক্ষেত্রে
'নাম' দিছে ঘরে ঘরে।
কি কহিব হায়, মোর থাকা দায়,—
হরিধ্বনি যেথা রটে,
অনিচ্ছায় তাই ছেড়ে চলে যাই
তব ধাম-বাসীদিগে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থানোদ্যত)

[ইত্যবসরে মন্দির-পরিচারিকার প্রবেশ]

মন্দির-পরিচারিকা—কে আপনি এই ধাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন ?

মায়াদেবী—আমার পরিচয় আর কি বল্‌ব দেবী ? আপনি আমার নাম শুন্‌লে নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌বেন।

মন্দির-পরিচারিকা—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল শ্রীভগবানের সৃষ্টি, এবং তাঁর সৃষ্টি ব্যতীত যখন কিছুই নাই তখন আমি ও আপনি উভয়েই তো তাঁরই সৃষ্টি। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানের প্রতি উভয়ের দৃঢ় বিশ্বাস থাক্‌লে আমাদের পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব ও ঘৃণাভাব থাক্‌তে পারে না।

মায়াদেবী—আপনার মুখে উদারতার কথা শুনে আমি চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছি। আমার একমাত্র পরিচয় যে আমি ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি শ্রীমায়াদেবী। আমার এমনই ভাগ্য যে, শ্রীভগবানের সান্নিধ্য থেকে আমি বঞ্চিতা।

মন্দির-পরিচারিকা—আপনাকে নমস্কার! এখন কোথায় চল্‌ছেন?

মায়াদেবী—এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্যত্র চলেছি।

মন্দির-পরিচারিকা—কেন হঠাৎ এইরূপ মনস্থ কর্‌লেন?

মায়াদেবী—মঠ-মন্দির সর্ব্বদাই নির্গুণ স্থান। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের মন্দির চিরস্তর নির্গুণ স্থান। এতদিন সেই নির্গুণস্থানের বাহিরে আমার যাতায়াত ছিল। কেবলমাত্র এই যুগে পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ শচীনন্দনের এই পুরুষোত্তমধামে লীলাবিলাস-কালে তাঁর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে অত্রস্থ জীবগণ ক্রমশঃ স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রস ভোগ কর্‌তে যোগ্য হওয়ায় আমি সে-সময় এই ধাম থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলাম। স্বয়ং ভগবানের লীলাবিলাসের জন্য এই শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে আমার বড় আনন্দই হয়েছিল। এখন কিন্তু শ্রীভগবানের এক পার্ষদ এসে এখানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিমল-প্রেম ধর্ম্মের কথা পুনরায় উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার কর্‌তে থাকায় শ্রীধাম-বাসিগণ শ্রদ্ধাপূতচিত্তে তার অনুশীলন কর্‌তে রত হওয়ায় আমি এ স্থান ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

মন্দির-পরিচারিকা—সেই ভগবদ্ পার্ষদের এই শ্রীক্ষেত্রে কোন বৈভব প্রকাশিত হয়েছে কি?

মায়াদেবী—দেবি, তাঁর লীলাবৈভব বড় বিচিত্র। তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় সরকারী কর্ম্মচারীরূপে থেকে হৃদয়ের দৃঢ়তা, ঈশ্বরানুরাগ, কর্ত্তব্য-পরায়নতা প্রভৃতির মূলে অসাধারণ ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়ে জগৎকে বিমুগ্ধ করেছেন। তিনি সাজা অবতার ও প্রতারক বিষয়কিষণকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় সেই বিষয়কিষণ সাজা অবতারের পরিণাম ভোগ করেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশে সিদ্ধপুরুষ কান্থাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী মহারাজ ঐ মহাপুরুষকে ভগবৎ-পার্ষদ ব'লে জেনেছেন, এবং ঐ মহাপুরুষের কৃপাতেই বাবাজী মহারাজের রোগ-নিরাময় হয়েছে। আবার তিনি শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদচিহ্ন সংরক্ষিত প্রাঙ্গনে 'ভক্তিমণ্ডপ' স্থাপন ক'রে হরিকথা আলোচনায় নিমগ্ন আছেন। এ ছাড়াও টোটা-গোপীনাথ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং গম্ভীরায় ও নানাস্থানে তাঁর সভাপতিত্বে শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারিত হচ্ছে।

মন্দির-পরিচারিকা—তা' হলে তো দেবী এ থেকেই বোঝা যায় যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর উপযুক্ত সেবকের সেবা গ্রহণের জন্য তাঁকে সরকারী কর্ম্ম-অভিলাষ এই শ্রীক্ষেত্রে আকর্ষণ করে এনেছেন।

মায়াদেবী—সত্যই তাই। শ্রীভগবদ্ ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। হায়, আমি এমনই দুর্ভাগা যে আমার অধিকার থেকে বিচ্যুত হ'লাম। (চক্ষে জল আসিল)

মন্দির-পরিচারিকা—দেবী, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? ঐ মহাপুরুষের দ্বারা শ্রীভগবানের মাহমাই তো বিঘোষিত হচ্ছে।

মায়াদেবী—সবই বুঝি দেবী! এইভাবে যদি জগজ্জনে অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে ও নামাশ্রয়পূর্ব্বক পরমপুরুষার্থলাভে যত্নবান হয়, তা'হলে আমার ক্রিয়া-কলাপ কি হবে? আমাকে কি অবশেষে ভূ-ভারত থেকে বিদায় নিতে হবে?

মন্দির-পরিচারিকা—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যখন জীবের আর কোন কল্যাণের সম্ভাবনা নেই তখন জীবের ভগবদ্-বিমুখ হয়ে আপনার বশ্যতা স্বীকার করা কি উচিত হবে?

মায়াদেবী—আপনার প্রশ্ন আমার রুচিকর না হ'লেও প্রশ্নটী শুনে মনে হয় আপনি অপ্রাকৃত জগতের কোন দেবী। বলুন—বলুন আপনার পরিচয় কি?

মন্দির-পরিচারিকা—না দেবী, আপনি যা ভাব্‌ছেন আমি তা' নই। আমি একজন অধমা মন্দির-পরিচারিকা।

মায়াদেবী—আপনি মন্দির পরিচারিকা? এত শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্না? ধন্যা আপনি। আপনি একজন মন্দির-পরিচারিকা হয়েও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকার লাভ করেছেন। আপনি ধন্যা। নির্গুণ স্থানের মশা-মাছি পর্য্যন্তও নির্গুণময়। আপনিও নির্গুণা দেবী। কিন্তু আমি গুণময়ী। ভগবৎ-বিমুখ জীবদের নিয়েই যে আমার চলাফেরা। আপনার ন্যায় ভাগবতোত্তম মহিয়সী মহিলার দৃষ্টিপথে অবস্থান কর্‌তে আজ আমার নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জা অনুভব কর্‌ছি। অতএব, এখন আমি বিদায় নিচ্ছি দেবী। শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেবকে আমার অনন্তকোটী প্রণাম জানাবেন। আপনিও দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন। [দণ্ডবৎপূর্ব্বক মায়াদেবীর প্রস্থান]

মন্দির-পরিচারিকা—কি আশ্চর্য্য! আজ এই পুরুষোত্তম ধাম থেকে মায়াদেবী বিদায় নিলেন! ধন্য হে মহাপুরুষ! পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও বিদ্যা প্রভাবান্বিত প্রাকৃত সুখস্রোতে ভাসমান জনগণকে ভগবত্তত্ত্ব ও প্রাকৃত বিষয়-গন্ধহীন হরিভজনের পথ নির্দ্দেশ করে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রকে গোলোকধামে পরিণত করলেন!

ওগো ইচ্ছাময় পুরুষোত্তম জগন্নাথ, তোমার কৃপাতেই ঐ মহাপুরুষকে আমরা পেয়েছি। তোমার ইচ্ছাই মঙ্গলময়।

(হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজন-কুটীর-প্রাঙ্গন]

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ

শ্রীজগন্নাথদাস—(উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

হা ভগবান্ শচীনন্দন প্রভু, এত বৃদ্ধ বয়সেও তোমার কৃপা পা'বার সময় কি এখনও আমার হয় নি? আর কতকাল অপেক্ষায় থাকবো দেব! ওগো নাথ, তুমিই তো আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি না জানি বেদাদি শাস্ত্র, আমার না আছে কোন ধারণাশক্তি; আমার তো কেবল তুমিই আছ। আর কেন বিলম্ব করছ? তোমার স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রকাশিত হও,—দেখা দাও প্রভু!

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

[ইত্যবসরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ]

শ্রীশ্রীঠাকুর—দণ্ডবৎ গ্রহণ করুন দেব!

শ্রীজগন্নাথদাস—কৃষ্ণভক্তি লাভ কর বাবা! (আশীর্ব্বাদ করিলেন)

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভু, আমার জন্ম বাংলা দেশের নদীয়া জেলার অন্তর্গত বীরনগর পল্লীতে। আমার নাম কেদারনাথ দত্ত।

শ্রীজগন্নাথদাস—এত অল্প বয়সে বৃন্দাবনে এসে গিয়েছ দেখ্‌ছি। তা' এখানে কি কাজে আসা হয়েছে বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কয়েক বছর পূর্ব্বে ছাপড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকা-কালে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে এই বৃন্দাবন ধাম দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন আপনার পাদপদ্মের সাক্ষাৎ দর্শন পাই নি। এখন দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে এসেছি। আমার বৈধ-ভক্ত-জীবন-যাপনে আমার বড় ইচ্ছা। তাই আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দেব!

শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস—তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি পারমার্থিক বৈষ্ণবতা বহু পূর্ব্বেই লাভ করেছো। এখন তোমার শুধু আনুষ্ঠানিকটী বাকী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব! আপনি কৃপা করে এই দীনাতিদীন কাঙালকে আপনার নিত্যসেবায় নিয়োজিত করুন।

(শ্রীজগন্নাথদাস বাবজী মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন)

শ্রীজগন্নাথদাস—তাই হবে বাবা; তোমার কামনা অপূর্ণ থাকবে না।

[সহসা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভজনানন্দীর প্রবেশ]

ভজনানন্দী—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) গুরুজী! বড় বিপদ! আবার কঞ্চর দস্যুরা দারুণ অত্যাচার চালাচ্ছে।

শ্রীজগন্নাথদাস—অনেক দিন থেকেই তো ওরা উপদ্রব করছে। আজ আবার বোধ হয় নূতন কোন ঘটনা ঘটেছে তাই এত হাঁপাচ্ছ! তুমিও ওদের কোপে পড়েছিলে নাকি?

ভজনানন্দী—গুরুজী, শুধু আমি একা বিপদে পড়ে নি, ঐ দস্যুদের অত্যাচারে সাধারণ নাগরিক জীবন বিপন্ন। মেয়েরা তো ওদের উপদ্রবে রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন যাওয়া অনেক দিন থেকেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন যাওবা সাধু-বৈষ্ণবরা যাতায়াত করেন তা'ও বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। আজ আমরা কয়েকজন রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন যাচ্ছিলাম, পথে ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে আক্রমণ করতে তেড়ে আসায় আমরা ভয়ে কোন প্রকারে ছুট্‌তে ছুট্‌তে পালিয়ে এসেছি। আজ আর রাধাকুণ্ড-গোবর্দ্ধন যাওয়া হয় নি।

শ্রীজগন্নাথদাস—(ঠাকুরের প্রতি) শুনছ বাবা, এখানে দস্যুদের কিরূপ উপদ্রব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব, আপনার আদেশ পেলে আমি ঐ কঞ্চর দস্যুদের দমন ক'রে ন্যায় পথে নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীজগন্নাথদাস—তুমি পারবে? ঐ দস্যুদের দমন করে যাত্রীদের পরম উপকার করতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেব, আমার সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার মূল উৎস আপনার শ্রীপাদপদ্ম। আপনার ইচ্ছা হ'লে আমি তা' নিশ্চই পারবো।

শ্রীজগন্নাথদাস—(ভজনানন্দীর প্রতি) কি হে, তোমরা এত সাহস ধরতে পার?

ভজনানন্দী—না দেব, এত বড় সাহস ধরার মত কেহ এ বৃন্দাবনে নেই! এত বড় গুরু-নিষ্ঠা তো আমি কোথাও দেখিনি!

শ্রীজগন্নাথদাস—(শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি) ঐ দস্যুদের উপদ্রব থেকে ব্রজ-বাসিগণকে রক্ষা করার জন্যই বুঝি শ্রীভগবান তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন! প্রার্থনা করি ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তুমি সমাজের অকল্যাণকারী ঐ দস্যুদের দমন করতে সমর্থ হও। যাও বাবা—তুমি দস্যু দমন করে নির্বিঘ্নে জয়মাল্য নিয়ে ফিরে এসো।

ভজনানন্দী ও শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এখন আসি দেব!

(উভয়ের দণ্ডবৎপূর্ব্বক প্রস্থান)

শ্রীজগন্নাথদাস—শ্রীরামচন্দ্র যেমন তারকা রাক্ষসীকে বধ করে সেকালের ঋষিদের নিরুপদ্রব করেছিলেন, এও তেমনি দেখ্‌ছি কঞ্চার দস্যুদের দৌরাত্ম্য দমন করে ব্রজমণ্ডলে শান্তি আনয়ন করবে।

এত বড় অলৌকিকী নিষ্ঠা সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না ইচ্ছাময় গৌরসুন্দরের যে কি ইচ্ছা তা' তিনিই জানেন। এঁর দৃঢ় অনুরাগ দেখে মনে হয় এঁর দ্বারাই শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মের প্রসার সম্ভব। জয় মহাপ্রভু; সর্ব্বোপরি তোমার করুণাই সার।

(মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন)

(চিন্তান্বিত হইয়া) এরা তো এখনও ফিরে এল না? যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আজ দস্যুদল ধৃত হবেই। তবুও এদের ফেরা না পর্য্যন্ত কি স্থির থাকা যায়? দেখি এরা কতদূর…(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণ

মঙ্গলাচরণ

ললিত-গতি-বিলাস-বল্গুহাস-

প্রণয়-নিরীক্ষণ-কল্পিতোরুমানাঃ।

কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ

প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ ॥ (ভাঃ ১।৯।৪০)

শ্রীকৃষ্ণের সুচারু মঞ্জুগতি রাসাদি-বিলাস, সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষাদি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় যাঁহারা উৎকট-মদবিহ্বল হইয়া তদেক-চিত্ততা-হেতু তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি লীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন, সেই গোপবধূগণ যাঁহার স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি হউক।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি—অনাদি ও সকলের আদি এবং সকল কারণের কারণ।

মহাভারতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণশব্দার্থ

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

'কৃষ্'-ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক, 'ণ'-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে 'ণ'-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ-শব্দে পরম ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

আরোহপন্থীর ঔদ্ধত্য

অনাদিকাল হইতে দেবীধামস্থিত আরোহপন্থিগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়গত শিষ্যপরম্পরাক্রমে "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" সম্বন্ধে বিবিধপ্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, সমালোচনা, মতামত প্রকাশ প্রভৃতি অনধিকারচর্চ্চা প্রসারে প্রবৃত্ত আছে। গ্রাম্যসাহিত্যিকগণ, যদ্বা তদ্বা কবিগণ, তথাকথিত দার্শনিকগণ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিগণ ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের বিভিন্ন ধারণায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া কেহ বা

ভ্রান্ত, কেহ বা বঞ্চিত ও কেহ কেহ বা উৎপথে নিপতিত হইয়াছেন। তজ্জন্যই প্রমাণচূড়ামণি সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বপ্রথমে সেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ "ব্রহ্মাদি সূরিগণও যে তত্ত্ব নিরূপণে মোহিত হন" এই বাক্যে বন্দনা করিয়াছেন। আরও জানাইয়াছেন যে,—

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রয়ঃ
স্বাত্মন্ রতে খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ ॥ (শ্রীভাঃ ৩।৪।১৬)

হে প্রভো! আপনার সর্ব্ববিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তিবলে আপনি নিস্পৃহ হইয়াও যে দিব্যকর্ম্ম করেন, প্রাকৃত-জন্ম-রহিত হইয়াও যে দিব্য জন্ম স্বীকার করেন, স্বয়ং কাল হইয়াও যে শত্রুভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয়ের অভিনয় করেন এবং আত্মরতি হইয়াও যে বহু স্ত্রী পরিবৃত অপ্রাকৃত গৃহস্থ লীলাভিনয় করেন—এই সকল বিষয়ের সমাধান করিতে গিয়া বিদ্বজ্জনগণের বুদ্ধিও সংশয়ের দ্বারা ছিন্ন হয়।

যাহারা অধোক্ষজ বস্তুর নিত্যলীলান্তর্গত বৈচিত্র্যসমূহকে প্রাকৃত বা রূপকাদি বলিয়া বিচার করে, তাহারা স্ব-স্ব-অভিজ্ঞতার তারতম্যানুসারে অক্ষজজ্ঞানবাদী ও চিন্ময়বাদী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ অধোক্ষজতত্ত্ব হওয়ায়—তিনি কৃপাপূর্ব্বক স্বীয়তত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশ না করিলে কাহারও অবধারণের বিষয় হয় না। দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশে যখন শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ধাম ও পরিবারবর্গের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলাবিনোদসমূহ প্রকট করিয়াছিলেন, তখন সেই লীলা-পুরুষোত্তমের অবিচিন্ত্য লীলাবলী তাঁহার নিজজনেরই আস্বাদ্য বিষয় হইয়াছিল! কিন্তু সেই স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণ যখন আবার কলিযুগে মহৌদার্য্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন, অর্থাৎ নিজের কথা শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই আপামরকে জানাইবার জন্য কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় প্রপঞ্চে আগমন করিলেন তখনই অযোগ্য জীবের কৃষ্ণতত্ত্ব লাভের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার যে নিজতত্ত্বের কথা জীবকুলকে জানাইয়াছেন,—তাহা মরজগতের অন্য কোন বদ্ধজীবদ্বারা, অন্য কোন বিপরীত শাস্ত্রের দ্বারা বা তাহা কোন বিরুদ্ধ বিচারের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরূপশিক্ষা

ও শ্রীসনাতন-শিক্ষাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে "কৃষ্ণতত্ত্ব" জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সদ্‌গুরুর আনুগত্যে আস্বাদন-ফলে জীবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনভিজ্ঞতা সমূলে বিদূরিত হইয়া যায়। কিন্তু আধ্যক্ষিকগণ শ্রৌতপরম্পরাগত শব্দপ্রমাণসিদ্ধ সিদ্ধান্তে জলাঞ্জলি প্রদান করতঃ তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষযুক্ত প্রত্যক্ষ অনুমানের দ্বারা অতীন্দ্রিয় পরাৎপর বস্তুকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া পড়ে। ফলে তাহারা মহামায়া কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধারমণের চিৎসবিশেষতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়। কারণ প্রাকৃত জগতের অক্ষজ জ্ঞানমাত্রই সাপেক্ষধর্ম্মবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ দৃশ্য বা ধারণীয় বস্তুকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যে ভাবে মাপিয়া লয়, বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভও তদনুরূপ হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত অণুচিদাত্মা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা নিবন্ধন নিজেকে বিভুচিদ্বস্তুর দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে জ্ঞাত হইবার পরিবর্ত্তে সেব্য-জ্ঞানে ভবানীভর্ত্তৃত্বের অভিমান করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে স্বপ্রকাশবস্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচিদানন্দময় নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি প্রকাশ পাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণলীলার তারতম্য

যে অধোক্ষজতত্ত্ব বসুদেব ও দেবকীর বিশুদ্ধসত্ত্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সেই চতুর্ভুজবিগ্রহ শ্রীবাসুদেবকে আত্মসাৎ করিয়া যিনি যশোদার সূতিকা-গৃহেও ব্রজবাসী গৌড়ীয়গণের হৃদয়বৃন্দাবনে নন্দনন্দনরূপে বিরাজ করেন,—যিনি নিত্যদ্বিভুজধারিরূপে শ্রীকুণ্ডতীরে ত্রিভঙ্গঠামে বেণু-নিনাদ দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়জাতীয়গণকে আকর্ষণ করেন, সেই পরমতত্ত্বই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীবার্ষভানবীর অহৈতুকী কৃপাবলেই চতুঃষষ্টি-গুণপূর্ণ ও নিখিল-চিদ্‌গুণখনি পরম-সেব্যতম-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনর্থমুক্ত অণুচিৎ জীব স্বীয় আত্ম-সৌন্দর্য্যের নিত্যাভিব্যক্তিক্রমে অখিল-চিন্ময় সেবাযোগ্য গুণাবলী অর্জ্জনের যোগ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে। অমায়া-বারিধি ব্রজেন্দ্রনন্দন—অন্যাভিলাসের প্রতীকস্বরূপ ভৌমব্রজের অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতির বধসাধন করতঃ পূর্ণ ও পূর্ণতরের লীলাপেক্ষা স্বীয় লীলার বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনমুখে প্রেমনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নিত্য পঞ্চরসের অন্যতম এক এক প্রকার রসের উদয় করাইয়া শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীবৃষভানুতনয়ার সহিত তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই সমুদয় শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহা-

প্রভুর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যবন্তজনগণের নিকট বর্ণন ও উপদেশ-মৃতের প্রবাহে তাহার কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। যথা—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুজ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরির প্রিয়, তাঁহা হইতে জ্ঞানমুক্ত পরমা ভক্তির আশ্রিত ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে ব্রজবাসী কান্তাগণের শ্রেষ্ঠতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বৃষভানুতনয়া। তাঁহার কুণ্ড তৎসদৃশ; সুতরাং কুণ্ডতীরাশ্রয় করাই পরম সৌভাগ্যের কথা।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ-গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবিলাসে

বিরহ-বেদনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

[৪]

জয় জয় গুরুদেব,　　ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব,
বিখ্যাত তুমি সর্ব্ব ভুবনে।
জীবের দুর্দ্দশা হেরি,　　মর্ত্তলোকে অবর্ত্তরি,
বিলাইতে শুদ্ধ ভক্তিধনে ॥

তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি, তব পদে রহু ভক্তি,
করি আমি চরণ বন্দনা ।
কৃপা করি দীন হীনে, অধম পতিত জনে,
দূর করহ বিষয় বাসনা ॥

তুমি প্রভু প্রেমদাতা, অবনীর ত্রাণকর্ত্তা,
মূঢ় জনের ঘুচাও সংশয় ।
পুরাণ আদি শাস্ত্রেতে, বর্ণিয়াছে সর্ব্ব মতে,
তব সম দয়াল কেহ নয় ॥

ভণ্ড ধর্ম্ম খণ্ডাইতে, সত্য (স্বরূপ) ধর্ম্ম প্রচারিতে
জীবের কল্যাণ তব ব্রত ।
বিলাইয়া প্রেমভক্তি, ইহা বিনা নাই গতি,
তারিতে সংসার দুরন্ত ॥

সর্ব্বগুণে গুণী যিনি, জীব কল্যাণেতে তিনি,
চেষ্টিত থাকেন নিরন্তর ।
কামনা-বাসনা তাঁরে, ভুলাইতে নাহি পারে,
(সর্ব্বদা) থাকে তাঁর নিস্পৃহ অন্তর ॥

ক্ষীণ গতি মন্দ প্রাণী, পাইয়া কৃপা সঞ্জীবনী,
আশ্রয় করিয়া তব মন্ত্র ।
ছাড়ি অন্য অভিলাষ, ছিণ্ডিয়া মায়ার ফাঁস,
পার হয় মায়া-ভব-তন্ত্র ॥

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ব্রতধারী পাষণ্ড দলন করি,
প্রেমে মত্ত করালে ভুবন ।
যত উপাসনা তত্ত্ব, তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ,
রূপানুগ শ্রীকৃষ্ণভজন ॥

(কত) মঠের প্রকাশ করি, বিগ্রহ স্থাপন করি,
লুপ্তধর্ম্ম করিলে উদ্ধার ।
কৃষ্ণ-ভক্তি-মন্দাকিনী, নির্ম্মল প্রবাহ আনি,
ভাসাইয়া জগৎ সংসার ॥

ধাম-পরিক্রমা-বিধি, শিখাইলেন গুণনিধি,
আসি এই মর্ত্ত ধরাধামে।
মায়াবদ্ধ অন্ধজীব, ধামের পরশ পাই,
সার্থক করি মানুষ জন্মে ॥
তব সম গুণনিধি, নাহি মিলাইত বিধি,
হারাতাম অমূল্য সময়।
এ ম'ত্ত মায়ার নৃত্যে, ভাসিতাম এ জগতে,
হইয়া বিষয়ে তন্ময় ॥
(গুরু) তব বিরহে আজি, শূন্য প্রায় প্রাণ ত্যজি,
আমি আর না দেখি কাণ্ডারী।
কোথা গেলে তোমা পাব, হৃদয়ানল নিভাইব,
সেবিয়া তব চরণতরী ॥
অদোষ-দরশী তুমি, সর্ব্বদোষে দোষী আমি,
তুমি মোর প্রাণপতি।
তব কৃপাবারি লাভে, অন্য ধন কিবা হবে,
পায় জীব কৃষ্ণপদ গতি ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে ভাল মতে, বর্ণিয়াছে বহু মতে,
সর্ব্ব বাঞ্ছা গুরুর অধীন।
ছাড়ি মর্ত্ত্য বুদ্ধি দ্বেষ, আশ্রয় করিয়া বেশ,
শুদ্ধ ভাবে শ্রীগুরুচরণ ॥
হায়, আমি কি করিনু, জানিয়া অজ্ঞান হনু,
কিবা মোর করম বন্ধন।
অজ্ঞানতা কবে যাবে, সুদিন উদয় হবে,
প্রভু (কবে) পাব তব শ্রীচরণ ॥
বর্ণনাতীত তব কীর্ত্তি, বাখানে কাহার শক্তি,
নাই কেহ ভুবন ভিতরে।
তব কৃপা হয় যারে, মূকও বর্ণিতে পারে,
আনন্দে গাইবে উচ্চস্বরে ॥

স্মরিয়া চরণপদ্ম, হোক মোর পুনঃ জন্ম,
তাহে কোন নাই মম দুঃখ।
গাই তব গুণ গান, ধন্য সেই ধরাধাম,
আছে তাহে পরমানন্দ সুখ॥
শ্রীবার্ষভানবীদাস, তাঁর সেবা কর আশ,
তব হৃদয়সম্পদ জানি।
এ অধম দীন জনে, স্থান দাও শ্রীচরণে,
জন্ম-জন্মান্তর সেবা লাগি॥

শ্রীগুরুকৃপাকণাপ্রার্থী—
"নরহরিদাস" (ব্রহ্মচারী)

---

[৫]

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

আজ পরমারাধ্যতম পরমপূজ্যপাদ পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব-তিথি। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই শুভ লগ্নকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ব-বাসীকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করতঃ তিনি আমাদের দর্শনের অন্তরালে গমন করিয়াছেন। তাঁর দিব্য জীবনের লীলাবলী আজও আমাদিগকে শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হ'বার ডাক দিচ্ছে। অপার্থিব প্রেমাকর্ষণ, ভগবৎ-প্রেমের বিকাশ,—মহাভাবের উন্মাদনাই ছিল সেই মহাত্মার জীবনী। তাঁর দিব্যজীবনে ভগবৎ-চরিত্র আরোপিত,···ভগবৎ-গুণাবলীর অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রকটিত হয়েছিল তাঁর দিব্যলীলায়;···একালে তাঁর আবির্ভাব যে কত বড় ঘটনা এখন তাঁর বিয়োগে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। সেই মহা-পুরুষের করুণা পরিমাপ করার মত শক্তি আমার নেই! আমরা যে তাঁর সন্তান এটাই আমাদের পরিচয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি আমাদের মধ্যেই ছিলেন এবং ভু-ভারতের নানাস্থানে তাঁকে কেন্দ্র করে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে ও তাহাতে অবগাহন করে আমরা ধন্য হয়েছি। তাঁর পাদপদ্মের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁর মহত্ত্ব উপলব্ধি ও অনুভব করেছেন।

আমাদের জীবনে প্রকৃত শিক্ষক, প্রকৃত গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই যা'কে তা'কে তো গুরুরূপে বরণ করা যায় না,—গুরু খুঁজে নিতে হয়; ··যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্, শ্রুতিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সুনিপুণ, অধোক্ষজ অনুভূতি-সম্পন্ন, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট, সর্ব্ব জীবের হিতসাধনে রত, সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ শিষ্যের সর্ব্বসংশয় ছেদনে সমর্থ ও সন্তাপনাশক, অনলস, সতত হরিসেবানিষ্ঠ, ষড়বেগময়ী, আচারবান্ দিব্যজ্ঞানদাতা ও মুকুন্দ-প্রিয়তম তিনিই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য এবং তিনিই সদ্‌গুরু। আজকাল কুলগুরু বা বংশগুরুর কাছে দীক্ষা লওয়া একটা বিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে,·· তা' সেই গুরু যেমনই হউক যথা ভোগ্যবিষয় লিপ্তই হউক বা অসৎপথগামীই হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না এই ভেবে লোকে বংশগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে বসে। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তি কি শিক্ষা দান কর্‌বে? যার কাছে অন্ন নেই সে কি করে অন্ন দেবে?···কোন অন্ধ লোক কি কোন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? কাজেই এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যাঁর কাছে শুদ্ধভক্তি নেই তিনি কেমন করে শিষ্যকে শুদ্ধভক্তি দিবেন? কুলগুরু অর্থে যদি যে গুরু কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য তিনিই কুলগুরু বলি, তা'হলে সেক্ষেত্রে কুলগুরু বলিতে তথাকথিত বংশগুরুকে বোঝাবে না। শাস্ত্রে অযোগ্য কৌলিক গুরু পরিত্যাগের কথা ঘোষিত হয়েছে। "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" সুতরাং শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে সদ্‌গুরু ব্যতীত যেখানে সেখানে গুরুকরণ কর্ত্তব্য নহে। আমাদের শ্রীগুরুদেব ছিলেন অভিন্ন নিত্যানন্দ স্বরূপ; কাজেই তিনি যে সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন ও সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। ইহাতে আর বিচিত্র কি? 'গুরু কৃপাহি কেবলম্' —শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত ঈশ্বর দর্শন হয় না।

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা)

লোকগুরু বা জগৎগুরুর আবির্ভাব সব সময়ে হয় না। শ্রীভগবানের বিশেষ প্রয়োজনে মহাপুরুষগণ এ পৃথিবীতে আসেন;—তাঁদের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যপ্রকাশ যে-সকল শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীতি উৎপাদক বাণী আলোচিত হয় তাহা প্রীতির সহিত শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই শ্রদ্ধারতি

ও প্রেমভক্তির উদয় হয়। সেই মহাপুরুষগণের পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদা-নন্দরূপতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা প্রাকৃত নহে।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর,···মন বাক্য যাঁহার নাগাল পায় না, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করা দূরের কথা, তাঁর বিষয়ে চিন্তাই কর্‌তে পারা যায় না। সেই পুরুষ যিনি দেহ ধারণ করতঃ আমাদেরই মত হয়ে আসেন, তখন তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই, ধর্‌তে পাই, সেবা কর্‌তে পাই। শ্রীগুরুদেব এমনটি প্রত্যক্ষ হলেন, আসিলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর এমনই আকর্ষণ যে তাঁকে দেখিলেই প্রাণ মন তাঁহাতে মগ্ন হয়ে যায়। তিনিই জগৎগুরু···মদীয় হৃদয়ের ধন,—আমার প্রাণের ঠাকুর। মদীয় গুরুপাদপদ্ম আচারে-প্রচারে সত্য সত্যই যে গুরুর কার্য্য করে গেছেন তাহা তাঁহার দিব্যজীবনের ইতিহাসের সহিত যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন। সেই ব্যাসগুরুর আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ হয় না। লতা যেমন দণ্ডের সাহায্যে বৃক্ষশীর্ষে উঠিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের সাহায্যে জীব ভগবদ্‌রাজ্যে পৌঁছিতে পারে। তাই সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ের প্রয়োজন। আমি বহু খুঁজে সারা পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও বহু পরিভ্রমণ ক'রে অবশেষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তৎকালীন প্রধান কার্য্যালয় চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আমার হৃদয়নিধি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরপার্ষদ পরমারাধ্যতমের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। যাঁর প্রথম দর্শন ও সঙ্গলাভেই নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম—যাঁর স্পর্শে আমার সব জ্বালা মুছে গিয়ে মনে এক অপূর্ব্ব পাবত্রতা জেগেছিল,—যাঁর শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণে ভক্তিপথকেই সহজ ও সরল পথ বলে মেনে নিয়েছিলাম এবং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীমদ্ ভাগবতোক্ত এই বাণী যাঁর কাছে প্রথম শুনেছিলাম তিনিই মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব—Embody ent of God অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান্। তিনি আজ হইতে তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের শারদ-রাস-যাত্রায় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করে ভগবৎসেবায় তাঁর নিত্যলীলা সঙ্গিনী হয়ে সেই বাঞ্ছিত ধামে গমন করেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচরণসেবাভিলাষী—
অধম—"চিত্তরঞ্জন"

স্বধামে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্ত-বান্ধব প্রভু

বিগত ২৩ ভাদ্র, ১৩৭৮ (ইং ১০।৯।১৯৭১), বৃহস্পতিবার রাত্র ২।৩০ ঘটিকায় হুগলী জেলার শ্রীরামপুরস্থ স্বীয় বাসভবনে শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব প্রভু ইষ্টধ্যানমগ্ন হইয়া পরলোক গমন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুকম্পিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই নিকট ইনি "হরিদা" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সমিতিতে 'হরিপদ'-নামের বাহুল্য থাকায় অনেকের নিকট ইনি "হাড়ীওয়ালা হরিদা" বলিয়াও সুপরিচিত। হরিদার মহাপ্রয়াণে সমিতি এক আদর্শ সেবা-বীরকে হারাইলেন এবং ইহা সমিতির পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি।



হরিদাকে আমরা আমাদের মধ্যে কিরূপে পাইলাম, তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার বাল্যজীবনাদি কতকাংশে আলোচ্য-বিষয় হইয়া পড়ে। কারণ "দুঃখে যাদের জীবন গড়া", তাঁহারাই বাস্তব-ধর্ম্মী ও সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত। হুগলী-জেলার অন্তর্গত শ্রীরাম-পুর মহকুমা-সদরে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে সদ্গোপ-কুলে শ্রীহরিপদ ঘোষের জন্ম হয়। পঞ্চমবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই বালক হরিপদের মাতৃবিয়োগ

ঘটে। ভগিনী কিরণবালাও মাতৃশোক সহ্য করিতে না পারিয়া শিশুকালেই পরলোক গমন করেন। পিতা দুঃখীরামের নিকটই তিনি স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হন। সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় পিতা বালক হরিপদের অধিক লেখাপড়ায় সাহায্য করিতে পারেন নাই। ১০।১২ বৎসর বয়সে হরিপদও পিতার সহিত মুদীখানা ও মৃৎপাত্রের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে এই মৃৎভাণ্ডের ব্যবসাই তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণপূর্ব্বক তিনি family tradition রক্ষা করিলেন। অষ্টাদশবর্ষে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। বল্লভপুরস্থ শ্রীরাখাল ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হয়। কিন্তু বিমাতার অত্যাচারে হরিপদকে স্বতন্ত্রভাবেই মৃৎভাণ্ডের ব্যবসা আরম্ভ করিতে হয়। ইহার আয় হইতেই তিনি নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে ক্রমে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ শ্রীমোহিনীমোহন, মধ্যম শ্রীবিভূতিভূষণ ও কনিষ্ঠ শ্রীকালীপদ ঘোষের পড়াশুনারও ব্যবস্থা করেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র কৃতিত্বের সহিত স্কুল কলেজের পাঠ শেষ করেন। শ্রীযুত হরিপদ বাবু জনহিতকর বহু কার্য্যেও লিপ্ত ছিলেন। যৌবনে তাঁহার গান-বাজনা-যাত্রা-থিয়েটারেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতার পরলোক গমনের পর হরিপদ বাবুর সংসারের প্রতি কিছুটা বৈরাগ্যভাব দেখা দিল। তখন তিনি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রা করিলেন। গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বদরিকাশ্রম, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর, পশুপতিনাথ, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, নাসিক, দ্বারকা প্রভৃতি দর্শনের পর চিত্ত কিছু স্থির হয়। তখন পুনরায় ব্যবসায় ও গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন।

সন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সস্ত্রীক শ্রীহরিপদ ঘোষ মহাশয় যোগদান করেন এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রার উপযোগিতা ও মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়। এই সময়েই উভয়েই শ্রীসদ্‌গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীনাম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী বর্ষে দোলপূর্ণিমায় শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ইহাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ের পর তিনি "শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী" নাম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার আদর্শ গুরুসেবানিষ্ঠা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। "সেবা সে নিয়ম"—ইহাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবন ব্যাপী বহুকষ্টার্জ্জিত অর্থ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎসেবা ও তাঁহার মঠের শ্রী-বৃদ্ধিকল্পে নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রথমেই নবদ্বীপ মঠের প্রাচীর, পরে নলকূপ, শৌচাগার, নাট্যমন্দির, রন্ধনশালা (একতলা), শ্রীমন্দিরের আলোক-সজ্জা (Lightning Arrangement) রথ, মথুরা মঠ, শৌচাগার, শ্রীবিগ্রহের মুকুট, সিদ্ধবাটী মঠের গাভী, Baby Bissa ক্যামেরা প্রভৃতির জন্য মিশনের বহুমুখী সেবায় লক্ষাধিক অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার গুরুসেবৈকনিষ্ঠার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্মৃতিফলকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে ও থাকিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে দেহ-গেহাদি সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক তিনি "তোমার ধন তোমায় দিয়ে তোমার হয়ে রই" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নির্ব্যলীক হইয়াছিলেন।

সর্ব্বোপরি শ্রীনামে রুচি এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, পারমার্থিক মাসিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাদি নিয়মিতভাবে আলোচনায় আগ্রহ, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনে নিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচুর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া 'হরিদা' হরিধামে গমনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। "মিশনের কাজের জন্যই আপনাকে আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতে হইবে"—শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট সেবা সমাপন করিয়াছিলেন।

আজ 'হরিদার' বিরহে তাঁহার গুণমুগ্ধ মিশনবাসী অযোগ্য সেবাভিমানী আমরা বিশেষ কাতর ও অসহায়। তাঁহার ন্যায় সেবাবৃত্তি লাভ করিয়া যেন আমাদের জীবন সফল করিতে পারি—ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে হরিদা তাঁহার স্বভাব-সুলভ সরলতায় স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট কবিতা-আকারে যে দৈন্য-বিজ্ঞপ্তি জানাইয়াছেন, এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য সমাপন করিতেছি—

"কোথা গেলে মোর হৃদয়-দেবতা, সাধনারাধ্য গুরু।
তোমা বিনা আজ জগৎ আঁধার, প্রেমময় কল্পতরু॥

অভয় রাতুল চরণ-সকাশে, ডালি দিনু কিছু মনের হরষে।
চিদানন্দ ধামে চলি' গেলে তুমি ত্যজিয়া সকল মরত-বাসে ॥
প্রপঞ্চে থাকিয়া লীলা পরকাশি নামের নিশান উড়ালে।
নবদ্বীপধামে 'দেবানন্দ'-নামে মঠ-মন্দিরাদি স্থাপিলে ॥
'বেদান্ত সমিতি' গড়েছিলে তুমি আপন শক্তি-পরশে।
সিংহনাদে বাণী বিতরণ কৈলে মায়াবাদী ধায় তরাসে ॥
উপযুক্ত জনে দিয়ে গেছ ভার, এভার বহনে শক্তি আছে কার ?
গোলোক হ'তে আশীষ্ করিয়া রক্ষহ সকল বৈভব তোমার ॥

সংবাদ-সমীক্ষা

শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আনন্দবর্দ্ধা আনয়নকারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীজীউর অন্নকূট-মহামহোৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক বিপুলভাবে আয়োজন করা হইয়াছে। এই বৎসর নবদ্বীপ সহর প্রবল বন্যায় কবলিত হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মহোৎসবকে ম্লান করিতে পারে নাই। উপরন্তু শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে কয়েক শতাধীক বন্যার্ত্ত ব্যক্তি মঠের যাত্রীনিবাস এমনকি সেবকখণ্ড পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া বিভীষিকাময় বন্যার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বাসস্থান, পানপোযোগী জল, আলো, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মাঝে মাঝে প্রসাদের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য বন্যা নিশ্বেষিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্গত বন্যার্ত্তগণ উক্ত উৎসব পর্য্যন্তও মঠাশ্রয় পরিত্যাগ করেন নাই। বিশেষতঃ সেই উৎসবের কথা শ্রবণ করায় তাহারাও তাহাতে যোগদান করিবার প্রয়াসে সেই দিবসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিগত ২রা কার্ত্তিক (ইং ২০।১০।৭১) বুধবার দিন এই মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পূর্ব্বরাত্রেই মঠবাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ রাত্র হইতে উৎসবের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকে। ভক্তগণ নবদ্বীপের প্রবল বন্যার কথা অবগত হওয়া সত্ত্বেও নিরুৎসাহ না হইয়া ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ তথা উৎসবে যোগদান করতঃ অবস্থা উপলব্ধি

করার জন্য অনেক ভক্তগণ পূর্ণ উদ্যমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের সাহচর্য্যে সমিতির সেবকবৃন্দ আরও পূর্ণ উদ্দীপনা লাভ করিয়া উৎসবকে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রম স্বীকার করতঃ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নিস্তব্ধধারায় এই উৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্ত্তন, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সার্দ্ধশতাধিক নানাবিধ ভোগ-সামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউকে নিবেদন করা হইলে কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আরতি দর্শন করেন। তদন্তর আমন্ত্রিত ভক্তবৃন্দ, সজ্জনগণ তথা আগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনাদি কর্ম্মফলে ভবার্ণব-জলে পতীত মায়াবদ্ধ জীব-নিচয়কে মহাপ্রসাদ সেবনে যাহাতে মায়িক ক্ষুৎপিপাসার ভোগ নিবৃত্তি হয় তজ্জন্য যাবতীয় ভোগের অধিশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই প্রসাদ জীবগণকে বিতরণ করা হয়। এই মহাপ্রসাদ সেবনে দেহ ও দেহীর উভয় পিপাসাই নিবৃত্তি হইয়া ভগবদ্ কৃপা-লাভের সুযোগ লাভ করিতে পারেন তজ্জন্যই এই মহোৎবের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীপত্রিকা-কীর্ত্তনমুখে কর্ণদ্বারা এই অদ্ভুত ভোগ-সংবাদ আস্বাদন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করুন—ভগবানের নিকট ইহাই সকরুন প্রার্থনা। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীল আচার্য্যদেবের অমূল্য কণ্ঠধ্বনি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৫ পৃষ্ঠার পর)

চিৎজগতের অপ্রাকৃত-বাণী বহন করেন ভগবদ্-কৃপাসিক্ত তদীয় পার্ষদগণ। এই অমৃতপীযূষধারা পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব। আপামর জীবনিচয়ের কর্ণকুহক দুর্দ্দমনীয় মায়ামরীর প্রহেলীকায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায় অনন্তকাল অনন্তবিশ্বে নানান আবিলতায় পরিপুরিত হইয়া ঘূর্ণমান হন। এই সুদীর্ঘকালের গতিকে প্রতিহত করার জন্য ও নির্য্যাতিত জীবকে মায়ার শৃঙ্খলিত কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবার হেতু ভগবদ্-প্রেমিকগণ অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ, শ্রীভগবানের আশ্বাস-বাণী সংসার-নিদ্রায় নিদ্রিত জীবকে শুনাইয়া আত্মজাগরণের জন্য প্রকৃত প্রেমিকের নিদর্শন বহন করেন। প্রেম-দয়া-ভালবাসা কি এবং তাহার অস্তিত্বের পরিণতি কতটুকু তাহা সীমিত জ্ঞান-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত

আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ যাহারা—তাহারা তার অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কূপের ভেকের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে। মৃত্যুরূপী কাল যেরূপ ভেকের ধ্বনি শ্রবণ করতঃ ভেকের অনুশরণ করে, সেইরূপ মূঢ় অজ্ঞানীর মনগড়া কথার কপ্‌চানির জন্য ছলনাময়ী মায়া ধীরে ধীরে তাহাকে বেষ্টন করিতে থাকে এবং জীবন-যবনিকার অন্তরালে সেই সর্পরূপী মায়ার উদরে অর্থাৎ মায়াজগতের কোন এক প্রান্তে পুনঃ নিষ্পেষিত হইতে হয়।

ভগবদ্‌প্রেমিক তত্ত্বজ্ঞগণ জীবের সেইরূপ কঠিন বন্ধনরূপ ব্যাধি হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই জগতে প্রকাশমান হন। তাঁহারা আচারে-প্রচারে সমপর্য্যায় অবলম্বন করতঃ সেই প্রেমময় চির সান্ত্বনার গান শুনাইতে চান, কিন্তু মোহ প্রলুব্ধতা হেতু মূঢ়গণ তাহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া শুধু ক্ষণভঙ্গুর কার্য্যব্যাপদেশকেই বহুমানন করিয়া থাকে। —এর মধ্যেই তাহারা খুঁজে পেতে চায় সুখের নিবাস। অবশ্যে তার মধ্যে দেহের প্রাপ্য কিছু পেতে পারে কিন্তু দেহীর খাদ্য পাবে কি করে?—দেহ ও দেহীর অবস্থা কি তাহা জানিতে না পারিয়া দেহকেই দেহীজ্ঞান, অণুচৈতন্য জীবকে বৃহৎচৈতন্য বিভু বলিয়া প্রতীতি করিয়া বসে। সুতরাং এই যে মহা ভুল তাহার অপনোদন অবশ্যই করণীয় নচেৎ আত্মঘাতী অবস্থা হইবেই।

কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইলে শরীরের বিভিন্ন অংশকে পৃথক্ পৃথক্ সঞ্জিবীত করার প্রয়াসে হাতে বা পায়ে খাদ্যসম্ভার লেপন করিলে ফল হয় না। উপরন্তু উহা ভোজন করিলে সম্পূর্ণ শরীরেরই পুষ্টিসাধন হয়; কিন্তু যদি আবার কেহ মনে করে শুধু খাওয়ার কার্য্য করিলেই শরীরের আনুষঙ্গিক আর কিছু করিতে হইবে না ইহাও অবশ্য যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গই যেমন অঙ্গাঙ্গীক সম্পর্ক, দেহ এবং দেহীও ক্ষণভঙ্গুর সম্পর্ক হইলেও উভয়ের সম্পর্কের প্রয়োজন আছে। কেননা শরীরের মধ্যে যতক্ষণ কোন অঙ্গ সন্নিবেশীত থাকে ততক্ষণ তাহার ভালমন্দ অনুভূত হয়, কিন্তু যদি কোন কারণে শরীরের সাধারণ কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় তখন বিচ্ছিন্ন অংশের কোনরূপ রূপান্তরিত ঘটিলেও তাহাতে মূল শরীরের কিছু যায় আসে না। সেইরূপ দেহ ও দেহীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া দেহীকে লক্ষ্য রাখিয়া দেহের দিকে যত্নবান হইলে তাহাতে বিভ্রান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দেহীকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া শুধু দেহের কথা চিন্তা করিতে গেলে বিপর্য্যের সম্ভাবনা নির্দ্ধারিত। সুতরাং একমাত্র জীব-সেবাই ঈশ্বরসেবা বলিলে ভুল হইবে।

এই ভুলের অপনোদনের জন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিস্তৃতধারাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম জগদ্বাসী-সমক্ষে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিও সেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগ-"নামের ভগীরথ" শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-চৈতন্যসরস্বতী-গৌড়ীয়কেশব প্রভৃতি আচার্য্যবর্গের অনুস্তত-ধারাকে স্বীকার করিয়া আম্নায়ধারায় অকুতভয়ে পারমার্থিক জগতের গৃহীত-বার্ত্তা (Relay) প্রচারার্থে কঠোর ব্রতে-ব্রতী হইয়া আচার-প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন। তাহারই উদ্দেশ্যে সমিতির সভাপতি মহারাজ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে বিহার, বিহার হইতে উত্তরবঙ্গের কতিপয় স্থানে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচারাদি করতঃ বঙ্গাইগাঁও সহরস্থ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ হইতে ১৩ই জুন যাত্রা করিয়া সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। সেই সময় অজস্র জনতা তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করার জন্য প্রত্যহ আসিতেন। প্রতিদিন বৈকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণেচ্ছু সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে জোরাই রেলষ্টেশন হইয়া বারবিশায় শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে উপনিত হন। বারবিশায় প্রায় ৮ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তথাকার জনসাধারণ স্থানীয় শ্রীহরিসভা-প্রাঙ্গণে ৩ দিন ব্যাপী বক্তৃতা ও পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় 'সনাতন ধর্ম্ম,' হিন্দুধর্ম্ম ও তথাকথিত সমাজবাদ-রাজনীতি-অর্থনীতি-জড়বিজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতা প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন দিবসে তত্ত্বপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় জনসাধারণকে অবগত করান এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হওয়ায় ভক্তিধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

১০ই আষাঢ়, ২৫ জুন, শুক্রবার—বারবিশা হইতে সদলবলে কুমার-গ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় স্থানীয় মঞ্চে ২ দিন সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। স্থানীয় লোকের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে এইস্থানে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ পারমার্থিক অনুষ্ঠান সম্ভব হইল। স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত জোতদার শ্রীযুত নিতাইচাঁদ ধর চৌধুরী মহাশয় প্রচারকদিগের বাসস্থান ও প্রসাদাদির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রবিবার—পুনঃ বারবিশা হইয়া ১৪ই আষাঢ়, ২৯শে জুন মঙ্গলবার কামাখ্যাগুড়িতে শ্রীযুত মোহন মাড়োয়ারী ও শ্রীযুত তোলারাম মাড়োয়ারীর গৃহে ৩ দিবস ভাগবত পাঠ হয়। পরে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সাহা ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় বাজারে ২ দিন বক্তৃতা ও ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কামাখ্যাগুড়ি-নিবাসী ভক্তগণের ধর্ম্মকর্ম্ম-বিষয় আগ্রহ সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, রবিবার—কামাখ্যাগুড়ি হইতে গোসাইগাঁও হইয়া ধুবড়ীস্থ (আসাম) শ্রীপাদ অদ্বৈতচরণ দাসাধিকারীর গৃহে উপস্থিত হন। এতদঞ্চলে সপ্তাহকাল যাবৎ শ্রীযুক্তা মায়ারাণী দেবী, শ্রীমতী শ্যামলা সরকার, শ্রীমাধবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীজগবন্ধু সাহা মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সরল অমায়িক ব্যবহার ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবানিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়।

২৬শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রবিবার—শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। ৪ দিবস শ্রীমঠে ও গৃহস্থগণের বিশেষ আহ্বানে স্ব-স্ব গৃহে ভাগবত-পাঠ কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় কতিপয় শ্রদ্ধালু ভক্ত শ্রীনাম-দীক্ষাও লাভ করেন। শ্রীযুক্তা সুচিত্রাবালা দেবী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীহয়গ্রীব দাসাধিকারী (S. M.) শ্রীযুক্তা সুবাসিনী দত্ত প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ সমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেব পূর্ব্বঘোষণা সত্ত্বেও শ্রীমঠের বার্ষিক ঝুলনোৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, বৃহস্পতিবার—কুচবিহার সহরস্থ সুপ্রসিদ্ধ কোহিনুর বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। সপ্তাহকাল তাঁহার শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা আলোচিত হয়। কুচবিহারের ডিষ্ট্রিক্ট্ স্কুল ইন্সপেক্টর শ্রীযুত দেবনাথ বাবু, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র রায় (Ex. Hony-Magistrate), প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীপরিমল কুমার সাহা প্রভৃতি শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মাননীয় সুরেন বাবুর উদারনৈতিক মনোভাব ও বদান্যতার জন্য তিনি 'কুচবিহারের গৌরব'-রূপে সুপরিচিত। (ক্রমশঃ)

—বিশেষ সংবাদদাতা

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ নৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { কারণোদশায়ী, ১৪ নারায়ণ, ৪৮৫ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ১৬।১২।১৯৭১ } ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতঃ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৩ পৃষ্ঠার পর)

নিজকুঞ্জতটিকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমর-সঙ্কুলে।
দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারয়িষ্যসি ॥ ৯১ ॥

হে দেবি রাধিকে! যাহা ভ্রমরগণের গুঞ্জনে সঙ্কুল অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই তোমার স্বীয় কুঞ্জের তটস্থিত (সমীপবর্ত্তি) কুঞ্জ মধ্যে কবে আমাকে তুমি বীণা শিক্ষা করাইবে ? ॥ ৯১ ॥

বিহারৈস্ত্রুটিতং হারং গুম্ফিতুং দয়িতং কদা।
সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি ॥ ৯২ ॥

হে দেবি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্দর্পলীলায় বিচ্ছিন্ন প্রিয়তম হার গ্রন্থন করিবার নিমিত্ত সখীদিগের সমীপে লজ্জাবশতঃ কবে সংজ্ঞা অর্থাৎ ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে আদেশ করিবে ? ॥ ৯২ ॥

স্বমুখান্মন্মুখে দেবি কদা তাম্বূলচর্ব্বিতং।
স্নেহাৎ সর্ব্বদিশোবীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্যসি ॥ ৯৩ ॥

হে দেবি রাধিকে! তুমি কবে যথা সময়ে চতুর্দ্দিকে অবলোকনপূর্ব্বক স্নেহবশতঃ নিজ মুখ হইতে আমার মুখে চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিবে ? ॥৯৩ ॥

নিবিড়-মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সার্দ্ধং
দয়িতমধুরকাঞ্চীয়া মদাদ্বিস্মৃতাসীৎ।
শশিমুখি সময়ে তাং হন্ত সন্তাল্য ভঙ্গ্যা
ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ॥ ৯৪ ॥

হে শশিমুখি! প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিবিড় মদন যুদ্ধে অর্থাৎ অত্যন্ত কামরণে যে প্রিয় সুন্দর ক্ষুদ্রঘন্টিকাকে প্রেম দর্পে বিস্মৃত হইয়াছিলে, পূনর্ব্বার নিতম্ব ভূষণ সময়ে তাহা অন্বেষণ করিয়া না পাওয়ায় ভঙ্গীপূর্ব্বক হায়! তুমি এই ব্রজে শীঘ্র তাহার অন্বেষণার্থ আমাকে কি প্রেরণ করিবে ? ॥ ৯৪ ॥

কেনাপি দোষ-লবমাত্র-লবেন দেবি
সন্তাড্যমান ইহ ধীরমতে ত্বয়োচ্চৈঃ।
রোষেণ তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ
সংদ্রক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদরং জনোঽয়ম্ ॥ ৯৫ ॥

হে ধৈর্য্যশালিনি দেবি রাধিকে! এই ব্রজমধ্যে অতীব অল্প দোষে তুমি রাগান্বিতা হইয়া আমাকে সন্তাড়ন করিয়াছিলে, অনন্তর ললিতাদেবী কর্ত্তৃক তোমার নিকট নীত হইলে তুমি কি ঈষৎ কৃপাবলোকন করিবে ॥ ৯৫ ॥

তবৈবাস্মি, তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥ ৯৬ ॥

হে দেবি রাধিকে! আমি তোমারই, তোমা বিনা ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা জানিয়া আমাকে স্বীয় শ্রীচরণ প্রান্ত প্রদান কর ॥ ৯৬ ॥

স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥ ৯৭ ॥

হে চঞ্চললোচনে রাধিকে! এই রাধাকুণ্ড তোমার এবং তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাসের নিত্যস্থান অতএব এই কুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক ॥ ৯৭ ॥

হে সরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং
হা দর্শয়াত্ত কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥ ৯৮ ॥

হে শ্রীরাধাকুণ্ড! তোমার তীরে সর্ব্বদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা বিবিধ কামরঙ্গে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক এই আমার জীবন স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও ॥ ৯৮ ॥

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্ত্বন্নর্ম্ম-ভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং
মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব [redacted] ॥

হে সুমুখি বিশাখে! মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি ইহাঁর কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না. আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং ইহাকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৯৯ ॥

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন-
বক্ত্রারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়াহহরা-
ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥ ১০০ ॥

হে নাথ! হে গোকুলসুধাকর! হে সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ! হে মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র শ্রীকৃষ্ণ! যে স্থানে তোমার সহিত নিকট প্রণয় বিস্তারপূর্ব্বক প্রিয়া শ্রীরাধিকা বিহার করিতেছেন, আমাকেও প্রিয়সেবার নিমিত্ত সেই স্থানেই লইয়া যাও ॥ ১০০ ॥

লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রি-কমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্য্য-বিন্দুমপি নার্হতি লব্ধুমীশে।
সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন ॥ ১০১ ॥

হে প্রাণেশ্বরি! লক্ষ্মীদেবীও যাঁহার পাদপদ্মের নখাঞ্চলের সৌন্দর্য্য বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে সমর্থা নহেন, সেই তুমি যদি আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শন যোগ্য চক্ষুদান না কর তবে এই দুঃখরূপ দাবাগ্নিপ্রদ জীবনে ফল কি? ॥ ১০১ ॥

আশাভরৈ অমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥ ১০২ ॥

হে বরোরু! সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশাসমূহে নিশ্চয় অতি কষ্টসৃষ্টে কালযাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর তবে এ প্রাণ বা ব্রজবাস, অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১০২ ॥

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ।
ত্বৎ কুণ্ডমধ্যমপি তদ্বহুকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ ॥ ১০৩ ॥

হে কৃপাময়ি! তুমি যদি এই দুঃখিত জন আমাকে অতিশয় কৃপা না কর তবে আমার প্রলাপ অর্থাৎ অকারণ বাক্য প্রয়োগে প্রয়োজন কি? এবং তোমার কুণ্ডের অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্য ভাগকে যে সেবা করিলাম তাহাই বা আমার কি করিবে? ॥১০৩ ॥

অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়-পুষ্ট দাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতি রোদনৈঃ প্রচুরদুঃখদগ্ধাত্মনা।
বিলাপকুসুমাঞ্জলিহৃদি নিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিত স্তব তুষ্টিং মনাক্ ॥ ১০৪ ॥
॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ *॥

অয়ি প্রণয়শালিনি! আমি প্রচুর দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছি, অতএব প্রণয়পুষ্ট দাস্য লাভের নিমিত্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই বিলাপরূপ কুসুমাঞ্জলি তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম, এই বিলাপরূপ কুসুমাঞ্জলি তোমার কিছুমাত্রও তুষ্টি বিধান করুক ॥ ১০৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তব সমাপ্ত ॥ * ।

শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২৬।২।৩৫ তারিখের পত্র ও * * *র নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলে, অভক্ত সজ্জায় ভগবদ্-বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চ্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেষে বেড়ায়; ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের ন্যায় অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। **ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চূণগোলারন্যায় উভয়ের মধ্যে 'আশমান্-জমিন্ ফারক্'।**

* * প্রভু এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐ সকল পাপী আর অপরাধিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে "ন্যূনং নানা-মদোদ্ধদ্ধং শাস্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"।—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রজস্তমো-গুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-মূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎ চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের 'বৈষ্ণব' হইবার বাসনা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়।

—নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন)

১। সহস্র-সাধনেও ফল-লাভ হয় না কেন ?

"যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না।"

—'অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ', সঃ তোঃ ৪।৫

২। কপটিগণের চরিত্র কিরূপ ? সাধুগণ স্ব-পর-মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের চরিত্র সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করেন কি ?

"বৈষ্ণবসঙ্গালাপবিমুখদিগের বিষ্ণুভক্তিদূষিত অন্তরঙ্গ ক্রিয়া বাহ্য ভূষণ-মাত্র ; সৎসঙ্গ-স্পৃহা-রাহিত্য ও শ্রীহীনতাই লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বারা কেবল বেশধারীকে পরীক্ষা করিতে হয়। লোকে মনে করে, এই সকল লোককে লইয়া বৈষ্ণবসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা ভ্রম ; কেন না, ইহারা ব্যতীতও বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের সহিত সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবা করিবার যত্ন করিবেন। যাঁহারা চতুর, গম্ভীর ও শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা তাহাদের কপট প্রীতি হইতে কেবল উপরত হন, এরূপ নয় ; কিন্তু তাঁহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তির স্থাপন করেন। সেই সকল কাপট্যতিরস্কারকারী শুদ্ধভক্তদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া প্রেমারম্ভই কর্ত্তব্য। ইহাই বিদিতব্য।"

—অঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৩। কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় কেন ?

"কর্ম্মবাদী পুরুষগণই ভক্ত নহেন ; অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে কর্ম্মের নামই 'ভক্তি'। যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বাহির্ম্মুখ জ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্মই ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না ; যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্যই যাহাতে কোনপ্রকার প্রকৃত সুখ-ভাল হয়। যোগিগণ কোনস্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাহা-দিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটি কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের'ত কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া

ভগবানকে মনে করিতে অবসর পান না, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান প্রবৃত্তি আসিয়া আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৪। দাম্ভিক জ্ঞানী কি কৃষ্ণভক্তি স্বীকার করেন ?

"জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন,—'আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব! জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য-মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না;—এই ত ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণই ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না; তাঁহারা জ্ঞানের ও যুক্তির বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন; ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং-জ্ঞানী মাত্রই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৫। কিরূপ গুরু পরিত্যাজ্য ?

"গুরুবরণ-কালে গুরুকে শব্দোক্ত তত্ত্বে ও পরতত্ত্বে পারঙ্গত দেখিয়া পরীক্ষা করা হয়। সেরূপ গুরু অবশ্য সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বোপদেশে সমর্থ। দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনিও পরিত্যাজ্য হইতে পারেন; একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন, তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে কার্য্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার বহুতর শাস্ত্র-প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরুবরণ সময়ে গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা বৈষ্ণব-দ্বেষী হইতে পারেন;—এরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য;"

—'জৈঃ ধঃ, ২০শ অঃ

৬। দুষ্টগুরু কি বর্জ্জনীয় নহে ?

"যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন, অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট-গুরু, তাঁহাকে অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।" —কৃঃ সং ৮।১৪

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী

হরি এ দুর্দ্দিনে জাগে মোদের মনে
তব সে আশ্বাসবাণী।
'ধার্ম্মিকে রক্ষিতে দুষ্কৃতে নাশিতে
যুগে যুগে সম্ভবামি॥'

জননীর দুঃখ হয়নি মোচন,
সহিবে আর কত নিগড়বন্ধন,
বক্ষপরে তাঁর চাপিছে ভীষণ—
পাষাণ ধর্ম্মের গ্লানি।
কংস-জরাসন্ধ আছে শিশুপাল,
এখনো সমূলে ঘোচেনি জঞ্জাল,
এই তব শুভ আগমন-কাল
নিখিল মঙ্গলকামী॥

আছে দুর্য্যোধন, আছে দুঃশাসন,
এখনো হ'তেছে ধর্ম্ম-নির্য্যাতন,
পশে কি সতীর কাতর ক্রন্দন
অন্তরে অন্তরযামী ?
গদাচক্রধারীর স্বভাব সেত নয়,
সহিবে কেমনে অধর্ম্ম অন্যায় ?
হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ডাকি দয়াময়,
এস এ ভারতে নামি'॥

--কবিরত্ন শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্. এ., বি. টি.

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৩)

কৈবাল্যাদি শব্দ সাধারণতঃ ভক্তিবাচক। শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১৯।১৮-১৯ শ্লোকদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে—যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বাত্মন্যনাত্মেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্ত-ভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেন। যদা হি মহাপুরুষ প্রসঙ্গ ইতি।

যে বর্ণের যে বিধান—ভগবদর্পিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার অনুরূপ মোক্ষ হয়। সেই অপবর্গের স্বরূপ বলিলেন—অনাত্মা (মনে) যাহা উৎপন্ন হয়, রাগাদি, সেই রাগাদি রহিত বস্তুই অনাত্মা। এস্থলে প্রশ্ন—যিনি রাগাদি-রহিত তিনি ভক্তবিনোদনের জন্য নানা চেষ্টা কেন করেন? তদুত্তর—তিনি ভক্তসুখের জন্যই চেষ্টা করেন, নিজ সুখের জন্য নহে। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখের জন্য চেষ্টা করেন, ভগবানও সেইরূপ ভক্তদের জন্য চেষ্টা করেন। অনিরুক্ত—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ যিনি বাক্যের অতীত অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ ও গুণ কেহই বর্ণন করিতে পারে না। অনিলয়ন—অন্তর্দ্ধানরহিত—সদা প্রকাশমান। অনন্যনিমিত্ত—মোক্ষাদিরহিত যে ভক্তিযোগ, তাহাতে অপবর্গশব্দের প্রবৃত্তি ঘটাইতেছেন—নানাগতিনিমিত্ত যে অবিদ্যাগ্রন্থি, তাহার বন্ধন ছেদন, সেই দ্বারে যে ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই অপবর্গ শব্দে কথিত। অবিদ্যা ছেদনকারী ভক্তিই অপবর্গ শব্দে কথিত। মহাপুরুষপুরুষ—বিষ্ণুভক্তগণের সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের এইপ্রকার অপবর্গ লাভ হয়। পাদ্মোত্তরখণ্ডে—বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ। অর্থাৎ মনীষিগণ বিষ্ণুর অনুচরত্বকে মোক্ষ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

নিশ্চলা ত্বয়ি যা ভক্তিঃ সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

হে জনার্দ্দন, হে বিষ্ণো, হে হরে, তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি, তাহাই মুক্তি, যেহেতু মুক্তগণ তোমার ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রুক্মিণীদেবীকে বলিয়াছেন—

মাং প্রাপ্য মানিস্তপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্।

তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬০।৫৩)

অপবর্গ সম্পত্তিস্বরূপ আমাকে প্রসন্ন করিয়া যাহারা সম্পত্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা মন্দভাগ্য। যেহেতু শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগ নরকেও আছে। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ অপবর্গযুক্ত সম্পত্তিকেই ভক্তের সম্পদ বলিলেন। ভক্তের সম্পদ্ ভক্তি ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ভক্তিহীন মোক্ষে ভক্তের আদর নাই।

শ্রীভগবৎপাদপদ্মসেবা ও তদীয় গুণকথা মুক্তিবিশেষকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, ভগবান শ্রীকপিলদেব—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।৩৪)

যাঁহারা আমার পাদপদ্মসেবায় অনুরক্ত, যাঁহারা আমাকেই অভিলাষ করেন, যাঁহার অনুরাগের সহিত পরস্পর আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আদরযুক্ত, তাদৃশ ভাগবতগণ আমার একাত্মতারূপ মুক্তি অভিলাষ করেন না। একাত্মতা—সাযুজ্যমুক্তি।

সালোক্যসার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

আমার ভক্তগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবাভিন্ন অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ কাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥
(ভাঃ ১২।১০।৬)

এই ব্রহ্মর্ষি (মার্কণ্ডেয়) অব্যয় পুরুষে পরাভক্তি করিয়াছেন বলিয়া অন্য কোন প্রকার কল্যাণ—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত অভিলাষ করেন না।

শ্রীরুদ্র পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ (ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অর্থাৎ নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথাও ভয় পান না। তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্য অর্থ দর্শন করেন।

ভবদ্বৎপাদপদ্ম-সেবার নিকট চতুর্ব্বর্গও তুচ্ছ বিচার, শ্রীউদ্ধবের উক্তিতে জানা যায়—

কো ন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ব্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥ (ভা: ৩।৪।১৫)

হে ঈশ! যাঁহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ কোনটীই দুর্লভ নহে। তথাপি আমি সে সকল প্রার্থনা করি না; আপনার পাদপদ্মসেবাধিকারের জন্যই উৎসুক।

শ্রীভগবানের উক্তি—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ (ভা: ১১।১৪।১৪)

আমাতে অর্পিতাত্মা ব্যক্তি আমা ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌম (পৃথিবীর-সাম্রাজ্য), পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ অন্য কিছুই বাঞ্ছা করেন না।

শ্রীবৃত্রাসুরও বলিয়াছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্যকাঙ্ক্ষে॥ (ভা: ৬।১১।২৫)

হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ, ব্রহ্মপদ সমস্ত পৃথিবীর কর্ত্তৃত্ব, রসাতলের প্রভুত্ব, যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ—কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

ভগবানের গুণ শ্রবণের নিকট মোক্ষ তিরস্কৃত—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।

যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাম্
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্বকর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ (ভাঃ ৪।২০।২৩-২৪)

শ্রীপৃথু মহারাজ শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—হে বিভো! আপনি আমাকে বর গ্রহণ করিতে কিরূপে আজ্ঞা করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বরদাতা। আপনি তাঁহাদেরও ঈশ্বর। বিজ্ঞ ব্যক্তি কি আপনার নিকট দেহাভিমানী ব্যক্তিদের ভোগ্যবর প্রার্থনা করিতে পারে? ঐ সকল ভোগ নারকীরাও পাইয়া থাকে। হে ঈশ! ঐ সকল বর কৈবল্যপতি আপনার নিকট আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! আমি মোক্ষও চাহি না। যদ্দ্বারা সাধুমুখনিঃসৃত আপনার যশঃকথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে পারি, তজ্জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন।

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র ভরতের সম্বন্ধেও এই প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ পুমস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ (ভাঃ ৫।১৪।৪৪)

রাজর্ষি ভরত দুস্ত্যজ রাজ্য, পুত্র, পত্নী, ধন, জন এমনকি দেবতাগণেরও প্রার্থনীয় লক্ষ্মী, যিনি ভরতের দয়ালাভের জন্য দীনভাবে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহাতে পর্য্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে-সকল মহাপুরুষ মধুসূদনের সেবায় অনুরাগচিত্ত তাঁহাদের নিকট মোক্ষও তুচ্ছ।

মহাভাগবতগণের সঙ্গের নিকটও মোক্ষ তিরস্কৃত—

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)

ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গলাভ করিলে ভক্তিলাভ হয়, তজ্জন্য ভগবৎসঙ্গীর ক্ষণার্দ্ধকাল সঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষকেও তুলনা করা যায় না। মরণ-

শীল জীবের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর কি বলিব। সে-সকল অতি তুচ্ছ।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রেও ঈদৃশ বচন দৃষ্ট হয়। বেদান্ত-দর্শন মধ্বভাষ্য ৩।৩।৪১ সূত্রে—

যথা শ্রীনিত্যমুক্তাপি প্রাপ্ত কামাপি সর্ব্বদা।
উপাস্তে নিত্যশো বিষ্ণুসেবং ভক্তো হরের্ভবেৎ ॥

নিত্যমুক্তালক্ষ্মী নিখিল অভিলাষপূর্ণা হইলেও যেমন সতত শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, শ্রীহরির অন্যভক্তগণও তদ্রূপ পরিপূর্ণ মনোরথ হইলেও প্রেমবশতঃ শ্রীহরির সেবা করেন।

ন হ্রাসো ন চ বুদ্ধির্বা মুক্তানাং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
বিদ্বৎপ্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ কারণাভাবতোঽনুমা ॥
হরেরুপাসনা মাত্র সদৈব সুখরূপিণী।
ন চ সাধনভূতা সা সিদ্ধিরেবাত্র যতঃ ॥
(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২১ মধ্বভাষ্যধৃত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

মুক্তগণের কদাচিৎ হ্রাসবৃদ্ধি নাই, ইহা জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কারণাভাব হইতেও তাহা অনুমাণ করা যায়। পরন্তু মুক্তাবস্থায় শ্রীহরির উপাসনা সর্ব্বদা সুখরূপিণী। তাহা সাধনভুক্ত নহে, কিন্তু তাহা সিদ্ধিস্বরূপা।

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের উক্তি—

এবং দীক্ষাঞ্চরেদ্ যস্তু পুরুষো বীতকল্মষঃ।
স লোকে বর্ত্তমানোঽপি জীবন্মুক্তঃ প্রমোদতে ॥
উদিতাকৃতিরানন্দঃ সর্ব্বত্র সমদর্শকঃ।
পূর্ণাহন্তাময়ী সাক্ষাদ্ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা ॥

যে নিষ্পাপ ব্যক্তি এইপ্রকার দীক্ষা আচরণ করে, সে জগতে বর্ত্তমান থাকিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়া আনন্দলাভ করে। সে দিব্যরূপ, সুখী ও সমদর্শী হয়। তাহার পূর্ণ অহন্তাময়ী প্রেমলক্ষণা সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয়। অন্য বস্তুতে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধির অভাবে সমদর্শী হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

[শ্রীল ভক্তিবিনোদঠক্কুর-বিরচিত-সম্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ]

চেতোদর্পণমার্জ্জনং
ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-
বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং
বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥১॥

সম্মোদন-ভাষ্যম্

(শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিতম্)

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্।
নাম্না সম্মোদনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে ॥
"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥"
(ভাঃ ২।২।৩৪)

ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্বং সিদ্ধ্যতি নান্যেষাং কর্ম্মজ্ঞানাদীনাম্। শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবল্লীলামাধুর্য্য-লোভময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি। জাতায়ামপি তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সৎসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণা হরিকথা ন সম্ভবতি। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" ইত্যাদিনা সৎসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্নামরূপগুণলীলানুকীর্ত্তনং স্যাৎ, শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষায়াং সর্ব্বাদৌ তস্য মাহাত্ম্যং নিগদিতম্। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনস্য সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গত-পরমিতি শব্দেন শ্রদ্ধা-সৎসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়ান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনমেবাত্র বোদ্ধব্যম্; নতু প্রতিবিম্বভক্ত্যাভ্যাসান্তর্গতহরিসংকীর্ত্তনম্। অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়-

প্রয়োজন-বিচারগর্ভজীবকর্ত্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা। অস্মিন্ ভাষ্যে তত্তদ্বিষয়বিচারোঽপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ। শুদ্ধবৈষ্ণবজনপরিসেবিতচরণঃ শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনং বিজয়ত ইতি। মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীর্ত্তনং বিজয়তে? শ্রূয়তাম্। "একমেবাদ্বিতীয়মি"তি শ্রুতেঃ পরমতত্ত্বস্যৈকত্বং, "নেহ নানাস্তি-কিঞ্চন" ইতি শ্রুতিবচনাত্তস্য নির্ব্বিশেষত্বং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি নিগমবচনাত্তস্যৈব সর্ব্বদা সবিশেষত্বং সিদ্ধম্। যুগপৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষৌ সিদ্ধৌ সবিশেষস্য প্রতীতিরেব, সুতরাং বলবতী নির্ব্বিশেষস্যোপলব্ধ্যভাবাৎ। অস্মত্তত্ত্বাচার্য্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি। একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। অত্রেদমেবোক্তং ভবতি। ভগবানেব পরমং তত্ত্বম্। স এব শক্তিমান্। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ তয়োরভেদঃ। কিন্তু "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি বেদবাক্যেন তয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘট-ঘটকত্বমপি সিধ্যতি। অতো নিত্যভেদোঽপ্যনিবার্য্যঃ, স তু কেবলাদ্বৈতবাদযুক্ত্যা ন নিবর্ত্তনীয়ঃ। সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গাতটস্থাবহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাব-ভাসতে তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সর্ব্ব-কল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে। তল্লীলাসম্পাদনার্থং তদানুকুল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণাব-তিষ্ঠতে। পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপরমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্মজীবরূপেণ তদেব বর্ত্ততে। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে। এবম্প্রকারেণ জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ৌ। জীবস্যাপি তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। বহিশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ। ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে। তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয়-লীলোপকরণত্বাৎ। তটস্থশক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি।

মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসারদুঃখম্। স্বরূপশক্তি-সম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে সংসারনাশঃ স্বস্বরূপাবস্থিতিশ্চ। মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সৎপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্য্যে লোভো বা জায়তে, তদা তেষাং স্বরূপশক্তের্হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি। জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসৎসঙ্গপ্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ-জীবস্বরূপ-বিক্রম এব লক্ষ্যতে। প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তনবিষয়স্যৈষা প্রক্রিয়া। এবম্ভূতকৃষ্ণকীর্ত্তনাজ্জীবস্য সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা চেতোদর্পণ-মার্জ্জনমিত্যাদিনা। তান্যেব পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি ॥ * ॥ চেতো-দর্পণমার্জ্জনমিত্যাদিনা জীবস্য স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতম্। তথা শ্রীমজ্জীব-চরণাঃ—জীবাখ্য-সমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খল্বংশ একো জীবঃ। স চ তেজোমণ্ডলস্য বহিশ্চররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্য তস্য বহিশ্চরচিৎপরমাণুঃ। তথা শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারোঽপি,—বিভুচৈতন্য-মীশ্বরোঽনুচৈতন্যং জীবঃ, নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বম্ অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র জ্ঞানাস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্, প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ। ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণ-রূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিরিতি। এতেন জীবস্যাণুত্বং চিৎস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্তশুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। পরেশ-বৈমুখ্যাদ্ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্চ শুদ্ধাহঙ্কারগত-শুদ্ধচিত্তস্যাবিদ্যামল-দূষণমপি সূচিতম্। জীবস্য শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়া-বরণরূপাঽবিদ্যামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্য কার্য্যক্ষামত্বং সুতরাং ঘটতে। ততঃ কারণাৎস্বরূপযাথাত্ম্যদর্শনং ন সম্ভবতি। কিন্তু হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তির্যদা প্রবর্ত্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনং প্রাদুর্ভূয় সর্ব্বাণ্যবিদ্যামলানি দূরীকরোতি। তদা প্রকটিত-

শুদ্ধচিত্তো জীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকাল-কর্ম্মাত্মকং পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদর্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ * ॥ চিত্তদর্পণে মার্জ্জিতে সতি স্বরূপযাথার্থ্যদর্শনাৎ স্বধর্মদর্শনমপি ঘটতে। স্বধর্মঃ ভগবদ্দাস্যমিতি। তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপেণ পরিণমতি। ভবঃ জীবস্য প্রপঞ্চজন্ম। স এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নির্ব্বাপণং নির্ব্বাপণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিনা ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥*॥ স্বধর্ম্মজ্ঞানে লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং কিং সমাপ্যতে ? নহি নহি। হরিকীর্ত্তনস্য নিত্যধর্ম্মত্বে সিদ্ধে তস্যৈব স্বরূপগতধর্ম্মাঙ্গত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং ব্যবহরতি। মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়া-ভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্ন্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ। শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি। " ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ন্যায়েন শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যাভাসভক্ত্যা শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাদুর্ভবতি। অত্র চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃসৃতামৃতকল্পনয়েতি ॥*॥ নন্বু শুদ্ধভক্তিলব্ধানাং কদা স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষমাকলয্য "বিদ্যাবধূজীবনমিতি" বদতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। ভগবচ্ছক্তির্বস্তুত একা। তস্যা দ্বে বৃত্তী বিদ্যাঽবিদ্যা চ। বিদ্যয়া সা যোগমায়া স্বরূপ-শক্তিরিতি পরিচীয়তে। অবিদ্যয়া সা জড়প্রসবিনী জীবস্বরূপগুণাবরণকারিণী চ। শ্রবণকীর্ত্তনাদি-সাধনসময়ে যদা শুদ্ধা ভক্তিরুদেতি তদা স্বস্যাঽবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া চিদিতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবস্য স্থূললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং বিনাশ্য তস্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদ্দেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়-তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি অতঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনস্য বিদ্যাবধূ-জীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীকৃষ্ণবধূত্বং লীলাবিলাসবর্ণ-নাদৌ দ্রষ্টব্যম্ ॥*॥ স্থূললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবস্যাণুত্বং নির্ম্মলং ভবতি। তদা তস্য সুখমপি পরমাণুস্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনমি"তি। তদবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং তস্য জীবস্য স্বাভাবিকমানন্দং হ্লাদিনী-

সারবৃত্ত্যানন্ত্যেন সম্বর্দ্ধয়তি। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবোঽপ্যনন্তানন্দং লভতে ইতি ভাবঃ ॥*॥ তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে। নিত্যনূতনবিগ্রহে ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসম্ভোগোঽপি ঘটনীয়ঃ ॥ * ॥ ভোগচেষ্টায়া অপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ, কথং তদবস্থায়াং নির্ম্মলানন্দ-লাভঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসিচূড়ামণিঃ "সার্ব্বত্মস্নপনমি"তি বিশেষণং যোজয়তি। তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈর্ম্মল্যং স্বকাম-ভোগাদিবাঞ্ছারহিতোঽয়ং জীবঃ স্বভাবতো হ্লাদিনী-মহাভাবময়ী-শ্রীমতী-রাধিকা-পরিচারিকাস্বরূপেণ যুগলবিলাসবিষয়ান্ সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নতে। অত্র সর্ব্বাত্ম স্নপনমিতি পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যান্তর্গত-ব্রহ্মলয়দোষাণাং স্বীয়কাম সম্ভোগাদিদোষাণাঞ্চ সম্পূর্ণধোতিরিতি পরিজ্ঞেয়ম্ ॥ * ॥ এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপ-যুগলপ্রেমবিচিত্র-লীলাপরং শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীর্ত্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১ ॥

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নিত্য পঞ্চতত্ত্বযুক্ত মহাপ্রভুকে প্রণতিপূর্ব্বক সম্মোদন-নামক শিক্ষাষ্টক-ভাষ্য প্রণীত হইল।

"সেই ভক্তিযোগ সর্ব্ববেদসিদ্ধ, ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে তাহা বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।"—এই সিদ্ধান্তবাক্য দ্বারা কেবল ভক্তির পরমার্থপ্রদত্ব সিদ্ধ হইল, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্যের নহে। শাস্ত্রার্থবোধময়ী ও ভগবল্লীলামাধুর্য্যপূর্ণা শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লভ্য হয় না। সেই প্রকার শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইলেও সৎসঙ্গ বিনা শ্রবণ-কীর্ত্তনলক্ষণা হরিকথা সম্ভবপর হয় না। "সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যসূচক যে-সকল হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-রসোদ্দীপক বীর্য্যবতী বাণী আলোচিত হয়।"—ইত্যাদি বাক্যে সৎসঙ্গ প্রভাবহেতু ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলার অনুকীর্ত্তন হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় সর্ব্বাগ্রে তাহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বমঙ্গল স্বরূপত্বহেতু চতুর্থপাদান্তর্গত 'পর' শব্দ দ্বারা শ্রদ্ধা-সৎসঙ্গ-ভজনক্রিয়ান্তর্গত

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই এখানে বুঝিতে হইবে; উহা কিন্তু প্রতিবিম্বভক্ত্যা-ভাষান্তর্গত হরিকীর্ত্তন নহে। এই শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন বিচারযুক্ত-জীবকর্ত্তব্যতা স্বীয় বচনচ্ছলে উক্ত হইয়াছে। এই ভাষ্যে সেই সেই বিষয়ের বিচার সংক্ষেপে কথিত হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবসেবিতচরণ শ্রীমৎ-কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বলিতেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।' মায়াশক্তিসৃষ্ট এই প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চীকৃত বিশ্বে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতে পারেন? শ্রবণ করুন। "এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক, অদ্বিতীয় সৎবস্তু মাত্র ছিলেন—এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমতত্ত্বের একত্ব, "একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই।"—শ্রুতিবচনদ্বারা তাঁহার নির্ব্বিশেষত্ব ও "সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম"—নিগমবাক্যদ্বারা তাঁহার সর্ব্বদা সবিশেষত্ব সিদ্ধ হইল। যুগপৎ সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ সিদ্ধিকালে সবিশেষের প্রতীতি হয়, সুতরাং নির্ব্বিশেষের উপলব্ধির অভাবহেতু সবিশেষ বলবতী হইয়া থাকে। আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন, একই পরমতত্ত্ব স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তি কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান এই চতুর্ব্বিধরূপে অবস্থিত। সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিত তেজসদৃশ মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিভাত। এখানে ইহাই উক্ত হইতেছে,—ভগবানই একমাত্র পরমতত্ত্ব এবং তিনিই শক্তিমান্; "শক্তি-শক্তিমান্ অভেদ"—এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে উভয়ের অভেদত্ব স্বীকৃত। কিন্তু "এই পরাশক্তি বিবিধ প্রকার শ্রুত হয়।" এই বেদবাক্য দ্বারা সেই অচিন্ত্য-শক্তির দুর্ঘট ঘটকত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব উহাদের নিত্যভেদও অনিবার্য্য। উহা কেবলাদ্বৈতবাদ-যুক্তিদ্বারা খণ্ডনীয় নহে। সেই পরাশক্তি অন্তরঙ্গা-তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদে ত্রিবিধরূপে প্রতীত হয়। তত্র অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি কর্ত্তৃক পূর্ণ স্বরূপেই সেই তত্ত্ব সর্ব্বকল্যাণ-গুণের আশ্রয়হেতু ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজিত। তল্লীলা সম্পাদনের জন্য সেই আনুকূল্যময়ী স্বরূপশক্তিদ্বারা তত্তত্ত্ব বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপে অবস্থিত। পুনরায় তটস্থশক্তিই রশ্মি-পরমাণুস্থানীয় চিদেকাত্মজীবরূপে বর্ত্তমান। বহিরঙ্গা মায়াশক্তিই প্রতিচ্ছবি-গত বর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপে লক্ষিত হয়। এই প্রকারে জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপের ভেদাভেদ জ্ঞেয়। তদাশ্রয়ত্ব-হেতু জীবেরও একদেশত্ব, কিন্তু তজ্জ্ঞানাভাবে বহিশ্চরত্ব প্রতীত। রশ্মিতুল্য জীবের ছায়ারূপা মায়াবশত্ব ব্যপদিষ্ট। ভগবল্লীলোপকরণত্বহেতুই জীব-

শক্তিত্ব। তটস্থশক্তিবশতঃ মায়াধীনত্ব সম্ভব হইয়াছে। মায়াবশ জীবগণের সংসারদুঃখ হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে অবিদ্যাখ্যা মায়ার অন্তর্দ্ধান হয়, তৎফলে সংসারনাশ এবং স্বরূপাবস্থানও হয়। মায়ামুগ্ধজীবগণের পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশ অনুভূত হয়, তদনন্তর সৎসঙ্গ-প্রভাবে যখন শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ জন্মে, তখন তাহাদের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তিতে অধিকার লাভ হয়। জাতশ্রদ্ধহেতু গুরুচরণাশ্রয়রূপ-সৎসঙ্গপ্রভাবেই তত্ত্ব-শ্রবণ ঘটে। শ্রবণের পর যখন তৎকীর্ত্তন হয়, তখন মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ জীব-স্বরূপ-বিক্রম লক্ষিত হয়। জগতে হরিকীর্ত্তনবিজয়ের ইহাই প্রক্রিয়া। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা এইপ্রকার কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীবের সপ্তপ্রকার ফলসিদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বিচার করিব। 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' ইত্যাদি দ্বারা জীবের স্বরূপতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ বলেন,—জীবাখ্যসমষ্টিশক্তিবিশিষ্ট পরমতত্ত্বের এক অংশই জীব। তেজোমণ্ডলের বহির্গামী রশ্মিপরমাণুর ন্যায় সে সেই পরমচিদেকরসের বহিশ্চরচিৎপরমাণু। শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারও এইরূপ বলিয়াছেন,—ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য; জ্ঞানাদিগুণকত্ব ও অস্মদর্থত্ব নিত্য এবং উভয়ক্ষেত্রে সূর্য্যপ্রকাশের প্রকাশকত্ববৎ জ্ঞানেরও জ্ঞাতৃত্ব অবিরুদ্ধ। সেস্থলে ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান্ এবং প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবেশ নিয়মের দ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন। ভক্তিব্যঞ্জক একরস চিৎসুখ-স্বরূপ প্রদান করে। অনেকাবস্থ জীব বহু। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ জীব বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশোন্মুখ হইলে তৎস্বরূপ-গুণাবরক বন্ধ বিমুক্ত হইয়া যায়, অনন্তর তৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার ঘটে। ইহা দ্বারা জীবের অণুত্ব, চিৎস্বরূপত্ব, শুদ্ধাহঙ্কার-শুদ্ধচিত্ত-শুদ্ধদেহবিশিষ্টত্ব স্থাপিত হইল। পরেশবৈমুখ্যবশতঃ বহিরঙ্গভাবাবিষ্ট হইলেই শুদ্ধাহঙ্কারগত শুদ্ধচিত্তের অবিদ্যা-মল-দোষের সূচনা দৃষ্ট হয়। জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে শুদ্ধচিত্ত, তাহাতে মায়াবরণরূপ অবিদ্যামল দূষিত হইলে চিত্তদর্পণের কার্য্যক্ষমতা থাকে না। সে-কারণ স্বরূপের মাহাত্ম্য দর্শন সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যখন হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতা ভক্তি প্রবর্ত্তিত হয়, তখন শ্রবণানন্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রাদুর্ভূত হইয়া সর্ব্বাবিদ্যা দূরীভূত করে। সে-সময় প্রকটিত শুদ্ধচিত্ত জীব শুদ্ধাহংকারযুক্ত হন এবং পরেশ-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাত্মক

পঞ্চতত্ত্ব নিজ চিত্তদর্পণে দর্শন করেন, এইভাব। চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইলে স্বরূপের প্রকৃত তত্ত্বদর্শন হয় এবং তাহা হইতে স্বধর্ম্মদর্শন ঘটে। ভগবদ্দাস্যই স্বধর্ম্ম। সেই দাস্যে প্রবৃত্ত হইলে সংসারপ্রবৃত্তি কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপে পরিণত হয়। জীবের প্রপঞ্চ জন্মকেই 'ভব' বুঝায়। উহাই মহাদাবাগ্নি, তাহার নির্ব্বাপণ; শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত নির্ব্বাপণ সম্ভব হয় না, এই ভাব। স্বধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিলে কি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমাপ্ত হয়? না—না। হরিকীর্ত্তনের নিত্যধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হইলে তাহারই স্বরূপগতধর্ম্মের অঙ্গত্ব বলিবার উদ্দেশ্যে 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ' বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীবের মায়াভোগই প্রেয় এবং তাহা হইতে এই অনিবার্য্য সংসার। কিন্তু মায়াপ্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করাই তাহাদের শ্রেয়। জীবের শ্রেয় অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলরূপ কৈরব অর্থাৎ কুমুদ প্রকাশক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণকারী। 'ভক্তিদ্বারা সংজাতা ভক্তি'—এই ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাবন্তগণের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-আভাস ভক্তিকর্তৃক শুদ্ধাভক্তি প্রাদুর্ভূতা হয়। এখানে কিন্তু চন্দ্রের উপমা তাহার অমৃতনিঃসরণ কল্পনাহেতু—এই ভাব। শুদ্ধভক্তিলব্ধ ব্যক্তিগণের 'কখন স্বস্বরূপপ্রাপ্তি হয়'—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শ্রীগৌরচন্দ্র 'বিদ্যাবধূজীবন' এইকথা বলিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবচ্ছক্তি একা; তাহার দুইটি বৃত্তি—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা দ্বারা যোগমায়া স্বরূপশক্তি পরিচিত হন। অবিদ্যা জড়সৃষ্টিকারিণী ও জীবস্বরূপ-গুণাচ্ছাদিকা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনকালে যখন শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়, তখন চিদিতরাভিলাষনাশিনী ভক্তিদেবীও স্বাবিদ্যা দূর করতঃ বিদ্যারূপ শস্ত্রদ্বারা জীবের স্থূল লিঙ্গোপাধিযুক্ত দেহদ্বয়কে ছেদনপূর্ব্বক স্বরূপগত শুদ্ধচিদ্দেহ, এমনকি অধিকারভেদে মধুররসাস্বাদনযোগ্য গোপিকাদেহ পর্য্যন্ত প্রকটিত করেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিদ্যাবধূজীবনত্ব সিদ্ধ হয়। স্বরূপশক্তির শ্রীকৃষ্ণবধূত্ব লীলাবিলাস বর্ণনাদিতে দ্রষ্টব্য।

স্থূললিঙ্গবিশিষ্ট মায়িক দেহাবসানের পর জীবের অণুত্ব নির্ম্মল হয়। 'তখন তাহার সুখও পরমাণুস্বরূপত্বহেতু ক্ষুদ্র হয়' ইহা পূর্ব্বপক্ষ করিয়া শ্রীশচীনন্দন "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন" এই শিক্ষা দিতেছেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হ্লাদিনীসারবৃত্তিদ্বারা সেই জীবের স্বাভাবিক আনন্দকে সমগ্ররূপে সম্বর্দ্ধিত করেন। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তজীবও অনন্ত আনন্দ লাভ করেন, এইভাব। সেই অবস্থায় চিদেকরসান্বিত হইয়া তিনি প্রতিপদে অর্থাৎ পদেপদে

অনুরাগের সহিত পূর্ণামৃত আস্বাদন করিতে থাকেন। নিত্যনূতন ভগবদ্-বিগ্রহে তৃষ্ণানিবৃত্তির অভাব হেতু নিত্য নূতন রস-সম্ভোগ ঘটিয়া থাকে। ভোগচেষ্টায়ও শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্ব কারণে কিরূপে সেই অবস্থায় নির্ম্মলানন্দ লাভ হয়—এই চিন্তা করিয়া শ্রীসন্ন্যাসীচূড়ামণি "সর্ব্বাত্মস্নপন"—এই বিশেষণ পদটি সংযুক্ত করিয়াছেন। তদবস্থায় কৃষ্ণানন্দের নির্ম্মলতাবশতঃ স্বকাম-ভোগেচ্ছারহিত জীব স্বভাবতঃ হ্লাদিনী-মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা-দাসী-স্বরূপে যুগলবিলাসের সর্ব্বানন্দ উপভোগ করেন। এস্থলে "সর্ব্বাত্মস্নপন" এই পদদ্বয় দ্বারা মুক্তের সাযুজ্যান্তর্গত ব্রহ্মলয়দোষ এবং নিজকামসম্ভোগাদি-দোষের সম্পূর্ণ মলহীনতাই পরিজ্ঞেয়। এই সপ্তগুণবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দস্বরূপ যুগলপ্রেমবিচিত্রলীলাপর শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবন

[ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের ভজন-কুটীরের সমীপবর্ত্তী নাম-মণ্ডপ-প্রাঙ্গন]

(ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

ভক্তিভৃঙ্গ—কিগো ঠাকুর ; এই ব্রজমণ্ডলে যামুন-পুলিনময় বনে জীবনের শেষভাগটা কাটাবেন বলেছিলেন তা'র কি হ'ল ?

শ্রীঠাকুর—আমার তো ঐরূপ সংকল্প স্থিরই ছিল। কিন্তু হায়, শ্রীভগবান্ বাদ সাধ্‌ছেন যে।

ভক্তিভৃঙ্গ—আবার শ্রীভগবানের নামে দোষারোপ কর্‌ছেন কেন ভাই ? সাক্ষাৎ ভগবান্ কি আপনাকে এখানে তাঁর ভজন কর্‌তে নিষেধ করেছেন ?

শ্রীঠাকুর—সর্ব্বারাধ্য দয়াল শ্রীভগবানের কি দোষ দিতে পারি ? আমার ইচ্ছা অপেক্ষা তাঁর ইচ্ছা বড়। তাঁর সংকল্প পূরণার্থে আমার সংকল্প তুচ্ছীকৃত কর্‌তে হচ্ছে। তাই বল্‌ছি, আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানে থাকা চল্‌বে না।

ভক্তিভৃঙ্গ—সত্যই কি এখানে আপনার না থাকাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই ব্রজমণ্ডলে থেকে আপনার সাথে ভজন কর্‌বার আমার একান্ত ইচ্ছা এবং এজন্য রাজকার্য্য থেকে শীঘ্রই অবসর নেবার সঙ্কল্পও স্থির করে ফেলেছিলাম। কিন্তু শ্রীমন্মহা-প্রভুর ইচ্ছায় আমাকে ঐ সংকল্প থেকে বিরত থাকৃতে হচ্ছে। আমি সরকারী কার্য্যোপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে গিয়েছিলাম। সেখানে রাত্রিতে স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাকে আদেশ কর্‌লেন,—'তুমি বৃন্দাবনে গেলে, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে তোমার যে-কাজ আছে তার কি কর্‌লে ?' শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আপনাকে ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাবার জন্যে এসেছি। এখন আমার কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন !

ভক্তিভৃঙ্গ—ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যাদেশ পেয়ে আপনি ধন্য। তিনিই আপনার কর্ত্তব্য স্থির করে দিয়েছেন। সর্ব্বোপরি ভগবদ্-ইচ্ছাই বলবান্। শ্রীবৃন্দাবন ধাম হ'তে শ্রীনবদ্বীপ ধাম শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শ্রীভগবান্ যখন আপনাকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে চান, তখন নবদ্বীপে যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

শ্রীঠাকুর—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূরণার্থে আমার এখন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরে বদলী হ'লে সুবিধা হয় ও তাহাই সমীচীন। কিন্তু তা' কি ক'রে সম্ভব ?

ভক্তিভৃঙ্গ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। আপনি বদলী হ'বার চেষ্টা করে দেখুন, নিশ্চয়ই তা' সফল হবে।

শ্রীঠাকুর—এখান থেকে বদলী হ'তে গেলে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাধামাধব বসু মশাইয়ের সঙ্গে পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন করা ছাড়া অন্য উপায় আর দেখ্‌ছি না। কিন্তু তিনি কি এতে সম্মত হবেন ?

ভক্তিভৃঙ্গ—শ্রীভগবান্ সত্য,—তাঁর আজ্ঞাও সত্য। কাজেই রাধামাধব বাবুর এতে সম্মত হওয়া বা না হওয়া সবই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সত্যস্বরূপ ভগবদ্ ইচ্ছার উপর আমাদের চিন্তা করা নিরর্থক। সাধকের চেষ্টা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ উভয়ে যোগযুক্ত হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কৃপা তো আছেই, এখন আপনার চেষ্টা চাই। আপনি নিমিত্তমাত্র থেকে সর্ব্বকর্ম্ম-ফল শ্রীভগবানে সমর্পণ করে তাঁর প্রত্যাদেশ পালনে যত্নবান্ ও অগ্রসর হন, তা'হলে নিশ্চয়ই সফল হবেন।

শ্রীঠাকুর—আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য কর্‌ছি দেব! আমার স্থির বিশ্বাস ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা যখন কখনও অপূরণ থাকে না তখন এর ব্যবস্থা হবেই আমি অবশ্য বদলি হ'বার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং অনন্যচিত্তে নিয়তঃ তাঁর পাদপদ্ম আরাধনায় ব্যাপৃত আছি ও থাক্‌বো। জানি না কবে তাঁর ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে নবদ্বীপ-মণ্ডলে তাঁর সেবা প্রকাশ ক'রে তন্মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাক্‌বো!

[ইত্যবসরে জনৈক আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক—(অভিবাদনপূর্ব্বক) এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আছেন?

ভক্তিভৃঙ্গ—হ্যাঁ আছেন। (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ইনিই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্!

আগন্তুক—(পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক) স্যার, কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন।

(আগন্তুক পত্রটী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রদান করিলেন ও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা গ্রহণ করিলেন।)

আগন্তুক—স্যার! (অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যোত)

ভক্তিভৃঙ্গ—এখন যেওনা ভাই! আশ্রমে যখন এসেছো তখন একটু প্রসাদ পেয়ে যেতে হয়। এদিকে এসো।

(আগন্তুককে প্রসাদ দিবার জন্য তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন)

শ্রীঠাকুর—(পত্রখানি পাঠান্তে) ইংরাজী সাময়িক 'হিন্দু হেরাল্ডে' প্রকাশিত মহাপ্রভুর চরিত্র সম্পর্কে আমার লেখাটি তা'হলে রাধামাধব বাবু পড়েছেন দেখ্‌ছি। ভদ্রলোক যখন উৎসাহিত হয়ে আমাকে পত্র লিখেছেন তখন মনে হয় আমার স্থান-পরিবর্ত্তনের কথা জানালে তিনি আপত্তি কর্‌বেন না। হা মহাপ্রভু, কৃপা করুন আমি যেন নবদ্বীপ ধামে আপনার সেবা কর্‌বার সৌভাগ্য পাই!

[সহসা দৈববাণী স্ফুরিত হইল]

শ্রীমন্মহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) ওগো ঠাকুর, আমি তোমার ইষ্টদেব। সুধী বৈষ্ণব-মণ্ডলী কর্ত্তৃক তুমি 'ভক্তিবিনোদ' সংজ্ঞায় ভূষিত হওয়ায় আমার কাছে ঐ নামটী বড় প্রিয়। তুমি অচিরেই আমার ইচ্ছায় কৃষ্ণনগরে বদলী হয়ে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে আমার আবির্ভাব-স্থান আবিষ্কার কর্‌বে।

শ্রীঠাকুর—ওগো প্রাণনাথ, আর অলক্ষ্যে থাকবেন না। আমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন!

শ্রীমন্মহাপ্রভু—(অলক্ষ্যে) এখানে নয়, নবদ্বীপে এসো। তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীঠাকুর—(ভাবাবেশে) হা প্রভু, তুমি আমার কাছাকাছি থেকেও আমাকে দেখা না দিয়ে আর কতকাল এরূপ কষ্ট দেবে? আমি যাবো,—তোমার কাছেই আমি যাবো। তোমার অদর্শনে আজ এ বৃন্দাবনও শূন্য মনে হচ্ছে। আমাকে আর কাঁদাইও না,…এবার নবদ্বীপে গেলে দেখা দিও। (চক্ষে জল আসিল।)

[ইত্যবসরে পুনরায় ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়ের প্রবেশ]

ভক্তিভৃঙ্গ—ঠাকুর, আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন? কৃষ্ণনগরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে কি কোনও অশুভ সংবাদ আছে নাকি?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে না। পত্রে শুভ সংবাদই আছে।

ভক্তিভৃঙ্গ—তবে আপনাকে দুঃখিত দেখ্‌ছি কেন?

শ্রীঠাকুর—আর কি বল্‌ব! আমার ইষ্টদেব শ্রীমন্মহাপ্রভু এখনই দৈববাণী ক'রে আমাকে পুনরায় নবদ্বীপ যাবার নির্দ্দেশ দিলেন। আমাকে

কৃষ্ণনগরে বদলী কর্‌তে তাঁর ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন। তবে দুঃখ এই যে তিনি কাছে এসেও দেখা দিলেন না। আমার মত পাপাত্মা আর কে আছে? প্রিয়জন কাছে এসেও যদি দেখা না দেন সে যে কত বড় মর্ম্মান্তিক তা ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন।

ভক্তিভৃঙ্গ—ঠাকুর আপনি পাপাত্মা ন'ন,—পুণ্যাত্মা। অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা স্বনামপ্রসিদ্ধ শিশির বাবু যে আপনাকে 'সপ্তম গোস্বামী' বলেছেন আপনি তাহাই,—এতে কোন সন্দেহ নেই। জানি না আবার কবে আপনার সাক্ষাৎ পাব! আপনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পরমহংস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদ! —আপনি আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন!

[ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয় ও শ্রী শ্রীঠাকুর উভয়ে উভয়কে দণ্ডবন্নতি করিলেন]

শ্রীঠাকুর—আপনার স্নেহ আমি কোনদিনই ভুল্‌তে পার্‌বো না। আমি শীঘ্রই ভক্তিপরায়ণ রাধামাধব বাবুকে মহাপ্রভুর ইচ্ছার কথা জানিয়ে স্থান-পরিবর্ত্তন করে নিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট কার্য্যে যেন লিপ্ত হতে পারি—এই প্রার্থনা। অনতিকাল পরে আবার এই শ্রীবৃন্দাবনে এসে আপনার সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা রহিল।

ভক্তিভৃঙ্গ—আবার আস্‌বেন,—আবার আস্‌বেন ঠাকুর! এই কাঙালটী আপনার সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় রইল।

[উভয়ের প্রস্থান] (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

মৎসরতা হইতে পরিত্রাণের উপায়

শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুর ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। মাৎসর্য্যহীনতাই সাধুর প্রধান লক্ষণ। ঈশ-শ্রুতি সর্ব্বপ্রথমেই "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" এই মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর সাধুর কৃত্যই উদ্দেশ করিয়াছেন। পরসুখ-সহিষ্ণুতাই মৎসরতা। 'পরসুখ' বলিতে পরবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-সুখ উদ্দীষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের সুখানুসন্ধানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজসুখান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া

পড়েন, তাঁহারা স্বার্থগতি বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবাকে পরম অর্থ বা পরম প্রয়োজনজ্ঞানে বঞ্চিত হওয়ায় দুরাশয় বা দুষ্টাশয়যুক্ত হইয়া বহির্বিষয়কে বহুমানন করেন ; ফলে স্বীয় অপস্বার্থান্ধতাবশতঃ মহাসংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া জগতের পরম শত্রুরূপে পরিগণিত হয়। কৃষ্ণ-কার্য্য-সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান হইলে তদনুকূল অনুশীলন ব্যতীত অন্য চিন্তা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার বিচার আসে না। যে পরিমাণে আমরা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ব্যস্ততা প্রদর্শন করি, সেই পরিমাণে কৃষ্ণবিষয়ে উদাসীন হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয় প্রত্যেক কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত ভজনবিজ্ঞ শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তনিপুণ সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত উক্ত দোষচতুষ্টয়ের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা প্রভৃতি যতই থাকুক না কেন, বদ্ধ জীব নিজেকে নিজে ভ্রমাদি-নির্ম্মুক্ত বলিয়া কখনই গর্ব্ব করিতে পারে না। তাহার আধ্যক্ষিকতা প্রবল থাকায় সে তাহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে বহুমানন করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতায় এত অধিক উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, বাস্তবসত্যের কোন কথায়ই কর্ণপাত করিবার সময় বা বিচার তাহার থাকে না। শ্রীগুরুদেবের চিন্ময়ী উপদেশ-বাণী আমি আমার আধ্যক্ষিক জ্ঞানদ্বারা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক,—এতদ্বিষয়ে দোষচতুষ্টয়ের একটুকুও আমাকে স্পর্শ করে নাই—ইত্যাকার অহঙ্কার বিশুদ্ধ কপটতাই প্রসব করিয়া থাকে। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই গুরুগৃহে গমন করিয়া শ্রীগুরুমুখে আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরোচন অনাত্ম বস্তুকেই আত্মবস্তু বিচার করিয়া বঞ্চিত হইলেন। পরন্তু ইন্দ্র নিজ আধ্যক্ষিকজ্ঞানকে বহুমানন না করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় শুদ্ধ আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিলেন। ফলে বিরোচন দেহাত্মবাদী হইয়া লোক-সকলের উপদেষ্টা সাজিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর ইন্দ্র, শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রচারপূর্ব্বক জগন্মঙ্গল সাধন করিলেন। ভ্রম অর্থাৎ সত্যে অসত্য বা অসত্যে সত্যবুদ্ধি, প্রমাদ বা অনবধান, বিপ্রলিপ্সা বা নিজে বঞ্চিত হইয়া অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা এবং করণাপাটব বা ইন্দ্রিয়ের অপটুতা ইত্যাদি দোষ আমার নাই বা থাকিতে পারে না,

শ্রীগুরু-মুখ-বাণী আমি এক বুঝিতে আর বুঝিয়া ফেলিতে পারি না অথবা শ্রীগুরুদেবের বাণীসমূহকে বিকৃত করিয়া আমার অপস্বার্থানুকূল করিয়া লইতে পারি, কিংবা আত্ম-জ্ঞান-বঞ্চিত বিরোচন-পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমার অপস্বার্থের অংশীদারের সহিত যুক্তি করিয়া লব্ধাত্ম-জ্ঞান ইন্দ্রপক্ষগণের করণাপটুতা বা গুরুপাদপদ্মে অনুপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইব, আমি গুরুদেবের প্রিয়সেবক, আমা অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়সেবক আর কেহই নাই—এই সকল কথা সাধারণ্যে প্রচার করিয়া আমার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইব—ইহার ন্যায় নারকীয় চিন্তাস্রোত আর কিছু থাকিতে পারে না। পর-সুখ বা কৃষ্ণকান্তি-সুখে অসহিষ্ণু মৎসর হইয়া আত্মসুখানুসন্ধানের ঘৃণিত অপচেষ্টাই ঐ সকল অনর্থের জননী।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই বৈরী পঞ্চকের একত্র সম্মিলনই মাৎসর্য্য রূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। মৎসরগণ ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর অনুসরণে ভুক্তি ও মুক্তিকে পিশাচী বলিয়া বাহ্যতঃ গর্হণ চেষ্টা করিলেও শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের অনুকরণে পাঠ, কীর্ত্তন-বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহসেবাদি ক্রিয়ামুদ্রা প্রদর্শন করিলেও পরসাহিত্যপরিষদের একমাত্র পারমার্থিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-পত্রের অনুকরণে আনুকরণিক প্রতিদ্বন্দ্বী পত্র প্রচার করিলেও তাহা পৈশাচিক বা আসুরিক বিগর্হিত রুচির পরিচয় ব্যতীত কখনই কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির পরিচয় নহে।

আমাদের নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শুদ্ধগৌড়ীয়গণের পক্ষে মধুকর বৈক্ষ্যকে শুদ্ধ ভজনাকুল বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, স্থূল ভিক্ষাকে তাদৃশ আদর করেন নাই। অবশ্য সমস্ত ভিক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারিলে ভিক্ষুকের অনর্থোৎপত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় ভিক্ষাশ্রমীর ইন্দ্রিয়লৌল্য অত্যধিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নাম করিয়া লব্ধভিক্ষা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আচার ও প্রচারের অবৈধ আনুকরণিক হইয়া শাস্ত্রের দশটি শ্লোক মুখস্থ করিয়া লোকভুলান বাক্যের ফুলঝুড়ি ছটাইয়া বৈষ্ণবের আনুকরণিক বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, লোকের সহিত নানাপ্রকার ধাপ্পাবাজী করিয়া, কিছু অর্থোপার্জ্জন করিয়া বা ভূরি-

ভোজনের আয়োজন করিতে শিখিলেই ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে মধুকরের ন্যায় বৃত্তি-অবলম্বনে প্রতি গৃহে হরিগুণগান করিয়া আত্মহিতাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে পরহিতাকাঙ্ক্ষা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা অবহেলা করিয়া পরিশ্রম ও উদ্বেগ বাঁধাইবার জন্য স্থূল ভিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক দাতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে গেলে দাতা ও গ্রহীতা—উভয়েরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। "প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥ ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা। দিবা-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥" "যা'রে দেখ, তা'রে কহ—কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥ কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ। পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥"—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন-জন্য নিজসুখবাঞ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়া পরমার্থ-চেষ্টা হইতে একেবারেই বিরতি লাভ হইয়া থাকে। ঈশ-শ্রুতি-কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষাও করিও না'—এই একেধারেই ভুল হইয়া "অর্থ-লাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণব বেশে, ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে" বিচারই প্রবল হয়। নিজ সুখৈষণা যেখানে প্রবল হইয়াছে. সেইখানেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং সে স্থান হইতে হরিকথামৃত দূরে পলায়ন করিয়াছেন। গো-বিপ্র-বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন-বিরোধী "ম্যয় ভুখা হু" শব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। যে কনক মাধবের সেবায় নিযুক্ত না হয়, সে কনক হইতে অনৃত (মিথ্যা কথা, জাল, জুয়াচুরী,) মদ (জড়াহঙ্কারোন্মত্ততা), কাম, (যোষিৎ-সম্ভোগেচ্ছা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা) রজঃ (রজোগুণমূলা হিংসা-মাৎসর্য্য) এবং বৈর (শত্রুতা)—এই পঞ্চ অনর্থের উদ্ভব হয়। তাহাতে "আপন নাক কাটীয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ" বিচারটি বেশ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপদিষ্ট মাধুকর ভৈক্ষ্য বৈষ্ণবানুগত্য অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তনপর হইলেই মৎসরতা-চণ্ডালিনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হইয়া প্রকৃত ভগবদ্ভজন আরম্ভ হইবে—শ্রীমদ্ভাগবত-নির্দ্দিষ্ট "নির্ম্মৎসরাণাং সতাং পরমো ধর্ম্মঃ" উপলব্ধির বিষয় হইবে। নতুবা ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর মোহে মতিচ্ছন্ন হইয়া ভক্তিসুখের অভ্যুদয় লাভ হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

মানব-জীবনের সার্থকতা

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, অনন্তকোটী জীব। জীবের উৎপত্তি 'হইল' বলা হইলে ভুল হইবে, ভগবান্ নিত্য—জীবও নিত্য। কিন্তু সাধারণ বদ্ধজীবের এইরূপ একবাক্য মনের অগোচর, ধারণাতীত ব্যাপার, তবু বদ্ধজীবকে বোঝাইবার জন্য মুনি-ঋগিগণ এই জগতের বস্তু-উপমার দ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা কয়িাছেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরম ও পরম তত্ত্ব। তাঁহার অনন্তশক্তি ইহার মধ্যে ত্রিবিধ শক্তি জীবের নিকট পরিচয় মাত্র। চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তি মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গাশক্তি, চিৎ ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তী যে সূক্ষ্ম সীমানির্দ্দেশক রেখা (Line of demarcation) আছে, তাহাই তট বলা হয়, চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যবর্ত্তী উভয় সঙ্গযোগই জীবতত্ত্ব।

স্বতন্ত্রবশতঃ জীব মায়ার দিকে বা ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। জীব দুইপ্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত, মায়ার চাকচিক্যে যে-সব জীব মোহিত হইল, সেইসব জীব মায়িক-সংসারে বদ্ধ হইল, আবার মায়াকে পশ্চাতে ফেলিয়া যে-সকল জীব ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবায় রত হইলেন। বদ্ধ-জীবের যে-সব ত্রিতাপময়ী জ্বালা-যন্ত্রণা, তাহার সম্বন্ধে নিত্যমুক্ত জীবের কোন ধারণা নাই। তাঁহারা সর্ব্বসময় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস"—এইরূপে অভিমান তাঁহাদের সর্ব্বদা আছে।

জীবের গঠন কেবল চিৎপরমাণু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—তিনি পূর্ণ বা বৃহৎ চিৎ-বিভু—তিনি মায়ার অধীশ্বর। জীব অণুতাবশতঃ অতিসহজেই মায়ার কাছে পরাজিত। নিজচেষ্টায় বা জ্ঞানের দ্বারা মায়ার হাত হইতে নিস্কৃতি নাই। জ্ঞানে কোনরূপ অবলম্বন নাই, কিন্তু ভক্তিতে ভগবানকে অবলম্বন করা হয়, সাধুগুরুর পদাশ্রয় করা হয়।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥"

নিজচেষ্টায় পাইব, এইরূপ অভিমান বা নিষ্ফল জ্ঞানচেষ্টার দ্বারা অতি সহজেই পতনের আশঙ্কা থাকে। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্র্যয়ঃ॥" ইহা ছাড়া জ্ঞানকে পুরুষরূপ ও মায়াকে স্ত্রীরূপ বলা হয়।

সুতরাং জ্ঞানরূপ পুরুষ অতি সহজেই, স্ত্রীরূপী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" সুতরাং ভগবান্ ভক্তিদ্বারাই সহজলভ্য, ভগবান্ সহজেই ভক্তের বশীভূত হয়—তাই তাঁহাকে ভক্তবৎসল বলা হয়। ভগবানের চিন্তা ভক্তের সহিত যুক্ত হন। ভক্তের ইচ্ছা ভগবান্ পূরণ করেন, আবার ভগবানের ইচ্ছাও ভক্ত পূরণ করিতে প্রয়াসী হন।

চুরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক অজ্ঞাত সুকৃতিবলে এই মানবজন্ম অর্থাৎ মানব-শরীর লাভ হইয়া থাকে। ভীষণ সমুদ্রের মাঝে যেমন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে একটী নৌকা পাওয়া যায়, তাহাতে যদি সুদক্ষ কর্ণধার থাকে এবং বাতাসও যদি অনুকূল হয়, তবে অতি অনায়াসে, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কূলে পৌঁছান যায়। সেইরূপ এই মহাভব সমুদ্রে মনুষ্য-শরীররূপী নৌকা, গুরুরূপী সুদক্ষ কর্ণধার ও ভক্তিরূপ অনুকূল বাতাস লাভ করিয়া অনায়াসে এই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। কতকোটী অর্ব্বুদবার, নানারূপ যোনী ভ্রমণ করিয়াছি, কতবার মনুষ্য জন্মও হয়ত লাভ হইয়াছিল। বিভিন্ন পশু কীট-পতঙ্গ-গুল্ম-লতা প্রভৃতি জন্মে কতরূপে কষ্ট পাইয়াছি, স্থাবর-জন্মে পর্ব্বত হইয়া কত হাজার হাজার বৎসর হয়তো সময় কাটাইয়াছি। এইরূপে অনাদিকাল হইতে জন্ম-মরণমালায় নিজ-কর্ম্মানুসারে জন্মলাভ হইতেছে। এইবার বহুভাগ্যে মানব-জন্ম লাভ হইয়াছে। পরম করুণাময় ভগবান্ আমাদের দুঃখ দেখিয়া এইরূপ একটী সুযোগ (chance) দিয়াছেন। সুতরাং এইবারও যদি শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে সেই সুযোগের অপব্যবহার হেতু কর্ম্মানুসারে কোথায় জন্ম হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং এইবার অন্যদিকে মন নয়, সর্ব্ব-মন-প্রাণ দিয়ে ভগবৎ-অনুশীলন করিতে হইবে। ভগবানের গুণ-কীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কথা নয়, ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম নয়—সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সুখবিধানের চেষ্টা, তাঁহার জিনিষ তাঁহাকে অর্পণ করা অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার ন্যায় তাহাতে অর্পিত-আত্মা হইতে হইবে।

কিন্তু কি ভাবে কি উভয়ে এই পথে অগ্রসর হইব জানা নাই। এই পথের-পথ প্রদর্শিতা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদে শরণাপন্ন হইতে হইবে। সুকৃতি-ফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ হইয়া থাকে। জীবের শ্রদ্ধা হইলে পর সাধুসঙ্গ

যা সদ্‌গুরুপদাশ্রয় লাভ হয়। শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য একই—এইরূপে বিশ্বাস হইলে পর সদগুরুর চরণ আশ্রয় হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের সেই শ্রদ্ধারূপ চিত্ত মাটীতে ভক্তিবীজ দিয়া থাকেন। শ্রদ্ধালু শিষ্য প্রত্যহ শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে তাহা সিঞ্চন করিয়া থাকিলে। ভক্তিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভক্তিলতা মায়িক জগৎ পার হইয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া পরব্যোম যথা দ্বারকা মথুরা পার হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদিও সাধক এই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় এই জগতে অবস্থান করেন কিন্তু তাঁহার ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সেই বৃক্ষে প্রেমরূপ ফল ধরিয়া সেই ফল পরিপক্ক হইলে ভক্ত আস্বাদন করিয়া থাকেন, তখন তিনি মায়িক-শরীর ত্যাগপূর্ব্বক চিৎশরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দে মগ্ন থাকেন।

অনেক সময় উপশাখারূপ প্রতিষ্ঠাশা, লোভ, কুটিনাটীও অপরাধরূপী হস্তী উপস্থিত হইয়া মূল শাখার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া থাকে এবং মূল উৎপাদন হইবার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এইসব হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে আত্মনিবেদন করিতে হইবে, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশমত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কপটতা, আলস্য ত্যাগপূর্ব্বক, সরলচিত্তে, খুব আগ্রহ ও যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীগুরুর নির্দ্দেশমত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। আর্ত্তিসহকারে তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। "কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে।" সুতরাং কৃষ্ণ-ভক্তিলাভের জন্য তাঁহাদের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মানবের চিত্তবৃত্তি হইতে অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার দূর হইয়া তাঁহাদের কৃপারূপ রশ্মি চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে এবং তখনই সেই চিত্তে ভক্তিদেবী আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শুদ্ধভক্তি হইলে মনুষ্যের সমস্ত অভাব অভিযোগ পূর্ণ হইবে, সত্যিকার আনন্দ ও শান্তি পাইবে।

—শ্রীমতী উমারাণী দেবী
চুঁচুড়া (হুগলী)।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবাসরে বিরহ-বেদনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫২ পৃষ্ঠার পর)

আমার ঠাকুর শুধু সাধুদের পরিত্রাণেই কথা তো বলেন নাই,... দুষ্কৃতকারীদিগকে মানুষের মত বাঁচিবার রাস্তাও তিনি বের করেদিয়েছেন। তাই তাঁর বিহনে আজি এই পথহারা পথিক সেই মহাপুরুষের অন্তরঙ্গজনের পদতলে থেকে সত্যপথ অনুসরণে ব্যস্ত এবং উত্তম-শ্রেয়ঃ অবগত হওয়ার জন্য নিরত সকাকু প্রার্থনা রত আছে। শ্রীল গুরুদেবই আমাদিগকে তৎপ্রেষ্ঠ বর্ত্তমান আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজজীর আনুগত্যে ভজনের নির্দ্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর আদেশ পালনের সঙ্কল্প যেন সফল হয় তজ্জন্য তাঁর কৃপা-প্রার্থনা করতঃ আজ তাঁর তিরোভাব-তিথি-পূজায় ব্রতী হয়েছি। আমার চিত্ত রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় শ্রীল গুরুদেবের সতর্কবাণী উপলব্ধি করার ক্ষমতা হয় নাই। সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণীর কৃপা পেয়েও এই অধমের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় আজ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের ও একান্ত অন্তরঙ্গ পরমপূজ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশামৃতে আমার বর্হিমুখ চিত্তবৃত্তিকে অভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

আজ ভূ-ভারতের বিভিন্ন স্থানে তদীয় এই প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ হরিকথা পরিবেশন করায় সজ্জনমাত্রেই অতীব উল্লসিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট সেবাসমূহ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ শ্রীল আচার্য্যদেব, তথা শ্রীল নারায়ণ মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীল হরিজন মহারাজ, শ্রীল উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীল পর্য্যটক মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ এবং তদীয় অনেক নিজজনগণ কর্ত্তৃক সেবাসমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আরও মহৎকার্য্য ও সেবাদি প্রকাশ হইতে থাকায় এবং সর্ব্বত্র তাঁর করুণা উপলব্ধি হওয়ায় আজ তাঁর প্রাকট্যই অনুভূত হইতেছে। প্রপূজ্যপাদ উক্ত ছয় ঠাকুর বর্ত্তমান

সময়ে সমস্যাসঙ্কুল ভারতে সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও শ্রীল গুরুদেবের বাণী দ্বারে দ্বারে বিশেষভাবে বহন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্ম প্রচারে নিরত আছেন এবং তাঁদের অভয় বাণীতেই আমরা জান্‌তে পারি যে, যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও ত্রিতাপ হইতে পরিত্রাণ এবং প্রেমানন্দ লাভ একমাত্র শ্রীগুরুদেবের বাণীতেই সম্ভব।

গুরুসেবার ফল এত আশ্চর্য্যজনক যে তা ধারণাতীত। 'বিশ্রম্ভেণ গুরুসেবা'—বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণভজন হয়। পিতা যেমন অন্ধ পুত্রকে অনাদর করেন না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও মায়ান্ধ বা মায়ামুগ্ধ ঘৃণিত জীবকে অনাদর করেন না,—তা'কেও কৃপা করেন।

আমাদের শ্রীগুরুদেব এতই কৃপালু ও আমাদিগকে এতই ভালবাসিতেন তিনি আমাদের ছেড়ে ক্ষণকালও থাকৃতেন না। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে এখন কালের গতিতে আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি আমাদের ছেড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গেছেন। তাই বলে তিনি কি সত্যই আমাদের ত্যাগ করেছেন বা আমাদের প্রতি স্নেহের অভাব বশতঃ কি তিনি দূরে সরে গেছেন? না—তা' কখনই নহে। পরন্তু তাঁর এই দূরে সরে যাওয়া আমাদের কল্যাণের জন্যই। পরম করুণাময় ও মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেব কি আমাদের অকল্যাণ করিতে পারেন বা করেন? কখনই না! মা যেমন তাঁর স্তন্যপায়ী শিশুকে এক স্তন হইতে অন্যস্তনে লইয়া যান, উহাতে মাতার স্নেহের অভাব বোঝায় না, বরং শিশু যা'তে অন্য স্তনে বেশী দুগ্ধ পায় তজ্জন্যই মা ঐরূপ ব্যবস্থা করে থাকেন এবং ইহাতে তাঁর স্নেহ বেশী মাত্রায় প্রকাশ পায়। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবও এ' জগতে প্রকটকালীন কত বৈভবলীলা প্রকাশ করে আমাদের অন্তরালে গমন করিয়া অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করতঃ তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মাধ্যমে ও তৎপ্রেষ্ঠ তদীয় মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্য্যদেব শ্রীল বামন মহারাজজীর মাধ্যমে আরও কত কি অভিনব বৈভব প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছায় ও আমাদের পরম কল্যাণ সাধন কর্‌বার উদ্দেশ্যে এবম্বিধ লীলার অবতারণা করেছেন! বর্ত্তমানে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলেও আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ-আশীর্ব্বাদ আজও বর্ষিত হচ্ছে। আজ তাঁর কৃপা প্রার্থনা ক'রে জানাই—হে প্রভো! এমত শক্তি প্রদান করুন যেন আপনার উপদেশাবলী আচারের সহিত প্রচার করে আপনার পূজায় নিযুক্ত থাকার সৌভাগ্য পাই।

আজিকার এই বিরহ-দিবসে মদীয় নিজাভীষ্ঠদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অদর্শনজনিত বেদনায় ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে এই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করে স্বরচিত নিম্নোক্ত প্রার্থনা পদটী বিবৃত করিতেছি।—

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান-পদ　　ভজনের সম্পদ
গৌর-প্রেম হয় যাঁহা হ'তে।
যাঁর কৃপাবিন্দু লভি'　　জীবে পায় পরাগতি,
দেবে যাঁরে বন্দে ভালমতে॥

যাঁর পূত দরশনে　　পাষণ্ডও মনে মনে
কৃষ্ণনামে হয় মাতোয়ারা।
হেন দীন-বৎসল　　মিলিবে না কোন কাল
খুঁজিলেও সারা বসুন্ধরা॥

স্বামীর-বিয়োগ-ব্যথা　　বোঝে শুধু পতিব্রতা
তপ্ত-মরুসম জ্বলি যায়।
বেশ-ভূষা-পরিপাটী　　সবই ঝুটা ভাবে সতী
হা-হুতাশে ইতি উতি ধায়॥

তেমতি হারায়ে ইষ্ট　　মোরা সবে পাই কষ্ট
…বিশেষে এ বিরহ দিবসে।
হে গুরু, পতিত-পাবন　　কর কৃপা বিতরণ
দেখা দিয়া মোদের মানসে॥

জয়তু শ্রীগুরুদেব! প্রভো প্রসীদ! প্রসাদ!! প্রসীদ!!!

১ দামোদর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৫　　শ্রীচরণসেবাভিলাষী
সাং—বড়বহরকুলি　　অধম—
পোঃ—সিঙ্গার কোন　　'চিত্তরঞ্জন'
জেলা—বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

দু'চার কথা

হরিভক্তি সাধনই আমাদের একমাত্র কৃত্য—এই উপদেশ বদ্ধজীব আমরা সাধু-শাস্ত্রের নিকট হইতে সকল সময়েই পাইয়া থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের এবং শাস্ত্রের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া বিভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট লোক আমরা বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়াকলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সাধনভক্তি মনে করিতেছি। সাধু ও শাস্ত্র কাহাকে সাধন বলিতেছেন, তাহা তাঁহাদের আনুগত্যে আমাদের জানিতে চেষ্টা-বিশিষ্ট হওয়া দরকার। যে-ক্রিয়া দ্বারা অভীপ্সিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হয়, তাহাকেই সাধন বলা হয়, নিরর্থক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে সাধন বলা যায় না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি নিরর্থক বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে সাধন বলিয়া স্বীকার করেন না। ধর্ম্মজগতে যিনি যে-পথই অবলম্বন করুন না কেন, ভগবদ্বস্তু লাভই প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—একমাত্র ভক্তি-ব্যতীত অন্য সকল পথই সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থতা প্রতিপন্ন করে।

ভক্তি আত্মার নিত্য সহজ বৃত্তি দেহমনের দ্বারা কখনই ভক্তির অনুশীলন হয় না। আমরা বদ্ধজীব, আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, সকলই জড়-ক্রিয়ামাত্র, আত্মার উপরে জড়ক্রিয়া কখনই প্রযুক্ত হয় না। এ কথা শুনিয়া বা কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া আমাদের একটা নৈসর্গিক চিন্তাস্রোত আসে যে, কৃত্রিম উপায়ে মনোনিগ্রহাদির দ্বারা মন স্থির করিয়া বুদ্ধি বা চিত্ত শুদ্ধ করিতে পারিলে আত্মস্বরূপ জাগরিত হইবে, তখন ভক্তির অনুশীল করিলে আমরা ভক্তির প্রকৃত সন্ধান পাইতে পারিব। সাধনকালে আমরা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলন করিয়া সত্ত্বশুদ্ধি করি, শুদ্ধসত্ত্বে ভক্তিবৃত্তির উদয় হইলে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করিব। ভাগবত বলেন,—কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুশীলন আমাদের অচিদ্‌বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম সম্পূর্ণ চিদ্‌বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অচিদ্‌বৃত্তির দ্বারা কখনও চিদ্‌বৃত্তির জাগরণ হয় না, অধিকতর সুপ্ত হয় মাত্র।

'যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ', 'যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ', 'প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ', ন সাধয়তি মাং যোগঃ' প্রভৃতি শ্লোকে, যোগ, 'কর্ম্মাণাং পরিণামিত্বাদাবি-রিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্' 'কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে,' 'কর্ম্মণ্যকর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে', 'প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি 'নারায়ণপরাঙ্মুখম্' প্রভৃতি শ্লোকে কর্ম্ম,

'স্থানে প্রয়াসমুদপাস্য', 'যেঽন্যেঽরবিন্দাহ বিমুক্তমানিনঃ,' 'জীবন্মুক্ত অপি' প্রভৃত অসংখ্য শ্লোকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদির প্রয়াস শ্রীমদ্ভাগবত নিরাস করিয়াছেন।

অনিত্যবস্তুর দ্বারা নিত্যবস্তুর উদ্বোধন হয় না, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিত্যবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমার নিত্য অভিমান লইয়া নিত্যের সন্ধান আমি পাইতে পারি না, আবার অন্যদিকে নিত্যের অনুশীলন না হইলে অনিত্য অভিমানের হাত হইতে ছুটীই বা পাইব কি করিয়া? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতি দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥

যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরির কথা শ্রবণ করেন বা কীর্ত্তন করেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হ'ন্। কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা স্বীয় জনগণের ভাবরূপ কমলাসনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সকল প্রকার মলিনতা সম্পূর্ণরূপে দূর করেন,—যেমন শরদৃঋতুর আগমনে নদী-পুষ্করিণী সকলই নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপে যাঁহার হৃদয় ধৌত বা পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণপাদমূল পরিত্যাগ করেন না—যেমন কোন প্রবাসী পুরুষ সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশমুক্ত হইয়া নিজভবনে আগমন করিলে আর তাহা ত্যাগ করিতে চান না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তন ভক্তিরই অঙ্গ বলিয়া জানাইয়াছেন। আমি দেহমনের দ্বারা শ্রবণ করিতে পারি না, শ্রবণ-কীর্ত্তন না হইলে আমার দেহ মনোধর্ম্মের ছুটীও হইবে না, তাহা হইলে আমার সাধন কিরূপে হইবে? অনেকে আবার বলিতে থাকেন যে, ভক্তিই জীবের সাধন, সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞানদ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই যে, যাহারা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহারা বৃথাশ্রম করেন মাত্র, কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্বস্তু লাভ তাহাদের হয় না। ভক্তি দ্বারাই ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়। 'ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রাণিহিতেঽমলে

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং'—এই বাক্যে ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্বস্তুলাভের কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন,—

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।' ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। সেই পরমপুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। যিনি লইয়া যান—ভগবদনুসন্ধানের পন্থাস্বরূপ হ'ন, তিনিই ভগবদ্বস্তু লাভের উপায়। যাহার দ্বারা পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে বশীভূত করা যায়, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বা উপেয়। সাধ্য ও সাধনরূপে আমরা ভক্তিই পাই। মহাজনগণ ভক্তিকে তিন প্রকার স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শাস্ত্র বলেন—নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন-সাধন যাহার দ্বারা হয়, তাহাই সাধনভক্তি। আমার জড়-দেহ-মনের দ্বারা আমি যাহা কিছু অনুশীলন করিতে পারি, তাহা সকলই জড়। সেই সকল জড়ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে চিন্ময় আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বভাবের প্রকটন-কার্য্য সিদ্ধ হইবে? সাধু-মহাজনগণ আমাদিগকে বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং' বলিয়া যে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা জড়-দেহমনের নহে; সেবোন্মুখ চিৎ-কর্ণ-জিহ্বা ও মনের দ্বারাই এই শ্রবণ-কীর্ত্তন সাধিত হয়। আবার এই সেবোন্মুখতা লাভ করিবার জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গেরই অনুশীলন করিতে হইবে। আমাদের জড়কর্ণের দ্বারা আমরা যে-শ্রবণ করিব, জড় জিহ্বাদ্বারা যে কীর্ত্তন করিব, হস্তাদির দ্বারা যে-অর্চ্চন করিব, পদদ্বারা হরিক্ষেত্রানুসর্পণ, মনের দ্বারা ধ্যান-ধারণা—যাহা কিছু করিব, তাহার কিছুই আমাদের আত্মার ক্রিয়াশীল হইতে পারে না—ইহা সত্য; এ জন্য তাহাকে সাধনভক্তি বলা যাইবে না—ইহাও সত্য। নিষ্কপট হইয়া, অন্ততঃ সম্পূর্ণ নিষ্কপট হইবার আকাঙ্ক্ষা চিত্ত লইয়া জড়চেষ্টা দ্বারাও ভক্ত্যঙ্গ-অনুষ্ঠানে প্রকৃত যত্নপর হইলে ভক্তিদেবী প্রসন্না হ'ন। তাঁহারই কৃপায় আমাদের এই সকল চেষ্টা জড় হইলেও অশুদ্ধ জড়মনের প্রতি শুদ্ধ প্রভাব বিস্তার করে এবং ক্রমে তাহাকে জড়াভিমান হইতে মুক্ত করে। চিদাভাস মন জড়ধর্ম্মের অনুশীলনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া আত্মধর্ম্মের বিকাশে বাধা দেয়। যখন মনের উপর হইতে জড়ধর্ম্মের প্রাবল্য চলিয়া যায়, তখনই চিদ্ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম মনে বিকসিত হয়। মনই ইন্দ্রিয়াধিপতি; জড়ধর্ম্মের আনুগত্য ছাড়িয়া মন আত্মানুগত হইতে থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ও তাহার

অনুসরণ করে। এই আত্মানুগ মনের অধীনে সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন হয়, তাহাই আত্মবৃত্তি—ভক্তির অনুশীলন। জড়াভিনিবেশ থাকাকালে জড় দেহমনের দ্বারা জীব যে-ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকে সাধন-ক্রিয়া বলিয়াছেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা চালিত মন ও ইন্দ্রিয় যে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করে, তাহার দ্বারাই আত্মগত নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকটন হয়, তাহাই সাধনভক্তি। শ্রীল প্রভুপাদ দুইটী উদাহরণ দ্বারা তাহা সুষ্ঠ ও প্রাঞ্জলভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ধূলি-দ্বারা আবৃত দর্পণে মুখ দেখা যায় না, তাহার জন্য যে, দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিবার শক্তি নাই মনে করিব, তাহা নহে। ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিলে তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। এই ধূলি ঝাড়াই সাধন-ক্রিয়া। আর একটী উদাহরণ দিয়াছেন যে, কাচের শিশিতে মধু আছে, কাচের উপরে যদি কাদা লাগে, তবে মধুকে পরিষ্কার করিতে হইবে না, কাচের পাত্রটী পরিষ্কার করিলেই হইবে। এইরূপ কার্য্যই সাধন ক্রিয়া। চিদাভাস মনকে আমরা চিদ্বস্তু আমি বা আত্মবস্তু বলিয়া মনে করি—এইরূপ বিবর্ত্তজ্ঞানে মলিনতা। এই মলিনতা মনের উপরেই আছে—আত্মাকে স্পর্শ করে না, একটা আবরণ মাত্র দিয়াছে। এই মলিনতা দূর করিতে মনের উপরেই কার্য্য করিতে হইবে, আত্মার উপরে নহে। তবে মলিনতা দূর করিতে হইলে আত্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া করিতে হইবে, তাহা না হইলে আত্মধর্ম্মের প্রতিফলন কখনই চিদাভাস মনে হইবে না। সাধনভক্তি এই জাতীয় নহে। তাহা আত্মবৃত্তিতে নিত্যই আছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাহার উদাহরণ দিয়াছেন,—"কোনও একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার সকল শক্তি সঞ্চিত আছে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ না দেখিয়া আমি যদি মনে করি যে, উহার গতি শক্তি নাই, তাহা হইলে ভুল হইবে। সঞ্চিত শক্তিবিশিষ্ট একটী ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিয়া-শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তদ্রূপ জীবাত্মস্বরূপেও নিত্যসেবাবৃত্তি সক্রিয় না হইলেও বিরাজমান আছে। অনর্থাপগমে কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সাধনক্রিয়া আত্মার উপর কার্য্যকরী নয়, কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধনভক্তি পরিপক্কাবস্থায় ক্রমে ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রকাশ। যেমন একটী আম্রফলের কাঁচা, ডাসা ও পাকা অবস্থা। পক্কফলটী কৃষ্ণসেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ ; ইং ২৮।১১।৭১

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় **মঠে আগামী** ৩রা গোবিন্দ, ১৯শে মাঘ (ইং ২।২।১৯৭২) বুধবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) -তিথি** হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২১শে মাঘ (ইং ৪।২।৭২) **শুক্রবার** ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ **বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকট-বাসর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক. ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, **অপরাহ্ণে** প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা। **বৃহস্পতিবার** অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব-সম্বন্ধে আলোচনা। **শুক্রবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান** ও অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { গর্ভোদশায়ী, ১৪ মাধব, ৪৮৫ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ২৯ গৌষ, ১৩৭৮ ; ইং ১৪।১।১৯৭২ } ১১শ সংখ্যা।

সানুবাদং

মনঃশিক্ষা

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

॥ শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরাভ্যাং নমঃ ॥

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥ ১ ॥

অয়ে ভ্রাতঃ হে মন! তুমি দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া গুরুদেবে, গোষ্ঠে (ব্রজে) ও গোষ্ঠ বাসিজনে (ব্রজবাসি সকলে) সুজনে (বৈষ্ণবজনে) ব্রাহ্মণগণে, স্বমন্ত্রে (স্ব স্ব দীক্ষিতমন্ত্রে) শ্রীভগবন্নামে এবং ব্রজের নবযুবক দ্বন্দ্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপ রক্ষকে সর্ব্বদা শীঘ্র অপূর্ব্বা রতি বিধান কর। আমি তোমার পদধারণপূর্ব্বক এইটী চাটু বাক্য দ্বারা যাচ্ঞা করিতেছি॥ ১ ॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং নতু মনঃ ॥ ২ ॥

হে মন! বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক বা বেদ নিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক তুমি তাহা কিছুই করিও না, এই সংসারে থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং ইনিই সেই নন্দনন্দন এই জ্ঞানে শচীতনয় শ্রীগৌরাঙ্গকে তথা ইনিই মুকুন্দপ্রিয় এই জ্ঞানে শ্রীগুরুবরকে নিরন্তর স্মরণ কর ॥ ২ ॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভূমি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মম- ॥ ৩ ॥

হে মন! শ্রবণ কর। তুমি যদি প্রতি জন্ম ব্রজভূমিতে এবং শীঘ্র যদি রাধাকৃষ্ণকে সেবা করিতে অভিলাষ করিয়া থাক তবে তুমি স্বরূপ ও স্বগণ-মিলিত শ্রীরূপ এবং শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ভক্তিসহকারে নিত্য স্মরণ ও নমস্কার কর ॥ ৩ ॥

অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমনিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

অপর হে মন! তুমি অসজ্জনের সহিত স্থিতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর। যে স্থিপি বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্ব ধনকে হরণ করিয়া থাকে। এবং মুক্তি-রূপা ব্যাঘ্রীর কথা শ্রবণ করিও না, ঐ ব্যাঘ্রী সর্ব্বশরীর গ্রাস করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ মুক্তির কথা শ্রবণ মাত্র লোক মুক্তিগ্রস্ত হইয়া থাকে, তথা ব্যোম প্রাপিণী আকাশমার্গ দিয়া লইয়া যাইবে যে লক্ষ্মীপতিতে রতি অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ-ভক্তি তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া ব্রজে রাধাকৃষ্ণকে ভজন কর, উহাঁর আত্মস্থিত প্রেমরূপ মণি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অসচ্চেষ্টা কষ্ট প্রদবিকট পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি প্রকট পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্তেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

হে মন! মাৎসর্য্যান্ত কামাদিরূপ কুপথ প্রাপক যে বাটোয়াল অর্থাৎ বাটপার সে অসৎ চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুশ্রেণী দ্বারা আমার গলে বন্ধন করিয়া বিনষ্ট করিতেছে অতএব তুমি বক ক্ষ নন্দনন্দনের পথরক্ষক বৈষ্ণবগণে এমত কাতর্য্যস্বরে ফুৎকার কর যে, হাতে তাঁহারা আসিয়া এই মাৎসর্য্যান্ত কামাদি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ কপটকুটীনাটীভর খর
স্ফুরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অরে দুর্ব্বোধ চিত্ত! তুমি কেন উদিত কপটাদি কুটীনাটী ভর অর্থাৎ আপনার অন্যত্র যে নিবেশাতিশয়রূপ গর্দ্দভের স্রাবিত মূত্রে আত্মাকে এবং আমাকে স্নান করাইয়া দগ্ধ হইতেছে। অতএব তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে প্রেমভক্তি তাহাই বিলাসবিশিষ্ট নির্ম্মল অমৃতসমুদ্র তাহাতে স্নান করিয়া আপনাকে এবং আমাকে অতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্ট স্বপচরমণী মে হৃদিনটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নন্তু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অহে! মৌনাবলম্বন করিয়া ভজনের অনুসন্ধান কর, কেন বচন পরিপাটী দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিতেছ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, অহে মন! প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডালরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে অতএব কেন নির্ম্মল প্রেম আমার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? তুমি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ সামন্তগণের অর্থাৎ ক্ষুদ্ররাজের সেবা কর। যে প্রকারে সেই রাজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তীচ্ছারূপ কুলটা চণ্ডাল রণীকে হৃদয় হইতে নিষ্কাসিত করিয়া সাধুপ্রেমকে স্থাপিত করিবেন ॥ ৭

যথা তুষ্ট ত্বং মে দরয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা ভজন বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাকা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

হে মন! অন্য কর্ত্তব্য বলি শ্রবণ কর, তুমি তাদৃশ কাকু বাক্যের দ্বারা গোষ্ঠে সেই গিরিধরকে ভজনা কর, যে প্রকারে সেই গিরিধর শঠান্তকরণ আমার দুষ্টতা দূর করেন এবং কৃপা করিয়া আমাকে প্রেমামৃত দান করেন এবং রাধিকার ভজনের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করেন ॥ ৮ ॥

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে
শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুল সখীত্বেতু ললিতাং।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণগুরুত্বে প্রিয়সরো
গিরিন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা ললিত রতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

অপিচ হে মন! তুমি শ্রীরাধার নাথরূপে ব্রজবিপিনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর এবং বৃন্দাবনেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ারূপে স্মরণ কর, ললিতা নাম্নী সখীকে রাধার সখীরূপে স্মরণ কর, বিশাখাকে শিক্ষাগুরুরূপে স্মরণ কর ॥৯॥

রতিং গৌরী লীলে অপিতপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্যাতাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

যিনি সৌন্দর্য্যকিরণের দ্বারা কামপত্নী রতিকে ও ভবপত্নী গৌরীকে এবং শক্তিরূপা লীলাকে তাপ দিতেছেন এবং সৌভাগ্যের দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও কৃষ্ণপত্নী সত্যাকে পরাভব করিতেছেন। তথা যিনি বশীকারাদি স্বীয়ধর্ম্ম দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজ সতীদিগকে সন্তাপপ্রদান করিতেছেন, হে মন! সেই হরিপ্রিয়া রাধাকে তুমি সর্ব্বদা ভজনা কর ॥ ১০ ॥

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ সেবালভন বিধয়ে তদ্গুণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যাধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

হে মন! তুমি স্বীয় গুরু শ্রীরূপের সহিত গোষ্ঠে ললিতাদি ও সুবলাদি-গণযুক্ত কন্দর্পবিবশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তি বিধানের নিমিত্ত প্রত্যহ নীতি অর্থাৎ ভজন পরিপাটী সহকারে শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া সর্ব্বদা গোবর্দ্ধনকে ভজনা কর ॥ ১১ ॥

মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরমেতন্মধুময়া
গিরাগায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত সর্ব্বার্থততি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

॥*॥ ইতি শ্রীমনঃ শিক্ষাদাখ্যামেকাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥*॥

যে ব্যক্তি মনের শিক্ষাপ্রদনামক এই একাদশ শ্লোক মাধুর বাক্য দ্বারা প্রফুল্ল চিত্তে উচ্চস্বরে গান করিবেন তিনি শ্রীরূপের অনুগামী হইয়া গোকুল-বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভ করিবেন। ১২ ॥

॥ * ॥ইতি মনঃশিক্ষাদনামক একাদশশ্লোকসম্পূর্ণ ॥ * ॥

উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড্
ইং ১।১০।১৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আমি একপক্ষ-কাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া-দশমী দিবসে আমার পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম প্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীউর্জ্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ মাসকলাই অর্থাৎ

ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, পর্য্যুসিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম-হবিষ্য, মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার-সমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম্ম সর্ব্বতো-ভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার কাছে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

১। ভক্তির অনুকূল বিষয়ের প্রতি শুদ্ধভক্তের সঙ্কল্প কিরূপ?

"তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥"

২। ভজনের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূলক?

"শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল॥"

৩। ভজনানুকূল বস্তুতে শুদ্ধ ভাগবতের কিরূপ দর্শন হয়?

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা।
সুখ না সীমা পায়॥"

৪। ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল আশ্রমের বিচার কিরূপ ?

"নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই ; কেন না, গৃহ **নামানুশীলনের অনুকূল** হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার **নামানুশীলনের প্রতিকূল** হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।"

—'নামবলে পাপবুদ্ধি', হঃ চিঃ

৫। নামভজনকারীর আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য বিচার কিরূপ।

"নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না। নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক, —এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

৬। ভগবন্নিবেদিত তুলসী-চন্দনাদি ধারণ ভক্তির অনুকূল কেন ?

"তুলস্যাদির আঘ্রাণের দ্বারা লাম্পট্য-বৃত্তির উত্তেজকরূপ অপর তীব্র গন্ধাদি পরিত্যক্ত হয়। গন্ধ-দ্রব্যের লাম্পট্যে জগতে অনেক বিপদ্ ঘটে। কর্ম্মসাধনরূপ দেহকে গন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রলেপিত করত মূঢ়গণ স্ত্রীলাম্পট্য, আলস্য প্রভৃতি অনেক অনর্থের উদয় করে। ঐ বৃত্তিকে দমন করণার্থ সরল গন্ধযুক্ত তুলসীচন্দনকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিলে প্রত্যাহার ও পরানুশীলন, উভয়ই হইতে পারে।

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

৭। বিষয়সমূহকে অনুকূল করিবার কৌশল কি ?

"বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ-দ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিবে না।"

—গীঃ রঃ রঃ ভাঃ, ৩।৩৪

৮। তত্ত্ববিচার ভক্তির দৃঢ়তা সাধনের অনুকূল কেন ? তত্ত্ববিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বরূপ কি হইতে পারে ?

"ভক্তদিগের পক্ষে শুষ্কজ্ঞান, ফল্গুবৈরাগ্য ও বন্ধ্যা-তর্কের পরিত্যাগ যেরূপ আবশ্যক, **তত্ত্ববিচার ও তৎপদার্থে বিমল অনুরাগ অর্পণ করাও**

সেইরূপ আবশ্যক জানিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা রাগ-বাহুল্যপ্রযুক্ত তত্ত্ববিচারে অনাদর করেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত-মুক্ত, অথবা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে।"

—তঃ সূঃ, ৪ সূঃ

৯। গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার কিরূপে হয়? কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধানে পিতৃলোককে পিণ্ডাদিদান কি ভক্তির অনুকূল,—না প্রতিকূল?

"শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবাপূর্ব্বক সেই প্রসাদপিণ্ড পিতৃ-লোককে দান করা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করান হইলেই গৃহস্থভক্তের ভক্তির অনুকূল সংসার হয়। সমস্ত স্মার্ত্তক্রিয়াতে ভক্তিপর্ব্ব মিশ্রিত করিলেই কর্ম্মের কর্ম্মত্ব গেল।"

—জৈঃ ধঃ, ৭ম অঃ

১০। শরণাগত ভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি করেন। তাঁহার পক্ষে কি কি বিধি ভক্তির অনুকূল?

"শরণাগত ভক্তের পক্ষে পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ নাই। ভগবৎপূজা করিয়া পিতৃলোককে প্রসাদ অর্পণ-পূর্ব্বক স্বগণের সহিত প্রসাদ সেবন করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি।"

—জৈঃ ধঃ, ১০ম অঃ

১১। বৈষ্ণব গৃহস্থের পক্ষে কি অসবর্ণ বিবাহাদি বা চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবহার ত্যাগই ভক্তির অনুকূল?

"গৃহস্থ বৈষ্ণব যদি আর্য্য হন, অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্য হন, তবে বিবাহ-ক্রিয়া তাঁহার সবর্ণের মধ্যেই করা উচিত, কেন না, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্ম নৈমিত্তিক হইলেও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। চাতুর্ব্বর্ণ্য-ব্যবহার-ত্যাগের দ্বারাই যে বৈষ্ণব হওয়া যায়, এরূপ নয়। বৈষ্ণবের পক্ষে যাহা ভক্তির অনুকূল হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।"

—জৈঃ ধঃ, ৬ষ্ঠ অঃ

১২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের ভক্ত্যনুকূল সদ্বৃত্তি কি?

"গৃহত্যাগী ব্যক্তির মাধুকরী ভিক্ষা এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ব-বর্ণাশ্রম-বিধি-সম্মত বৃত্তি,—ইহাই সদ্বৃত্তি।"

—পীঃ বৃঃ ৩

১৩। সাত্ত্বিক আহার কি হরিভজনের অনুকূল ? কেবল সাত্ত্বিক আহারে ফলোদয় হয় না কেন ?

"আদৌ সাত্ত্বিক আহার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহারসকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। 'ব্যবহার'-শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রীসঙ্গ-পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা ও অহিংসা প্রভৃতি এবং যম ও নিয়ম-গত সমুদায়ই 'ব্যবহার'-শব্দের অন্তর্গত। **আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন না করে সে পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি কিরূপে হয় ?** যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে মাসাধিক **সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন** করিয়া দেখুন, অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটী হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।"

—'মৎস্য-মাংস-ভোজন', সঃ তোঃ ২।৮

১৪। **ভক্তের** বর্ণাশ্রমলক্ষণ কর্ম্ম কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয় ?

"জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে-কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া 'ভক্তি'তে পরিগণিত হয়। সে সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে **স্বনিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে** ভক্তির **অনুগত** করেন। **পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ** কেবল **লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির** অবিরোধে **কর্ম্ম আচরণ** করেন। **নিরপেক্ষ ভক্তগণ** লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া **ভক্ত্যনুকূল** ক্রিয়া **স্বীকার** করেন।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

১৫। গীতায় কিরূপ কর্ম্মের প্ররোচনা আছে ?

"কর্ম্মের নামই জীবনযাত্রা। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থির করিয়াছেন যে, যে-কর্ম্ম—ভক্তির অনুকূল, তাহা করিবে এবং যে কর্ম্ম—ভক্তির প্রতিকূল তাহা ত্যাগ করিবে।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

১৬। ভক্ত ও কর্ম্মীর কর্ম্মাচরণের মধ্যে পার্থক্য কি ?

"তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তির অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই, আমরা অনুরাগী। আমরা এইমাত্র বলি যে, **সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ, তাহার দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক।** ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশ্যেই কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে, **তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব।** কোন সময়ে বিরক্তিক্রমে আমার কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্ব হয়। তাহাও কোন অবস্থায় তোমার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। **তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ—তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি-সাধনক্ষেত্র।** তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি; যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম—সেশ্বর-নৈতিক বা কর্ম্মী, কিন্তু আমার নাম—**ভক্ত।**" —চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

১৭। ক্ষমা শ্লাঘ্যা কেন ?

"ক্ষমা—ভক্তির অনুকূল।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯১

১৮। ভক্ত্যনুকূল বিশ্বাস কি ?

"ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক—এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৩

১৯। দারিদ্র্য ভক্তের নিকট হরিসেবা ও দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের পক্ষে অনুকূল কেন।"

"দারিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিয়াছেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে-ক্রমে হরণ করি; কেন না, তাহা হইলে তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে; তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৯৯

২০। হরিব্রতাদির অনুষ্ঠানে কি হয় ?

"জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও উর্জ্জার পালনাদি-অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৫।৭৪

২১। 'উৎসাহ' কি ?

"আদরের সহিত অনুশীলনই 'উৎসাহ'।　　পীঃ বঃ বৃঃ ৩

২২। উৎসাহ ভজনের অনুকূল কেন ?

"যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং **উৎসাহই সকল ভজনের সহায়**। ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্প দিনের অনিষ্ঠতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে।"

—'উৎসাহ', সঃ তোঃ ১১।১

২৩। উৎসাহহীন শ্রদ্ধা কি কার্য্যকরী ?

"'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু **উৎসাহই** শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধায় কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তৎবিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না।"

—'উৎসাহ সঃ তোঃ ১১।১

২৪। বদ্ধজীবের উন্নতির উপায় কি ?

"সাধু ও মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিলাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয় হয়।"

—'নিশ্চয়', সঃ তোঃ ১১।৪

২৫। বিষয়কথা কি ভক্তির আনুকূল্য করিতে পারে ?

"জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়। তবে অবশ্য-অবশ্য মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন। হরিকথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরিভক্তি-বিষয়ের অনুকূলরূপে যে-বিষয়-কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নহে।"　　—'ধৈর্য্য', নচ তোঃ ১১।৫

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবাসরে
বিরহ-বেদনা

[৬]

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥"

শ্রীগুরুদেব! আজি তোমার বিরহ-দিনে।
কান্দিছে অনুগতজন তব অদর্শনে॥
আর্ত্তনাদে গাহিছে তোমার মহিমা।
তব গুণের তুমিই হও সীমা॥

হৃদয়ের বেদনা জানাই কাহারে।
পুনঃ কি তুমি আসিবে আর ফিরে॥
দেখিব কি সেই অভয় শ্রীচরণ।
শুনিব কি আর সুমধুর বচন॥

অলৌকিক লীলা রচিলে ভুবনে।
তব মহিমা বেদপুরাণে বাখানে॥
আচার্য্যভাস্কর-রূপে গৌর-গগনে।
কিবা আশ্চর্য্যলীলা দেখিনু নয়নে॥

গৌরপদাঙ্কিত নানা লীলাস্থানে।
পরিক্রমিলেন লইয়া ভক্তগণে॥
পুলক প্রেমাশ্রু যুগল নয়নে—
অধৈর্য্য হইতে, চিন্ময়কাননে॥

উদার চরিত তব স্নেহ দানে।
দয়ার ঠাকুর তুমি জানে ত্রিভুবনে॥
দয়া ক্ষমা হয় তব বিভূষণে।
সদা, মত্ত ছিলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে॥
পরতত্ত্বে তব চিত্ত নিমগন।
গাম্ভীর্য্য হৃদি, বদন সুপ্রসন্ন॥
তুমি কৃষ্ণপ্রিয় গৌরপ্রেষ্ঠ জেনে।
শরণ লইনু তব শ্রীচরণে॥
পরতত্ত্ব হারা জীবের কারণে।
করুণার মূর্ত্তি দিয়েছিলে দরশনে॥
ভাগবতে বর্ণিত আছে প্রেমের প্রকার।
তব শ্রীঅঙ্গেতে সাত্ত্বিক বিকার॥
শ্রীগুরুদেব! কৃপা কর এ দীন-দুঃখিনীরে।
ভাষাহীনা বুদ্ধিহীনা ভুলিওনা মোরে॥

নিবেদিকা—
আপনার কৃপাপ্রার্থিনী ভাগ্যহীনা
(শ্রীমতী) "গিরিবালা" (দেবী)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৪)

দেবর্ষি নারদের নিকট কতিপয় মুনি প্রশ্ন করিয়াছেন—হে নারদ! মুক্তপুরুষের প্রেমভক্তি কিরূপে হয়? তদুত্তরে নারদ বলিয়াছেন—পুরুষার্থ সকলের মধ্যে তুর্য্যামুক্তি শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা, যাহাতে চিৎসত্তা অহং মায়িক গুণময় অভিমান বর্জ্জিত হয়, তাহাকে তুর্য্যামুক্তি বলে। পূর্ণ অহন্তাময়ী ভক্তি তুর্য্যাতীতা বলিয়া কথিতা হন।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণাত্মা সর্ব্বত্র সুখরূপ। ভক্তিবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দর্শন করা যায়।

জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ থাকিলেও দেহাভিনিবেশ থাকে না, অভিনিবেশ থাকে চিৎসত্তা আত্মায়। এজন্য তাহাদের চিৎসত্তা বলা হইয়াছে। যাবৎ বাসনালেশ থাকে, তাবৎ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এজন্য জীবন্মুক্ত জীব নিস্পৃহ। যাহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার প্রেমভক্তি লাভ হয় কিরূপে? আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয়। মুনিগণের সন্দেহ—ভক্তি হইতে বিষয় বৈরাগ্য এবং অন্যত্র বিরক্তি না জন্মিলে মুক্তি হয় না। সাধ্য মুক্তি হইতে সাধনভক্তির আবির্ভাব হয় কিরূপে? দেবর্ষি বলিলেন—জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে মায়িক অভিমান থাকে। মুক্তি মায়িক অভিমানরহিতা, উক্ত অবস্থাত্রয়ের অতীতা বলিয়া তাহাকে তুর্য্যা বলা হইয়াছে। মুক্তি ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরাৎপরা—শ্রেষ্ঠা হইতেও শ্রেষ্ঠা। মায়িক অভিমান থাকে না, শুদ্ধ জীবস্বরূপের অনুভূতি থাকে; এজন্য মুক্তিকে নিরহং চিৎসত্তা বলা হয়। মুক্ত জীব শুদ্ধ চিৎসত্তা মাত্রে অবস্থান করেন আর প্রেমভক্তিসম্পন্ন জীব চিন্ময় পার্ষদদেহে বিরাজ করেন। তখন তাঁহার শ্রীহরিদাস অভিমান—যেমন জীব তেমন অভিমান; এজন্য প্রেমভক্তিকে পূর্ণ অহন্তাময়ী বলা হইয়াছে। স্বরূপ-সংপ্রাপ্তি অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ বর্জ্জনের পর শুদ্ধস্বরূপ জীবের পার্ষদত্ব প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া মুক্তির পর ভক্তিলাভ সঙ্গত। এই ভক্তি ভগবৎসেবারূপা। বদ্ধজীব তাহা লাভ করিতে পারে না। মুক্ত জীব পার্ষদদেহে তাহা প্রাপ্ত হন। চিৎসত্তা মাত্র অবলম্বনরূপা মুক্তি ব্রহ্মসাযুজ্য।

ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণজ্যোতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়। বৈকুণ্ঠের বাহিরে প্রকৃতির পরপারে ব্রহ্মধাম বিরাজমান—

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ॥
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥
নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫ম পঃ)

ব্রহ্ম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর। জীবের স্বরূপসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব শক্তিদ্বারা মুক্ত পুরুষগণ তাঁহার অনুভব লাভ করেন। শ্রীভগবান্ যেমন ভক্ত-বাৎসল্যাদিগুণে বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়, ব্রহ্মে তাদৃশ কোন বৈশিষ্ট্য নাই, সর্ব্বদা স্বরূপমাত্রে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ বিগ্রহ, ব্রহ্ম কেবল-সুখ। শ্রীকৃষ্ণ সুখরূপ আনন্দমূর্ত্তি, সে রূপের কোন কালে কোথাও ব্যভিচার নাই। ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। যথা—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

অর্থাৎ অবিদ্যা-গ্রন্থিহীন আত্মারাম মুনিগণ উরুক্রমে (শ্রীভগবানে) অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, এমনই হরির গুণ।

মুক্ত পুরুষগণও ভগবদ্ভজন করেন বলিয়া মুক্তি হইতে ভক্তির গরিয়সী: অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্করও নৃসিংহতাপনীর ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন (২।৫।১৬) যং বৈ সর্ব্ববেদা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ। যাঁহাকে সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদিগণ নমস্কার করেন। ইহার শাঙ্করভাষ্য—মুক্ত অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য পাইয়াছেন, এমন মুক্ত জীবও ভক্তির কৃপায় দেহ ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করেন।

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ভক্ত-মধ্যে নিত্যযুক্ত একনিষ্ঠ জ্ঞানী উৎকৃষ্ট। জ্ঞানী অর্থে স্বামিপাদ কহিয়াছেন—আত্মবিৎ। আর শঙ্করাচার্য্যের অর্থ—বিষ্ণোস্তত্ত্ববিধ। এই উভয় অর্থ হইতে 'জীবন্মুক্ত' বুঝায়। শ্রীপাদ বলদেব দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিয়াছেন—শুকাদি। সুতরাং জ্ঞানী জীবন্মুক্ত—এই অর্থই সমীচীন। শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—জ্ঞানিগণের দেহাভিমান না থাকায় চিত্তবিক্ষেপের অভাবহেতু নিত্য মুক্তত্ব ও একান্ত ভক্তত্ব সম্ভব।

ভক্তি অন্য পুরুষার্থের তিরস্কারকারিণী। যথা—

পুনঃ পুনঃ বরান্ দিৎসুর্বিষ্ণুমুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেববৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্ ॥
(শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

বিষ্ণু পুনঃ পুনঃ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি মুক্তিও প্রার্থনা করেন নাই, সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।

যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছল্লোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনুমতে নমঃ ॥
(শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্ত হইলেও যিনি দশরথনন্দন বিষ্ণু হইতে দাস্য ভিন্ন মোক্ষ অভিলাষ করেন নাই, সেই হনুমানকে নমস্কার।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাঁহাতে অবস্থান করেন।

যদি পারমার্থিক নিষ্ঠাবিহীন অজ্ঞ ব্যক্তির মুখে মোক্ষের তিরস্কার শুনা যাইত, তবে উহা অজ্ঞের কার্য্য বলিয়া উপেক্ষা করা হইত। শুকদেবাদি মোক্ষের তিরস্কর্ত্তা বলিয়া উহা অমূলক নহে। সুতরাং সমুদয় মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির উপাদেয়ত্ব সিদ্ধ হইল।

অন্যান্য বৈদিক সাধনেরও ভগবৎপ্রীতিই মুখ্য ফল। যথা—

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ (ভাঃ ৩।৯।৪১)

পূর্ত্ত (জলাশয় খনন), তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ ও সমাধি দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স্ সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবৎপ্রীতি ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের মত। ঐ স্বামি-টীকা—ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তীত্যাহ। পূর্ত্তাদিভি রাদ্ধং সিদ্ধং যৎনিঃশ্রেয়সং ফলং তৎ মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতম্। অন্যতুফলং সতত্ত্ববিদাং মতমিতি ভাবঃ। তত্র তেষাং সাধনত্বঞ্চ ভক্তিদ্বারেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং কথং তত্ত্ববিদাং মতং তত্রাহ—অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি। অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ।

আমার প্রীতি হইতে অধিক আর কিছুই নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন, পূর্ত্তাদির যে নিঃশ্রেয়স ফল তাহা মদ্বিষয়িণী প্রীতি - ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের মত। অন্য যে সকল ফল (স্বর্গাদি) সিদ্ধির কথা আছে সে সকল অতত্ত্বজ্ঞদিগের মত। তাহাতে পূর্ত্তাদির ভক্তি দ্বারাই সাধনত্ব বুঝিতে হইবে।

সাধনভক্তি দ্বারা প্রেমভক্তির আবির্ভাব সম্ভব। পূর্ত্তাদি কর্ম্ম এবং যোগের ফল ভগবৎপ্রীতি নহে। কর্ম্মাদি যদি ভক্তির সাহচর্য্য লাভ করে, তবে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব সাধনে সমর্থ হয়।

তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এইরূপ কেন, তাহা বলিতেছেন—আমি আত্মা-সকলের আত্মা—অতি প্রিয়। যাহাদের জন্য দেহাদি প্রিয় হয়, সে সকলের মধ্যে আমি প্রিয়তম। অতএব আমাতে রতি কর্ত্তব্য। আত্মাসমূহের রশ্মিস্থানীয় (সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়) পরমাত্মা আমি। অতএব আমি প্রিয় আত্মাসকলের প্রিয়তম হইয়া পরমাত্মা নিরবদ্য-নির্দ্দোষ। সেই আত্মাসমূহের জন্যই দেহাদি বস্তু প্রিয় হয়। আমি নিরবদ্য প্রিয় বলিয়া সকলে আমাকে ভালবাসিতে পারে। কেবল আমার সম্বন্ধে অজ্ঞতা-দোষ থাকায় তাহা করিতে পারে না।

অতএব অপবর্গ সকলের মধ্যে প্রীতির পরমোৎকর্ষহেতু শুদ্ধপ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীপরীক্ষিতের উক্তিতে পাওয়া যায়—

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ (ভাঃ ৬।১৪।৩-৫)

পৃথিবীর রজঃ অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় জীব অসংখ্য। তন্মধ্যে মনুষ্যজাতি অল্প। তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক জীব শ্রেয়ঃ অর্থাৎ বাস্তব মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী। সহস্র সহস্র মোক্ষাভিলাষীর মধ্যে কেহ মুক্তিলাভ করেন। কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধমধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি অতি দুর্লভ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিত-সন্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

নাম্নামকারী বহুধা নিজশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

সন্মোদন-ভাষ্যম্

তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমপি চতুর্ব্বিধম্। নাম্নো হি সর্ব্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বে চ নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোপাদেয়ত্বং দর্শয়ন্নাদৌ ভগবন্নাম্নি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তি-করণেচ্ছয়া ভগবতশ্চৈতন্যদেবস্যোক্তিঃ—হে ভগবান্! মাং নিরাশ্রয়ং দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্য-গৌণভেদেন স্বনামানি বহুধা প্রকাশিতানি। হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণ্বাদি-মুখ্য-নামানি। ব্রহ্ম-পরমাত্ম-নিয়ন্তৃ-পাতৃ-স্রষ্টৃ-মহেন্দ্রেত্যাদি-গৌণনামানি। পুনশ্চ নিজসর্ব্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্ত-সামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি ভবতার্পিতা। তদ্‌যথা, "ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ। ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ আস্থ জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণোপদিষ্টং

নাম যস্মাদুচ্চার্যমাণমেব সংসার-ভয়াত্তারয়তি, তস্মাদুচ্যতে তারঃ। সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলঃ মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎ-ফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন। নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥” ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রবাক্যেন নাম্নঃ সর্ব্ব-শক্তিত্বং জ্ঞাপিতম্। কর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনে কালাদেশপাত্রাদিনিয়মো বলবান্। কিন্তু তব নামস্মরণে তত্তন্নিয়মোঽপি ন কৃত ইতি নাম-বিষয়েঽপারকৃপা মাং প্রতি ভবতা দর্শিতা। পরন্তু মম দুর্দ্দৈববশাৎ ভবন্নাম্নি মমানুরাগো ন অজনি। দুর্দ্দৈবমত্র নামাপরাধঃ, এতদুক্তং ভবতি। ভগবদ্বহির্ম্মুখো জীবো মায়ানির্ম্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়-ব্যাপারে বদ্ধঃ। কদাচিদপি ভগবৎসাম্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে। পরমেশ্বরস্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্য নিত্যমঙ্গলং ন ভবতীতি বিচিন্ত্যাপ্যপারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তের্হ্লাদিনী-সারবৃত্তিভূতাং ভক্তিং জীবহৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান্। পরন্তু শ্রুত্বাপি তন্নামমাহাত্ম্যং, জপ্‌ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশত-স্তত্রানুরাগঃ শীঘ্রং জীবস্য ন ভবতি। প্রথমে শ্রদ্ধাবতাং গুরুমুখান্নাম-শ্রবণানন্তরং সর্ব্বদৈব নামাপরাধান্ পরিহৃত্য যথাসাধ্যং নামকীর্ত্তনমেব কর্ত্তব্যমিতি সূচিতম্। অপরাধাশ্চৈতে—সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরম-মপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়াভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো

হরিনাম্নি কল্পনম্। নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধিঃ॥ ধর্ম্ম-ব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং† যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ§॥ নামজপপরাণাং কর্ম্মান্তর্গত-পাপত্যাগপুণ্যসঞ্চয়-চেষ্টা ন কর্ত্তব্যা, তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মাধিকারশূন্যত্বাৎ,—কিন্তু তে যদি নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি, তর্হি তদাপরাধহানায় তেষাং বা ব্যাকুলতা ভয়াঽবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তত্তদপরাধাবসর-বিনাশেন নিসর্গ-তয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূন্যং কুর্ব্বন্তি। শাস্ত্রবাক্যং যথা—"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ" ইতি। যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্ন্যনুরাগো জায়তে, তদা তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টম্॥ ২॥

সম্বোধন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চতুর্ব্বিধ। নামের সর্ব্বানন্দবীজ-স্বরূপত্বেও নাম-নামীর অভেদত্বে নামকীর্ত্তনের সর্ব্বোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে ভগবন্নামে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার মানসে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই উক্তি,—হে ভগবান্! হে করুণাময়! আমাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া আপনি কৃপাপূর্ব্বক নিজনাম মুখ্য ও গৌণভেদে নানা-প্রকার প্রকাশিত করিয়াছেন। হর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু ইত্যাদি মুখ্য নাম এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিয়ন্তৃ, পাতৃ, স্রষ্টৃ, মহেন্দ্র ইত্যাদি গৌণ নাম। পুনরায় নিজসর্ব্বশক্তি ও স্বরূপশক্তির সমস্ত সামর্থ্য সেই মুখ্য নামে অর্পণ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ যথা,—"হে ভগবন্! আপনার দর্শনে যে-মানবের অখিল পাপক্ষয় হয়, ইহা অঘটনীয় নহে; যেহেতু একবার-মাত্র যাঁহার নাম শ্রবণে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজগণকর্তৃক যে পরিমাণে বেদাক্ষর পঠিত হন, সেই পরিমাণে হরিনাম কীর্ত্তিত হন, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি 'হরি'—এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন,

---

† শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে; § অহংমমেতি পরমঃ সোঽপি নাম্ন্যপরাধকৃৎ—ইতি পাঠভেদঃ।

তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন জানিতে হইবে। ঋগ্-যজু-সাম কিছুই পাঠ করিও না। 'গোবিন্দ'—এই গেয় হরিনাম নিত্যই গান কর। যে ব্যক্তি ভগবৎকীর্ত্তনকে অবজ্ঞা করে, সে সেই পাপকর্ম্ম দ্বারা ঘোর নরকে পতিত হয়। হে রাজন্! যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগীপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন। হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তথাপি আমরা তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইব। 'ওঁ' এই নাম ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। এই নামোচ্চারণই সংসার-ভয় তারণ করে বলিয়া ইহার নাম 'তার' অর্থাৎ তারক। যিনি নিরপরাধে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় একবারও উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। হরিনাম গ্রহণেও যাহার হৃদয় বিগলিত চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং আনন্দে রোমসমূহ উদ্গত হয় না অর্থাৎ পুলকিত হয় না, হায়! তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য অর্থাৎ নামাপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে। এই হরিনাম সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল স্বরূপ, মধুর হইতেও সুমধুর এবং নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় কিংবা হেলায় হউক, মনুষ্য যদি একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। আমার নাম গান করিয়া যিনি আমার নিকটে বিচরণ করেন, হে অর্জ্জুন! আমি তাহার নিকট বিক্রীত হইয়া যাই—ইহা তোমায় সত্য করিয়া বলিতেছি। 'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে কোনই ভেদ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।"—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রবাক্যের দ্বারা নামের সর্ব্বশক্তিত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সাধনে কাল-দেশ-পাত্রাদির নিয়ম বলবান্। কিন্তু তোমার

নামস্মরণে সেই সেই নিয়ম কিছু কর নাই--এই নাম বিষয়ে আমার প্রতি অপার কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু আমার দুর্দ্দৈববশতঃ তোমার নামে অনুরাগ জন্মিল না। দুর্দ্দৈব এখানে নামাপরাধ, তাহাই কথিত হইতেছে।

ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব মায়ানির্ম্মিত বিশ্বে নানাবিধ বিষয়ব্যাপারে বদ্ধ, কখনও ভগবৎসাম্মুখ্যের জন্য চেষ্টা করে না। কর্ম্মজ্ঞানাদিবিধি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল নাই—এই চিন্তা করিয়া অপার করুণা বশতঃ স্বীয় স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী-সারবৃত্তিভূতা ভক্তি জীবহৃদয়ে প্রকটিত করিবার জন্য তল্লাভের উপায় স্বরূপ নিজ নাম প্রকাশিত করিলেন। সেই নাম শ্রবণ ও জপ করিয়াও নামাপরাধহেতু শীঘ্রই জীবের নামে অনুরাগ হয় না। গুরুমুখ হইতে নামশ্রবণান্তর নামাপরাধশূন্য হইয়া শ্রদ্ধাবন্তদের সর্ব্বদা যথাসাধ্য নামকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য—ইহাদ্বারা সূচিত হইয়াছে। অপরাধসমূহ যথা—"(১) সাধুদিগের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে; (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম. রূপ, গুণ ও লীলা নামী-বিষ্ণু হইতে ভিন্ন—এইরূপ বুদ্ধি করে, অথবা শিবাদি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ ঈশ্বর মনে করে, তাহার নামাপরাধ ঘটে এবং উহা নিশ্চয়ই অহিতকর; (৩) নামতত্ত্ববিদ্‌গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যলিঙ্গজ্ঞানে অবজ্ঞা করা; (৪) বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রাদির নিন্দা; (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি বোধ করা; (৬) ভগবন্নামকে কল্পনা বলিয়া মনে করা; (৭) যাহার নাম বলে পাপ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, বহু যম-নিয়ম প্রভৃতি যোগক্রিয়া দ্বারা সেই অপরাধীর শুদ্ধি হয় না; (৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ বা হোমাদি প্রাকৃত শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নামের সমান জ্ঞান করা অনবধান বা প্রমাদ; (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণ বিমুখ ব্যক্তিকে নামোপদেশদান; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামগ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।" নামজপ-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কর্ম্মান্তর্গত পাপত্যাগ পুণ্যসঞ্চয় চেষ্টা কখনও কর্ত্তব্য নহে কারণ তাঁহাদের কর্ম্মাধিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি তাঁহারা নামাপরাধযুক্ত হন, তাহা হইলে যখন অপরাধ ক্ষয়ের জন্য ব্যাকুলতা জন্মিবে, তখন সেই সেই

অপরাধাবস্থর বিনাশের নিমিত্ত ব্যাকুলতার সহিত অবিশ্রান্তিপ্রযুক্ত কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় তদপরাধশূন্য হইয়া যাইবে। শাস্ত্রবাক্য যথা,—"নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই পাপনাশ করিয়া থাকেন এবং অবিশ্রান্ত নাম করিলে শ্রীনাম প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন অর্থাৎ নামাপরাধ শূন্য হইয়া নিরন্তর শ্রীনামগ্রহণফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্য। যখন নামাপরাধ শূন্যহেতু শ্রীহরিনামে অনুরাগ জন্মে, তখন তাঁহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে—ইহাই উপদিষ্ট।

[ক্রমশঃ]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ভগবৎ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

আমলাযোড়া

[নামহট্ট-প্রাঙ্গণ]

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবেশ

শ্রীঠাকুর—হা ভগবান্ শচীনন্দন গৌরহরি! কবে জগতের সর্ব্বত্র আপনার নাম প্রচারিত হবে। কবে জগতের সমস্ত লোক আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করে আপনার কৃপাসিক্ত হয়ে উদ্ধার হবে। ওগো দয়াল, আপনার চরণে এই অধমের প্রার্থনা আপনি কৃপা করে জগৎবাসীর সর্ব্বপাপ মার্জ্জনা করে তাদের উদ্ধার করুন!

[ভক্ত ক্ষেত্রবাবুর প্রবেশ]

ক্ষেত্রবাবু—(দণ্ডবৎপূর্ব্বক) ঠাকুর, একজন বাবাজী মহারাজ আপনার দর্শনে আস্‌ছেন।

শ্রীঠাকুর—আচ্ছা আসুন!

[ইত্যবসরে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

শ্রীঠাকুর—(শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে দর্শন করিবামাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ) আসুন দেব ! কৃপা করে আসন গ্রহণ করুন !

[শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।]

শ্রীজগন্নাথদাস—কেমন আছ বাবা ? ভজন কুশল তো ?

শ্রীঠাকুর—হ্যাঁ দেব ! আপনার কৃপায় ভজন-কুশলেই আছি।

শ্রীজগন্নাথদাস—এখানে কি নামহট্ট স্থাপন করেছ ?

শ্রীঠাকুর—আজ্ঞে হ্যাঁ দেব !

শ্রীজগন্নাথদাস—শুনেছি তুমি নাকি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ধাম আবিষ্কার করেছো ?

শ্রীঠাকুর -শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও আপনার প্রেরণায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল জান্‌তে পেরেছি মাত্র। একদিন নবদ্বীপধামের 'রাণীর ধর্ম্মশালার' ছাদে বসে হরিনাম করার সময় গভীর অন্ধকার রাত্রে উত্তরাংশে একটা উচ্চ তালবৃক্ষের সংলগ্ন অলৌকিক দ্রব্য ও আলোকময় অট্টালিকা দেখিতে পাই। তৎপরে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা, "শ্রীচৈতন্যভাগবত", কৃষ্ণনগর কালেক্টরীতে রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্র আলোচনা করে ও বল্লালদীঘি গ্রামে গিয়ে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের বাচনিক বহু তথ্য জেনে ঐ আলোকদৃষ্ট স্থানে গিয়ে ঐ স্থানটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থল ব'লে উপলব্ধি করি।

শ্রীজগন্নাথদাস—তোমার সাধনা-লব্ধধাম সত্য। আমাকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নাবেশে জানিয়েছেন যে, তাঁর আবির্ভাম-ধাম সম্পর্কে তোমার অনুসন্ধান ও উপলব্ধি সত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচারে ব্রতী হও,—এই আশীর্ব্বাদ করি। তা' বাবা, এই নামহট্টের কার্য্য কোথায় কোথায় চল্‌ছে ?

শ্রীঠাকুর—নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-দ্বীপে, রাণীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে, দুর্গাপুর ষ্টেশনের নিকটে, ঘাটাল, রামজীবনপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি নানাস্থানে নাম-হট্ট স্থাপনপূর্ব্বক আপনার আশীর্ব্বাদে শ্রীনাম-প্রচার অগ্রসর হচ্ছে।

ক্ষেত্রবাবু—(শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রতি) মহারাজ! শ্রীঠাকুরের আরও ইচ্ছা আছে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থানে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরহরির বিগ্রহসেবা-প্রকাশ করবেন এবং শ্রীধামের মহিমা প্রচারার্থে 'শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভা' গঠন করবেন। শ্রীঠাকুরের "ভাগবত স্পিচ্", "কৃষ্ণ সংহিতা" প্রভৃতি গ্রন্থ কলিকাতায় বিদ্বদ্ সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে শ্রীঠাকুর কলিকাতা মহানগরীতেও হরিকথা কীর্ত্তনমূলে বহু বক্তৃতা করায় তৎশ্রবণে কলিকাতাবাসীমাত্রেই হরিনাম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েছেন।

শ্রীজগন্নাথদাস— (সানন্দে) বাঃ, বাবার প্রচার কার্য্য জগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে দেখ্‌ছি। বাবা আমার নামাবতার।

শ্রীঠাকুর—দেব! আজ এখানে হরিবাসর উৎসব হবে। এখানকার ভক্তমণ্ডলী আপনাকে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছা করেন।

শ্রীজগন্নাথদাস—আমাকে শীঘ্র ব্রজমণ্ডলে ফিরে যেতে হবে বাবা! তীর্থ-ভ্রমণের জন্য বেড়িয়ে অনেকদিন ব্রজ ছাড়া হয়েছি। হঠাৎ মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম। আবার হরিবাসরে থাকতে গেলে দেরী হয়ে যাবে।

শ্রীঠাকুর—দেব! আমিও আপনার সাথে বৃন্দাবন যাবো। আপনাকে এই বৃদ্ধবয়সে একাকী ছেড়ে দিতে পারি না। আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই মহোৎসবে যোগ দিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়।

শ্রীজগন্নাথদাস—তাই হোক্! তোমার স্নেহের টানে আমি বন্দী।

শ্রীঠাকুর—আসুন দেব! ভিতরে বিশ্রাম করবেন।

[সকলের প্রস্থান।]

॥ ২য় দৃশ্য ॥

শ্রীগোদ্রুম

[শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যাইবার পথ]

মায়াদেবীর প্রবেশ

মায়াদেবী—কি আশ্চর্য্য, আজ সারা ভারতবর্ষ হরিনামে মাতোয়ারা! কোথাও কান পাতা যায় না, সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন-ধ্বনি। সারা বাংলা,

বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই আজ আপামর পণ্ডিত, মূর্খ, সকল শ্রেণীর ভক্তগণই শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট। আবার তাঁর চতুর্থ তনয়রূপে বিনোদ-বৈভব-প্রভুবর শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করেছেন এবং বর্ত্তমানে তাঁর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী-লীলার সূত্রপাতও দেখা দিয়াছে। হা ভগবান্, এতদিন শ্রীঠাকুরের ভৌমলীলায় আমি ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি ও এখনও বেড়াচ্ছি। অতঃপর তাঁর চতুর্থ পুত্রের লীলার অভিনব চমৎকারিতায় আমাকে কি ক্রমে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে!

(গীত)

হায় হায় এবে আমি কি করি উপায়
কোথা গেলে পাব পুনঃ নির্ভয়েতে ঠাঁই ॥
ভারত-মাঝারে আমি যে দিকে তাকাই।
দেখি সবে চতুর্দ্দিকে হরিনাম গায় ॥
নির্গুণ-স্থানেতে যেতে নাহি অধিকার।
সেই হেতু হেথা সেথা ভ্রমি চারিধার ॥
কোথাও না পেয়ে শান্তি কাঁদিয়া বেড়াই।
হা, হা, হরি! এ দাসীরে দাও কিছু ঠাঁই ॥

[মায়াদেবী এই গীতটী গাহিতে লাগিলেন।]

[কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ]

কৃষ্ণদাস—এমন করুণ গীতি গাইছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—(উত্তর না দিয়া মাথা নত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।)

কৃষ্ণদাস—একি, আপনি কাঁদছেন? কি হয়েছে আপনার?

মায়াদেবী—কিছু হয় নি। (চোখের জল মুছিলেন।) কে আপনি? এই অসময়ে এখানে?

কৃষ্ণদাস—আমি এখানে অসময়ে আসি নি দেবী। আমি শ্রীঠাকুরের সেবক। এই পথে ঠাকুরের সেবকেরাই যাতায়াত করেন। বরং এই আষাঢ়ীয় রৌদ্রে আপনি এখানে একাকী অসময়ে কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমার গমনাগমনের বা গতিবিধির সময়-অসময় সম্পর্কে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কৃষ্ণদাস—তা' কি হয় দেবী! আপনি পথ চিন্‌তে না পেরে যদি বিপথে চলে আসেন, তা'র খোঁজ খবর নিয়ে আপনাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিয়া কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

মায়াদেবী—কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্পর্কে আপনার বিবেক বোধ ভালই দেখছি। তা' আপনি কতদিন শ্রীঠাকুরের সেবকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন?

কৃষ্ণদাস—এত খবর নিচ্ছেন কেন দেবী?

মায়াদেবী—আমি এর পূর্ব্বে আপনাকে দেখিনি, তাই বল্‌ছি।

কৃষ্ণদাস—আপনি প্রায়ই ঠাকুর-সন্নিধানে আসেন নাকি?

মায়াদেবী—না।

কৃষ্ণদাস—তবে আমাকে দেখিনি বল্‌ছেন?

মায়াদেবী—আজ যেমন আপনাকে দেখছি, এরকম এর পূর্ব্বে তো দেখিনি তাই বল্‌ছি।

কৃষ্ণদাস—কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সেবক।

মায়াদেবী—উঃ, ঐ ঠাকুর ও আপনারাই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন।

কৃষ্ণদাস—সর্ব্বনাশ? কিরূপ সর্ব্বনাশ কর্‌ছি দেবী?

মায়াদেবী—সবই আমার পোড়া কপাল ঠাকুর! সবই আমার পোড়া কপাল! (ক্রন্দন)

কৃষ্ণদাস—আবার কাঁদ্‌ছেন দেবী?

মায়াদেবী—হ্যাঁ। এখন একটু কেঁদেই শান্তি পাই। আপনাদের জ্বালায় আমাকে ক্রমে ক্রমে স্থান ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে ঠাঁই-হারা হ'তে হ'তে হয়তঃ অবশেষে আমাকে এ পৃথিবীও ত্যাগ কর্‌তে হবে।

কৃষ্ণদাস—কে আপনি?…কোথায় থাকেন?

মায়াদেবী—আমার নাম মায়াদেবী। আপনার ঠাকুর যেখানে থাকেন আমি সেখানে থাকি না,—থাকতে পারি না। আসলে তাঁর সম্মুখে যাবার আমার অধিকার নেই।

কৃষ্ণদাস—ও, বুঝেছি। 'নীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। আপনিই সেই মায়াদেবী! নমস্কার আপনাকে।

মায়াদেবী—হ্যাঁ, আমিই সেই মায়া। আমি শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি। আমিই জীবগণকে মোহিত করি ও তা'দিগে আত্ম-স্বরূপ জান্‌তে দিই না। কিন্তু একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরে ভক্তি, প্রপত্তি বা শরণাগতি কর্‌লে আমি সেখানে যেতে পারি না।

কৃষ্ণদাস—তাই বুঝি আপনার আক্ষেপ যে, শ্রীঠাকুরের অনুগ্রহে লোকে শুদ্ধভক্তি লাভে তৎপর হওয়ায় আপনার পাপ-মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অহো, আপনার সান্নিধ্যে বেশীক্ষণ থাকাও আমার পক্ষে শুভ নহে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন,—

"কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥"

মায়াদেবী—আমাকে এত ভয়? হাঃ···হাঃ···হাঃ, আচ্ছা আমি চলেই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

কৃষ্ণদাস—হে ভগবান্, মায়াময় এই সংসারে আপনি আমার আশ্রয়স্থল হউন। আপনি শ্রীগীতায় স্বয়ং বলেছেন,—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

ওগো নাথ, আমি আপনার শরণাগত। আপনি কৃপা করে ঐ মায়ার ফাঁদ থেকে আমায় রক্ষা করুন!

(শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন)

যাই—শ্রীগুরুদেবকে এই সংবাদ জানাই গে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আজ ঐ মায়া-পিশাচীর কবল থেকে মুক্তি পেতাম না! জয় শ্রীগুরুদেব! (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বৈষ্ণবধর্ম্ম

পরিদৃশ্যমান জগতের সকলবস্তুর আকর 'বিষ্ণু'। সেই বিষ্ণুর মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত লুপ্ত-বিষ্ণু-পরিচয়কেই বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়। যাঁহাদের সকল বস্তুর অভ্যন্তরে ও আকররূপে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষ্ণুর সেবকসূত্রে সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা যায়, তাঁহারাই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিতে পারেন। যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান নাই, তাঁহারা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' জানেন না, তজ্জন্য আবৃত বিষ্ণুবস্তুকে স্বীয় ভোগের উপাদান জানিয়া আপনাদিগকে 'অবৈষ্ণব অভিমান করেন। বিষ্ণুসেবারত জনগণের বৃত্তিকেই 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম' বলে।

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ দেহ ও মনের ধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম যাজন করেন। পূর্ব্বকালে রুদ্র ও চতুঃসন, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিকালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক' শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক। জীবের ভোগ্যধারণায় ঈশ্বরের অনুভূতি জড়নির্ব্বিশেষবাদে আবদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সবিশেষ চিদ্‌বিলাসবাদী। দেহমনের দ্বারা প্রকৃত নিত্যসেবা হয় না। পরব্যোমে চিদ্‌বৃত্তির দ্বারা চিন্ময়-বস্তু চিন্ময়ের সেবা করে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজচরিত্র ও লীলায় এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে দেখাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত বিষয়টি কালপ্রভাবে বিকৃত হইয়া অন্যাকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার কথিত প্রেমে'র ধারণা কামে, 'অপ্রাকৃত-বিগ্রহ' অচিৎপিণ্ডে, 'সেবাপ্রবৃত্তি' ভোগপ্রবৃত্তিতে, 'পবিত্রতা' কুটিনাটিতে, 'স্বাধ্যায়' বণিগ্‌বৃত্তিতে, 'ভজন' ভোজনাদি ভোগে পরিণত অর্থাৎ সকল কথাই বিপরীত গতিলাভ করিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মটী সংক্ষেপে এই,—

(১) মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের অপর নাম 'সনাতন-ভাগবত-ধর্ম্ম'। তাহা জীবমাত্রের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি; অতএব একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(২) তাঁহার প্রচারিত বিমলধর্ম্মে কোনপ্রকার ব্যভিচারাদি অসচ্চেষ্টা নাই। ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ডলীলাই তাহার সাক্ষ্য।

(৩) তিনি শ্রীবিগ্রহ ও ভাগবতে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিগ্রহ বা ভাগবতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধধর্ম্ম।

(৪) মহাপ্রভু ভক্ত ও ভগবানকে অভিন্ন বলিয়াছেন এবং বৈষ্ণবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে কোনপ্রকারে অসম্মান করিবেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর মতে নিরয়গামী। মহাপ্রভু বলেন, বৈষ্ণবনিন্দার মত অপরাধ আর নাই; সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করা হইয়াছে, তিনি ক্ষমা না করিলে আর সেই অপরাধের ক্ষমা নাই।

(৫) মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক মনুষ্য বোধে গণ্য করেন না বলিয়া বৈষ্ণবকে ব্যবহারিক জাতিকুলের অন্তর্গত মনে করাকে তিনি অপরাধের চরমসীমা বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি ঠাকুর হরিদাসকে প্রচারকের আসন ও স্বয়ং রায়রামানন্দের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার লীলা-প্রদর্শন, শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অদ্বৈতাচার্য্যকে ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সহিত একত্র ভোজনের আজ্ঞাপ্রদান, ঠাকুর হরিদাসকে অদ্বৈতপ্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান প্রভৃতি আচার দ্বারা স্বীয়বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

(৬) মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার অদীক্ষিত অবস্থার পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। বৈষ্ণবী-দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেই বিপ্রত্ব লাভ করেন।

(৭) মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলেই বৈরাগ্যপ্রধান। তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তগণই 'গোস্বামী' নামে পরিচিত। ষড়্গোস্বামী তাঁহার দাক্ষ্যস্থল। গোস্বামী উপাধিকে তিনি জাতিগত বা শৌক্রগত বিচার করেন নাই।

(৮) মহাপ্রভু জীবকুলকে বৈষ্ণব সদ্গুরুর পদাশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। মহাকুলপ্রসূত পণ্ডিতও যদি অনন্যকৃষ্ণশরণ না হন, তাহা হইলে তিনিও গুরুপদবাচ্য নহেন। ঐরূপ কৌলিক, লৌলিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবসদ্গুরুর চরণাশ্রের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(৯) মহাপ্রভু অসৎসঙ্গত্যাগকেই 'বৈষ্ণবাচার' বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর উপদেশ অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ; (১) স্ত্রীসঙ্গ ও (২) কৃষ্ণের অভক্তগণের সঙ্গ।

(১০) মহাপ্রভু মায়াবাদ নিরাস করিয়াছেন। মায়াবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিপরীত মতবাদ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের সহিত মহাপ্রভুর বিচারই তাঁহার সাক্ষ্যস্থল।

(১১) মহাপ্রভু বিষ্ণুকে জগৎকারণ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। শক্তিকে জগৎকারণ বলেন নাই।

(১২) মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর করেন নাই। "চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"—ইহাই বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ।

(১৩) মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই একমাত্র অমল প্রমাণ এবং শ্রীনামভজনকেই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(১৪) মহাপ্রভু 'নামাপরাধ' ও 'নামাভাস' হইতে নামের পার্থক্য বিচার করিয়াছেন।

(১৫) মহাপ্রভু 'জীবে দয়া" প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার জীব-হিংসার নিষেধ করিয়াছেন।

(১৬) মহাপ্রভু সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারের আদেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রচারের নামে অন্যাভিলাষ পোষণ বা ব্যবসায়াদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৭) মহাপ্রভুর উপদেশে 'প্রেম'ই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই প্রেম জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পৃথক্।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত এইরূপ সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ত্তমানে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিবারণের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় কতিপয় ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ নিরপেক্ষ ভগবৎসেবকগণ বিভিন্ন স্থানে "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমঠ' প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র এবং আচারবান্ ও আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সার্ব্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। বেদান্ত-শ্রীভারতাদি শাস্ত্রের পঠনপাঠন, ছাত্রগণকে হরিসেবাময় আদর্শ জীবনযাপন করিবার সুযোগ প্রদানের সহিত হরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ, বেদান্ত, শ্রীমদ্-

ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইঁহারা সর্ব্বকালে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জগতের অশেষ মঙ্গলবিধান করিতেছেন। কিন্তু প্রপঞ্চে প্রতিপক্ষের অভাব না থাকায় তাঁহাদের কার্য্যেও দোষারোপ করিবার জন্য কতিপয় ব্যক্তি চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে অসম্মান তাঁহাদিগকে অপরের চক্ষে ঘৃণিত করিবার প্রয়াস প্রভৃতিও প্রদর্শন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, সর্ব্ব-সাধারণে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিলে সমাজের উন্নতি ও সুখ সম্পাদিত হয়।

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন! সংগ্রহ করুন!!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু

এঁর

"স্বয়ং-ভগবত্ত্বা-প্রতিপাদক কতিপয় শাস্ত্রীয়-প্রমাণ"

ইহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তদীয় অলৌকিক লীলাসমূহ এবং তাঁহার স্বয়ং-ভগবত্ত্বা সম্পর্কীয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্রাদি বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণাবলী সংস্কৃত-শ্লোক ও বাংলা-পয়ার প্রভৃতি হিন্দী ভাষায় অপূর্ব্ব-ভাবে গুম্ফিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

আনুকূল্য—১·০০ টাকা মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পতিতপাবন দীনবন্ধু, জগজ্জীবের মঙ্গলময় কর্ত্তা। ভগবানে বিশেষভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদের করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারেন না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ বিপদাপদে নান্যগতি হইয়া ভগবানের শরণ লইলে বিপদ্ভঞ্জন হরি তাহাদের উদ্ধারমানসে জীব-জগতে অবতরণ না করিয়া পারেন না। বিশেষ করে তিনি ভক্তবৎসল হরি। ভক্তদের উপর কাহারও ক্লেশদায়ক কোন অশুভ কার্য্য ঘটিলে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ এই অমঙ্গল থেকে ভক্তদের রক্ষা করিয়া থাকেন এবং শৈরাচারীদের বিনাশ সাধন করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ভগবান্ নিগুর্ণ সচ্চিদানন্দময় বস্তু, নিত্য বর্ত্তমান ও ত্রিকালসত্য। তিনি জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও জীবসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবের মঙ্গলার্থে কখনও কখনও স্বীয় চিচ্ছক্তিবশে ভৌমধামে আবির্ভূত হন এবং বিবিধ আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য মর্ত্তধামে বিভিন্ন লীলাভিনয় করিয়া থাকেন।

কস্মিন্ কালে ধরিত্রীদেবী অসুরদের প্রবল অত্যাচারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা অপরাপর দেবতাগণকে লইয়া ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুর আরাধনায় ব্রতী হন। পতিতপাবন শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবতা-গণের আরাধনায় প্রীত হইয়া বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে ভৌমলীলা প্রকাশে তাঁহাদের সম্মতি দেন এবং দেবতাগণকে ভৌমগোকুল-বৃন্দাবনস্থ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

একদা দৈত্যরাজ কংসপিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া যদুকুলোদ্ভব ব্রজবাসিগণকে নির্য্যাতন করিবার মানসে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়া-ছিলেন। কংস সূর্য্যকুলোদ্ভব নরপতি বসুদেবের সহিত স্বকুলোদ্ভবা স্বানুজা দৈবকীর শুভপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করতঃ বসুদেব মহারাজের প্রীতিবর্দ্ধনার্থে নিজেই রথের সারথ্যে নিযুক্ত হন। বিবিধ প্রকার বাদ্যসঙ্গীত মুখরিত পরিবেশে অতুলনীয় আনন্দ সমারোহের সহিত এক দিব্য শোভনীয় যানে কংসের পরিচালনায় সস্ত্রীবিবাহিত বসুদেব মহারাজ ও দেবকীমাতা গৃহাভি-মুখে চলিয়াছেন। এইভাবে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে হঠাৎ দৈববাণীর বজ্রাঘাত সদৃশ অমঙ্গল ধ্বনিতে কংসের হৃদয়ানন্দের মনুমেণ্ট সহসা বিচূর্ণ হইল। দৈববাণীতে স্বীয় ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান কংসের মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিলোমকুপে দেবকীর উপর

ক্রোধ সঞ্চারিত হইতে থাকিল এবং ভগিনী দেবকীকে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর বুক থেকে অপসারণ করিতে অসি সমুদ্যত করিল। এমত অবস্থায় মহাত্মা বসুদেবমহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্ত্রীহননরূপ গর্হিত কর্ম্মপিপাসু কংসের ক্রোধ সম্বরণে সন্তোষপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—

শ্লাঘনীয়গুনঃ শূরৈর্ভবান ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি॥ (ভাঃ ১০।১।৩৭)

'ভোজরাজ বংশের গৌরবস্বরূপ হইল কংস, যাহার গুণাবলী বীর সমাজের প্রশংসার্হ, সেই সচ্চরিত্র ব্যক্তি কেমন করিয়া বিবাহোৎসব-বাসরে স্বানুজাকে বধ করিতে পারেন। এইভাবে বিচক্ষণাত্মা বসুদেব নানাপ্রকার শাস্ত্রবাক্য ও নীতিবাক্য শ্রবণ করাইয়া সুহৃদ্‌বধ হইতে পাপাত্মা কংসকে নিবৃত্ত করিলেন। তাঁহার যত সন্তান সন্ততি হইবে ইহা সমস্তই কংসের হাতে অর্পণ করিবেন—এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। তারপর বসুদেব মহারাজ রাজভবনে গমন করিলেন।

দুষ্টমতি সন্দিগ্ধচিত্ত কংস বসুদেব মহারাজের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। তখন বহু দ্বারপ্রহরী সংরক্ষিত একটি কারাগারে বসুদেব ও দেবকীকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে দেবকীর প্রথম গর্ভজাত পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কংসের হাতে ঐ পুত্র সন্তানকে অর্পণ করিতে কংসালয়ে আসিলেন। সত্যে এতাদৃশী আস্থা দেখিয়া কংস বসুদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে ফিরাইয়া দিল এবং বলিল অষ্টমগর্ভজাত সন্তানই তাহার প্রাপ্য। এইভাবে প্রথম সন্তান হইতে ষষ্ঠ সন্তান পর্য্যন্ত প্রত্যেককে কংস বসুদেব মহারাজকে ফিরাইয়া দিল। এমন সময় নারদ কংসের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—"পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবতাগণ মথুরা-বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া যদুবংশের সকল নরনারী ও ব্রজবাসী এবং বসুদেবের ছয় পুত্র সন্তানকে মৃত্যুর কারণ জানিয়া তাহাদের নিধন কার্য্যে কংস লিপ্ত হইল এবং বসুদেব দেবকীকে কারাগারে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিলেন।

এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই মহিষী দেবকীর সপ্তম গর্ভে শ্রীশঙ্কর্ষণ-বলদেব আবির্ভূত হইলেন। ভগবদাদেশে যোগমায়া দেবী বলদেবকে রোহিণী গর্ভে স্থাপন করিলেন। এদিকে সকল গোপনারী দেবকার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনতিকাল বিলম্বে কৃষ্ণ স্বয়ং

দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। যোগমায়াও ভগবদাদেশে একই সময়ে বৃন্দাবনস্থ নন্দালয়ে যশোদাগর্ভে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন। কংস দেবকীর অপূর্ব্ব দেহলাবণ্য ও জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণই যে এইবার দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিয়াছেন তাহা অনুমান করিতে পারিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য কালক্ষেপ করিতেছিল। অপরদিকে দেবতাগণ দেবকীর গর্ভজাত সর্ব্বকামবর্ষী ভগবানকে বিবিধ স্তুতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন,—সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্যযোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

ভগবান্ সত্যসংকল্প, সত্যব্রত, সমদর্শন, ত্রিসত্য ও সত্যাত্মক প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার স্তবাদি পাঠ করিয়া দেবকীকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক দেবতাগণ স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

দু'চার কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যখন জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সে সময়ে ঐ গুলিকে ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান বলা যায় না, জড়ক্রিয়া-মাত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই জড়ক্রিয়া-দ্বারা মনঃশুদ্ধি করিয়া পরে আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করিবার কথাই এখানে পাওয়া যাইতেছে। অচিদ্-বৃত্তির দ্বারা চিদ্বৃত্তির উদ্বোধন হয় না, ইহা ত' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও তাহাই ত' দাঁড়াইল।' আমরা অচিদ্বৃত্তির দ্বারা চিদ্-রাজ্যের সন্ধান লইতে চাই, জড়চেষ্টাদ্বারা সেবাবৃত্তিকে জয় করিয়া ফেলিতে চাই বলিয়া জড়চেষ্টা অসদ্বৃত্তির প্রতি আমাদের একটা নৈসর্গিক প্রীতি আছে। সেই প্রীতির বশীভূত হইয়াই অর্থাৎ অচিতের চশমা চক্ষে দিয়াই চিদ্রাজ্য দেখিতে চাই, আর সেই বুদ্ধি লইয়া বিচার করি, প্রত্যঙ্মুখ হইয়া বিচার করিবার ধৈর্য্য আমরা রাখিতে পারি না। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি জড়কর্ম্মমাত্র, আত্মধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তির অঙ্গসমূহ তাহা নহে। ভক্তি সর্ব্বদাই চিন্ময়ী, আমার জড়াভিমান থাকা পর্য্যন্ত তাহাকে আমার নিকট জড় বলিয়া মনে হয় মাত্র। আত্ম-ধর্ম্মের অনুসরণে অর্থাৎ আত্মবিদের আনুগত্যে জড়ক্রিয়াসাম্যে ভক্তির

অনুশীলন করিলেও ক্রমে ক্রমে আত্মবৃত্তি ভক্তি হৃদয়ে প্রকাশিতা হন। আত্মার যাহা নাই, জড়মনের আনুগত্যে তাহার অনুশীলন করিতে গেলে জড় মনোধর্ম্মের বাধাই প্রবল হইবে, আত্মবৃত্তি জাগিবে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ বা চতুঃষষ্টি প্রকার যে ভক্তির অঙ্গসকল আছে, কর্ম্ম ও জ্ঞানানুশীলনেও তাহার অনুষ্ঠানাদি দেখা যায়। সুতরাং তাহাদিগকে ভক্তির অঙ্গ কোন্ সময় বলিব? ভক্তিপথের পথিক হইয়া যিনি সাধন করেন, তিনি যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হইয়া সাধন করুন না কেন, তাহার অবস্থান অনিত্য নহে। আজ সাধ্যের উপায় বলিয়া যাহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিতেছেন, দুইদিন পরে সাধ্যবস্তু পাওয়া হইয়াছে মনে হইলে অনাবশ্যক বোধে কর্ম্মী ও জ্ঞানী সেই সকল অনুষ্ঠানকে কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করেন, কর্ম্মী ও জ্ঞানী জড়াভিমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চিদনুভূতি পাইবার আশা করেন এবং আপন কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সকল অনুষ্ঠান করেন। ভক্তিযাজী সর্ব্বদাই আত্মবৃত্তির অনুগত হইয়া শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রসাদভিখারী; তিনি প্রথম হইতেই আদি, মধ্য ও অন্তে গুরুকৃষ্ণের কৃপাদ্বারা চালিত হন। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" ভক্তিলতার বীজ আত্মাতে উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের কৃপা কিছু দেহ বা মনের উপর হয় না। গুরুকৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু, আত্মবস্তু, বাস্তববস্তু, অনিত্য নশ্বর জড় দেহমনের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। জীবের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে যখন সে ভগবানের কৃপাভিখারী হয়, তখন গুরুরূপে কৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে কৃপা করিয়া থাকেন। জীবের আত্মায় গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ নিহিত হইলে জীব তখন জড়াভিমান হইতে মুক্ত হইতে না পারিলেও অবশে আত্মবৃত্তির অনুগত্য করেন, ইহা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সম্ভব হয়। জড়াভিমানে বশীভূত হইয়া অবশে যে ভক্তির অনুশীলন করেন, তাহাই তাহার সাধনক্রিয়া। গুরুকৃষ্ণের কৃপাই সাধন, তাহা কিছু জড় নহে, জড় কেবলমাত্র আমাদের অভিমান। জড়াভিমানই আমাদের নিকট গুরুকৃষ্ণ প্রসাদকে সাধনক্রিয়ারূপে প্রতিভাত করে। বস্তুতঃ ঐ সকল অনুশীলন কিছু জড় নহে। আমাদের জড়চেষ্টা আমাদের চিত্তশুদ্ধি করে না, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ বা ভক্তিদেবীই চিত্তশুদ্ধি করান। শয্যায় শায়িত ক্ষুদ্র শিশু হস্ত প্রসারিত করিয়া জননীর মস্তক ধরিতে গেলে মাতা নিজ মস্তক নমিত করিয়া তাহার নিকট ধরা দেন, অপর একটী

অনভিজ্ঞ শিশু ইহা দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, শায়িত শিশু নিজ চেষ্টাতেই জননীর মস্তক ধরিয়া ফেলিয়াছে। নিষ্কপট সরলচিত্তে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ জড়েন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার জন্য যত্নপর হইলে যদিও সে-চেষ্টা—যেখানে গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আসন গ্রহণ করিয়াছেন—সেই আত্মায় পৌঁছায় না, তবুও ভক্তিদেবী কৃপা করিয়া সে চেষ্টাকে ব্যর্থ না করিয়া তাহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়কে ভক্ত্যুন্মুখ করাইয়া দেন।

হ্লাদিনীসার-সমবেত সম্বিৎশক্তিই ভক্তিশক্তি। অণুচিদ্ জীবের হ্লাদিধীবৃত্তি যখন হ্লাদিনী বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব এবং সম্বিদ্বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদে বিকসিত হয়, তখনই তাহাকে ভক্তি বলা হয়। জীব অণু হইলেও তাহার আত্মগত এই বৃত্তি অনন্তমুখিনী। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ও ভক্তি ভিন্ন বস্তু নহে। "গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ" বলিতে ভক্তিলতার বীজ তখনই পাওয়া গেল, আত্মাতে উহার একেবারেই অভাব ছিল, তাহা নহে। ভক্তিবীজ যাহা ভাবরূপে জীবের বৃত্তিতে ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ তাহাতে রূপ দান করিয়া থাকেন। ভক্তিবৃত্তি বা সেবনবৃত্তি, যাহা জীবের চিদ্ধর্ম্মে অনুস্যূত ছিল, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে তাহারই অভিব্যক্তি হয়। জীবাত্মায় গুরুকৃষ্ণের কৃপাধিষ্ঠান নিত্যকালই আছে। যখন তাঁহারা জীবের সেবনবৃত্তিকে বিকসিত করিবার জন্য শক্তিসঞ্চার করেন, তখনই জীবহৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হয়। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবনবৃত্তির অভিব্যক্তি বা প্রকাশ অথবা তাহার আশ্রয় কিছু নাই অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত জীবের সেবাবৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। ভোগবুদ্ধির জন্য বদ্ধ জীবাত্মা জড়াভিনিবিষ্ট মনের দ্বারা এই প্রসাদের কোন সন্ধান পাইতে পারে না; তখন গুরুকৃষ্ণের প্রসাদ আমাতে নাই এবং তাহার অধিষ্ঠান আমাতে হইতে পারে না—এইরূপ বুদ্ধি হয়; এই বুদ্ধিই জড়াভিমান। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীব অভক্ত। গুরুকৃষ্ণের প্রসাদাধিষ্ঠান আমাতে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমি যখন তাহার কোন সন্ধান পাই না তখন আমি আমার নিজের জড়চেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ অচিৎবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি—এই অভিমান আত্মগত গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদকে সাধন-ভক্তির ভূমিকায় দর্শন করায়। তখন গুরুকৃষ্ণ কৃপাই যে সাধন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে যখন আমাদের অভিমান পরিশুদ্ধ হয় তখন গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ আমাদের শুদ্ধাত্মার বৃত্তিস্বরূপ বা চেতন ধর্ম্মের রূপ

বলিয়া জানিতে পারা যায়। তখন গুরুকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা দ্বারা নিত্যসিদ্ধ সেবার ভাব প্রকটনের জন্য যে আত্মগত চেষ্টা হয়, তাহাই সাধন শক্তি।

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি যদি ভক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহাদিগকে সাধনক্রিয়া বলা যাইতে পারে, ভক্তির সাধন বা সাধনভক্তি কোনক্রমেই বলা যায় না; যদি পরিশেষে ভক্তির উদ্দেশ্য দান না করে, তাহা হইলে তাহা বৃথা জড়ক্রিয়া মাত্র। সাধনক্রিয়া নশ্বর। সাধনক্রিয়ার ভূমিকায় থাকিয়া ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলনই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলদায়ক। ভক্ত্যঙ্গগুলি নশ্বর নহে, আমাদের জড়াভিমান প্রবল থাকিবার জন্য বা আত্মদর্পণে অনর্থ-ধূলি থাকিবার জন্য আমরা তাহার নিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যতটা অনর্থমুক্ত হইব, ততটাই নশ্বর দর্শনের হাত হইতে ছুটী পাইব। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অনুশীলন করিলে যতটা অনর্থমুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, ততটাই কর্ম্মজ্ঞানের নশ্বরতা অধিকতররূপে বুঝিতে পারিব। সেখানে উদ্দেশ্য হইতে সাধন আত্যন্তিক-রূপে বিভিন্ন হওয়ায় উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জড়বদ্ধ মন আমার গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ পাইবার নামে পিছু হাটিতে চায়। এই পিচু হাটাই আমার জড়তা। আমি পিছু হাটিতে হাটিতে যে-সকল ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তি-অনুশীলনের ভাণ দেখাই, তাহা সাধনক্রিয়াও নহে, জড়ক্রিয়ার কপটতামাত্র। আমি মনে করি—সাধন-ভক্তির দ্বারা আমি ভাবের প্রকটন করিয়া ফেলিতেছি। লোকের কাছে বাহাদুরী লইবার জন্য জড়কর্ম্মনৈপুণ্যে আমি দক্ষকে, রাবণকেও হারাইবার প্রয়াস করিতেছি। মনে করি ইহাই আমাদের সেবা; কিন্তু আমি যে সেবার ছলনায় আমার দম্ভপূর্ণ কর্ম্মাড়ম্বরের দ্বারা সেবা হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। গীতায় কর্ম্মযোগী বা জ্ঞানযোগী হইতে বলিয়াছেন; এই যোগ শরণাগতিক্রমে ভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত হওয়া; আমি কর্ম্ম ও জ্ঞানের আড়ম্বর করিয়াই যোগী বা ভক্তসজ্জা লইতে চাই, অনন্যভাক্ হইতে চেষ্টা করিতে চাই না, সুদুরাচারত্ব বরণ করিয়া ভক্ত-নাম পাইতে চাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—"লোক দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি, গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি।" সর্ব্বদাই আত্মবিদের অকপট শরণ লইয়া তাঁহার কৃপাপেক্ষায় নিজের সকল চেষ্টা চালিত করিতে হইবে, নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথি-পূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১১ই ফাল্গুন, ১৩৭৮ ; ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ ; বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে ষোল ক্রোশ ধাম-পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লীতে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ-সেবা এবং অপরাহ্ণে সহর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্তানুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—২৯শে পৌষ, ১৩৭৮ ; ইং ১৪।১।৭২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১১ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ; (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ (কীর্ত্তনাখ্য)**—গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া **স্বরূপগঞ্জ**, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, **হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী** (**মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**) ; (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য)**—মাজিদা, হাটডাঙ্গা আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১২ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার : (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য)**—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ্দ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য)**—রাতুপুর।

৩। ১৩ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার ; (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য)**—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট, এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য)**—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), **অর্কটীলা বা একডালা**, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার ; (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য)**—**রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর** ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য)**—**সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর** ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ; (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্ম-নিবেদনাখ্য)**—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, **শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ** (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন) জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, **শ্রীধর-অঙ্গন** এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, বুধবার—**সাধারণ মহোৎসব (মহা-প্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠার ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

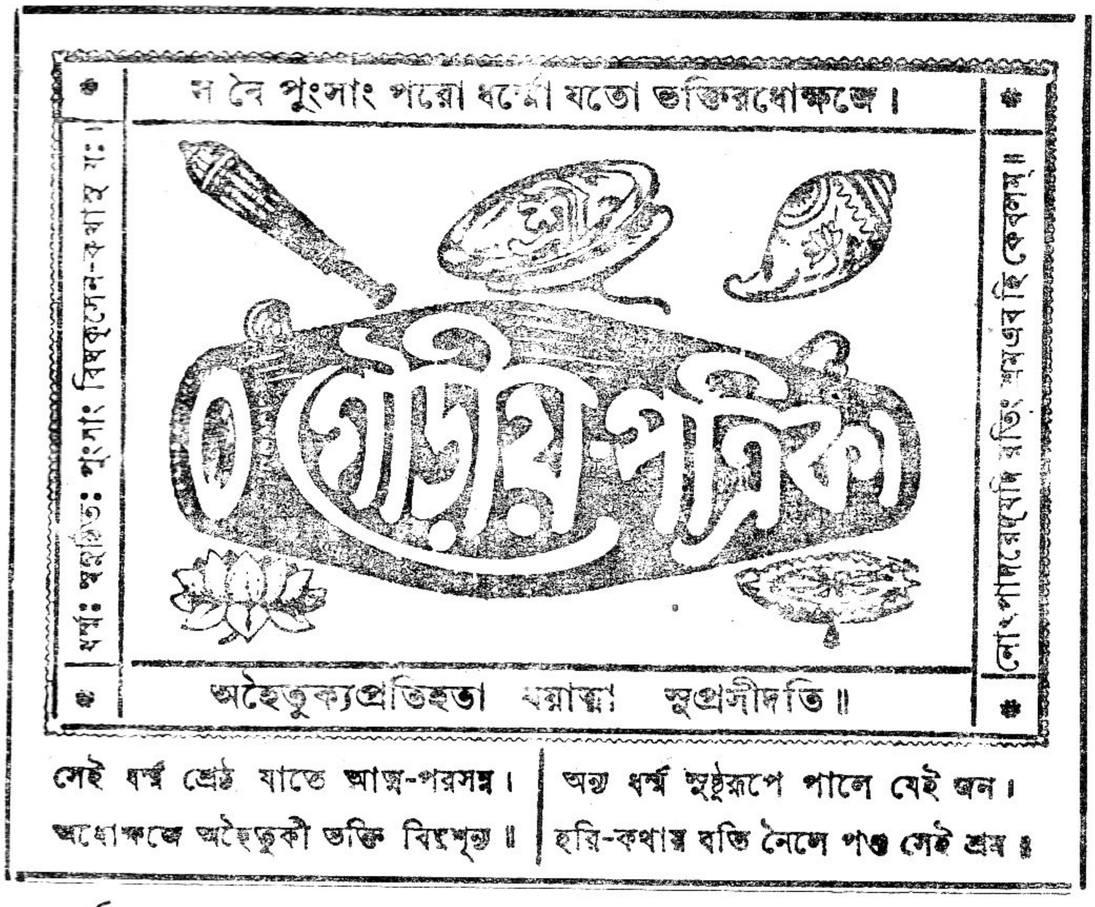

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহিত॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

২৩শ বর্ষ { বাসুদেব, ১৪ গোবিন্দ, ৪৮৫ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৮ ; ইং ১৩।২।১৯৭২ } ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

অভীষ্টসূচনম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

আভীরপল্লীপতিপুত্র-কান্তা-
দাস্যাভিলাষাতিবলাশ্ববারঃ।
শ্রীরূপচিন্তামণিসপ্তি-সংস্থো
মৎ স্বান্ত-দুর্দ্দান্ত-হয়েচ্ছুরাস্তাম্॥ ১॥

আভীরপল্লীপতি নন্দরাজপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তা শ্রীরাধিকার দাস্য-বিষয়ক মদীয় অভিলাষরূপ বলবান্ অশ্বারোহী শ্রীরূপগোস্বামীর চিন্তারূপ নির্ম্মল ঘোটকে আরোহণ করিয়া আমার চিন্তারূপ দুর্দ্দান্ত ঘোটকের অভিলাষী হউন, অর্থাৎ আমার চিত্তাভিলাষ শ্রীরূপের চিন্তান্বিত হইয়া শ্রীরাধার দাস্য কর্ম্মেই থাকুক॥ ১॥

যদযত্নতঃ শম-দমাত্মবিবেকযোগৈ-
রধ্যাত্মলগ্নমবিকারমভূন্মনো মে।
রূপস্য তৎস্মিতসুধং সদয়াবলোক-
মাসাদ্য মাদ্যতি হরেশ্চরিতৈরিদানীম্ ॥২॥

রূপগোস্বামীর যত্নে প্রথমতঃ আমার যে মন, শম (ভগবন্নিষ্ঠতা), দম (জিতেন্দ্রিয়তা) আত্মবিবেক (আত্মা ও অনাত্মার বিবেচন) এবং যোগ (ধ্যান) দ্বারা বিকার শূন্য হইয়া ভগবত্তত্ত্বে সংলগ্ন হইয়াছিল, সেই মন শ্রীরূপ গোস্বামীর কৃপাদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে হরিচরিত্রসমূহে মত্ত হইতেছে ॥ ২ ॥

নিভৃত-বিপিনলীলাঃ কৃষ্ণবক্ত্রং সদাক্ষ্ণা
প্রপিবথ মৃগকন্যা যূয়মেবাতিধন্যাঃ।
ক্ষণমপি ন বিলোকে সারমেয়ী ব্রজস্থা-
প্যুদরভরণবৃত্ত্যা বংভ্রমন্তী হতাঽহম্ ॥ ৩ ॥

হে মৃগকন্যাগণ! তোমরাই অতিশয় ধন্য, যেহেতু নির্জ্জন কাননে লীলা-করত সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতেছ, কিন্তু সারমেয়ী (কুক্কুরী) স্বরূপা, আমি বৃন্দাবনে থাকিয়াও ক্ষণকালের জন্য ঐ মুখমণ্ডল দর্শন করিতে পাইলাম না, যেহেতু ইতঃস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে কেবল উদর ভরণ-রূপ বেতনেই বিনাশিন হইলাম ॥ ৩ ॥

মন্মানসোন্মীলদনেক-সঙ্গম-
প্রয়াস-কুঞ্জোদরলব্ধ-সঙ্গয়োঃ।
নিবেদ্য সখ্যর্পয় মাং স্বসেবনে
বীটীপ্রদানাবসরে ব্রজেশয়োঃ ॥ ৪ ॥

সে সখি! রূপমঞ্জরি! যাঁহারা আমার মনোমধ্যে প্রকাশমান এবং অনেক প্রকার সঙ্গম প্রয়াসে কুঞ্জমধ্যে সঙ্গলাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আপনি স্বীয় সেবন কালে আম্বুলবীটী নিবেদন করতঃ আমাকে অর্পণ করুন ॥ ৪ ॥

নিবিড়-রতিরিলাসায়াসগাঢ়ালসাঙ্গীং
শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগণ্ডাং নু রাধাম্।

ব্রজপতিসুতবক্ষঃপীঠবিন্যস্ত দেহা-
মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥৫॥

নিবিড়তর রতিবিলাস জনিত শ্রমে যাঁহার অঙ্গ প্রগাঢ় অলসযুক্ত, শ্রম জন্য জলকণায় যাঁহার গণ্ডযুগল আর্দ্র এবং যিনি নন্দনন্দনের বক্ষঃ পীঠে অঙ্গ বিন্যস্ত করিয়াছেন, হে সখি! আপনাদিগের কর্ত্তৃক এতাদৃশ বিলাসকালে সেব্যমানা সেই শ্রীরাধাকে কি আমি দর্শন করিব? ॥ ৫ ॥

দিতিজকুলনিতান্তধ্বান্তমশ্রান্তমস্যন্
স্বজনজনচকোরপ্রেমপীযূষবর্ষী।
কর-শিশিরিত-রাধা-কৈরবোৎফুল্লবল্লী-
কুচকুসুমগুলুচ্ছঃ পাতু কৃষ্ণৌষধীশঃ ॥ ৬ ॥

যিনি দৈত্যকুলরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া স্বজনরূপ চকোরের প্রতি প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন এবং যিনি কিরণ দ্বারা শীতলীকৃত রাধারূপ কুমুদ সকলের প্রফুল্ল লতার কুচ কুসুমের প্রকাশক সেই কৃষ্ণচন্দ্র আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

রাসে লাস্যং রসবতি সমং রাধয়া মাধবস্য
ক্ষ্মাভৃৎকচ্ছে দধিকর-কৃতে স্ফারকেলী-বিবাদম্।
আলীমধ্যে স্মরপবনজং নর্ম্মভঙ্গী-তরঙ্গং
কালে কস্মিন্ কুশলভরিতে হন্ত সাক্ষাৎ করোমি ॥ ৭ ॥

রসবিশিষ্ট রাসে নৃত্য, গোবর্দ্ধন সমীপে দধিকর-নিমিত্ত অতিশয় বিবাদ এবং সখীগণ মধ্যে কাম বায়ু সমুত্থিত কৌতুক ভঙ্গীর তরঙ্গ, হায়! কোন্ শুভকালে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় লীলা সাক্ষাৎ করিব ॥ ৭ ॥

রোহিণ্যাগ্রে কৃতাশীঃশতমথ সভয়ানন্দমাভীরভর্ত্তা
ভীত্যা শশ্বন্ সিংহে হলিনি সখিকুলে ন্যস্য সাস্রং ব্রজেশ্যা।
সাটোপ-স্নেহমুত্যদ্ব্রজজন-নিবহৈ রাধিকাদি প্রিয়াভিঃ
সশ্লাঘং বীক্ষ্যমাণঃ শ্রিতসুরভিরটন্নব্যগোপঃ স পায়াৎ ॥৮॥

রোহিণীদেবী অগ্রে যাঁহাকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়া ভয় ও আনন্দ সহকারে অবলোকন করিতেছেন, ব্রজেশ্বরী যশোদা গোষ্ঠ জন্য ভয় শঙ্কায় সাশ্রুনেত্রে নরশ্রেষ্ঠ হলধর ও সখাসমূহের নিকট যাঁহাকে সমর্পণ করিতেছেন,

ব্রজবাসিগণ গর্ব্ব ও স্নেহ সহকারে তথা রাধিকা প্রভৃতি প্রেয়সীবর্গ শ্লাঘার সহিত যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যিনি গোপসকলের ভর্ত্তা হইয়া গাভীবৃন্দকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নব্য গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতে করিতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৮ ॥

অদৃষ্টা দৃষ্টেব স্ফুরতি সখি কেয়ং ব্রজবধূঃ
কুতোঽস্মিন্নায়াতা ভজিতুমতুলা ত্বাং মধুপুরাৎ ।
অপূর্ব্বেণাপূর্ব্বাং রময় হরিণৈনামিতি স রাধি-
কোদ্যদ্ভঙ্গ্যুক্ত্যা বিদিত-যুবতিঃভ্য স্মিতমধাৎ ॥ ৯ ॥

[অনন্তর মানবতী শ্রীমতীরাধিকার অনুনয়ার্থ সমাগত স্ত্রীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে অকস্মাৎ আবির্ভূত অনুভব করিয়া রসমঞ্জরী (দাসগোস্বামী) ঐ অবস্থাতেই শ্রীরূপমঞ্জরীকে নিবেদন করিতেছেন]

হে সখি ! এ কোন্ ব্রজবধূ ? কোথা হইতেই বা এই কুঞ্জে সমাগতা হইয়াছে ? অদৃষ্টা হইলেও ইহাকে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ? সখি কহিতেছেন তোমাকে ভজনা করিবার নিমিত্ত মথুরাপুরী হইতে এই নিরুপমা স্ত্রী আসিয়াছে । শ্রীরাধা কহিতেছেন, তবে এ স্ত্রীলোকটী অভূতপূর্ব্ব বটে, অতএব সেই অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করাও, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ শ্রীরাধার উজ্জ্বল ভঙ্গী বাক্য দ্বারা স্বীয় কপট যুবতিত্ব ও রাধাদি কর্ত্তৃক পরিচিত বোধ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন ॥৯॥

রাধেতি নাম নবসুন্দর-সীধু মুগ্ধং
কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুত-গাঢ়দুগ্ধম্ ।
সর্ব্বক্ষণং সুরভিরাগ-হিমেন রম্যং
কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্ত্তে ॥ ১০ ॥

"রাধা" এই নাম অভিনব সুন্দর অমৃতের ন্যায় মনোহর, এবং "কৃষ্ণ" এই নাম অদ্ভুত ঘনদুগ্ধের ন্যায় অতিশয় স্বাদু, হে ক্ষুধাতুর মদীয় রসনে ! তুমি এই দুই বস্তুকেই সুগন্ধি অনুরাগরূপ হিম দ্বারা সর্ব্বদা রমণীয় করিয়া পান কর ॥ ১০ ॥

চৈতন্যচন্দ্র মম হৃৎকুমুদং বিকাশ্য
হৃদ্যং বিধেহি নিজ-চিন্তন-ভৃঙ্গরঙ্গৈঃ ।
কিঞ্চাপরাধ-তিমিরং নিবিড়ং বিধূয়
পাদদ্বয় সদয় পায়য় দুর্গতং মাম্ ॥ ১১ ॥

হে চৈতন্যচন্দ্র ! আপনি আমার হৃদয়কুমুদ্ প্রকাশ করিয়া স্বীয় চিন্তারূপ ভৃঙ্গের দ্বারা মনোজ্ঞরূপে বিধান করুন। অপর অন্য নিবেদন করিতেছি যে, হে দয়াময় ! অপরাধরূপ নিবিড় অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দুর্গতিশালি মাদৃশজনকে চরণামৃত পান করান ॥ ১১ ॥

পিকপটু-রববাদ্যৈর্ভৃঙ্গঝঙ্কার গানৈঃ
স্ফুরদতুলকুড্ঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্ ।
স্মরসদসি কৃতোদ্যন্ নৃত্যতঃ শ্রান্ত-গাত্রং
ব্রজনবযুব-যুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ামী ॥ ১২ ॥

[অনন্তর শ্রীদাস গোস্বামী পরমানন্দে বিবশ হইয়া স্বীয় অনুভব সেবা বাহ্যে প্রকাশ করতঃ কহিলেন।]

কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্য দ্বারা ও ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ সঙ্গীত দ্বারা সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জবনরূপ নৃত্যালয়ে যেন কন্দর্পোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসাদনরূপ কার্য্যের নিমিত্ত আনন্দে নৃত্য করিয়া যাঁহারা শ্রান্ত গাত্র হইতেছেন, সেই নর্ত্তনশীল ব্রজনবযুব যুগ্মকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি চামর ব্যজন করি ॥ ১২ ॥

যৎ পাদাম্বুজ-যুগ্ম-বিচ্যুতরজঃ-সেবাপ্রভাবদহং
গান্ধর্ব্বা-সরসি-গিরীন্দ্র-নিকটে কষ্টোঽপি নিত্যং বসন্ ।
তৎ প্রেয়োগণপালিতো জিতসুধা রাধামুকুন্দাভিধা
উদ্গায়ামি শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্ স্বরূপোঽবতু ॥১৩॥

॥ * ॥ ইত্যভীষ্টসূচনম্ ॥ * ॥

অহে ব্রজবাসী সকল ! যাঁহার পাদপদ্ম যুগল হইতে বিচ্যুত পরাগের সেবাপ্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডের সমীপবর্ত্তী গোবর্দ্ধন-নিকটে অতি কষ্টে নিত্য বাস করতঃ যে শ্রীরূপের প্রিয়গণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া অমৃত ধারার বিজয়িনী শ্রীকৃষ্ণের নামাবলী কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতেছি এবং যিনি পূর্ব্বে ভৃগুপতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শ্রীমান্ রূপগোস্বামী এক্ষণে পুনর্ব্বার ভজনবিঘ্ন হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

॥ * ॥ ইতি অভীষ্টসূচন সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন

২১শে ভাদ্র, ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে, এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল; পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় 'জৈবধর্ম্ম' আলোচনা করিতে পারেন।

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। 'কল্যাণকল্পতরু', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্ম্মুখ লোক-দিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্ত্যানুকূল্য)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

২৬। ধৈর্য্য কাহাকে বলে? ষড়্‌বেগকে কি ভজনের অনুকূল করা যায়?

"ছয়প্রকার বেগ দমন করার নামই 'ধৈর্য্য'। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষজনক হয় না।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৭। কিরূপ ধৈর্য্য হরিভজনের অনুকূল?

"সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। **কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না।** এইপ্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৮। কিরূপ আহার ভজনের অনুকূল?

"যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরিতোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে।" —'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

২৯। ব্যবহার ও পরমার্থ কিরূপে ভজনানুকূল হয়?

"ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে, সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩০। যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ভজনানুকূল কেন?

"জীবনের সমস্ত-ব্যবহারে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন-মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে; আবার আবশ্যকমত স্বীকার না করিলে ভক্তিসাধনে নূনতা হইবে।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩১। হরিভজনের অনুকূল সংসার বা কৃষ্ণসংসার কিরূপ ?

"কৃষ্ণ-সংসার-পত্তনের জন্যই বিবাহ ; কৃষ্ণসেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা ; কৃষ্ণদাসদিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ; কৃষ্ণের জীবসকলের তর্পণের জন্য ভোজন-মহোৎসব। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণসেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকলই কৃষ্ণের'—এই বোধে দেহরক্ষা, গেহরক্ষা ও সমাজ রক্ষা করিবে—ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।"

—'তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৩২। সাধুসঙ্গ ও বৈষ্ণব-ব্রতাদি পালনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"সংস্কারাসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য **সাধুসঙ্গের** নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে **বৈষ্ণব-ব্রত-সমুদায় পালন** করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। পরন্তু **বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটীনাটীরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য-সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন !"**

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৩। চাতুর্ম্মাস্যব্রত ভক্তির অনুকূল কেন ?

"দিবসত্রয় সঙ্গ রোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চতুর্ম্মাসব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই-সেই দ্রব্য ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৩৪। কিরূপ বিচারে গৃহে বাস ও গৃহত্যাগ করা কর্ত্তব্য ?

"ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয় ; বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে গৃহ যখন ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তিজনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচারক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপদামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। যত নিষ্কপট ভক্ত এই বিচারের

দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচারক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত।"　　'সাধুব্রাত্ত', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৫। গৃহস্থ-বৈষ্ণব কি উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিবেন?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন; কোন পাপের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না।"

—'সাধুব্রাত্ত', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৬। সদ্‌বৃত্তিজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কাহার অনুসরণ করিবেন?

"সদ্‌বৃত্তি কি, ইহা জানিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত জনের আচার দ্রষ্টব্য।"　　—'সাধুব্রাত্ত', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। বিষয়বন্ধন কিরূপে ক্ষয় হয়?

"কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা হয়, তাহাই মাত্র অঙ্গীকার করিলে ভক্তির অনুশীলন হইবে এবং ক্রমশঃ বিষয়বন্ধন ক্ষয় হইয়া পড়িবে।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৮। চক্ষুদ্বারা ভগবদনুশীলন কিরূপে হয়?

"চক্ষুকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, বৈষ্ণবদর্শন, ভগবল্লীলাস্থানের বিবিধ শোভাদর্শন এবং লীলাপ্রতিকৃতি ইত্যাদি দর্শনব্রতই একমাত্র উপায়। যাহা কিছু চক্ষুর বিষয়ভূত হয়, তাহাতে ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করাই মূল প্রয়োজন।"　　—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৩৯। কর্ণদ্বারা কিরূপে ভক্তির অনুশীলন হয়?

"কর্ণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে হরিকথা, ভক্তকথা ও হরিসম্বন্ধিনী বিষয়কথার শ্রবণব্রতই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪০। নাসিকাকে কি ভাবে ভক্তির অনুকূল করা যায়?

"ঘ্রাণকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণার্পিত তুলসী, পুষ্পচন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ-ব্রতই একমাত্র উপায়। যে কিছু গন্ধ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধের সহিত গ্রহণ করা উচিত।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪১। জিহ্বাকে ভক্তির অনুকূল করা যায় কিরূপে?

"রসনাকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ও ভক্ত-প্রসাদ-সেবনব্রতই একমাত্র উপায়। প্রসাদ-সেবার সময় ভোগসুখ মনে হয় না, কেবল জীবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনসুখই মনে পড়ে।

প্রসাদ-সেবায় স্বীয় ভোগসুখ মনে করিলে আর আনুকূল্যভাব থাকে না।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪২। শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তদ্দ্বারা কি করা উচিত ?

"হস্তপদাদি-শরীরকে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে তত্তৎ শরীরদ্বারা ভগবৎসেবা ও বৈষ্ণবসেবাই একমাত্র উপায়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪৩। পারমার্থিক নাম ও উপাধি কি ভক্তির অনুকূল নহে ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলার সময়ে "রত্নবাহু" "কবিকর্ণপুর" "প্রেমনিধি" প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্ত্তী ভক্তগণও "ভাগবতভূষণ", "গীতাভূষণ" প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।"

—'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ৪।১

৪৪। ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ে মহাজনের চিত্তের কিরূপ অবস্থা হয় ?

"ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহানুভবের চিত্তটি পুষ্পের ন্যায় কোমল; ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহানুভবের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়; সে সমুদায় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

—'বৈষ্ণবস্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৪৫। কথা, গীত, কাব্যাদি কিরূপে ভক্তির অনুকূল হয় ?

"ব্যবহারিক কথালাপ, গীত ও কাব্যাদি কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারিলে আনুকূল্যের সিদ্ধি হয়।"

—শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৪৬। হরিভজনের উপদেশকালে পরচর্চ্চা কি ভক্তির অনুকূল ?

"গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই।" —'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৭। হরিভক্তিসাধক প্রজল্প কি অনিষ্টকর?

"সমস্ত মহাজন হরিভক্তিসাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৮। কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে পরালোচনা দোষাবহ নহে?

"সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিনপ্রকার। যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনাটি শুভ; জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত এবং নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাও গুণ বই দোষ নয়।"

—'বৈষ্ণবনিন্দা', সঃ তোঃ ৫।৫

৪৯। কর্ম্মকে কিরূপভাবে অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিযোগ হয়?

"কর্ম্ম ব্যতীত যখন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তখন জীবনরক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর কর্ম্মসকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলে ভক্তিযোগ হয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৫০। বিষয়কে কিরূপভাবে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হয় না?

'বিষয়-ভোগ' বলিয়া বিষয়কে গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু 'ভগবৎপ্রসাদ' বলিয়া যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে যে বিষয় গ্রহণ করা যাইবে, তাহা অত্যাহার নয়।"

—'অত্যাহার', সঃ তোঃ ১০।৯

৫১। কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কিরূপ জীবন যাপন করিবেন?

"এ দেহের ক্রিয়া　　অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি।
শ্রীকৃষ্ণভজনে　　অনুকূল যাহা
তাহে হব অনুরাগী।"

'প্রার্থনা' (লালসাময়ী) ৬ কঃ কঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

প্রভুবরের অপ্রকট-লীলাবাসরে

বিরহ-বেদনা

[৭]

নিকটে শমন, মন উচাটন
দেহ টলমল হায়।
অতীতের স্মৃতি, একে একে আসি
স্মৃতিপটে ঝলকায়॥
জীবনের কত ব্যর্থ বাসনা
দগ্ধ করিছে হিয়া।
ব্যথীত অন্তরে কাঁদিছি সতত
হইয়া আপন হারা॥
ছিল আশা যত হইল যে চূর্ণ
এই জীবনের সাজে।
ছায়াটি তাহার কাঁদায় আমায়
ব্যর্থ হইলাম কাজে॥
সম্মুখে দেখি বিরাট আঁধার
ঝুঁকিছে সর্ব্বদা হায়।
অজানা অচেনা রাজ্যের মাঝে
সে কভু কি যেতে চায়॥
তথাপি আমাকে যেতে হবে প্রভু
সেই অজানা স্থানে।
কে মোর সাথী হ'বে তখন
তুমি বিনা কেবা জানে॥

এ ভব সংসারে এনেছ আমারে
　　সুখ-দুঃখের কোণে ।
কেমনে রহিব সবহারা হয়ে
　　মন নাহি তো মানে ॥
এমন করিয়া রাখিওনা মোরে
　　দাও নয়ন খুলে ।
তব লীলা দেখায়ে মোরে
　　অন্তে স্থান দিও চরণকমলে ॥
নয়ন বাঁধিয়া নিওনা টানিয়া
　　ওহে মোর প্রাণনাথ ।
তুমিযে মোর শেষের সম্বল
　　রহি যেন তব সাথ ॥
তব সেবাধিকার দানিও এদাসে
　　এ শেষ কামনা আমার ।
পুরাবে কি প্রভু প্রার্থনা মোর
　　ওহে দয়ার সাগর ॥

সেবকাধম—
রামগোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ—১৫)

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্নিবৃত্তা বিধিসেবতঃ ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া ।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥

ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে রাজন্! যে সকল মুনি বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গুণাতীত ব্রহ্মে অবস্থিত, তাঁহারাও শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনে রতি করেন।

এই ভাগবত নামক পুরাণ ব্রহ্মতুল্য। দ্বাপরের শেষে আমি পিতা দ্বৈপায়নের নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। নির্গুণব্রহ্মে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন থাকিয়াও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলায় আকৃষ্ট হইয়া আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

উপরিউক্ত শ্লোকত্রয়ে আত্মারাম শ্রেষ্ঠগণের ভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে ভক্তিহীন ব্যক্তিদের নিন্দা করিতেছেন—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥
(ভাঃ ২।৩।২৪)

হরিনাম কীর্ত্তন করিলেও যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে, আর বিকার হইলেও যদি নেত্রে জল এবং গাত্র রোমাঞ্চিত না হয়, তবে সে হৃদয় লৌহবৎ কঠিন।

অতএব প্রীতিমান ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন শ্রীদত্তাত্রেয় প্রহ্লাদকে বলিতেছেন—

তথাপি ব্রূমহে প্রশ্নাংস্তব রাজন্ যথাশ্রুতম্।
সম্ভাষনীয়ো হি ভবানাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা॥ (ভাঃ ৭।১৩।২৩)

শ্রীভগবান্ হৃদয়স্থ হইয়া তোমার অজ্ঞান বিদূরিত করিলেও, হে রাজন্! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, যে নিজের শুদ্ধি অভিলাষ করে, তাহার পক্ষে তোমার সহিত সম্ভাষ করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধি শব্দে শুদ্ধভক্তিবাসনা বুঝিতে হইবে।

শ্রীদত্তাত্রেয় অজাগর ব্রত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকাপেক্ষা গর্হন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদের সহিত সম্ভাষ করিয়া জানাইলেন যে, জীবন্মুক্ত পুরুষেরও ভক্তিলাভের জন্য শুদ্ধভক্ত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য।

ইহাতেও মুক্তি হইতে ভগবৎপ্রীতির শ্রেষ্ঠত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, শুদ্ধাভক্তিই ভগবৎপ্রীতি।

বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
(ভাঃ ১১।১৪।২৪)

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৬)

ভগবদ্ভক্তের সহিত সম্ভাষে শুদ্ধভক্তির আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যাঁহার বাক্য গদ্গদ, চিত্ত দ্রবীভূত, যিনি বারংবার রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, এমন মদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভুবন পবিত্র করেন।

নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্ব্বৈর, সমদৃষ্টি মুনির নিয়ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি দ্বারা পবিত্র হই। ঐ শ্লোকের স্বামিটীকা—যদন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যাম্ অর্থাৎ আমার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড সকলকে পবিত্র করি।

শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—

গুণৈরসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্য তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ॥ (ভাঃ ৭।৪।৩৬)

ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার স্বাভাবিকী রতি ছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণ দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

এই সকল শ্লোক প্রমাণ দ্বারা শুদ্ধ প্রীতিমান ব্যক্তির উৎকর্ষ জানা গেল। গেল। অতএব প্রীতিরই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থত্ব সিদ্ধ হইল।

শ্রীভাগবতে দেবগণের উক্তি—

অথহ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্রবিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরতসুখেন বিস্মারিতদৃষ্টিশ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিয়তনিবৃতমনসঃ কথমুহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়সুহৃদঃ সাধ্বন্তশ্চরণাম্বুজানুসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসারপর্য্যাবর্ত্তঃ ইতি। (ভাঃ ৬।৯।৩৯)

দেবগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে বলিয়াছেন, হে মধুমথন! আপনি সৎস্বরূপ সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর। অতএব এ সকল একান্তী পরম ভাগবত আপনার পাদপদ্মের নিরন্তর সেবা কিরূপে ত্যাগ করিতে পারেন। যেহেতু, ইঁহারা পুরুষার্থ বিচারে নিপুণ। এজন্য আত্মা আপনাকে তাঁহারা প্রিয় ও সুহৃদ্ মনে করেন। সুতরাং তাঁহারা সাধু অর্থাৎ রাগাদি শূন্য। কারণ আপনার মহিমা অমৃতের সমুদ্র। তাহার একবিন্দু একবার মাত্র আস্বাদিত হইলে মনোমধ্যে নিরন্তর যে প্রেমানন্দ প্রবাহিত হয়, তাহাতে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগের সুখাভাস বিস্মৃত হইতে হয়। যাঁহারা সেই আস্বাদ

পাইয়াছেন, সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ সর্ব্বাত্মর্যামী আপনাতে তাঁহাদের চিত্ত অনুরক্ত ও আনন্দিত। নিরন্তর আপনার চরণকমল সেবা করিলে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

অতএব শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখ দমন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥
ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্।
স্মরন্ মুকুন্দাঙ্ঘ্যুপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ॥ (ভাঃ ১।৫।১৮-১৯)

ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থিত স্থাবরযোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই জন্য যত্ন করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। বিষয়সুখ প্রাচীন কর্ম্মবশে বিনা চেষ্টায় দুঃখের মত সর্ব্বত্র লাভ করা যায়।

মুকুন্দসেবিজন কোন কারণে কুযোনিগত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় সংসার ভ্রমণ করেন না। কারণ তাঁহার ভগবদ্ভক্তিরসে আগ্রহ থাকায় মুকুন্দের চরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ তাহা আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।

শ্রীপৃথু মহারাজও ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন—

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ ন বিদ্মহে॥ (ভাঃ ৪।২০।২৯)

হে ভগবন্, আপনি দীন বৎসল। মায়াগুণের কার্য্য আপনাতে নাই। অতএব সাধুগণ নিরন্তর আপনাকে ভজন করেন। আপনার চরণকমলের স্মরণ ছাড়া সাধুগণের অন্য কোন ফলাভিসন্ধি নাই। সুতরাং ভগবদ্-ভক্তগণের ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছাই আদরনীয়, তদ্ভিন্ন অন্য সকলই তুচ্ছ—ইহা শুকদেব বলিতেছেন—

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ॥
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন। (ভাঃ ১০।৩৯।১-২)

অক্রূর পথে আসিতে আসিতে যে যে মনোবাঞ্ছা করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া সে সকলই পাইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভগবৎপরায়ণ জনগণ কিছুমাত্র বাঞ্ছা করেন না।

ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছা ছাড়া ভক্তগণের আর কিছুই আদরণীয় নহে। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তিতেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে—

পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে
রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু।
মহৎসু যাং যামুপযামি সৃষ্টিং
মৈত্র্যস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ॥ (ভাঃ ১।১৯।১৬)

শ্রীপরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া প্রায়োপবেশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ-সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি যে যে জন্ম প্রাপ্ত হই না কেন, তাহাতে তাহাতেই যেন আমার ভগবান অনন্তে ভক্তি, ভগবদাশ্রিত সাধুগণের সহিত সমাগম এবং সর্ব্বত্র মৈত্রী হয়। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি আপনারা এই আশীর্ব্বাদ করুন।

তিনি কেবল সাধুসমাগম প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যত্র তাঁহার অবজ্ঞাভাব ছিল না; সেজন্যই অন্যসকল স্থলে অবিষমা দৃষ্টি মৈত্রী প্রার্থনা করিলেন।

ভগবৎপ্রীতিই ভক্তগণের বাঞ্ছনীয়, এজন্য শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন—

ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো
রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো
যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃ সমৃদ্ধয়ঃ॥ (ভাঃ ৪।৯।৩৬)

হে বৎস! যাঁহারা তোমার মত মুকুন্দচরণকমলের রজঃসেবা করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের দাস্য ভিন্ন অন্য কোন পুরুষার্থ বাঞ্ছা করেন না। সদৃচ্ছাক্রমে যাহা লভ্য হয়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনের সমৃদ্ধি থাকে অর্থাৎ তাহাতেই তাঁহারা নিরতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন—মনে কোন অভাব বোধ করেন না। ভক্তিলেশ মাহাত্ম্যে সমস্ত পুরুষার্থ স্বতঃই যাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিলেশ প্রতীক্ষা করে তাঁহারা কোন পুরুষার্থই বাঞ্ছা করেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টকস্য

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-বিরচিত-সম্মোদন-ভাষ্যানুবাদঃ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

সম্মোদন-ভাষ্যম্

নিরপরাধেন হরিনামকৃতাং বিষয়বিরক্তিজনিতদৈন্যং, নির্ম্মৎসরতা-লক্ষতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা, সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি। তত্র চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামাবির্ভাবাত্তেষাং চিদ্রসেতরবিরক্তিভাবেনোক্তিঃ। অহমেবাণুচৈতন্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো জীবঃ। জড়াত্মকেষু বিষয়েষু ন মম কুত্রচিদর্থো বর্ত্ততে। বর্ত্তমান-জড়যন্ত্রিতাবস্থা কৃষ্ণবহির্ম্মুখদোষেণ মমৈব দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপয়া যাবৎ মম সংসারনিবৃত্তির্ন ভবতি তাবৎ,—সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানেন চ জীবনযাত্রোপযোগী বিষয়োঽপি ময়া স্বীকর্ত্তব্যঃ। অভাব-রোগ-শোক-বার্দ্ধক্যাদিজনিতদুঃখং প্রাপ্তিস্বাস্থ্যবল-বিত্তেত্যাদি-জনিতসুখঞ্চ সর্ব্বং প্রারব্ধফলমবশ্যং ময়া ভোক্তব্যম্। চিৎস্বরূপস্য মম জড়বিষয়ে কিঞ্চিদপি নাস্তীতি বিচিন্ত্য সম্পূর্ণদৈন্যেনাহং গৃহে বনে বা হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কদা শুদ্ধদাস্যমহং লভেয়েতি বদন্ তিষ্ঠামি। অস্তু তস্য জড়বস্তুত্বং, তথাপি তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানং ন ন্যায়াবিরুদ্ধং; কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বা-ভিমানং ন সুন্দরমিতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্। "তরোরপি সহিষ্ণুনে"তি বাক্যেন তরুঃ সংচ্ছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপ-করোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপ-করোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালক্ষতদয়ারূপ-দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। নিরপরাধেন নামগানপরস্যোক্তিঃ। হা নাথ! এতে মৎসঙ্গিনো জীবাঃ কথং ভবন্নাম্নি রতিং লভন্তে? তে সর্ব্বে মায়ান্ধাঃ সন্তঃ পুত্রকলত্রদ্রবিণজয়পরাজয়সম্বন্ধজনিতসুখদুঃখদ্বন্দ্ব-

কারাঃ। তেষামনর্থপূর্ণে জড়বিষয়ে বিরক্তির্নভবতি। আশাপাশাবদ্ধাস্তে তুচ্ছানি দুঃখোদর্কাণি কর্ম্মফলানি নির্ভেদ-জ্ঞানফলানি বান্বেষয়ন্তি। কথমেষামাত্মযাথার্থ্যদর্শনরুচির্জায়তে—এবং ব্রুবন্ সেঽপি হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যুচ্চৈঃস্মরণে গায়তি॥ "অমানিনা-" শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপতৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধজীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধ-যোগৈশ্বর্য্যভোগৈশ্বর্যধনরূপজাতি-বর্ণবলপ্রতিষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতং যদভিমানং তন্মিথ্যা জীবস্বরূপবিরোধধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সতাপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ম্। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যো, বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈকচিত্তো ভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি। "মানদ"-শব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থলক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বেষ্টি প্রতিদ্বেষ্টি বা। মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি। বিশ্বে যেঽধিকারপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণাদয়ো, যে চ দিবি ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবাদয়স্তান্ সর্ব্বান্ দৈন্যেন বহুমানয়তি, তেভ্যো হরিভক্তিং প্রার্থয়তে চ। যে তু শুদ্ধভক্তাস্তান্ সর্ব্বভাবেন সেবতে। অনেন লক্ষণচতুষ্টয়েন ভূষিতস্য কৃষ্ণনামকীর্ত্তনমেব পরমপুরুষার্থসাধনং ভবতীতি শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদেনোপদিষ্টম্॥ ৩॥

সম্মোদন-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

বিষয়বিরক্তিজনিত দৈন্য, নিষ্মৎসরতাযুক্তা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা ও সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মাননা নিরপরাধে হরিনামকারিগণের এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামের আবির্ভাব হওয়ায় চিদিতর রসে বিরক্তিজনিত তাঁহাদের এই উক্তি,—আমিই অণুচৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদাস জীব। জড়াত্মক বিষয়ে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাদোষে বর্ত্তমান জড়াবস্থা আমারই দুর্দ্দশা। যেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণকৃপায় সংসার নিবৃত্তি না হয়, তাবৎকালাবধি যুক্তবৈরাগ্যও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানের সহিত জীবনযাত্রোপযোগী বিষয় আমাকে স্বীকার করিতে

হইবে। অভাব-রোগ-শোক-বার্দ্ধক্যাদিজনিত দুঃখ ও প্রাপ্তি স্বাস্থ্য বল-বিদ্যা ইত্যাদি জনিত সুখ—সমস্ত প্রারব্ধফলজ্ঞানে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। 'চিৎস্বরূপ আমার জড়বিষয়ে কোন প্রয়োজন নাই' ইহা চিন্তা করিয়া 'হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কবে আপনার শুদ্ধদাস্য লাভ করিব, দৈন্যভরে বলিতে বলিতে গৃহে বা বনে অবস্থান করিব। তৃণের জড়বস্তুত্ব থাকুক্, তথাপি উহার বস্তুত্বাভিমান ন্যায়বিরুদ্ধ; কিন্তু বিকৃতস্বরূপ আমার বস্তুত্বাভিমান সুন্দর নহে, এই তৃণাপেক্ষাও আমার সুনীচত্ব বাস্তব। 'তরুর চেয়ে সহিষ্ণুকর্ত্তৃক'—এই বাক্যদ্বারা তরুসংচ্ছেদককেও ছায়া ও ফলদানে উপকার করিয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত তদপেক্ষাও দয়া-প্রবৃত্তিক্রমে শত্রু-মিত্র সকলকেই উপকার করিয়া থাকে—ইহাই সূচিত হইতেছে। ইহা দ্বারা হরিনামকারীর নির্ম্মৎসরতান্বিতদয়ারূপ দ্বিতীয় লক্ষণ উপলক্ষিত হয়। নিরপরাধে নামগানপরায়ণের উক্তি—'হা নাথ! আমার সঙ্গী জীবগণ কিরূপে আপনার নামে রতি লাভ করিবে?' তাহারা সকলে মায়াবদ্ধ এবং অর্থ-স্ত্রী-পুত্র-জয়-পরাজয় সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখরূপদ্বন্দ্বপীড়িত। অনর্থযুক্ত জড়বিষয়ে তাহাদের বিরক্তি নাই। তাহারা আশাপাশে বদ্ধ; তুচ্ছ দুঃখোত্তরফলদায়ক কর্ম্মফল এবং নির্ভেদ জ্ঞানফল অন্বেষণ করিয়া থাকে। 'কিরূপে ইহাদের আত্মযথার্থ্যদর্শনে রুচি জন্মিবে' এইরূপ বলিতে বলিতে 'কলিতে হরিনাম—হরিনাম—হরিনামই একমাত্র গতি, ইহা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই'—ইহাই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গান করেন। "অমানী কর্ত্তৃক" শব্দদ্বারা ইহার মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ তৃতীয় লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট। বদ্ধজীব-গণের স্থূললিঙ্গদেহসম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য-ধন-রূপ-জাতি-বর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠা-অধিকার ইত্যাদিজনিত যে অভিমান, জীবের স্বরূপবিরোধ-ধর্ম্মহেতু তাহা মিথ্যা। সেই সেই অভিমানশূন্যতাই মিথ্যাভিমানশূন্যতা। সেই সেই অভিমানকারণ থাকিলেও সর্ব্বদা এইপ্রকার মিথ্যাভিমানশূন্য ও ক্ষান্তি-গুণালঙ্কৃত ব্যক্তিই হরিনাম-কীর্ত্তন করিবার যোগ্য হন। গৃহে অবস্থানকালে ব্রাহ্মণত্বাদি-অহঙ্কারশূন্য ও বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারহীন বানপ্রস্থী কৃষ্ণৈকচিত্ত ভক্ত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন। 'মানদ' শব্দদ্বারা যথাযোগ্য সকলের মানদত্ব তাহার চতুর্থ লক্ষণ। সর্ব্বজীবই কৃষ্ণদাস এই জ্ঞানে কাহাকেও দ্বেষ বা প্রতিদ্বেষ করেন না। জগন্মঙ্গলকার্য্যহেতু মধুর বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। বিশ্বে যাঁহারা অধিকারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণাদি মানবগণ ও স্বর্গে যাঁহারা ব্রহ্ম-রুদ্রাদি

দেবতা আছেন, তাঁহাদের সকলকে দৈন্যভরে বহুমানন করেন এবং তাঁহাদের নিকট হরিভক্তি প্রার্থনা করেন। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগকে সর্ব্বভাবে সেবা করেন। এইপ্রকার লক্ষণ চতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তির কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই পরমপুরুষার্থ সাধন—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। [ক্রমশঃ]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

নিবেদন

'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'র এই সংখ্যা ১২শ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইয়া ২৩শ বৎসরের বর্ষ-পূর্ত্তি করিলেন। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, যাঁহাদের ভিক্ষা এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া দেয় আনুকূল্য এবং আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম ভিক্ষা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত-ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দের
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদির যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আনুকূল্য—১·৫০ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র।

ভগবৎ পার্ষদ্ শ্রীল ভক্তিবিনোদ

(নাটিকা)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৮ পৃষ্ঠার পর)

॥ ৩য় দৃশ্য ॥

শ্রীগোদ্রুম

[শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের বহির্ভাগ]

(শ্রীভাগবত-পরমহংস-বেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবেশ)

শ্রীঠাকুর—হা ভগবান্ শচীনন্দন গৌরহরি ! আপনার অহৈতুকী অনুগ্রহে আজ আপনার সিদ্ধান্তবাণীর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী পাষণ্ডগণ অবরুদ্ধ-বাক হয়েছে। প্রভো আপনি তো জানিয়েছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাণীর সার্থকতা কবে প্রতিপন্ন হবে দেব ! প্রার্থনা করি যেন আমার চতুর্থ পুত্ররূপে আগত আপনার পার্ষদপ্রবর নির্ভিক কণ্ঠে সিংহ-হুঙ্কারে পাষণ্ডদলন করে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করে দেয় এবং আপনার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে তোলে।

[সহসা দৈববাণী হইল]

দৈববাণী—(অলক্ষ্যে) ঠাকুর, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। তোমার ঐ পুত্র 'ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর',—নাম নিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বহু গ্রন্থ প্রচার দ্বারা মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করে সুদূর পাশ্চাত্ত্য জগতেও তাঁর নিজ-জনগণকে প্রেরণ করে এবং এই ভারতবর্ষে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা প্রভৃতি বহুরূপী বৌদ্ধ-মতাবলম্বী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদীগণকে সিদ্ধান্ত-বিচার-যুক্তিতেপরাস্ত করে শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিচার স্থাপন করতঃ তোমার প্রবর্ত্তিত-পথানুসরণ-প্রদর্শকরূপে বৈষ্ণব-জগৎ আলোকিত করবেন। মাভৈঃ !

শ্রীঠাকুর—জয়তু মঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু! জয়তু কৃপাময় শ্রীগুরুদেব !!

(দণ্ডবৎ করিলেন)

[ইত্যবসরে কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রবেশ।]

কৃষ্ণদাস—"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলীতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন)

শ্রীঠাকুর—এত দেরী হ'ল কেন?

কৃষ্ণদাস—পথমধ্যে মায়াদেবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় দেরী হয়ে গেল।

শ্রীঠাকুর—স্বয়ং মায়াদেবীর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি পরিচয় দিলেন যে তিনি মায়াদেবী।

শ্রীঠাকুর—(ঈষৎ হাস্য করতঃ) তাঁকে এখানে আস্‌তে বল নি?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে না; আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কোন আমন্ত্রণ জানাই নি। তবে তিনি নিজেই বলেছেন এই নিগুর্ণ স্থানে তাঁর আসার অধিকার নেই।

শ্রীঠাকুর—(ঈষৎ হাসিয়া) তাঁকে কি ক্রন্দনরতা দেখ্‌লে নাকি?

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আপন মনে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লেন যে তিনি আজ ঠাঁই-হারা।

শ্রীঠাকুর—জয় গৌরহরি! জয় গৌরহরি!!
তা'হলে তো তোমার সাথে তাঁর অনেক কথাই হয়েছে।

কৃষ্ণদাস—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীঠাকুর—যাক্, গৌরহরির কৃপায় সেই মায়াপিশাচীর কবল থেকে যে কোনরূপে ফিরে এসেছো—এটাই বহুভাগ্য। দেখো, যেন কখনও কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হারিয়ে ফেলো না।

কৃষ্ণদাস—দেব, আপনার অপরিসীম কৃপায় সেই মায়া আমার হৃদয়-দুয়ারে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, তার কাছেই যেতে পারে নি। সেই মায়াদেবীকে দেখামাত্রই আমি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করেছিলাম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিচ্ছক্তি-বল পাবার জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম।

শ্রীঠাকুর—কৃষ্ণনামে বিভোর ছিলে বলেই মায়া তোমার হৃদয় স্পর্শ কর্‌তে পারে নি। কৃষ্ণদাস বাবাজী, তুমি উত্তম ভক্ত। মায়া স্বয়ং এসেও তোমাকে গ্রাস কর্‌তে পারে নি। শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত মহাশয়ের ভাষায় বলি,—

"যে বেঁধেছে প্রেমছাঁদে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি কমল।
নাহি ছাড়ে হরি তার হৃদয় সরল॥"

তুমি সত্যই প্রগাঢ় ভগবৎ-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছো। প্রার্থনা করি তোমার হৃদয় কৃষ্ণ-প্রেম ভাস্করের কিরণে আরও উজ্জ্বল হোক্।

(মালা জপ করিতে করিতে) আজ শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর প্রভুর অপ্রকট-লীলা-সংবরণ-তিথিপূজার আয়োজন করেছো তো?

কৃষ্ণদাস—এইবার ব্যবস্থা কর্‌ব দেব!

শ্রীঠাকুর—ঐ শ্রীগদাধর-তিরোভাব-তিথি আশ্রয় ক'রে আমাকেও এবার এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

কৃষ্ণদাস—এ কি কথা বল্‌ছেন দেব! (চক্ষে জল আসিল।)

শ্রীঠাকুর—আমাকে ত্যাগ কর্‌তে দুঃখ হচ্ছে? 'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ'। অতএব, এতে দুঃখ করার কিছু নেই।

কৃষ্ণদাস—দেব! আপনি কৃপা করে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করুন! প্রাণের প্রাণকে কেহ কি ত্যাগ কর্‌তে পারে? বড় অসহ্য,...বড় অসহ্য দেব!

(কাঁদিতে লাগিলেন।)

শ্রীঠাকুর—এ আমার সংকল্প নয় বাবাজী মহারাজ। বিধাতার নির্ব্বন্ধ-কাল উপস্থিত হ'লে সে কারও অপেক্ষা রাখে না; কাজেই নিয়তির টানে আমি যেতে বাধ্য। কেঁদো না,—দুঃখ ক'রো না। কাঁদ্‌লেই কি আর আমায় ফিরে পাবে? তোমার ভক্তিতে আমি প্রীত। হাসিমুখে আমায় বিদায় দাও।

কৃষ্ণদাস—ওগো দেব! করুণাবশে আর কিছুকাল আমাদের সঙ্গদানের ইচ্ছা করে এখানে থেকে যান।

শ্রীঠাকুর—তা' হয় না,—তা' হয় না বাবাজী মহারাজ। তুমি স্নেহার্দ্র নয়নে আর কতকাল একে ধরে রাখ্‌তে চাও? দেহমাত্রই যখন ক্ষণভঙ্গুর ও অচিরস্থায়ী তখন এই দেহটাতে আকর্ষণ রেখে কি ফল?

কৃষ্ণদাস—আপনি নিত্যবস্তু—অপ্রাকৃত-তত্ত্ব। আপনার দেহ অক্ষয়, অব্যয়,—আমার পরম উপাস্য ও সেব্যবস্তু।

শ্রীঠাকুর—আমার বিদায়-লগ্ন আগতপ্রায়। আর কাল-বিলম্ব নয়,—হরিনাম গাও।

হা গৌরহরি, হা শ্রীগুরুপাদপদ্ম, এই এত বৃদ্ধবয়সে উপনীত হয়েও আর কতকাল এ পৃথিবীতে থাকবো নাথ! আমার যে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না।

হা কৃষ্ণ, নিরন্তর আপনার সঙ্গকামনায় আমার হৃদয় বড় ব্যাকুলিত। আপনার অদর্শন আর যে সহ্য হয় না। ওগো মুরলী-বদন যশোদা-নন্দন, আমার একান্ত ঈপ্সিত আপনার সেই বিহারস্থলে কবে যাবো! কবে আমি আপনার চরণে আমার বিশ্রামের স্থান পাবো!

ওগো প্রভু জগন্নাথ! আর আমাকে আপনার কৃপা থেকে বঞ্চিত করবেন না। এবার আমাকে আপনার নিত্যলীলার সঙ্গী করুন!

(অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন)

জগন্নাথদেব—(অলক্ষ্যে থাকিয়া) ওগো ঠাকুর, ওগো ভাগবত-প্রবর! এসো,…তোমার ডাকে আমি এসেছি তোমায় নিতে। এসো বন্ধু,…এসো!

কৃষ্ণদাস—(শ্রীঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন)

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীঠাকুর—(ক্রন্দনরত অবস্থায়) প্রভো, আপনি নিজে এসেছেন! ওগো প্রাণনাথ, এই দীন-হীনের প্রতি এতই করুণা আপনার। যাবো—যাবো আমি আপনার রাজ্যে যাবো।

ওগো, প্রিয়জনকে ছেড়ে কেউ কি থাকতে পারে?…তার কি কষ্ট হয় না? ওগো ব্যথাহারী বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু, মাদৃশ জীবাধমকে কৃপা করুন। (প্রস্থান)

কৃষ্ণদাস—গুরুদেব! গুরুদেব!!

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

—সমাপ্ত—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩৫ পৃষ্ঠার পর)

গর্ভাবাসে ভগবানের বয়ঃক্রম ঠিক দশমাস দশদিন হইলে কারাগৃহ আলোকিত করিয়া পরম জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের শুভাবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া বসুদেব মহারাজ মানসে সহস্র গবাদি পশু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। বসুদেব-দেবকী ভগবানের এই তেজোময় রূপ দর্শন করিয়া বহু মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র পাঠ করিয়া ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসংশিত করিলেন এবং চতুর্ভুজ মূর্ত্তি গোপন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যাশিত দ্বিভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ প্রার্থনা শুনিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুই জন্মে কৃষ্ণাখ্য দেহেই 'পৃশ্নিগর্ভ' ও 'ব্রাহ্মণ' নামে তাঁহাদের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও যে পৃশ্নি-সুতপা ও কশ্যপ-অদিতি নামে দুই দুই বার তাঁহার পিতামাতা হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বলিলেন। এই তৃতীয় জন্মেও তাঁহাদের পুত্ররূপে দর্শন দিবার জন্য স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছেন। তখন বসুদেব-দেবকীর অভিলাষ পূরণার্থে কৃষ্ণ দ্বিভুজ বালকরূপ ধারণ করিলেন। কংস ও তাহার অনুচরবর্গ যাহাতে ভগবানের আবির্ভাব সংবাদ না পায় তজ্জন্য কৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ দুর্যোগ-পূর্ণ রাত্রিতে নন্দালয়ে রাখিবার জন্য সূতিকাগৃহ হইতে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করিলেন। মায়াদেবীর যোগনিদ্রা-প্রভাবে সমস্ত দ্বার প্রহরী অঘোর নিদ্রায় অচৈতন্য এবং পুরবাসিগণও মহানিদ্রাবিভূত। ভগবানের অঙ্গজ্যোতি-ছটাতে ঘনঘটাচ্ছন্ন সমস্ত জনপথ পরিষ্কার হইল। মায়াদেবীও শৃঙ্খালরূপে উত্তালতরঙ্গায়িত যমুনার উপর দিয়া বসুদেব মহারাজকে পথ দেখাইতেছিলেন। অনন্তনাগ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ছত্ররূপে ফণা ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। এইভাবে নির্ব্বিঘ্নে বসুদেব মহারাজ যখন নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর; শ্রীনন্দ মহারাজের রাজভবন নিস্তব্ধ, একটা জনপ্রাণীরও শব্দ ছিল না। চারিদিকে গুল্মলতাদিতে যেন অমা-নিশা অন্ধকারের ন্যায় জাল পাতা ছিল। বসুদেব মহারাজ যশোদা মাতার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার কোলে একটি সদ্যজাত কন্যা শিশুকে দেখিতে পেলেন। কিন্তু যোগমায়া-

প্রভাবে যশোদাদেবী বুঝিতে পারেন নাই তাঁহার কি সন্তান প্রসব হইয়াছে, কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে যশোদাদেবীর গর্ভে প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। বসুদেব মহারাজ দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যখন যশোদাদেবীর কোলে রাখিলেন তখন তিনি এই পূর্ণকৃষ্ণের সহিত মিশে যান। তারপর বসুদেব মহারাজ এই কন্যাটিকে লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবকীর কোলে উহাকে রাখিয়া দিলেন। কারাগারের দরজা ও তাহার হাতের লৌহবেড়ী যেমন পূর্ব্বে কৃষ্ণেচ্ছায় খুলিয়া গিয়াছিল তদ্রূপ পুনরায় ঐগুলি আবদ্ধ হইয়া গেল।

শেষপ্রহরে কন্যা সন্তানটি ক্রন্দন করিলে নৈশ দ্বার-প্রহরীরা জাগরিত হইল এবং কংসের নিকট সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রেরণ করিল। তখন ঐ নৃশংসাত্মা অসুরশ্রেষ্ঠ কংস উহাকে তাহার হন্তারক মনে করিয়া ভীষণ ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রস্তর খণ্ডে আঘাত করিতে এই কন্যাকে করাগত করিল এবং শূন্যে উত্তোলন করিল। কিন্তু কংসের এই চেষ্টা ও আস্ফালন বৃথা। এই কন্যা সাক্ষাৎ মায়া, ভগবানেরই এক শক্তি। কংসের কোন শক্তিই মায়াশক্তিকে বধ করিতে পারে না। তৎক্ষণাৎ মায়াদেবী কংসের হাত হইতে আকাশপথে গমনপূর্ব্বক বলিলেন,—"তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" এবং অন্তর্ধ্যান হইলেন। এই বাণী শুনিয়া কংসের ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকিল এবং ভগবানকে মারিবার জন্য ঐ উদ্দেশ্যে ঐদিন হইতে দশদিন পর্য্যন্ত যত শিশু যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিতে সমস্ত অসুরদিগকে আদেশ করিল। অপরদিকে শ্রীনন্দ মহারাজ নবজাত পুত্র সন্তানের যথোপযুক্ত জাতোৎসব কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গো-মহিষাদি এবং প্রচুর ধনরত্নাদি দান করিলেন।

শ্রীহরিপ্রিয়দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনামসুধা

শাস্ত্রে আছে ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ সমুদ্রমন্থন করতঃ সমুদ্রোত্থিত সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই কলিকালে অমরত্ব লাভ করিবার কি কোন উপায় নাই? অবশ্যই আছে। সে উপায় কলিযুগ-পাবনাবতারী অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জানাইয়া গিয়াছেন। অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবতারাই সমুদ্রোত্থিত সুধা, ভোগ করিয়াছিলেন, অবশ্যই সেটা ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের করুণা সাপেক্ষ দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ সেই সুধা পান নাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু প্রাণী তো আছেই এমন কি স্থাবর জঙ্গমাদিও রহিয়াছে, সে-সুধা অন্য কোন প্রাকৃত বস্তুজাত পদার্থ নহে। সেই সুধা হইল 'শ্রীশ্রীহরিনাম-সুধা। সমুদ্রোত্থিত সুধা হইতেও এই সুধার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।

যখন নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন নাম-শক্তিতে অবিশ্বাসী বৈষ্ণবনিন্দুক গোপাল চক্রবর্ত্তী হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিল,—

ওহে হরিদাস একি ব্যবহার তোমার।
ডাকিয়া সে' নাম লহ কি হেতু ইহার॥
হিন্দুশাস্ত্রে হরিনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রে বীর্য্য হয় হানি॥

ওহে হরিদাস, তোমার একি ব্যবহার, তুমি মনে মনে নাম না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতেছ ইহার কারণ কি? ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

মনে মনে জপিলে নাম আপনি সে তরে।
উচ্চৈঃস্বরে নাম করি পরোপকার তরে॥

স্থাবর, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি নাম করিতে পারে না, উচ্চ সংকীর্ত্তনের প্রতিধ্বনিতে ত্রাণ পাইবে বলিয়া আমি উচ্চনাদে নাম করিতেছি, ইহা দ্বারা জানা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসুধা শুধু মনুষ্যের জন্যই নহে মনুষ্যেতর প্রাণী স্থাবরজঙ্গমাদির জন্যও বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। সেই সুধা কোথায় মিলিবে?

অব্ধৌ বিধৌ বুধমুখে ফণিনাং নিবাসে
স্বর্গে সুধা বসতি বৈ বিবুধা বদন্তি।
ক্ষারং ক্ষয়ং যদি মৃতিং গরলং নিপাতং
কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্ ॥

কলির দুর্ব্বল মানবগণের সমুদ্রমন্থনের শক্তি নাই। যদিও কেহ বিশাল সমুদ্রমন্থন করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করেন তবুও তিনি সমুদ্রে সুধা পাইবে না। কারণ সমুদ্রে সুধা নাই। সমুদ্রে যদি সুধা থাকিত তবে সমুদ্রের জল অপেয় হইত না। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেলেও সমুদ্রের এক অঞ্জলি জল পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি করিবার উপায় নাই। তবে কি জাগতিক বিচারে বিদ্বদ্বৃন্দের ওজস্বিনী ভাষা তথা তাঁহাদের রচনাবলীতে সুধা আছে? কিন্তু তাহাতেও নাই বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কেন না পণ্ডিতগণের ভাষা রচনায় সুধা থাকিলে তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হইত না। তৎপরে যদি বলি, চন্দ্রে সুধা আছে; কিন্তু চন্দ্রে সুধা থাকিলে চন্দ্র ক্ষয় ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কেন?

তবে কি পক্ষীন্দ্র গরুড় সমস্ত সুধা লইয়া পাতালে সর্পগণকে দিয়াছিলেন? তাহার উত্তরেও বলিব না। কারণ নাগালয়ে সুধা থাকিলে সর্প বিষধর হইত না—সর্পের দংশনে কেহ মরিত না। এতগুলি স্থানে যখন সুধা অন্বেষণ করিয়াও সুধার অবস্থানের বিষয় সন্দিহান হইল তখন স্বর্গেই হয়তো সুধা আছে (?) কিন্তু তাহাও কি সত্য? যদি স্বর্গে সুধা থাকিত তবে স্বর্গবাসিগণ শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্বাক্যানুসারে, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং বিশন্তি—কেন? সুতরাং স্বর্গেও সুধা নাই। সুধা একমাত্র শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবৈকনিষ্ঠ ভগবজ্জনের কণ্ঠে রহিয়াছে। যদি কোন সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু-জন্মের সুকৃতিবলে সদ্গুরুর শ্রীচরণে শরণাপত্তি গ্রহণ করিয়া সাধুবর্ত্মানুসরণ করিতে পারেন তবে তাঁহার পক্ষে "নামসুধা" পান করিয়া অমরত্ব লাভ এবং তথাকথিত স্বর্গসুধাকেও ধিক্কৃত করিয়া আত্মঘাতী বিশেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা সম্ভব হইবে।

—শ্রীসত্যগৌর দাসাধিকারী

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর
বিরহ-মহোৎসব

বিগত ৫ই মাধব, ২০শে পৌষ (ইং ৫।১।৭২) বুধবার, কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে **শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ** প্রভুর বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মূল কেন্দ্রস্থল শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-মহোৎসব বিশেষভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতঃ উক্ত উৎসবকে অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল স্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সান্নিধ্যে ছিলেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যভাস্কর জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপা লাভ করতঃ শ্রীচৈতন্য মঠের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে "সেবাবিগ্রহ" উপাধী দান করেন।

তিনি ছিলেন দম্ভের স্ফূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সমস্ত মঠবাসী তথা সজ্জনগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সারস্বত-গগনে তিনি অজাত-শত্রুরূপেই বিদিত। এককালে শ্রীচৈতন্য মঠের জননী-সদৃশ্যই তাঁহার অবদান ছিল। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহপ্রবণতা মঠবাসী সেবকবৃন্দের জীবনকে ভগবদ্-ভজন-পিপাসায় উদ্বুদ্ধ করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরালে থাকিয়াও আমাদিগকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা অধিকতর-রূপে দান করুন ইহাই তাঁহার নিকট সকরুণ প্রার্থনা।

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

অপ্রাকৃত জগতের চিদালোকরূপে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' জাগতিক সীমিত জ্ঞান-গরিমার পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা প্রকাশে ত্রয়োবিংশ বর্ষ-পূর্ত্তি করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের কথা এবং শিক্ষা ব্যতীত শ্রীপত্রিকা অন্য কোন কিছুই বলেন না। বৈকুণ্ঠবার্ত্তা-কীর্ত্তনই ইহার কৃত্য। জাগতিক কৃষ্ণেতর কথার লেশমাত্র ইঁহাতে স্থান পায় না। শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর আভাস তাঁহাতে নাই। বাস্তব সত্যকথা-কীর্ত্তনে শ্রীপত্রিকা নির্ভীক। তাই চিজ্জড়-সমন্বয় বা অসতের

সহিত কোনও আপোষ নাই, অখিল বিশ্বের অধিপতি ও তদীয় নিজজনগণের কথা ব্যতীত বিশ্বের ইতরেতর কোন কথা শ্রবণ করিতে আগ্রহী এবং তৎসম্বন্ধে বলিতেও ইচ্ছুক নহেন।

পারমার্থিক জগতের সংবাদ বহনকারী এই পত্রিকা-প্রকাশে আমার ন্যায় দীনাতিদীন অকিঞ্চন মূঢ়জনের কোনরূপ যোগ্যতাই নাই, কিন্তু যে-গুরুশক্তি সম্বন্ধজ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করিয়া থাকেন, যে-গুরুশক্তি কৃষ্ণ-সম্বন্ধচ্যুত মূককে নিরন্তর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনার্থ বাচাল—সংসার পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গুকে অনায়াসে দুর্লঙ্ঘনীয় গৃহমেধ-গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারেন, সেই গুরুশক্তি-ইচ্ছামাত্রই মাদৃশ লঘুকে কৃপা করিয়া ঐ সেবার উপযোগী করিতে পারেন—এই বিশ্বাস ও তদীয় সাক্ষাৎ অনু-প্রেরণাই আমাকে সেবায় প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। অযোগ্য সেবকের সেবা-চেষ্টায় ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য যখন শ্রীগুরুবর্গ ও বৈষ্ণবগণ আছেন, তখন সেবায় অগ্রসর হইতে নিরাশার কিছুই নাই। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, যদি এই প্রকাশনে অল্পমাত্রও দোষ-ত্রুটী হয় তবে তাহার জন্য এই অভাগাই সম্পূর্ণ দায়ী। আর তন্মধ্যে যে-গুণের আকর পরিলক্ষিত হইবে তাহা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপাকণারই নিদর্শন। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রুত বাণী ও বৈষ্ণবগণের নিঃসৃত উপদেশাবলীই অকিঞ্চনের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-প্রকাশ-সেবার একমাত্র উপায়ন। এই উপায়ন-সংগ্রহে ও সংগৃহীত উপায়ন পরিবেশনে কতদূর সফলকাম হইয়াছি, তাহার বিচার-ভার মদীয় শিক্ষাগুরু-বর্গের উপর।

যাহারা হরিবিমুখ, সুতরাং তাহাদের গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রতি অধিকতর রুচি হওয়া স্বাভাবিক। আধুনিক বিশ্বে অনেকেই ধর্ম্মচিন্তাকে গোঁড়ামী বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তবে মনে রাখিতে হইবে, কেহ যদি বাস্তব সত্যের অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হন তখন গোঁড়ামির নগ্নরূপ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতঃ সীমায়ীত লক্ষ্যকে তিরস্কৃত করিয়া স্বরূপচিন্তার মধ্যে সুদূরপ্রসারী চিন্তাস্রোতকেই বহুমানন করিবেন।

আধুনিক জগতের অনেক তথাকথিত রাজনীতিজ্ঞ (?) ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকে বাদ দিয়া রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নপর। এইরূপ বিচক্ষণ (?) ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম বলিতে হয়তো সঙ্কীর্ণতাকেই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতঃ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইলে ধর্ম্মকে বাদ দিলে চলিতে পারে না। ধর্ম্ম বলিলে কি বুঝায় তার

প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করতঃ তাহার যথার্থতা স্বীকার করিয়া সমাজের মধ্যে পদক্ষেপ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। বৈয়াকরণিকের ধাতুগত মতে 'ধর্ম্ম' শব্দে ধৃ (ধারণ করা)+ম, অর্থাৎ যাহা (মনুষ্যকে) ধারণ বা পোষণ করে। দীপিকা-মতে পুরুষের (বস্তুর) সহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম। আবার যুক্তিবাদী-মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্পাদনাই ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি জড়বিজ্ঞানের (Material Science) শব্দগত অর্থ বিশ্লেষণ করিতে যাই তবে দেখিতে পাই কোন বস্তুর প্রকৃতিগত অবস্থাকে ধর্ম্ম (Nature) বলিয়াছেন। উক্তস্থানে ধর্ম্ম অর্থে Religion ব্যবহার করা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মের কথা বলিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি ধর্ম্ম-অর্থে কাহারও সঙ্কীর্ণতাকে লক্ষ্য করে না, পরন্তু ধর্ম্ম-ভিত্তি করতঃ জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হইলে পর নির্দ্দিষ্ট পথের মাধ্যমে মানব কর্ম্মবহুল-জীবনকে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলে মানব-জীবনে হয়তো বিকৃত অবস্থাই আসিবে। মানব যেখানে শান্তিবাদী সেক্ষেত্রে ধর্ম্মকে আমল না দিলে চলিতে পারে না। এই বিশাল বিশ্বে প্রত্যেক বস্তুরই এক একটি করে নিজস্ব ধর্ম্ম রয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতিগত অবস্থা আছে। যখন সেই অবস্থার তারতম্য ঘটে তখন তাহাকে পূর্ব্বের বাচ্যে অভিহিত করা যাইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপে যেমন জল বলিলেই আমরা তরল পদার্থ বুঝি, কিন্তু সেই জল কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে জল না বলিয়া বরফ বলিতে হইবে। অন্যদিকে যদি সেই জল আরও হাল্কা হয় তবে তাকে জল বা বরফ না বলিয়া বাষ্প বলিতে হইবে। প্রত্যেক বস্তুর এক একটি অবস্থাকেই আমরা যদি ধর্ম্ম বলিতে যাই তাহাতেই বা দোষ কি? দ্বিতীয়তঃ যদি হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম্মাবলম্বীর কথাই চিন্তা করিতে যাই তবে তাহাতেও কোনরূপ সঙ্কীর্ণতার হেতু থাকিতে পারে না। কারণ যদি একজন প্রকৃত খৃষ্টান বা যেকোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন তিনি নিশ্চয়ই অন্য একজন মানুষকে দ্বেষ করিবেন না। কারণ যে-কোন ধর্ম্মের মধ্যেই হিংসা-দ্বেষকে বহুমানন করেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মের কথা আসিলেই সাম্প্রদায়ীক বা সঙ্কীর্ণমনা হইবে এবং ধর্ম্মের কথা বাদ দিলে উদারমনা হইবে ইহার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। শুধু এইটিই মনে রাখিতে হইবে শুদ্ধ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে না

পারিলে হিংসা-দ্বেষ যাইতে পারে না। আর যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে হিংসা-দ্বেষ থাকিবে ততদিন মানব-জাতি শান্তিতেও সহবাস করিতে পারিবে না। ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে তন্মধ্যে প্রাথমিক দুইটি অবস্থাই অনুভূত হয়, যথা—একটি জীবাত্মা অন্যটি স্থূল শরীর। যাঁহারা জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম শরীরের চিন্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাঁহারা ক্ষণভঙ্গুর স্থূল বা পাঞ্চভৌতিক শরীরের প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না। এই সূক্ষ্মচিন্তা, মানুষের পক্ষেই মাত্র সম্ভব—ইহা পশুর দ্বারা সম্ভব নহে। যাহারা শুধু খাওয়া-পড়া-শোয়া নিয়াই ব্যস্ত আর কোন সম্পর্কে চিন্তা করেন না তাহাদিগের সম্পর্কে বলিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতদ্ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মে হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

সুতরাং আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদিক্রিয়া পশুমধ্যেও রয়েছে কিন্তু ধর্ম্মই একমাত্র মানুষের নিকট অধিক থাকাটুকু মানুষের বিশেষত্ব। শুধু ধর্ম্মই যেখানে মানুষের নিকট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেক্ষেত্রে তাকে বাদ দেওয়ার অর্থই পশুত্ব।

দেশের প্রকৃত শান্তি-শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করিলে ধর্ম্মের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ধর্ম্মের দ্বারা মানুষের আত্মিক শৃঙ্খলতা যে-পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয় আর কোন কিছুর দ্বারা সেইভাবে মানুষকে একটা সুষ্ঠু অবস্থায় আনা যায় না। আমরা যদি ঐতিহাসিক যুগের কথায় আসি তবে তাহাতেও ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিতে পারা যায়। মহামতি অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাটগণের জীবন-দর্শন আলোচনা করিলে তাঁহাদের ধর্ম্মচিন্তায় চালিত রাজকার্য্যে রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তির পরিচয় দান করে কিন্তু অধার্ম্মিক নরপতিগণের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায় রাজ্যে নানারূপ উচ্ছৃঙ্খলতার চরম আকার ধারণ করিয়াছে।

উক্ত আলোচনার উপরিও সূক্ষ্ম-চিন্তায় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঐ চিন্তায় মানব-সমাজ উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে প্রকৃত বা আত্যন্তিক (Endless) মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। ব্যক্তিচিন্তার উপরিও আত্যন্তিক-চিন্তাধারা সুদূর প্রসারী। কারণ জগতের জ্বালাময় অবস্থার হেতু কি এবং এর পরিণতিই বা কি সে-সম্পর্কে আলোচনা করিলে গণ্ডিবদ্ধ দেশ কাল, পাত্র-চিন্তা প্রভৃতির অন্তরালে সমস্ত জীব-জগতের ভাবনাই অনুসৃত হয়। জীব কে? জীবের স্বরূপ কি? জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে মানব-প্রীতিকেও

অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-প্রীতি (জীবমাত্রকেই)-পর্য্যায় মানবগণ অনুপ্রাণীত হইতে পারেন। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধে যিনি জগতকে জ্ঞাত করাইয়াছেন সেই বিশ্বপ্রেমিক পরম দয়াল সমস্ত জীবজগতের বরেণ্য **শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।** শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।" এবং জীব কি বা তার অবস্থা কি, সে-সম্পর্কে জানাইয়াছেন—"কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

মানব যখন এই অনুস্যূত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবেন তখন আত্মানুসন্ধানপর হইলে পরস্পরে হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসিবেন। জীবের দুঃখে দুঃখীত হইয়া পরমকারুণীক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ আমাদের চলার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত পন্থা অনুসরণ করিলে বিশ্বমৈত্রী স্থাপন হওয়া সম্ভব। আজ হইতে প্রায় অর্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তিনি যে-সমাজবাদ প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন তাহা দ্বারা মানবজাতির চরিত্রানুষ্ঠানে ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় উদার ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করিতে পারেন এবং একমাত্র তাহা দ্বারাই সমাজের সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হইতে পারে ও সমাজের আর্থিক সমবণ্ঠনও সম্ভবপর। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে মানুষের শুধু ভোগপরবাঞ্ছাই প্রবল সেক্ষেত্রে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব—মাত্র বুলি কপ্‌চানই হইতে পারে, প্রকৃত প্রীতির বন্ধন হইতে পারে না। কারণ ভোগপর অবস্থায় সম্পর্ক গড়ে উঠিলেও উহা ক্ষণিককালের জন্য হইতে পারে কিন্তু অচ্ছেদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইতে হইবে এবং তজ্জন্য বাহ্যিক আদান-প্রদানের উপরিও নিত্য শাশ্বত জীবগণের যাহা সম্পর্ক উহা যথার্থ উপলব্ধি হইলে পর প্রকৃত প্রীতির বন্ধনে সমাসীন হওয়া স্বাভাবিক। প্রবন্ধ বৃহৎ হওয়ার ভয়ে পুনঃ আলোচনা না করিয়া মহাজন-বাক্য আবৃত্তি করতঃ নিবেদন করি এই যে,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পাদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

—প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদস মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩·২৫ পয়সা। ভারত ও পাকিস্থানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ"**, অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়**, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১ শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৫·০০, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২·৭৫ পঃ ৩। সাংখ্য-বাণী—·১৯ পঃ, ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩·০০ টাঃ। Sree Chaitanya Mahaprabhu—1·00., ৬। প্রেম-প্রদীপ—১·৭৫ পঃ ৭। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১·৭৫ পঃ ৮। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলী-সহ)—·৭৫ পঃ ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—·৩৭ পঃ, ১০। বৈষ্ণবধর্ম্ম (বাংলা) —৫·০০ টাকা, ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০·০০, ২। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা -১·৭৫ পঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১·০০ টাঃ, ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরক্রমা—১·৭৫ পঃ ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—১·২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন কাব্য)—১·০০ টাঃ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা -১·৫০ পঃ, ১৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—·৬০ পঃ।

Regd. No. C. 3205

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের স্থাপিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদী
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)
রক্ষ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদ্বৈবত মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীপিছল্‌দা গৌড়ীয় মঠ—পিছল্‌দা আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।

৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীপিছল্‌দা পাদপীঠ—পিছল্‌দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রম—হরিখালিবাজার, ইটামগরা পোঃ (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীকৃপাসিন্ধু ব্রহ্মচারী।

১০। শ্রীযাবট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীরাধে ক্ষজদাস বাবাজী মহারাজ।

১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র-কোরন্ট বান্দিয়াঘাট পোঃ (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পুরাণকাছারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ।

১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ

১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেবারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ।

১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী।